কিশোর-অপরাধী

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

I. P. S. [RETD.] M. SC. D. PHIL. J. P.

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : ১লা শ্রাবণ, ১৩৫৭

প্রকাশক :

মন্মথ বসু

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রক :

রঞ্জনকুমার দাস

শনিরঞ্জন প্রেস

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড

কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদ :

গৌতম রায়

দাম সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা

ভাবী সন্তানদের সৎরূপে গড়ে সুনাগরিক করতে এই পুস্তকটি সহায়ক হলে এবং উহার শিক্ষাতে নিজেরা নিশ্চিন্ত সুখী ও নিরাপদ হলে এই পুস্তকটি হাতে তুলে দেওয়া সার্থক হবে।

ইতি—

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
www.banglabooks.in
Click here

প্রথম ভাগ

কিশোর অপরাধীদের ইংরাজীতে বলা হয় জুভেনাইল ক্রিমীন্যাল। কৈশোর কদাচারকে জুভেনাইল ডেলিঙ্কোয়েন্সী বলা হয়। কিশোর অপরাধীদের সহিত বয়স্ক-অপরাধীদের কোনও মৌলিক প্রভেদ নেই। একই অপরাধ-স্পৃহা দ্বারা উভয়েই পরিচালিত। উহাদের যা কিছু প্রভেদ তা আইনগত ব্যাখ্যার উপর। আইনতঃ অপরাধীদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা—(১) শিশু-অপরাধী। (২) কিশোর-অপরাধী এবং (৩) বয়স্ক-অপরাধী।

কিশোর এবং শিশু-অপরাধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পৃথিবীব্যাপী এক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এ জন্য প্রতিটি দেশে রাষ্ট্রীয় গবেষণাগারে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ বিষয়ে গবেষণা হচ্ছে। কিশোর ও শিশু-অপরাধী সম্পর্কিত জ্ঞান চর্চার বৃদ্ধি হেতু উহা এক্ষণে ডেলিঙ্কোয়েন্ট সায়েন্স নামে মূল অপরাধ-বিজ্ঞান বহির্ভূত একটি পৃথক বিজ্ঞানে পরিণত।

পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত অপরাধী 'শিশু-অপরাধী'। পাঁচ হতে আঠারো বৎসর বয়স্ক বালক 'কিশোর অপরাধী', এবং তদূর্ধ বয়স্ক অপরাধী 'বয়স্ক-অপরাধী'। কিন্তু, শিশু-অপরাধী হতে কিশোর-অপরাধী—এবং কিশোর-অপরাধী হতে বয়স্ক-অপরাধী হওয়া সম্ভব। কারণ, ওদের পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আছে। শিশুদের মস্তিষ্ক অপরিণত থাকে। ওদের প্রয়োজনীয় দৈহিক শক্তি নেই। ওদের অঙ্গাদির মোটর নার্ভ সুগঠিত নয়। এ জন্য তারা সুষ্ঠুরূপে অপকর্ম করতে অক্ষম। [বিকৃত মস্তিষ্ক উন্মাদকেও অপরাধী বলা হয় না।] শিশুদের ভালো মন্দ, উচিত-অনুচিত সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান নেই। কিন্তু, কিশোর-অপরাধীরা বিচার-বুদ্ধি হীন নয়। এজন্য ওরা আইনতঃ অপরাধী। স্বল্প বয়সের জন্য শুধরোবার সময় ও সুযোগ ওদের দেওয়া উচিত। আঠারো বৎসর বয়ঃক্রমের পর মস্তিষ্ক সুগঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইন প্রণেতাদের সম্ভবতঃ ইহাই বিশ্বাস। তাঁদের মতে আঠারো বৎসরের পরবর্তী বয়স্ক ব্যক্তি বয়স্ক-অপরাধী।

[সমাজ শিশুকৃত অপরাধের জন্য তাদের অভিভাবকদের দায়ী করলেও রাষ্ট্রীয় বিধিতে তজ্জন্য তাঁদের কোনও শাস্তির ব্যবস্থা নেই। মাত্র রেলওয়ে

অ্যাক্টে কোনও শিশু চলন্ত বাষ্পীয় শকটে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করলে তজ্জন্য ওদের পিতামাতা দণ্ডিত হন।]

কিশোর-অপরাধী এবং শিশু-অপরাধীদের আইনী সংজ্ঞার সহিত ওদের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার যথেষ্ট প্রভেদ আছে। আইনতঃ বাৎসরিক বয়স অনুযায়ী কেহ কিশোর-অপরাধী কি না তা স্থিরীকৃত হয়। তাদের মানসিক অবস্থা, চিত্তচাঞ্চল্যের ক্রম, জৈব ও যৌন বোধ, দৈহিক বর্ধন, আভ্যন্তরীক পুষ্টি প্রভৃতি সম্বন্ধে আইন উদাসীন। কোনও কিশোর অপরাধী আইনের চক্ষে বালক বা বালিকা হতে পারে, কিন্তু তাদের বুদ্ধিমত্তা, দৈহিক বর্ধন, আভ্যন্তরিক পুষ্টি ও ব্যবহারাদিতে তারা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি। বহু অষ্টাদশ বর্ষীয় কিশোর অত্যন্ত বলবান ও দুর্দান্ত হয়। অন্য দিকে—ঐ বয়সের বহু বালিকা, বালকদের অপেক্ষা সমস্যা সঙ্কুল হয়েছে। কিশোর-অপরাধী বলতে অবশ্য কিশোরীদেরও বুঝায়। বালক ও বালিকা উভয়েই আইনের চক্ষে সমান।

[চিকিৎসকগণ এক্স-রে দ্বারা অস্থি পরীক্ষা করে কিশোর-অপরাধীদের বয়ঃসীমা নির্ধারণ করেন। পুলিশ ওদের বগল ও যৌন দেশের কেশ পরীক্ষা করে বোঝেন যে ওরা সাবালক কি না। বার্থ সার্টিফিকেট হরস্কোপ ইত্যাদি হতেও কিশোর-অপরাধীদের বয়স নিরূপিত হয়।]

বালক ও বালিকাদের আকৃতি প্রকৃতির মধ্যে যেমন পার্থক্য তেমনি তাদের অপরাধী হওয়ার রীতি নীতিতেও প্রভেদ বহু। কিশোরীরা একত্রে দলবদ্ধ হয়ে অপরাধ কদাচিৎ করেছে। সাধারণতঃ তারা একাকী অপরাধ করে। দলবদ্ধ হয়ে কাজ করলেও বালক ও বালিকাদের দলগুলি পৃথক হয়। কিশোর-কিশোরীদের মিশ্রদল কদাচিৎ দেখা গিয়েছে। বালিকা অপরাধীদের সংখ্যা সকল দেশেই কম। সাধারণতঃ ছয় জন অপরাধীদের মধ্যে অনুক্রমিক ক্রম মত পাঁচ জন বালক ও একজন বালিকা থাকে। বালক অপরাধীদের গ্যাঙ্গের অস্তিত্ব সকল দেশেই আছে। বস্তিবাসী [slum] বালকদের সহিত সঙ্গতি সম্পন্ন পরিবারের বালকরাও এতে যোগ দেয়। কয়েকজন বালিকা [য়ুরোপীয় দেশগুলিতে] এদের সঙ্গে থাকে বটে। কিন্তু তারা বালকদের তাঁবেদার রূপে সেখানে কাজ করে। বহু বালকের সঙ্গে তাদের যৌন সম্পর্কও থাকে। ওদেশে অবশ্য বালিকাদের নিজস্ব অপদল আছে। কিন্তু সেখানেও তারা বালকদের দলের পরিপূরক দলরূপে কাজ করে। বালিকারা পথিক ও ভদ্র ব্যক্তিদের ভুলিয়ে পথভ্রষ্ট

করলে বালকরা তাদের অর্থশূন্য করে। য়ুরোপে বালিকারা তাদের কেশের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখে। এরা সাধারণতঃ অস্ত্রশস্ত্রের বাহকরূপে বালকদের সাহায্য করে। বালিকারা ওদের জন্য গুপ্তচরের কার্য করে। য়ুরোপে ওরা বালকদের পক্ষে 'এ্যালিবাই' সাক্ষ্য প্রদান করে। তারা সাক্ষ্য বলে ঐ বালক তার সঙ্গে অমুক স্থানে অমুক সময়ে রাত্রিযাপন করেছে। অতএব সে ঐ স্থানে ঐ সময় অপরাধ করতে পারে না। মার-পিটের সময় তারা বালকদের যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। পুলিশকে প্রতিরোধ করতেও এরা পরস্পরকে সাহায্য করে। বালক অপদলের সদস্যদের মধ্যে প্রখর দলীয় আনুগত্য দেখা যায়।

এগারো বৎসর বয়সের নিম্ন বয়স্ক বালকদের মধ্যে অসামাজিক ব্যবহার প্রকাশ পায়। এগারো বৎসর বয়সের উর্ধ্বতন বয়স্ক বালকগণ অপদল সৃষ্টি করে। দলভুক্ত হওয়া বালক অপরাধীদের একটি বিশেষ প্রবণতা, ওদের দলভুক্তির বয়স [Gang age] ১২ বৎসরের পরের বয়স বলা যেতে পারে।

[এদেশে শহরাঞ্চলে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের বালিকা সহ কয়েকটি ব্ল্যাক-মেইলিংএর দল আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রেড হট্ স্করপীয়ন দল সম্বন্ধে বলা যায়। এ দেশীয় বাক্তিদের নওসেবা ঠগী দলেও দুই একজন বালিকাকে বয়স্ক নারীদের সহিত দেখা গিয়েছে। ভারতীয় শহরে বয়স্ক পুরানো পাপীরা তাদের অপকর্মে বালক এমন কি শিশুদেরও সাহায্য নেয়। বালকরা ঘুলঘুলী ও নর্দমার পথে প্রবেশ করে বড়োদের জন্য বহির্দরজা খুলে দেয়। ওয়াগন ভাঙিয়েরা বহু বালককে ঐ কাজে নিয়োগ করে। পকেটমাররা দ্রব্যপাচারে বালকদের সাহায্য নেয়। সপি ফটার ও কার্টলিফটার বালকরা তরকারীর গাড়ী ও দোকান প্রভৃতি হতে নিয়মিত দ্রব্য চুরি করে। এরা ভবঘুরে নিরাশ্রয় ও স্বাবলম্বী হয়।]

বালকরা পরস্পরকে কর্ম ক্ষেত্রেই মন্দ করেছে। ওদের মধ্যে বড়দের প্রবেশই সকল অনর্থের মূল। কোনও যুবকের প্রতি ওদের অনুরক্তি সন্দেহ-জনক। অভিভাবকরা সময়ে সাবধান হলে অঘটন এড়ানো যায়। অজ্ঞাত কুলশীল যুবকদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া বিধেয়।

বালিকা অপরাধীদের সংখ্যা এদেশে স্বভাবতঃ খুব কম। এখানে বালক-দের অপেক্ষা বালিকাদের প্রতি অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি থাকে। অধিকন্তু এদেশে বারো বৎসর বয়সে কন্যারা পিউবারটি প্রাপ্ত হয়। পর্দা প্রথা, বংশগত সংস্কার এবং তৎসহ বাল্যবিবাহ উহার প্রতিবন্ধক। অপকর্মের জন্য

ওদের সুযোগ-সুবিধাও কম। সন্তান ধারণ ও সন্তান পালনে এদের অধিক সময় ব্যয়িত হয়। অপরাধ করা অপেক্ষা বহুচারিণী হওয়াতে উপার্জন অধিক। ১৪ বৎসরের নিম্নে এবং ৪০ উর্ধ্ব বয়সে বরং কেউ কেউ অপরাধ করেছে। অনুপাতে সর্বদেশে বালক অপরাধীদের সংখ্যা অত্যধিক বেশি। উহাদের সংখ্যাও অধুনা ক্রমবর্ধমান। এ জন্য এখানে বালক অপরাধীদের সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করব। বালিকারা সাধারণতঃ যৌনজ অপরাধে সংশ্লিষ্ট থাকে। কিন্তু—ঐ জন্য [আইনে] বালিকাদের দায়ী না করে বালকদেরই দায়ী করা হয়।

বিঃ দ্রঃ—পনেরো বৎসর বয়স্ক একজন বালিকা ঐ বয়সের এক বালক অপেক্ষা অধিক বেশী পরিপক্ক [matured] হয়। কোন বালক যে পূর্ণ বয়স্ক হয়েছে তা ঐ বালকদের বুঝতে দেরী হয়। কিন্তু বালিকারা বোঝে যে তারা পূর্ণ বয়স্কা ও পরিপক্ক হয়েছে। বালিকাদের অপেক্ষা বালকদের সহজে অধীন করা যায়। কিন্তু বালিকাদের নিকট কোনও ধাপ্পাবাজি কার্যকরী হয় না। বালককৃত যৌনজ অপরাধে ইহা বিবেচনা করা উচিত।

বালক অপরাধীরা দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা, একটোমরফাস এবং মেসোমরফাস। প্রথম দল হাল্কা দেহী কৃশ গোপনতা প্রিয় ও ভীরু, কিন্তু চতুর। এরা ভেবে চিন্তে কাজ করে। শেষোক্ত দল বলবান সাহসী বেপরোয়া, নিষ্ঠুর ও আনুগত্যহীন।

কিশোর-অপরাধীদের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছে।

(১) দৈহিক স্বাস্থ্যঃ নিরেট-দেহী, সুসংবদ্ধ, পেশী বহুল। (২) মানসিক প্রবণতা : অস্থির, ধৈর্যহীন ভাবুকতা। (৩) কর্মশক্তি : মাত্রা হীনতা, আক্রমণাত্মক, নাশকতা-প্রিয়। (৪) আচরণ : শত্রুতা, বেপরোয়া, বিঘ্ন-সৃষ্টিকারী, সন্দিগ্ধ, জেদী, অধিকার-বিলাসী, দুঃসাহসিক, সংস্কার বিহীন মন ও আনুগত্যহীন। (৫) মনস্তাত্ত্বিক : জবরদস্তি স্বভাব, নেতৃত্ববিলাসী সফলতার জন্য অন্যায় পন্থা গ্রহণ, নিষ্ঠুরতা, নির্দয়ভাব, স্বার্থপরতা।

কিশোরদের মধ্যে পরিদৃষ্ট উপরোক্ত দোষগুলি ওদের অপরাধী হওয়ার অগ্রদূত। ঐগুলি কিশোরদের মধ্যে দেখা গেলে অভিভাবকদের সাবধান হওয়া উচিত।) বাক্-প্রয়োগ [সাজেস্‌শন] ও কার্যকরণ দ্বারা ঐগুলি দূরীভূত করা সম্ভব। স্নেহহীন পিতামাতার স্নেহের অভাব, অপূরিত আকাঙ্ক্ষা, তদারকীর অভাব, দুঃখ, দারিদ্র্য, অবিচার, আশৈশব কু-ব্যবহার প্রাপ্তি, দ্বন্দ্বরত মন ও বিবিধ প্রদমিত মনোজট [complex] হতে ঐগুলির উদ্ভব

হয়। ঐগুলি বালকদিগের প্রথম জীবনে চরিত্র গঠনের প্রতিবন্ধক। এতদ্‌-ব্যতিরেকে (নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় কিশোর অপরাধী হওয়ার অন্যতম কারণ রূপে বিবেচিত।) ৮

(১) মানসিক সংঘাত [কন্‌ফ্লিক্‌ট], (২) কু-সংস্কার ও কুসঙ্গ, (৩) প্রাক্‌ যৌন-অস্থিরতা, (৪) গণ-বাক্‌ প্রয়োগশীল [Mass-suggestion], (৫) প্রাক্‌-যৌন অভিজ্ঞতা, (৬) দুঃসাহসীকতা, (৭) এ্যাডভ্যানচার প্রিয়তা, (৮) অতি ছায়াচিত্র প্রিয়তা, (৯) স্কুলের সমস্যা : বড়দের সাথে পঠন, (১০) প্রমোদাভাব : সৎ আমোদ প্রমোদের অভাব, (১১) অতিরিক্ত পথজীবন, (১২) অপছন্দকর কর্মস্থান, (১৩) চিত্তবিক্ষোভ [ইমোসন্যাল ইনষ্টেবেলিটি] বদ অভ্যাস ও অতি আদর ভোগ, (১৪) বাতিকগ্রস্ত মন, (১৫) দুর্বল দেহ, মন্দ স্বাস্থ্য, অনিদ্রা ও দারিদ্র্য, (১৬) অসময়ে পিউবারটী, (১৭) যৌন পরিপক্কতা, (১৮) পরাশ্রয় : সৎমার বা দূর আত্মীয়ের গলগ্রহ হওয়া, মাতা বা পিতার মনিবের গৃহে বসবাস, মনিব পুত্রদের দ্বারা নিগ্রহ ও অবজ্ঞা, (১৯) অপুষ্টি, ভেজাল আহার ও স্নেহের অভাব, (২০) বুদ্ধি অনুযায়ী ক্লাশে ভর্তি না হওয়া, সহপাঠীদের র‍্যাগীঙ, উপেক্ষা ও উপহাস এবং পাঠ্য পুস্তকের অতি ভার [ইহা কিশোরদের উন্মাদ, নির্বোধ কিংবা অপরাধী করে]।

সমকামী বালকরা প্যাসিভ এজেন্ট রূপে অন্য বালককে সংগ্রহ করে তৃপ্ত হয়। এ্যাকটিভ বালক এজেন্টরা জুয়াতে ওদের প্যাসিভ এজেন্টদের বাজী ধরে। কয়েকটি সরকারী কয়েদ স্কুলে ইহা দেখা গিয়েছে। জুয়া, সিনেমা ও নেশাভাঙের মত সমকামীতাও ওদের প্রিয় বস্তু। অর্থের জন্যও কিছু বালক ঐরূপ কুকার্যে রাজী হয়। বয়স্ক নারীরাও ঐ জন্য বালক সংগ্রহ করেছে। পরে অবহেলিত হলে [যা তারা প্রায়ই হয়] ওরা বিশেষ ধরণের কিশোর অপরাধী হয়েছে।

বহু বালক বালিকার যৌন সম্পর্কিত জ্ঞান নেই। যৌন সঙ্গমের কুফল সম্বন্ধে তারা বোঝে না। উহাকে তারা এক প্রকার ক্রীড়া মনে করে। এ জন্য ওদেরকে কিছুটা যৌন বিদ্যা শেখানো ভালো। যা তারা এর-ওর কাছে শিখবেই তা তাদের পূর্বাহ্নেই শিক্ষা দেওয়া উচিত।

বহু স্কুল পলাতক বালকদের অপরাধী হতে দেখা গিয়েছে। ঐরূপ বহু স্কুল পলাতকরা আবার অপরাধী হয়ও নি। বিদ্যালয়গুলিতে দুই প্রকারের অনুপস্থিতি দেখা যায়, যথা—বৈধ ও অবৈধ। পিতামাতা ও অভিভাবকদের

বিনানুমতিতে অনুপস্থিত থাকলে তাকে পলায়নী-দোষ বলা হয়। ঐরূপ ক্ষেত্রে ওদের শুধু শাসন না করে ওদের ঐ পলায়নী স্বভাবের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। উহা বারে বারে ঘটলে বুঝতে হবে যে ঐ বালক শীঘ্রই কিশোর-অপরাধী হবে।

বহু ক্ষেত্রে শুধু রোমান্স ও তামাসা উপভোগ করার জন্যে বালক দল অপরাধ করে। সভ্যসমাজে অপরাধ প্রদমিত। উহাকে উৎসাহ দেওয়ার রীতি নেই। কিন্তু, বিশেষ দিন ক্ষণে সমাজ উহাকে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু—অপরাধস্পৃহা একবার বহির্গত হলে উহার পুনরায় অন্তর্মুখী হওয়া কঠিন। পল্লী অঞ্চলে নষ্টচন্দ্র দিন উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঐ রাত্রে অভিভাবকদের জ্ঞাতসারেই বালকেরা প্রতিবেশির ফল পাকোড চুরি করতে বেরোয়। দোল পর্বে এক শ্রেণীর হিন্দুদের অশালীনতা ক্ষমা করা হয়। বড়দিন উৎসবে য়ুরোপে বহু বেলেল্লাপনা সহ্য করা হয়েছে।

বহু বালককে আশ্রম মঠ ও চার্চ প্রভৃতি স্থানে সংশোধনের জন্য পাঠানো হয়। সেখানে ধর্ম শিক্ষা ও সৎ শিক্ষা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ঐ সঙ্গে তাদের অন্য ধর্মের বিরোধী করে পরধর্ম বিদ্বেষীও করে তোলা হয়। এতে কিন্তু ফল হয় বিপরীত। তাই চার্চ ফেরত বহু বালককে কিশোর-অপরাধী হতে দেখা গিয়েছে। পরধর্ম বিদ্বেষী সমাজে প্রায়ই অপরাধীদের প্রাবল্য দেখা যায়। ধর্মমতের মত রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রেও ইহা সমভাবে প্রযোজ্য।

স্থূল বৃত্তির অতি অনুশীলন হলে ঐরূপ অবস্থা হবেই। মানুষের মনোদণ্ডে উল্টো পাল্টাভাবে স্থূলবৃত্তির ও সূক্ষ্ম-বৃত্তির অবস্থান। উহাদের একটির বৃদ্ধি অন্যটির হ্রাস ঘটাবেই। ইহা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের চিন্তনীয় হওয়া উচিত। কারণ—স্থূল বা সূক্ষ্মবৃত্তির একটি অংশ উদ্বেলিত হলে উহার অন্য অংশগুলিও সক্রিয় হয়ে ওঠে। ঐরূপে ওদের স্থূলবৃত্তি প্রবলীকৃত হলে উহা সহজে প্রদমিত অপস্পৃহার বহির্বিকাশ ঘটায়।

বিঃ দ্রঃ—সংশোধনাগারে বালক অপরাধীদিগকে তাদের প্রবণতা [কম-বেশী] নির্বিশেষে একত্রে রাখা হয়। এদের মধ্যে কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট বালকদের পৃথকীকৃত করে পৃথক স্থানে রাখা উচিত। পরে শেষোক্তদিগের মধ্য থেকে ব্যবহারের তারতম্য অনুযায়ী কয়েকজনকে বেছে স্থানান্তরিত করা ভালো। এইভাবে ধাপে ধাপে পৃথকীকৃত করলে এরা অন্যদের সাথে মিশে পুনরায় অধোমুখী হতে পারে না। ভালো বালকদের পৃথকীকরণ ও ভালো হওয়ার

বিষয় অবগত হলে ঈর্ষান্বিত হয়ে মন্দেরাও ভালো হবার জন্য চেষ্টা করবে। ঈর্ষা ও জেদ [স্থূল বৃত্তি] ওদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। এই মন্দ দোষ গুলিকে ঐভাবে কাজে লাগানো সম্ভব।

[অলস ও কর্মবিমুখ দরিদ্র ব্যক্তিরা সচ্ছল মধ্যবিত্ত ও ধনীদের ঈর্ষা করলে ওদের স্থূল বৃত্তি সমূহ কুপিত হয়। ঐরূপ বালকদের পক্ষে অপরাধী হওয়া সম্ভব। প্রাসাদোপম অট্টালিকার পার্শ্বে বস্তী থাকলে অর্থনৈতিক অসমতা শিশুদের মধ্যে হিংসা ও ক্রোধ আনে। কিন্তু দরিদ্রদের বস্তী অন্যত্র থাকলে উহা ক্ষতিকর হয় না। এ জন্য দক্ষিণ কলিকাতা অপেক্ষা উত্তর কলিকাতাতে অধিক কিশোর ও শিশু অপরাধী দেখা গিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে দরিদ্রদের পৃথক এলাকাতে এরূপ কোনও সমস্যা না থাকাতে সেখানে ওদের আবির্ভাব নেই। গ্রাম্য সমাজে প্রতিবেশিদের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা প্রতিটি কিশোর ও শিশুদের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি রাখেন। ওখানে ধনী ও মধ্যবিত্তদের অট্টালিকাতে দরিদ্রদের অবাধ যাতায়াত। ওদের পরিচ্ছন্ন পর্ণ কুটিরেও মধ্যবিত্ত বালকদের আনাগোনা আছে। উভয় শ্রেণীর পরিবারদের পোশাক, খাদ্য ও আচার-বিচারে প্রভূত সামঞ্জস্য দেখা যায়।] এ জন্যে গ্রামে কিশোর অপরাধীর প্রাবল্য নেই। শহরের মত বস্তী জীবনের দুর্ভোগ গ্রামের লোক ভোগে না। সেখানে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক নিজস্ব বাস-গৃহ আছে।

কিশোর বয়স একটি বিপজ্জনক বয়স। ঐ সময় ওরা অত্যধিক রূপে ভাব প্রবণ, আদর্শবাদী ও বাক প্রয়োগশীল [সাজেসসিভ] হয়। ঐ বয়সে ওরা স্বার্থত্যাগী ও জীবন-মরণ সম্বন্ধে বেপরোয়া হয়। ঐ সময় ওরা বিচার-বিবেচনা না করে মনের আবেগে কাজ করে। সামান্য একটু অবহেলাতে, কটু উক্তি ও অপমানে ওরা আত্মহত্যাও করে। ঐ সময় ওদের সঙ্গে সাবধানে কথাবার্তা ও ব্যবহারাদি করা উচিত। ঐ বয়সে ওরা প্রেমে পড়ে। ওরা গুপ্ত সমিতিতে প্রবেশ করে ও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেয়। অভিভাবকদের বিনা অনুমতি'তে দেশের জন্য যুদ্ধে যায়। ভুল আদর্শ প্রণোদিত হয়ে ওরা রাজনৈতিক অপরাধ করে।

ক্ষমতালোভী বহু নেতা ওদের উক্ত-রূপ প্রবণতার সুযোগ প্রায়ই নিয়ে থাকেন। জনতাকে জাগাবার নামে তাদের অপস্পৃহাকে জাগানো অনুচিত। কিশোরগণ প্রায় এদের শিকার হয়ে নিজেদের ও পরিবারের সর্বনাশ এনেছে।

কিশোরদের প্রতিরোধযোগ্য দোষগুলি সময় মত না শুধরে অবহেলাতে

তাদের কিশোর-অপরাধী হতে দিলে উহারা বহু ক্ষেত্রে ভীষণ আকৃতির ও প্রকৃতির হয়ে ওঠে। তখন তারা অভিভাবকদের সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাহিরে চলে যায়। এমন কি—তাদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু তারা গৃহত্যাগী হয়ে বস্তীবাসীও হয়েছে। নেশা ভাঙ ও অন্যান্য কু-অভ্যাস তাদের প্রতিরোধ সম্পর্কিত সূক্ষ্ম স্নায়ুর বিলুপ্তি তো ঘটায়ই ; উপরন্তু তারা মনের সুকুমার বৃত্তিগুলিও হারিয়ে মানব-দানবেও পরিণত হতে পারে। ঐরূপ অবস্থাতে তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত রূপ কয়েকটি দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা যাবে।

'সজল চক্ষু, অস্থিরতা, দ্রুত হন্টন, উদর রোগ, অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ধ্যান ধারণা, অসৎসংসর্গ ; কর্মবিমুখতা, নৈতিক ও দৈহিক অসাড়তা, কষ্টহীনতা, স্পর্শকাতরভাব, লজ্জা সরমের অভাব, অত্যধিক অর্থাকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন, চক্ষুমনির বৃদ্ধি [কোকেন খোর] নিম্নগামী মন, রক্ত চক্ষু, মারবেলের মত স্থির চক্ষু [মদ্যপ ও খুনী] নিদ্রাহীনতা, নিষ্ঠুরতা, অস্থির চক্ষুপত্র ও পদাগ্র দ্বারা হন্টন [খুনী] রাত্রে ঐ স্বভাবের বর্ধন ইত্যাদি।'

উপরোক্ত স্বভাব হতে ওদের কোন দল ব্যক্তির বিরুদ্ধে এবং কোন দল বস্তুর বিরুদ্ধে অপরাধ করবে তা কিছুটা বোঝা যায়। এ ছাডা এদের মধ্যে ভাবপ্রবণতা, দাম্ভিকতা নিষ্ঠুরতা ও অলসতা স্থূলরূপে স্থান পায়। ঐ বৃত্তি চতুষ্টয় ওদের মনের পথে যথাক্রমে ওঠা নামা করে। বহু ঐন্দ্রিক অতিন্দ্রিয়তা Hyper sensibility তখন ওদের মধ্যে দেখা যাবে।

নিম্নে উদ্ধৃত ফরমুলাটি দ্বারা কিশোর এবং শিশু অপরাধীদের বিচার করা হয়। উহার সাহায্যে অপরাধ নিরোধ করাও সম্ভব। ঐরূপে অঙ্ক শাস্ত্রদ্বারা ওদের অপস্পৃহা নিরূপিত হয়। ওদের নিবাময় করার জন্য উহা অবগত হওয়া প্রয়োজন।

$$C = \frac{T+S}{R}$$

[C অর্থাৎ ক্রাইম তথা অপরাধ। T অর্থে টেণ্ডেন্সী তথা প্রবণতা। S অর্থে সিচুয়েসন তথা পরিস্থিতি। R অর্থে রেসিসটেন্স পাওয়ার তথা প্রতিরোধ শক্তি।]

T এবং S এর শক্তি কমিয়ে এবং R এর শক্তি বাড়িয়ে অপরাধ নিরোধ সম্ভব। যথা, $(T^2+S^3) \div R^4 = C^1$. এখানে R' এর শক্তি ৫ করলে মানুষ নিরাপরাধী হবে। অবলোকন, অনুসন্ধান প্রশ্নোত্তর ও তৎসহ যান্ত্রিক পরীক্ষা দ্বারা অপঃস্পৃহাঙ্ক বার করা যায়। শিশুরা তাদের অবিভাক্তি (Introspection) প্রায়ই গোপন করে না।

বিঃ দ্রঃ—T এবং S এর শক্তি অনুসন্ধান ও অবলোকন দ্বারা নির্ণয় ক সম্ভব। কিন্তু R একটি সম্মিলিত মানসিক বৃত্তি। এজন্য উহার কমপোনেন্ট পার্টের পরিমাপ করতে হবে। (১) ভয় ভাবনা (২) শিক্ষা দীক্ষা (৩) ও বংশানুক্রমের সম্মিলিত শক্তি প্রতিরোধ শক্তি। এ ক্ষেত্রে $F^2+E^1+H^1=R^4$ হয়েছে। F অর্থে ফিয়ার অফ কন্‌সিকোয়েন্স। কেহ আইনকে কেহ বা ঈশ্বরকে ভয় করে। E অর্থে এডুকেশন ও এনভায়রণমেন্ট। H অর্থে হেরিডিটি। এই গুলির পৃথক পৃথক অনুসন্ধান দ্বারা R এর শক্তি নির্ণয় করা যায়।

পরিবেশ ও দারিদ্র্য, কিন্তু কিশোর অপরাধী সৃষ্টির একমাত্র কারণ নয়। বস্তুতঃ পক্ষে একটি মাত্র কারণ দ্বারা অপরাধী সৃষ্টি হয় নি। কেবল মাত্র বাসভূমি অপরাধী সৃষ্টির জন্য নিশ্চই দায়ী নয়। কারণ একই পরিবেশে বসবাসকারী বহু বালক অপরাধী হয় নি। বয়ঃ বৃদ্ধির সহিত অসামাজিক ব্যবহার হতে তারা নিজেদের মুক্ত করেছে। দারিদ্র্যও কারও একচেটিয়া অধিকার নয়। মধ্যবিত্ত ও ধনীদেরও বহু ক্ষেত্রে অর্থাভাব ঘটেছে : মধ্যবিত্তরা সন্তানদের চরিত্র গঠনে যতটা যত্ন নেন, বস্তীবাসী ও নিম্নশ্রেণীরা ঐ সম্পর্কে ততটা যত্নবান হন নি। সোসিও-একনমীক অবস্থার ও ব্যবস্থার ভুল ব্যাখ্যা করা অনুচিত। সংখ্যালঘুদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা ও অস্পৃশ্যতা কিশোর অপরাধী সৃষ্টির কারণ বটে। কারণ, যে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্কের অপরাধ-নিরোধ সম্পর্কিত সূক্ষ্মস্নায়ুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়। এতে অপস্পৃহার বহির্গমন ও তৎজনিত অপরাধী সৃষ্টি হওয়া খুবই সম্ভব। কিন্তু- তবুও বলব যে ঐ সম্বন্ধে এদেশে বহু ভ্রান্ত ধারণা অযথা সৃষ্টি করা হয়। উহা মূল সমস্যার সমাধানে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। বেকার জীবনও অপরাধী সৃষ্টির একমাত্র কারণ নয়। সু-পালিস বয়, সংবাদপত্র বিক্রেতা ও হকার বালকরাও অপরাধী হয়। তুলনামূলক ভাবে নন্ ওয়ার্কিং [বেকার] বালকদের মধ্যে অপরাধী বরং কম। উপরন্তু কিশোর বয়সে [age group] পিতামাতার দ্বারা তারা প্রতিপালিত হয়ে থাকে। কিশোর অপরাধী হওয়ার কারণ অন্যত্র সন্ধান করতে হবে।

কিশোর অপরাধী সৃষ্টির জন্য অধুনা অভিভাবক, মাতা পিতা ও তৎসহ রাষ্ট্রকে অধিক দায়ী করা হয়ে থাকে। কয়েক ক্ষেত্রে শিশুদের অপরাধ ও অপরাধ স্পৃহা তাদের কিশোর বয়সে অবিচ্ছেদ্যরূপে সংক্রামিত হয়েছে। স্বভাব-দুর্বৃত্ত [criminal Tribe] জাতীয় বালকদের সম্বন্ধে উহা

বিশেষরূপে প্রযোজ্য। তবে অধিক ক্ষেত্রে কিশোর বয়সে উপনীত হওয়ার পর বালকরা কিশোর অপরাধী হয়েছে।

কিশোর অপরাধী হওয়ার মূল কারণ শিশুদের মধ্যেই নিহিত। দ্রব্যাদি কেড়ে নেওয়া বা লুকিয়ে রাখা এবং হিংসা লোভ ও ক্রোধ আদি শিশুদের স্বাভাবিক ধর্ম। বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত তাদের উক্ত স্বভাব পরিত্যক্ত হয়। [ঠিক বেঙাচির লেজ খসিয়ে ব্যাঙ হওয়ার মত] অপরাধী সমাজ হতে যে নিরাপরাধী মানুষের সৃষ্টি উহা তা প্রমাণ করে। শিশুদের ঐ স্বভাব আপনি হতে পরিত্যক্ত না হলে বুঝতে হবে যে তা কেন হচ্ছে না। ঐ সম্পর্কিত কার্যকরণ সম্বন্ধে ইতি পূর্বে বিশদরূপে বলা হয়েছে।

কিশোর এবং শিশুদের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি স্বভাব পরিদৃষ্ট হলে ঐগুলি যথাসম্ভব নিরাময় করা উচিত। অন্যথায় শিশুগণ স্বল্প সময়ের মধ্যে অপরাধী হতে পারে। ঐগুলি ওদের অপরাধী হওয়ার সূচনা সূচিত করে।

(১) পশুপক্ষীর প্রতি নির্দয় ব্যবহার, (২) ক্রীত নয় এমন দ্রব্যের অধিকার, (৩) অত্যুৎকট অবাধ্যতা, (৪) বিদ্যালয় হতে পলায়ন, (৫) কৈফিয়ৎ-হীন ক্ষত আদি, (৬) দেরীতে গৃহে ফেরা, (৭) বিসদৃশ ও মলিন পরিচ্ছদ, (৮) অপরিচ্ছন্ন আকৃতি [অকর্তিত কেশাদি], (৯) বাড়িতে আনা হয় না এমন বন্ধু-বান্ধব, (১০) নেশা ভাঙ করা ও উল্কি ধারণ, (১১) সন্দেহমান ব্যক্তিদের প্রতি আনুগত্য।

কিশোরদের অপরাধী হওয়া না হওয়া নির্ভর করে ওদের প্রতিবোধ সম্পর্কিত সূক্ষ্ম স্নায়ুর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা না হওয়ার উপর। কিশোর ও শিশুদের ঐ সম্পর্কিত গঠনোন্মুখ সূক্ষ্ম স্নায়ু তখনও নূতন [কাঁচা] থাকায় সামান্য প্রতিকূলতা তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আনে। শিশুদের অপছন্দকর কোনও কার্য করা উচিত হবে না। অসৎ পিতামাতাও নিজেদের সন্তানকে সৎ দেখতে চান।

শিশুরা বাক্‌প্রয়োগশীল [suggessive] অনুকরণ প্রিয় ও কিছুটা অপরাধ প্রবণ। ফলে, পরিবেশের শক্তি তাদের উপর সহজে কার্যকরী হয়। উহাকে প্রতিহত করার মত প্রতিরোধ শক্তি ওদের মধ্যে থাকা চাই। সামান্য ভুল ভ্রান্তি কিংবা স্টিমিউলাস ওদের প্রতিবোধ শক্তির আধারভূত সূক্ষ্ম স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ঐ সম্পর্কিত বিবিধ কারণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

শিশুদের সম্মুখে মাতা পিতার কলহ অত্যন্ত ক্ষতিকর। এতে বালকরা

বাড়ির বাইরে থাকা পছন্দ করে। তারা পলায়নও করে থাকে। কন্যারা বহু ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করেছে; কিংবা স্বাস্থ্যের প্রতি তারা অমনোযোগী হয়েছে। এতে মাতাপিতার প্রতি তারা বিশ্বাস হারায়। তারা তাঁদের কখনও ভালোবাসতে পারে না। তাঁদের প্রতি তাদের আনুগত্য ও শ্রদ্ধা থাকে না। মাতা পিতার অসচ্চরিত্রতা তাদের বহু ক্ষতির কারণ হয়। ঐ সম্পর্কে জনৈক অবৈধ সন্তানের বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমার বয়স মাত্র সতেরো বৎসর। মাতার দুশ্চরিত্রতাতে আমি ক্ষুব্ধ। আমি একটি ক্ষুরধার ছুরি সংগ্রহ করেছি। মা এবার কোনও ব্যক্তিকে উপ-পতি রূপে গৃহে আনলে আমি নিশ্চয়ই তাকে খুন করবো।"

[এই সব বিরূপ ইচ্ছা কারুর মনে উদয় হলেই যে সব সময় উহা কার্যকরী হয় তা নয়। কারণ—ওদের আভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ শক্তি উহার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে, ওরা মনের দুঃখ মনেতে রেখে নিয়ত কষ্ট পায়। কিন্তু উহা প্রদমিত হলেও চেতন ও অবচেতন মনে রয়ে যায়। দৈহিক বা মানসিক কারণে প্রতিরোধ শক্তি বিলুপ্ত হলে ওই ইচ্ছা সহসা সক্রিয় হবে।]

বহু পিতা একমাত্র পুত্রকেও হিংসা করেন। ওঁরা বহু কষ্টে নামী ও ধনী হয়েছেন। বাল্যে ও যৌবনে অর্থাভাবে তাঁরা জীবন ভোগ করতে পারেন নি। তাঁদের ওই অতৃপ্ত বাসনাকে পুত্রের করায়ত্ত দেখে তাঁরা ক্ষুব্ধ হন। তাঁর কষ্টার্জিত অর্থ তাঁর বদলে তাঁর পুত্রের ভোগে লাগছে। তাঁদের বিক্ষুব্ধ হবার ওটাই প্রধান কারণ। তাঁদের ওই মনোভাব তাঁরা যতই গোপন করুন, উহা পুত্রদের নিকট গোপন থাকে না। এখানে আমার তাঁদের কিছু বলবার আছে। তাঁর পিতা তাঁর জন্যে যা করে যেতে পারেন নি, তা তিনি তাঁর পুত্রের জন্য করেছেন। এইটুকুই তাঁর চরম সান্ত্বনা হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে—'পিতা তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে নবজন্ম লাভ করেন। বিগত জীবন ও যৌবন তিনি তাঁর পুত্রের মাধ্যমই নূতন করে ফিরে পান।' ঐরূপ চিত্তবিশ্লেষণ দ্বারা তাঁদের ওই মনোজট [কমপ্লেক্স] পুত্রের মঙ্গলের জন্য স্ববাক্ প্রয়োগ দ্বারা [অটো-সাজেস্‌সন] দূরীভূত করা কর্তব্য।

মাতা ও পিতার পুনর্বিবাহ বহু শিশুই পছন্দ করে না। ঘরভাঙা সংসারে [Broken family] শিশুদের সৎ থাকা সু-কঠিন। য়ুরোপে অবশ্য ওই সকল বেপরোয়া শিশুই [Tomy] যৌবনে সাম্রাজ্য বিস্তারে সহায়ক হয়েছে।

কিন্তু ঐরূপ বহির্গমনের সুযোগ সুবিধা বর্তমান যুগে নেই। বিসদৃশ গৃহ ও গৃহহীনে প্রভেদ খুবই কম। প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে, বালক-অপরাধীদের পিতামাতা শাসন ব্যাপারে অবিবেচক ও অত্যন্ত নির্দয়। ঠাকুমা ও অন্যেরা তাদের মমতা দ্বারা উহার প্রতিষেধক রূপে কাজ করেছে। কিন্তু যৌথ পরিবারের অভাবে অধুনা উহা কার্যকরী হয় না।

মাতা ও পিতার মধ্যে একজনের উপর শাসন ভার অর্পিত হওয়া উচিত। একজন তাড়না করলে অন্যজনকে সান্ত্বনা দিতে হবে। [ক্ষতিগ্রস্ত স্নায়ু এতে পুনর্গঠিত হয়।] শাসন ভার মাতার উপর থাকলে ফল উত্তম হয়। মাতার স্নেহাধিক্য তজ্জনিত যা কিছু ক্ষতি তা তৎক্ষণাৎ পূরণ করে। বহু পিতা স্নেহে মাতার স্থান অধিকার [পূরণ] করতে চান। কিন্তু উহা সম্ভব তো নয়ই, উপরন্তু উহা বাঞ্ছনীয়ও নয়। তবে উহাকে আমি মন্দের ভালো বলবো। অপুত্রক বিধবা আত্মীয়রা শিশুদের উপকারে আসে। কন্যা পিতাকে এবং পুত্র মাতাকে পছন্দ করে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ইহা সত্য নাও হতে পারে।

[তিনটি পরিবেশ শিশুদের উপর কার্যকরী হয়। যথা—(১) স্থানীয়, (২) স্কুলীয় এবং (৩) গার্হস্থ্য। এক স্থানে যা গড়ে অন্য স্থানে তা ভাঙে। এই ত্রয়ী শক্তির বৈপরীত্য শিশুদের ক্ষতিকর হয়ে থাকে।]

বহু পিতামাতা শিশুদের সহিত শিশুর মত ব্যবহার করতে চান। কিন্তু শিশুরা শিশুর জগৎই পছন্দ করে। তাদের পৃথিবীতে [সংসারে] বড়োদের প্রবেশ তাদের পছন্দ নয়। বহু পিতার ধারণা সর্বদা পুত্রদের সঙ্গে থাকলে মঙ্গল হবে। কিন্তু উহার ফল বিপরীতই হওয়ার সম্ভাবনা। শিশুদের কচি-কাঁচা [গঠনোন্মুখ] মনের সহিত পরিণত মনের সংঘাত ক্ষতিকর। উহা ওদের মনের সহজ গঠনের পরিপন্থী হয়। পুত্রেরা যে কক্ষে বন্ধুদের সহিত আলাপ-রত থাকে সেই ঘরে প্রয়োজন ব্যতিরেকে পিতার প্রবেশ বিধেয় নয়। এতে তারা ক্ষতিকর অস্বস্তি অনুভব করে। ওই বন্ধুরা কি প্রকৃতির তা অবশ্য তাঁদের পূর্বাহ্নে জানা প্রয়োজন।

মাতাপিতার বিবাহ-বিচ্ছেদ শিশুদের নিকট একটি নিদারুণ সমস্যা। তাদের আনুগত্য মাতা বা পিতার উপর থাকা উচিত। তা তারা ঠিক করতে পারে না। বহু ক্ষেত্রে শিশুরা মাতার মৃত্যুর জন্যে পিতাকে এবং পিতার মৃত্যুর জন্য মাতাকে দায়ী করেছে। অন্য দিকে মৃত্যুকালে তাঁদের একজন অপরজনকে যথাযথ সেবা শুশ্রূষা করছে দেখলে তারা অন্তরে তৃপ্ত হয়। এতে সামান্য মাত্র অবহেলা পরিদৃষ্ট হলে তারা জীবিত পিতা বা

মাতাকে অশ্রদ্ধা ও ভয় করে। এমন কি, তাঁরা খাদ্য দিলেও তা তারা নির্ভয়ে খেতে পারে না। [অবহেলা ও পরিত্যাগ প্রায় শিশু অপরাধী সৃষ্টি করে।]

নিম্নোক্ত প্রকার পিতামাতাদেব সন্তানগণ প্রায়ই শিশু-অপরাধী ও পরে কিশোর-অপরাধী হয়ে থাকে

(১) সংসার ত্যাগী বা পলাতক পিতামাতা : এঁরা সন্তানদের রক্ষণ-বেক্ষণের ব্যবস্থা না করে পলাতক হয়েছেন। (২) অপরাধী পিতামাতা : এঁরা শিশুদের পাপের মধ্যে রেখে মানুষ করেন। কিংবা এঁদেব সহায়তায় পাপ কার্য করেন। (৩) সহায়ক পিতামাতা : এঁরা শিশুদের অপরাধ সমূহকে উৎসাহ দেন। (৪) অসচ্চবিত্র পিতামাতা : ওঁরা নির্বিচারে শিশুদের গোচরে যৌন-সংসর্গ বা প্রেমালাপ করেন। (৫) অযোগ্য পিতামাতা : এঁরা শিশুদিগকে প্রয়োজনীয় নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাদানে অমনোযোগী বা অপারগ। (৬) নিস্পৃত বা উদাসীন পিতামাতা : সন্তানদের মঙ্গলামঙ্গলে এঁদেব একটুও ভাবনা নেই। পুত্রদের সম্বন্ধে ওঁরা কোনও খোঁজখবব রাখেন না। মানুষ হওয়াব জন্য এঁরা প্রায় ওদেব পরাশ্রয়ে রেখেছেন।

কিশোবদেব এবং শিশুদিগকে কিছু বোঝাতে হলে ওদের বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী সাজেসৃশন প্রয়োগ কবতে হবে। অশিক্ষিতদেব সম্পর্কে যে বাক্-প্রয়োগ প্রযোজ্য তা শিক্ষিতদের পক্ষে প্রযোজ্য হয় না। অধিকক্ষেত্রে বয়স হিসাবে বুদ্ধির তারতম্য হয়। উপরন্তু সকলেব কাল্‌চার ও বোধশক্তি একপ্রকার হয় নি। শিশুরা সংক্ষিপ্ত ভাষাতে কথা বলা পছন্দ করে।

বিঃ দ্রঃ অসচ্চরিত্র পিতামাতা তাদের মূক বধির, নির্বোধমন্য ও অন্ধ পুত্রকন্যাদের সম্মুখে প্রেমালাপ করেন। এ বিষয়ে তাঁরা প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করেন না। এ সকল শিশুরা বহু পরিপূরক অতীন্দ্রিয়তা লাভ করে। একটি ইন্দ্রিয়শক্তির অভাব ঘটলে ওদের অন্য ইন্দ্রিয়গুলি প্রবল হয়। এদের চাতুর্য অনুমান ও অনুভব শক্তি অত্যন্ত প্রখর। সামান্য বিচ্যুতিতে এরা অন্যদের অপেক্ষা অধিক ব্যথা পায়। অন্য শিশুদের মত ওদেরও মনে ওই জন্য পিতামাতার প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধের উদ্রেক হয়।

উপরোক্ত দোষের জন্য পিতামাতাদের আইনী শাস্তির ব্যবস্থা কবা উচিত। পিতামাতার অযোগ্যতা ও অমনোযোগিতা হতে উদ্ভূত কিশোর এবং শিশু অপরাধী হওয়ার আরও কয়েকটি বিশেষ কারণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

(১) পিতামাতার শাসনকার্য নির্দয় ও কদর্য হলে, (২) মাতা সর্বক্ষণই

তাকে পথে পথে ঘুরতে দিলে এবং (৩) পরিবার সুসংহত না হলে—অর্থাৎ মাতা সর্বক্ষণ বাইরে থাকলে বা পিতা পানোন্মত্ত ও পরিবার সম্বন্ধে উদাসীন হলে দশজন শিশুর মধ্যে নয়জন শিশু তাদের আর্থিক অবস্থা, বুদ্ধিমত্তা ও জাতি নির্বিশেষে অপরাধী হতে পারে। যুদ্ধকালীন উন্মাদনা, রাষ্ট্রবিপ্লব মাস্‌মাইগ্রেশন ও অবহেলিত উদ্বাস্তু সমাজও কিশোর অপরাধী সৃষ্টি করে। বিভিন্ন দেশ হতে সংগৃহীত পরিসংখ্যানসমূহ উহা প্রমাণ করে।

ভাঙা সংসার [Broken family] শিশু-অপরাধী সৃষ্টির সহায়ক। বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং সেপারেশন, মাতাপিতার পৃথক অবস্থান, পরিত্যক্ত ও পরিত্যক্তা স্বামী স্ত্রী, মাতাপিতার পৃথক সংসার ও বসবাস, স্ত্রী বা স্বামীর মৃত্যু অপরাধী সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু ওই মতবাদ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় নি। বরং অধিক কিশোর-অপরাধী সৎ ও সংযুক্ত পরিবার হতে এসেছে। সংযুক্ত পরিবার হতে ৩৫ শতাংশ এবং বিযুক্ত পরিবারগুলি হতে ৬৪ শতাংশ কিশোর অপরাধীর উদ্ভব হয়। পরিসংখ্যান ও সমীক্ষা হতে উহা প্রমাণিত। এইজন্য শিশু অপরাধী হওয়ার অন্যান্য কারণও অনুসন্ধান করতে হবে।

প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে প্রথম ও শেষ সন্তানদের মধ্যে অপস্পৃহা কম। মধ্যবর্তী সন্তানদের মধ্যে অপরাধমুখীতা বেশী দেখা যায়। তারা প্রায়ই একগুঁয়ে ও রাগী হয়ে থাকে। এরা বোধহয় অন্যগুলি অপেক্ষা কম যত্ন পেয়েছে। এদের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখা উচিত হবে। বহু বালক-অপরাধী অপরাধী পিতা ও আত্মীয়দের অনুগামী হয় ও তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। জনৈক খুল্লতাত তার ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে একত্রে সিঁদেল চুরি করে। ধরা পড়ার পর সে তার ওই খুল্লতাতের নাম করে নি।

[অবৈধ সন্তানরা বা পিতৃ-নামহীন সন্তানরা প্রায়ই নিজেদের ঘৃণিত মনে করে। ওই বিষয়ে অন্যের বিদ্রূপের কারণ হলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের জন্মবৃত্তান্ত তাদের জানতে না দেওয়া বিধেয়।]

ঘর বাঁধা খোকা খুকুদের সহজাত স্পৃহা। তারা পুতুলের বিয়ে দেয় ও খেলা-ঘর পাতে। তাতে তারা একনিষ্ঠা ও সুষ্ঠু বোধের পরিচয় দেয়। পিতামাতার মধ্যে এর অন্যথা দেখলে এর বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া আসে। পুতুল পুত্রকন্যাকে তারা যেরূপ ভালবাসে সেইরূপ ভালোবাসা তারা তাদের পিতামাতা হতেও প্রত্যাশী। পিতামাতা ও পরিজনরা অন্যরূপ হলে শিশুরা তাদের সাহচর্য এড়াতে বদ্ধপরিকর হয়।

নিউরোটিক রোগগ্রস্ত ও উন্মাদ পিতামাতা এবং ঐরূপ রোগী স্বজনদের মধ্যে জাত ও প্রতিপালিত শিশুদের প্রায়ই নিউরোটিক হতে দেখা গিয়েছে। এক্ষেত্রে অপরাধী রোগীর [Abnormal criminal] সৃষ্টি হতে পারে। তবে— শিশুর জন্মের পর পিতা বা মাতা উন্মাদ হলে তার কোনও ক্ষতি হয় না। কারণ, বীজ-কোষের [Germ cell] সহিত দেহ কোষের [Somatic] কোনও সম্পর্ক নেই। মাতাপিতার উন্মাদ অবস্থাতে জন্মালে বীজকোষের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পিতা বা মাতার উন্মাদ অবস্থাতে সন্তানোৎপাদন না হওয়া সম্পর্কে পিতামাতার সুস্থ জনের সতর্ক থাকা উচিত উচিতই ; তাঁদের আত্মীয়স্বজনদেরও ওঁদের উন্মাদনা রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত উহা প্রতিরোধ করা উচিত। কারণ ঐ অবস্থাতে জন্মালে শিশুর অপরাধমুখী, জড় কিংবা উন্মাদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। [তবে—মনোরোগ এবং উন্মাদনা রোগের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে।]

কিশোর ও শিশু অপরাধী এবং তাদের অভিভাবকদের বহু দোষ গুণ সম্বন্ধে বলা হলো। কিন্তু ওই সকল দোষের প্রতিটিই নিবারণযোগ্য। আভিভাবক এবং পিতামাতার অবশ্য গ্রহণীয় ও শিক্ষণীয় কয়েকটি বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

(১) গ্রহণীয় : শিশুদের বুঝতে দিতে হবে যে তারা পিতামাতার পছন্দমত কাজ করে বলে শুধু তাদের ভালবাসেন তা নয়। পিতামাতার মত অনুযায়ী কাজ না করলেও তাঁরা তাদের সর্বক্ষণ ভালোবাসবেন ও পছন্দ করবেন। শিশুদের নিকট পিতামাতার প্রতিটি আচরণ গ্রহণীয় হওয়া চাই। [Acceptance]

(২) নিয়ন্ত্রণ : শিশুদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তাদের কার্যাদি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিবদ্ধ রাখে। ঐ সীমার বহির্ভূত কোনও কার্য করলে তা অন্যায়ের পর্যায়ে পড়বে। তাকে আত্মসংযম শিক্ষা দিতে হবে। তাতে হিংসা ও ক্রোধের বশীভূত তারা হবে না। নিজের ও অন্যের কোনও ক্ষতি তারা করবে না। আত্ম-নিয়ন্ত্রণ তাকে শিক্ষা দিতে হবে।

(৩) বোধনীয় : শিশুদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক মানের সৃষ্টি করতে হবে ; যাতে সে মানবিকতা বোধ এবং দয়ামায়া সাহস সততা মহানুভবতা সুবিচার বোধে উদ্বুদ্ধ হবে। উচিত অনুচিত, ভালমন্দের প্রভেদ তাকে বুঝতে দিতে হবে।

(৪) বিশ্বাস : কোন বিষয় বিশ্বাস করা উচিত, কোনটি বা বিশ্বাস করা উচিত নয়। সেই সম্বন্ধে তাকে ব্যুৎপন্ন করতে হবে। কাকে বিশ্বাস করা উচিত, কাকে বিশ্বাস করা অনুচিত ঐ সবও তাকে খুলে বলা ভালো। নচেৎ তারা দুর্বৃত্তদের দ্বারা অপহৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস উন্মেষ করতে হবে। সর্বক্ষেত্রে তারা যেন তাদের পিতামাতা ও অভিভাবকদের বিশ্বাস করতে পারে।

(৫) সাহায্য : নিজেদের আচরণ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যক্তি ও বস্তুর প্রতি সুষ্ঠু ব্যবহার ও সহ অবস্থানের রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হবার জন্য শিশুদিগকে বন্ধুজনোচিত সাহায্য করতে হবে। পিতামাতাকে প্রত্যেক শিশুর আস্থা ভাজন হতে হবে। শুধু তাই নয়, সন্তানরা যাতে নিজের ও অন্যের উপকার করবার ক্ষমতা অর্জন করে তার জন্যে তাকে সাহায্য করতে হবে। শিশুর জিজ্ঞাসু [অনুসন্ধিৎসু] মনের প্রতিটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিন। ঐ বিষয়ে তাদের বিরূপ করলে ফল অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।

(৬) স্বাধীনতা : একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে শিশুদের পূর্ণস্বাধীনতা দেওয়া চাই। উহার বাইরে সে যেতে চাইলে তাকে বাবে বারে সংশোধন করতে হবে। [শৈশবের শিক্ষার জন্যই শিশুরা আগুন ছোঁয় না।] শিশুদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন আছে। কোনও কিছুতে বারণ করলে উহার কারণ তাকে বোঝাতে হবে। ওরা যেন বোঝে যে, ওদের মঙ্গলের জন্য উহা বলা হলো। অপরিহার্য না হলে তাদের কোনও কার্যের প্রতিবন্ধক হওয়া অনুচিত। বড়দের যা কিছু পছন্দ তা ছোটদের পছন্দ নাও হতে পারে।

(৭) ভালবাসা : শিশুরা যেন বুঝতে পারে যে, তাদের প্রতি তাদের পিতামাতার অসীম ভালবাসা আছে। তাঁদের কাছে তাদের প্রয়োজন সর্বাধিক। সংসারে প্রত্যেকেই সকল সময়ে তার মঙ্গলামঙ্গলের জন্য চিন্তিত।

(৮) প্রশংসা : শিশুদের প্রতিটি সৎকার্যের জন্য স্বীকৃতি দিতে হবে। বাঃ! বেশ ভালো। এইসব বলে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। এতে তারা খুশী হয়। বয়ঃক্রম অনুযায়ী ধাপে ধাপে ওদের মনোবিকাশ ঘটে। ওদের গ্রহণ শক্তি ও সহ্য শক্তির একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। তার বাইরে তাদের অভ্যস্ত করলে তারা ভেঙে পড়তে পারে। অভিভাবকরা ইহা যেন স্মরণ রাখেন। নিজ শিশু যাতে অন্যের দ্বারা প্রশংসিত হয় তার জন্যে ওদের উপর শিক্ষাদীক্ষার ও অন্যান্য বিষয়ের গুরুভার চাপানো অনুচিত।

(৯) রক্ষা-কার্য : শিশুরা যেন বিশ্বাস করে যে তাদের পিতামাতা তাদের সর্বক্ষেত্রে রক্ষা করবেন। তাদের কোনও বিপদ আপদ হতে তাঁরা দেবেন না। নিরাপত্তার জন্য তাদের কোনও চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন নেই।

(১০) স্বীকৃতি : শিশুদের সঙ্গে গৃহ নির্মাণ, শকট ক্রয়, বিদেশ ভ্রমণ, আসবাব ক্রয়, পরিচ্ছদ ও খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ করলে ফল ভালো হয়। (তাদের মতামতের উপর কিছুটা প্রাধান্য দিলে তাদের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে। এতদ্বারা তাদের সুকুমার বৃত্তিগুলি সতেজ হবে।

(১১) নিরাপত্তা : শিশুরা যেন উপলব্ধি করতে পারে যে তাদের গৃহের মত নিরাপদ স্থান কোথাও নেই। প্রয়োজন হলে সাহায্য করবার জন্যে পিতামাতা ও পরিজনবর্গ নিকটেই আছে।

(১২) সংযম : শিশুদিগকে কয়েকটি বিষয়ে সংযম শিক্ষা দিতে হবে। কতটা পর্যন্ত এগোন উচিত। কিরূপ পরিমাণে কি কার্য করা ভাল। কখন ও কেন অতিরিক্ত কার্য এড়ানো উচিত। ভ্রমন, ব্যবহার, কার্যাদি, খাদ্যাদি প্রতিটি বিষয়ে তৎসম্পর্কিত জ্ঞান তাকে দিতে হবে। কোন কাজ আগে করতে হবে। কোন কাজ তার পরে করতে হবে। সেই সম্পর্কে তাদের জ্ঞান দেওয়া বিধেয়।

বয়ঃপ্রাপ্তি হলে শিশু দেখবে যে এতদিন তাকে যা শিখান হয়েছে, অধিকাংশ ব্যক্তি তার বিপরীত কার্য করে। তজ্জন্য সে জীবন যুদ্ধে হেরে যাবে। তাতে সে নিদারুণ আঘাত পাবে। তাতে তার মানসিক ক্ষয় ক্ষতির প্রচুর সম্ভাবনা। এজন্য তার মনকে পূর্ব হতে প্রস্তুত করে রাখতে হবে। সেজন্য পূর্বাহ্নে তাকে সাবধান করে বলতে হবে—'খোকা! বহু ব্যক্তিকে তুমি মন্দ কার্য করতে দেখবে। কিন্তু তুমি যেন সেই মত কাজ কর না। নিজে ঠকো না। কাউকে ঠকিয়ো না। আপন স্বার্থ তুমি নিশ্চয়ই দেখবে। কিন্তু তাতে অন্যের স্বার্থের ক্ষতি না হয়। ঐরূপ চিত্ত-প্রস্তুতির ফলে, অন্যায় পন্থানুসরণে তারা নিবৃত্ত হবে।

শিশুরা স্বল্প বাক্যে ভাবপ্রকাশের পক্ষপাতী। ওদেরই সরলীকৃত ও সংক্ষিপ্ত ভাষাতে তাদের বোঝাতে হবে। বাক্যের ন্যায় ঘটনা ও দৃষ্টান্তও তাদের প্রভাবিত করে। প্রাপ্তবয়স্করা [Adolecent] ভিন্ন পরিবেশে নিজেদের খাপখাওয়াতে পারে না। কিন্তু ঐ একটি বিষয়ে শিশুদের গ্রহণ-শক্তি অত্যন্ত বেশী। এজন্য কু ও সু পরিবেশ দ্বারা তারা সহজে প্রভাবিত হয়। কারণ—শিশুরা অনুকরণ-প্রিয় এবং বাক্-প্রয়োগশাল। [সাজেসসিভ্]

শিশুদের ভূতের ভয় ও জুজুর ভয় দেখান অত্যন্ত ক্ষতিকর। এতে ওদের মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম স্নায়ু আহত হয়। ঐরূপ ভয় বারংবার দেখালে তাদের ঐ ক্ষতি স্থায়ী হবে।

মাদক দ্রব্য সেবন মস্তিষ্কের বিশেষ ক্ষতিকারক। উহা মানুষের অপরাধ প্রতিরোধ শক্তির হ্রাস ঘটায়। কুসঙ্গাদি, পরিবেশ ও অভাব ইত্যাদি অপ্রত্যক্ষ ভাবে এবং নেশাভাঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিরোধ শক্তির ক্ষতি করে। এজন্যে অপরাধীরা প্রায়ই বিবিধ নেশাতে অভ্যস্ত হয়। বয়স্ক অপরাধীরা উহার সাহায্যে দলের জন্য কিশোরদের সংগ্রহ করে। অপরাধীদের ব্যবহৃত কয়েকটি মাদক দ্রব্যের স্বরূপ ও উহাদের গুণাগুণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

(১) মরিহুনা [Morihuna] : এই ঔষধ সেবনের পর অপরাধীরা ভয় ও কষ্টশূন্য এবং অতিমাত্রাতে বেপরোয়া হয়। মাত্রাহীন সেবনে এদের ১৮০ সেকেণ্ডে এক মিনিট হয়। মানুষের হাতগুলি ৫০ ফুট লম্বা মনে হয়। এরা ঐ সময় বহুতল বাটির ছাদ হতে নিম্নে লাফ দেয়। ৭৫ মাইল বেগে ধাবিত শকটে ওরা উঠতে চেষ্টা করে। [রেল কামরা ভাঙিয়ে ও ওয়াগণ ব্রেকারদের উপকারী ঔষধ।] উহা সেবনে যৌন স্পৃহা ও উহার ক্ষমতা অতি-মাত্রাতে বাড়ে। যৌনজ অপরাধীদের উহা ব্যবহার করতে দেখা যায়।

(২) হিরোইণ [Hiroin] এই ঔষধ ব্যয়বহুল। কিন্তু য়ুরোপীয় ও এ্যাঙলো ইণ্ডিয়ান অপরাধীদের উহা বেশী পছন্দ। বিদেশী স্মাগলারগণ দ্বারা উহা অবৈধ ভাবে ভারতে আনা হয়। উহা দ্রুত ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। কিশোর-অপরাধীরাও ইহা ব্যবহার করে। এদেশে উহার ব্যবহার কদাচিৎ দেখা গিয়েছে।

(৩) কোকেন [Cocaine] : কোকেন ভারতীয় অপরাধীদের প্রিয় বস্তু। উহা দ্রব্য সম্পর্কিত [offence agst. property] অপরাধ স্পৃহার সহায়ক। উহা বালকদের [দ্রব্য সম্পর্কিত] অপরাধ-স্পৃহা এবং বালিকাদের যৌনস্পৃহা জাগ্রত করে। চোর ও বেশ্যারা উহা অধিক ব্যবহার করে। নিয়মিত সেবনে মানুষকে আশঙ্কিত করে তোলে। সর্বদাই তারা বিপদের আশঙ্কাতে আশঙ্কিত হয়। দেশলাইয়ের বাক্সতেও এরা পুলিশের উপস্থিতি অনুভব করে। নেশা টুটার পরও ঐ বোধ এরা হারায় না। উহা তাদের সাবধান হওয়ার সহায়ক হয়। কোকেন উহাদের জিহ্বাকে মসীবর্ণ করে। ওদের জিহ্বা পরীক্ষা করার পর ওদের পুরানো চোরত্ব সম্বন্ধে পুলিশের সন্দেহ থাকে নি। কোকেনখোরগণ সুখকর দিবা স্বপ্ন দেখে। মনে হয়

তারা সপ্তম স্বর্গে উঠেছে। ইহা পানের মধ্যে সেবনের নিয়ম। শহরের বস্তীতে বহু অবৈধ কোকেন ডেন আছে। রাত্রে সেখানে পুরানো চোরদের আড্ডা জমে। চীনা ও দেশীয় গুণ্ডারা বিদেশী নাবিকদের সাহায্যে উহা আমদানী করে।

(৪) মদ্যাদি : মদ্যপায়ীরা সাধারণতঃ ব্যক্তির বিরুদ্ধে [Offence agst person] অযৌনজ ও যৌনজ অপরাধ করে। মারপিট ও খুন করার পূর্বে এরা প্রায়ই মদ্যপান করে। সাদা চোখে যা করা যায় না, রঙিন চোখে তা করা যায়। কিছুক্ষণের জন্য উহা অপরাধ প্রতিরোধ সম্পর্কিত স্নায়ুকে নিষ্ক্রিয় করে। তখন ওরা ভালমন্দ ও উচিত অনুচিত বিচার শক্তি হারায়। ডাকাতির পূর্বে মফঃস্বলে তাড ও ধেনো মদ ডাকাতরা সেবন করে। শীর্ণকায় ব্যক্তিরাও উহা উদরস্থ করা মাত্র দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে।

(৫) মরফিয়া : উহা দেহের ও মনের শক্তি বাড়িয়ে দেয়। উহা মানুষকে কষ্ট হীন করে তোলে। অপকর্মে দৈহিক কষ্টহীনতার প্রয়োজন হয় ফলে এরা সাংঘাতিক জখম হওয়া সত্ত্বেও বহু দূর হাঁটতে পারে। সংঘাতের পরে ও পূর্বে ডাকাতরা মরফিয়া সেবন করে।

বিঃ দ্রঃ – অপরাধীরা অহিফেন গাঁজা ও সিদ্ধি কম ব্যবহার করে। ওই গুলি মানুষকে অলস করে তোলে। ওদের সেবকরা ভালোমন্দ উভয় কায সম্বন্ধেই নিস্পৃহ। ওগুলি তারা অবসর বিনোদন কিংবা অপরাধ বিরাম কালে সেবন করে। [অপরাধ-বিরাম কালে উহারা কিছুকাল অপকর্ম করে না।] কারাবরণ অর্থে তারা বিশ্রাম বোঝে। ওই সময় ওদের ওই হাল্কা নেশার প্রয়োজন হয়। কেউ কেউ বলে—অহিফেন ওদের রতি কাল বর্ধক ঔষধ।

নেশাভাঙে অভ্যস্ত বালকরা ওই সকল দ্রব্যের জন্য বয়স্কদের উপর নির্ভরশীল। উহার প্রাপ্তির কারণে ওদের বয়স্ক পাপীদের অনুগত হতে হয়। অন্য দিকে—উহা বালকদের প্রতিরোধ-শক্তি কমিয়ে তাদের অপরাধী করে তোলে। ওই ক্ষেত্রে সামান্য অভাব বা প্রলোভন ওদের উপর দ্রুত কার্যকরী হয়েছে।

শিশুরা শৈশবে অপরাধ-প্রবণ হলেও তারা অপকর্ম করতে অপারগ থাকে। ওদের মোটর নার্ভ তখনও পর্যন্ত সবল না হওয়াতে উহা কার্যকরী হয় না। প্রয়োজনীয় দৈহিক শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা না থাকাও উহার কারণ। এজন্য বুদ্ধিমত্তা আদি এবং মোটর নার্ভ সবল হওয়ার পূর্বেই ওদের ওই অপস্পৃহা প্রদমিত হওয়া প্রয়োজন। লক্ষ্য রাখতে হবে শিশুর ওই ক্ষীণ অপরাধ-স্পৃহা আপনা

হতেই প্রদমিত হচ্ছে কি না। যদি তা না হয়, তা হলে বুঝতে হবে তা হচ্ছে না কেন? ওই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমের কারণ অবগত হতে হবে।

[শিশুরাই দৈহিক ও মানসিক বিবর্তনবাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বানরানুরূপী জীব হতে মানুষের সৃষ্টি। ওই জন্যে শিশুর পায়ের চেটোও বানরের পায়ের চেটোর মত ফ্লেক্সিবল। মৎস্য জীব হতে উভচর ভেক জীবের জন্ম। উহার প্রমাণ মৎস্যাকার ভেকশিশু বেঙাচি। যে দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের জন্য লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, তা শিশুদের মধ্যে মাত্র কয়েক মাস বা বৎসরে সম্পূর্ণ হয়।

নিরপরাধ সভ্য মানুষ প্রাচীন অপরাধী আদি-মানুষ হতে সৃষ্ট। এ জন্য মানব শিশুদের মধ্যে আজও অপরাধ প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির পর ঠিক বেঙাচির লেজ খসিয়ে ব্যাঙ হওয়ার মত তাদের ওই অপরাধ-স্পৃহা আপনা হতেই পরিত্যক্ত হয়েছে।]

শিশুদের উক্তরূপ মানসিক বিবর্তন ওদের দৈহিক বিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাধা হয়। তিন বৎসর পর্যন্ত শিশুর বর্ধন দ্রুত। [অপরাধ-স্পৃহার ক্রমাবির্ভাব]। এর পর কিছুটা মন্দগতি। [সৎপ্রেরণার উপস্থিতি]। ছয় সাত বৎসর বয়সে আবার দ্রুততা আসে। [প্রতিরোধ-শক্তির সৃষ্টি]। এগারো বারো বৎসর পর্যন্ত ওদের বর্ধন প্রায় স্থির থাকে। পরে আবার তারা বাড়তে সুরু করে। ভাইটামিন ও হরমন আদির অভাব কিংবা বীজানুর আক্রমণ ঘটলে দেহের বৃদ্ধি অনুযায়ী মস্তিষ্কের বর্ধন হয় না। তাতে অপরাধী রোগীর সৃষ্টি হতে পারে।

ওদের দৈহিক বৃদ্ধি ১৪ হতে ১৫ বৎসর বয়সে পূর্ণতা প্রাপ্তির পর থেমে যায়। [কৈশোর বয়স] পুনরায় যৌবন আগমনে পরিবর্তন তীব্র হয়। ওদের তখন বয়স্ক লোক [adult] বলা হয়।

শিশুর মোটর নার্ভের বৃদ্ধি এবং তৎসহ বুদ্ধিমত্তার বিকাশও ওই অনুপাতে ঘটে। শিশু সাত মাসে বসবে। তের মাসে দাঁড়াবে। দশ বৎসর বয়সে সুসংহত কাজ করবে। গবেষণার্থে ওইগুলি বিচার করা উচিত। এমন কি শিশুর অনুকরণ-প্রিয়তারও একটি বয়স আছে। শৈশব, কিশোর ও যৌবন পর্যন্ত একাধিক বয়ঃসন্ধিক্ষণ আছে। ওই বয়ঃসন্ধিক্ষণগুলিতে বিবিধ রূপ ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে। ফলে, ওদের ধ্যান ধারণা ওই সময় বদলে যায়। ওই সময় তাকে প্রচেষ্টা দ্বারা ভিন্ন মানুষে পরিণত করা সম্ভব। উহা উপকারী

55229

[উর্ধ্বমুখী তথা আরোহী] হতে পারে। আবার, উহা অনপকারী [অবরোহী তথা অধোঃমুখী] রেট্রোগেটিভও হতে পারে।

দৈহিক বৃদ্ধি একটি স্থানে এসে তূষ্ণীম্ভাব লাভ করে। তাই বৃদ্ধের বয়স পুনরায় কখনও বালকের মত হয় না। কিন্তু তাদের মন বালকোচিত হতে পারে। অপরাধীদের মধ্যে প্রায়ই শিশুসুলভ ভাব দেখা যায়। তাদের তখন বুড়ো খোকা [Big Boy] বলা হয়। এজন্য বয়ঃসন্ধিক্ষণগুলিতে সাবধান হওয়া উচিত।

বিঃ দ্রঃ—শৈশবে শিশুরা অত্যন্ত স্বার্থপর হয়। জন্তুদের উপর ওরা অত্যাচার করে। নিজেদের মধ্যে ওরা মারামারি করে। দ্রব্যাদি কেড়ে নেওয়া ও লুকিয়ে রাখা, ক্রোধ ও লোভ শিশুদের স্বভাবজাত ধর্ম্ম। কিন্তু বয়োঃবৃদ্ধির সহিত তারা ধীরে ধীরে তাদের ওই স্বভাব পরিত্যাগ করে। একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর তারা কিছুটা স্বার্থত্যাগী হয়। ওদের মধ্যে সংপ্রেরণার ক্রমাবির্ভাবই উহার কারণ। কিন্তু ওই সংপ্রেরণা ক্ষণস্থায়ী ও দুর্বল থাকে। আরও কিছু পরে ওরা অপরাধ-প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করে।

✓ আদিযুগে মানুষমাত্রেই অপরাধপ্রবণ ছিল। ধীরে ধীরে তারা পূর্ব অভ্যাস ত্যাগ করে সভ্য মানুষ হয়। উচ্চ নিম্ন-শ্রেণী নির্বিশেষে শিশুদের ঐরূপ ব্যবহার তা প্রমাণ করে। উহা প্রমাণ করে যে মানুষ প্রথমে অপরাধ-স্পৃহা, পরে সংপ্রেরণা ও সর্বশেষে প্রতিরোধ শক্তি লাভ করেছে।

কু-পরিবেশ অপস্পৃহাকে সবল ও সংপ্রেরণাকে দুর্বল করে। সুপরিবেশ অপরাধস্পৃহাকে দুর্বল এবং সংপ্রেরণাকে সবল করে। কিন্তু প্রতিরোধ শক্তি [রেসিস্টেনস্ পাওয়ার] অধিক শক্তিশালী হলে কুপরিবেশ কারুর ক্ষতি করতে পারে না। ভাবভাবনা, শিক্ষা দীক্ষা ও বংশানুক্রমের সম্মিলিত শক্তি প্রতিরোধ শক্তি। পরিবেশ নির্বিশেষে উহা রক্ষা কবচের মত ওদের সদা সর্বদা রক্ষা করে।

[ভৃত্যদের হেপাজতে শিশু কন্যাদের ছেড়ে দেওয়া বিপজ্জনক। এ দেশে ভৃত্যদের মধ্যে বহু কুসংস্কার আছে। এরা যৌন রোগগ্রস্ত হলে তাদের যৌন দেশ শিশুকন্যাদের যৌনদেশে ঘর্ষণ করে। তাদের ধারণা এতদ্দ্বারা তারা সত্বর নিরাময় হবে। এতে বহু শিশুকন্যা রোগগ্রস্ত হয়েছে।]

দুই প্রকারের কিশোর অপরাধী দেখা যায়। উহাদের সহিত সাধারণ অন্ধ ও জন্মান্ধদের তুলনা করা যায়। সাধারণ অন্ধদের আলোক সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে। কারণ—পরবর্তীকালে তারা অন্ধ হয়েছে। প্রথমোক্ত শিশুরা

জ্ঞানোন্মেষের পূর্ব হতেই অপকর্মে অভ্যস্ত হয়। পাপ-পুণ্য ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে সভ্যজনোচিত ধারণা তাদের নেই। স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতীয় [ক্রীমিন্যাল ট্রাইব] বালকরা ঐরূপ অপরাধী। দ্বিতীয়োক্ত বালকরা কিছুকাল সৎ জীবন যাপন করার পর অবস্থাগতিকে অপরাধী হয়েছে। ন্যায় অন্যায় ও উচিত অনুচিত সম্বন্ধে তাদের ধারণা আছে।

বয়স্ক অপরাধীদের মত কিশোর অপরাধীদের মধ্যেও, প্রাথমিক অপরাধী এবং প্রকৃত অপরাধী [শেষ পর্যায়ের অপরাধী] ও অপরাধ রোগী প্রভৃতি দেখা যায়। ওদের মধ্যে দৈব অভ্যাস ও স্বভাব অপরাধীও দেখা গিয়েছে। তবে—তারা প্রায় সকলেই প্রাথমিক পর্যায়ের অপরাধী। ওই সকল অপরাধীদের স্বরূপ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে অপরাধ-বিজ্ঞান ' খণ্ডে বলা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধীদের চিকিৎসা পদ্ধতি বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে কিশোব অপরাধীদের কয়েক প্রকার চিকিৎসা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

(১) প্রশাসনিক চিকিৎসা : স্বীয় পরিবার ও সমাজ কিশোর অপরাধীকে শোধরাতে না পারলে রাষ্ট্রকে ওদের শোধরাবার ভার নিতে হয়। রাষ্ট্রীয় চিকিৎসাকে প্রশাসনিক চিকিৎসা বলা হয়।

কিশোর-অপরাধীদের জন্য পৃথক আটক ঘর [হাউস অফ ডিটেন্‌সন্] পৃথক আদালত ও পৃথক সংশোধনাগার আছে। সেখানে উর্দী পরে পুলিশের উপস্থিতি নিষেধ। তাঁরা সিভিল ড্রেসে কিশোর-অপরাধীদের সংস্পর্শে আসেন। পুলিশ হেপাজতে যে তারা আছে—তা তাদের বুঝতে দেওয়া কর্তৃপক্ষের কাম্য নয়। সংশোধনাগারে ওদের লিখন-পঠন ও শিল্পকর্ম শিক্ষা দেওয়া হয়। মুক্তির পর ওদের উপর কিছুকাল লক্ষ্য রাখার জন্য প্রবেশন 'অফসর' নামক একশ্রেণীর সরকারী কর্মী নিযুক্ত আছে। কিন্তু নির্দিষ্টকাল অতিক্রান্ত হলে ওদের কোন খোঁজ রাখার নিয়ম নেই। ওদের কর্মসংস্থানের জন্য কোনও সরকারী ব্যবস্থা নেই।

সংশোধনাগারে ওদের মানসিক ত্রুটির কোনও চিকিৎসা করা হয় না। ভালো মন্দ স্বাস্থ্য নিবিশেষে ওদের দৈহিক প্রয়োজন যাহাই হউক না কেন, একই খাদ্য ওদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। ওদের হরমন ও ভাইটামিন ডিফিসিয়েন্সী প্রতীকারের ব্যবস্থা নেই। আরও আশ্চর্য—একজন বয়স্ক ব্যক্তির সহিত সোপরদ্দ হলে ওদের বড়দের আদালতে বিচার হয়!

অধুনা গণ-গ্রেপ্তার (Mass arrest) প্রোটেক্‌টিভ এ্যারেষ্ট, প্রিভেনটিভ এ্যারেষ্ট প্রভৃতির বিষয় শুনা যায়। কিশোরদের ঐরূপ অকারণ গ্রেপ্তার

তাদের সর্বনাশের কারণ। স্ট্যাটিসটিক্স ঠিক রাখবার জন্য থানাগুলি ওই বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে নামে। [সর্বত্র সত্য নয়।] কিশোরদের উহা আত্ম-সম্মানের হানি ঘটায়। ফলে, তারা প্রচণ্ডভাবে সরকার বিরোধী হয়ে ওঠে। কেউ কেউ অপমানে আত্মহত্যাও করেছে। কিশোরদের তাতে আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। তৎসহ উহা তাদের ক্রোধে উন্মত্ত করে। সাক্ষ্য সাবুদ সংগ্রহ করার পূর্বে ওদের গ্রেপ্তার করা অনুচিত। অন্যথায় বাটিতেই তাদের জামিনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

মান্ধাতা আমলের বিচার-ব্যবস্থাও অপরাধী সৃষ্টির জন্য দায়ী। প্রাইভেট মামলা মানেই মিথ্যা মামলা। শতকরা কিছু অংশ সম্বন্ধে উহা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য। সাক্ষীসাবুদ ক্রয় সামগ্রীর মত। উকিলের বাটিতে ওই জন্য রিহার্সেল বসে। [সর্বত্র সত্য নয়।] হাকিমরা স্বল্প বেতন-ভোগী। মামলা শেষ হতে পাঁচ বৎসব সময় লাগে। মানী লোককে মিথ্যা মামলাতে ব্ল্যাক মেইলিঙ করা সহজ। মানুষকে বেপরোয়া করতে ও আইন স্বহস্তে নিতে উহা বাধ্য করে। প্রতিষেধক রূপে হাকিমদের মিটমাট করানোর আইনী ক্ষমতা দিতে হবে। ছোটখাটো মামলার জন্য গ্রাম ও নগর পঞ্চায়েতের সৃষ্টি হউক। স্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট সত্যমিথ্যা গোপন থাকে না। পাঁচ ব্যক্তির পক্ষে একত্রে অন্যায় করা সম্ভব নয়। বিচার গরীবদের বিনামূল্যে পাওয়া চাই।

পল্লীগ্রামে বালক অপরাধীকে পড়শীরা নিজেরা শাস্তি না দিয়ে অভি-ভাবকদের নিকট নালিশ জানায়। এতে ওদের আত্মসম্মানের কখনও হানি ঘটে নি। পুরুষানুক্রমে বসবাসী গ্রামীন মানুষ পরস্পরের পুত্রদের দোষগুণ সম্বন্ধে অবহিত থাকে। অন্যদের পুত্রকেও তারা নিজের পুত্রবৎ মনে করে। ওদের দোষ তারা বারে বারে ক্ষমা করে।

(২) সিমবলিক্ চিকিৎসা : সিমবল (symbol) তথা প্রতীকের সহিত ব্যবহারের সম্বন্ধ থাকতে পারে। কিশোর অপরাধীদের কোনও আচরণ ও বেশভূষার সঙ্গে তার প্রবৃত্তিসমূহের যোগাযোগ থাকা সম্ভব। বিবিধপ্রকার মানসিক এলার্জির সহিতও ওইগুলির সম্পর্ক আছে। কোনও ভুলে যাওয়া ঘটনা বা অমীমাংসিত প্রশ্নের সহিত উহার যোগাযোগ থাকে। বলবান শামসন ডায়েলামার শক্তির সহিত তার কেশের সম্পর্ক ছিল। এটি অবশ্য একটি কাল্পনিক কাহিনী। কিন্তু ওই কেশের উপর অতি আকর্ষণ থাকলে উহার অভাবে মনোবল ভেঙে যেতে পারে। এই ভাবে কোন বিষয়ে আকর্ষণ কিংবা বিরাগকে কাজে লাগানো যায়। কোনও এক কিশোর প্রায়ই একটি

বালিকাকে অনুসরণ করতো। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয় নি। তার মুখমণ্ডল গভীর ভাবে শ্মশ্রু মণ্ডিত ছিল। সে বলে যে যতক্ষণ না সে ওকে পাবে ততক্ষণ সে ওই দাড়ী কামাবে না। আমার আদেশে নাপিত ডেকে তার ওই দাড়ী বলপূর্বক ক্ষৌরীকৃত করে দেওয়া হয়। এর পর সে আর কখনও ওই কন্যার পশ্চাদনুসরণ করে নি। দাড়ীর মধ্যেই যেন তার ওই রোগ ছিল।

কোনও এক য়ুরোপীয় জজ বিচারের পর জনৈক বিরল কেশ [টেকো মাথা] কিশোর অপরাধীর মস্তকে একটি টুপি পরিয়ে দেন। অন্য এক য়ুরোপীয় জজ সাহেব একজন কিশোর অপরাধীকে জেলের বদলে দূর দেশে তার এক আত্মীয়ের বাটিতে পাঠিয়ে দেন। স্থান পরিবর্তনে সে স্থায়ী রূপে নিরাময় হয়েছিল। পরিবেশিক [এন্‌ভায়রনমেন্টাল] পরিবর্তন মনের পরিবর্তনও ঘটায়। স্থানের ন্যায় আহারের পরিবর্তনও কার্যকরী হয়েছে। আমি একটি কিশোর অপরাধীকে যুগপৎ অখুশী ও খুশী করে তাকে নিরাময় করেছিলাম। ঐ ক্ষেত্রে তার মস্তক মুণ্ডন করে একটি সুন্দর দামী টুপি তাকে পরিয়ে দেওয়া হয়। আর সেই সাথে তার হাতে তুলে দেওয়া হয় নগদ দশ টাকার একটি নোট।

(৩) দৈহিক চিকিৎসা : শিশু ও কিশোরদের রক্তের কম চাপ, স্নায়বিক দৌর্বল্য, নারভাস ব্রেকডাউন এবং হরমন ও ভাইটামিনের অভাব, অপরাধ প্রতিরোধ সম্পর্কিত স্নায়ুসমূহ দুর্বল করে। এদের হরমন ইনজেকসন, ভাইটামিন ট্যাবলেট ও পুষ্টিকর নির্ভেজাল খাদ্য এবং যথেষ্ট প্রটীন ফুড খাওয়াতে হবে।

এই ভাবে দৈহিক চিকিৎসার পর ওদের মানসিক চিকিৎসা করা উচিত। অন্যথায় নার্ভ দুর্বল থাকাতে উপদেশ ও সাজেস্‌শন কার্যকরী হয় নি। সার্প সাজেস্‌শন [তীক্ষ্ণ বাক্‌-প্রয়োগ] এবং বিষয় বস্তুর কারণ নির্ণয় দ্বারা [এক্সপ্ল্যানেটরী নোটস] বহু মনোরোগী ও অপরাধীকে নিরাময় করা গিয়েছে।

(৪) মানসিক চিকিৎসা : বহু ক্ষেত্রে বালকরা বিবিধ মনোরোগে ভুগেছে। উহাদের কয়েকটি ভুল ধারণা, লজ্জা, ভয় এবং প্রদমিত মনোজট (complex) হতে উদ্ভূত। প্রদমিত ইচ্ছা ভয় ও দুঃখের কারণ অবচেতন মন হতে চেতন মনে আনতে হবে। তথ্যানুসন্ধান এবং মনোবিশ্লেষণ দ্বারা উহা জানা যায়। অনুকূল বাক্ প্রয়োগ দ্বারা ওইগুলি সহজেই বিদুরিত হয়। বহু

সমস্যা দ্বন্দ্বরত অবস্থাতে অবচেতন মনে আশ্রয় নেয়। তখন ওইগুলির বহু আনুসঙ্গিক বিষয় মনে ভয়ের, ক্রোধের ও ঘৃণার সৃষ্টি করে। সাপ অতি ভীতু জীব। ভয় পায় বলেই সে দংশন করে। তার মনে হয় ওই বুঝি কে তার ক্ষতি করতে উদ্যত। তাই সে আগে-ভাগে আক্রমণ করে। অনুরূপ কারণে বহু বালক আক্রমণাত্মক হয়েছে। চিন্তা-রোগ সহ বিবিধ মনোরোগের স্বরূপ ও উহাদের চিকিৎসা পদ্ধতি অপরাধ-বিজ্ঞান ১ম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে।

(৫) সিমটমিক চিকিৎসা: কিশোর অপরাধীরা প্রাথমিক পর্যায়ে থেকে যায়। শেষ পর্যায়ের অপরাধী তাদের মধ্যে কম ক্ষেত্রে দেখা যায়। এ জন্য প্রায়ই তাদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু ওরা শেষ পর্যায়ের অপরাধী হলে তাদের সিম্‌টমিক চিকিৎসার প্রয়োজন। এখানে ওদের সামগ্রিক ভাবে চিকিৎসা না করে ওদের মধ্যে পরিদৃষ্ট প্রতিটি সিমটমের পৃথক পৃথক চিকিৎসার প্রয়োজন। ওই সব সিমটমস্ ও উহাদের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে অপরাধ-বিজ্ঞান প্রথম খণ্ডে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(৬) ভৌমিক চিকিৎসা: পরিবর্তিত অনুকূল সমাজ ব্যবস্থা কিশোর অপরাধী সৃষ্টি করে না। ওইরূপ পরিবেশে তাদের নিরাময় করা সম্ভব। প্রায় দেখা গিয়েছে শিল্প উদ্যোগ অপরাধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষি-প্রধান স্থান উহাদের সংখ্যা হ্রাস করে। উহার মধ্যে মানসিক কারণও নিহিত থাকে। অপরাধ-বিজ্ঞান ১ম খণ্ডে উহা আলোচনা করেছি। সুযোগের অভাব ঘটিয়েও উহাদের সংখ্যা হ্রাস করা সম্ভব।

দ্বিতীয় ভাগ

অপরাধ নির্ণয় অপেক্ষা অপরাধ-নিরোধ নিশ্চয়ই শ্রেয় কার্য। প্রথম পর্যায়ে পিতামাতা এবং শেষ পর্যায়ে শিক্ষকরা শিশুদের চরিত্র গঠন করে। প্রায়ই দেখা যায় যে, শিশুর ক্ষতি পিতামাতা প্রথমে করেন। পরে শিক্ষকরা বাকিটুকু শেষ করে সর্বনাশ ঘটান। উভয়ের একত্র চেষ্টাতে কিশোর ও শিশুদের সৎ করতে হবে। এ জন্য তাঁদের শিশু-বিদ্যার গভীরে প্রবেশ করা চাই।

মানুষ প্রথমে অপরাধ স্পৃহা, উহার পরে সৎপ্রেরণা ও সর্বশেষে প্রতিরোধ-

শক্তি লাভ করেছে। ওই প্রতিরোধ-শক্তি-সংপ্রেরণার পক্ষে এবং অপরাধ-স্পৃহার বিপক্ষে কার্যকরী। প্রতিরোধ-শক্তির অভাব ঘটলে প্রদমিত অপরাধ-স্পৃহা বিনা বাধাতে উপরে উঠে সংপ্রেরণাকে বিতাড়িত করে। এ জন্য প্রতিরোধ শক্তির উপস্থিতিতে মানুষ নিরপরাধ এবং উহার তিরোধানে মানুষ অপরাধী হয়। প্রতিরোধশক্তি মানুষের শেষতম ও নূতনতম [Latest and Newest] সৃষ্ট বৃত্তি হওয়াতে আভ্যন্তরীক বা বহিরাগত আঘাতে উহা প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বলা বাহুল্য যে—মানুষের ওই তিনটি দোষ বা গুণ মস্তিষ্কের স্নায়ু আশ্রয়ী।

শিশুদের গঠনোন্মুখ সূক্ষ্মস্নায়ু অধিকতর কচি ও কাঁচা। স্বল্প আঁচড়েও ওদের মনে গম্ভীর দাগ পড়ে। এ জন্য কোনও দৈহিক বা মানসিক আঘাত কিংবা কাহারও উপর সামান্য বিরূপতা [stimulas] ওদের আহত করে। উপরোক্ত কারণে ওদের প্রতিরোধ-শক্তির স্নায়ু প্রথমে আহত হয়। ঐরূপ বারংবার আঘাতে ওদের ওই স্নায়বিক ক্ষয়ক্ষতি স্থায়ী হয়। শৈশবে ওই ক্ষতি বোঝা না গেলেও কৈশোরে উহা প্রকট হয়ে ওঠে। ফলে, কু-পরিবেশ বিনা বাধাতে ওদের অপরাধমুখী করে। ওদের সংযত করার মত সুপরিবেশ বর্তমান পৃথিবীতে প্রায়ই থাকে নি। ওই অবস্থাতে সদুপদেশ প্রভৃতি বাক্-প্রয়োগ [সাজেসশন] ওদের ওপর কার্যকরী হয় নি। তখন ওই প্রতিরোধ-শক্তির পুনর্গঠনের প্রয়োজন হয়। বলা বাহুল্য যে উহা একটি কষ্টসাধ্য ও কঠিন কার্য।

শৈশবকালেই অপরাধ-প্রতিরোধ সম্পর্কিত স্নায়ু কি কারণে [সর্বপ্রথম] ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই সম্বন্ধে কিছুটা বুঝিয়ে বলবো। শিশুদের চাহিদা ও ইচ্ছা-সমূহ পূরণ হওয়া বা না হওয়া এবং তজ্জনিত তাদের ক্ষুব্ধ হওয়া বা না হওয়ার উপর তাদের প্রতিরোধ-শক্তি [রেসিসটেন্স পাওয়ার] সম্পর্কিত স্নায়ুর ক্ষতি হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে। আনন্দ ও নিরানন্দ ওদের গঠনোন্মুখ মস্তিস্ককে যথাক্রমে সবল বা নিস্তেজ করে।

"শিশুর যখন সকল চাহিদা ও ইচ্ছা মিটে-তখন সে নিজেকে সফল এবং তার চাহিদাগুলি না মিটলে সে নিজেকে অসফল [নিষ্ফল] মনে করে। নিষ্ফলতা, তাদের ক্রুদ্ধ, বিরূপ ভাবাপন্ন ও অসন্তুষ্ট করে। সফলতা তাদের সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করে। সফলতা সমাজ-সম্মত প্রয়োজন বোধ ও জীবনে নিরাপত্তাবোধ জাগায়। 'তাদের [সীমিত] প্রয়োজন একটি গণ্ডীর মধ্যে থাকে। কৈশোর বয়সে তারা সহ অবস্থানে বিশ্বাসী শ্রদ্ধাপরায়ণ ও সহনশীল

হয়। কিন্তু নিষ্ফলতা, বিরোধিতা অনিশ্চয়তাবোধ ও আত্মকেন্দ্রিক প্রয়োজনের সৃষ্টি করে।”

শৈশবে সৃষ্ট ওই মনোভাব ওই সময় দৈহিক বল ও বুদ্ধির অভাবে কার্যকরী হয় না। কিন্তু তার ওই ইচ্ছা সে বিলুপ্ত না করে প্রদমিত করে মাত্র। কৈশোরকালে কুপরিবেশে ওই ইচ্ছা জাগ্রত হয়ে তাকে অপরাধ-মুখী করে। তখন তারা স্বার্থপর নিষ্ঠুর লোভী ভয়াতুর [সাপ ভয় পায় বলে কামড়ায়] আক্রমণাত্মক, বৈরী ভাবাপন্ন, বিশৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রণহীন হয়। অবশ্য পরবর্তীকালে সৃষ্ট অন্যান্য কারণও উহার জন্য দায়ী।

উপরোক্ত ক্লিষ্টাক্লিষ্ট-বোধ বা সন্তোষ অসন্তোষ শিশুদের মনোদণ্ডের শেষ দুইটি বিন্দুর মধ্যে দোদুল্যমান। মাতাপিতা এই দুইয়ের কোন বিন্দুটির নিকট পোঁছবেন তার উপর সংশ্লিষ্ট শিশুর চারিত্রিক গঠন নির্ভর করে। ভুলে গেলে চলবে না যে মাতাপিতাই শিশুর একমাত্র জগৎ। মাতাপিতার প্রতি শিশুব যে মনোভাব গড়ে ওঠে সেইটেই পরবর্তীকালে তাদের জগতের প্রতি মনোভাব হয়।

[প্রথম জীবনে অসফল হওয়া ব্যক্তিগণ ঐ জন্য সুযোগ পেলে প্রায়ই অপকর্ম করেছে। শৈশবে জীবন ব্যর্থ হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে মেজাজী ও পাপীর সংখ্যা অধিক। অন্যদিকে—শৈশবে জীবন সফল হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে স্বার্থত্যাগী মনীষীর সংখ্যা বেশী।]

শিশুরা মাতাপিতার উপর অধিক নির্ভরশীল। ওদের চাহিদা তাঁরা না মিটালে ওরা তা স্বাধীন ভাবে পেতে চাইবে। [পরবর্তী জীবনে উহা তাকে লোভী ও পরস্বাপহারক করতে পারে] সুন্দর খেলনা চুষিকাঠি বা দুধের বাটি তার দিকে এগিয়ে না দিলে সে স্বাধীন ভাবে স্বকীয় চেষ্টাতে উহা পেতে চাইবে। ঐ সাধ্যাতীত চেষ্টাতে অসফল হওয়ার পর সে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হবে। ভবিষ্যৎ জীবনে ঐরূপ শিশুরা আক্রমনাত্মক স্বভাব প্রাপ্ত হয়। [আক্রমনাত্মক বালক দ্রঃ।]

শিশুকে যদি বোঝানো যায় যে তার যেমন পিতামাতাকে প্রয়োজন তেমনি মাতা পিতার নিকটও তার প্রয়োজন আছে তাহলে শৈশবের ঐ পরনির্ভরতা ভবিষ্যতে পারস্পরিক নির্ভরতা বোধের সৃষ্টি [সহ অবস্থান] করে। প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কাল্পনিক ও অলীক বস্তু। পারস্পরিক নির্ভরতার উপর পৃথিবীর উন্নত সভ্যতা [নিরাপরাধ সমাজ) সৃষ্টি হয়েছে। উহার বাহিরে যে স্বাধীনতা তা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র। দুগ্ধপোষ্য

শিশুদের মধ্যে স্বাধীনতা বোধের উন্মেষ ঘটানো অত্যন্ত ক্ষতিকর। পরিপূর্ণ স্বাধীনতা প্রয়াসী বালক অন্যের মতামত সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। এজন্য ওদের লজ্জাসরম ও অনুতাপ বোধও কম দেখা যায়।

পৃথিবীতে কোনও ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। অন্ততঃ তাকে তার নিজের বিবেকের অধীনে থাকতে হয়। পারস্পরিক নির্ভরতার অভ্যাস উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। শৈশবে মাতা পিতা, যৌবনে স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব ও পড়শীদের উপর মানুষ নির্ভরশীল। আপাতঃদৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু সকলে পারস্পরিক নির্ভরতার জন্য জগতে টিকে আছে। অন্যের মতামতকেও তাদের সমীহ করতে হয়। শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত একটু একটু করে ঐ পরনির্ভরতা কাটিয়ে পারস্পরিক নির্ভরতার সীমানায় পৌঁছয়। মনুষ্য শিশু যদি কোনও কোনও জন্তুদের শিশুর মত সাবালক হয়ে জন্মগ্রহণ করত তাহলে কোনও দিনই বর্তমান উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি হতো না। বলাবাহুল্য যে উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা অপরাধীদের সৃষ্টি করে থাকে। উহারা সহ-অবস্থানের নীতিতে কোনও দিনই বিশ্বাসী হয় নি।

বিঃ দ্রঃ—শৈশবে মনুষ্য ভল্লুক ব্যাঘ্রশিশু নির্বিশেষে সব শিশুই সমান। সকলেই মানুষের ক্রোড়ে উঠে আদর ভোগ করে। [সর্প শিশু বাদ] বয়ঃপ্রাপ্তির পর তারা ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে। ব্যাঘ্র ভল্লুক শিশু প্রভৃতি দ্রুত স্বাধীনতা ভোগী হয়েছে। পিতা মাতার স্নেহ ওরা প্রথমে পেলেও পরে একটুও পায় না। কিন্তু মনুষ্য শিশু বহু দেরীতে স্বাধীন হয়ে থাকে। স্নেহও ওরা বেশী পায়। উহা দীর্ঘদিন পর্যন্ত অটুটও থাকে। এজন্য ওরা ওদের মত হিংস্র না হয়ে মানবিক হয়।

কঠিন নিয়মানুবর্তীতা কিশোর ও শিশুদের ভয়াতুর ও নৈরাশ্যভোগী করে তোলে। অন্যদিকে—শৈশবে ও কৈশোরে মাতা পিতার সহিত সহজ সম্বন্ধ প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হয়। প্রহারে ও ধমকে শিশুকে নিরস্ত করতে চাওয়া অন্যায়, পিতামাতার উহা বুঝা উচিত। বেশী ক্ষমতা অপেক্ষা স্বল্প ক্ষমতা কিশোর ও শিশুদের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বেশী কার্যকরী হয় পুত্র দ্বারা যে কাজ করাতে পিতামাতা কিছুতেই সক্ষম হন নি সেই একই কাজ তাদের দ্বারা শিক্ষকরা 'অনায়াসে' করাতে পারেন। অন্যদিকে যে কাজ শিক্ষকরা তাদের দ্বারা করাতে পারেন নি, সেই একই কাজ প্রতিবেশীরা ওদের বুঝিয়ে বা ভুলিয়ে করিয়ে নিয়েছেন।

শিশুদের প্রতিটি ইচ্ছা ও অভাব যথাকালে ও যথাসম্ভব পূরণ করা উচিত। শিশুকে এখনই দুগ্ধ পান করানো হবে। কিংবা অর্ধঘন্টা পরে তাকে উহা পান করালে চলবে তা মাতার পক্ষে উপেক্ষণীয় হলেও শিশুর পক্ষে তা এতটুকুও উপেক্ষণায় নয়। অতটুকু বিলম্বই শিশুদের প্রতিরোধ সম্পর্কিত স্নায়ুকে আহত করার পক্ষে যথেষ্ট। মাতাপিতা প্রায়ই ওদের অভাব বুঝতে পারেন নি। কেউ কেউ ঐগুলি বুঝবার প্রয়োজনও মনে করেন নি। কিন্তু শিশুদের আচরণ হতে ওদের প্রতিটি অভাব ও ইচ্ছা বুঝে নিতে হবে। শিশুদের একটি সুন্দর খেলনা দিলে তজ্জনিত আনন্দ তাদের সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলিকে স্বাভাবিক কারণেই পুষ্ট করে। কিশোর-অপরাধী হওয়া বা না হওয়ার প্রাথমিক কারণগুলি শৈশব জীবনেই সৃষ্ট হয়। কোনও একটি শিশু নষ্ট হওয়া বা না হওয়া তাদের শৈশবের অভাব ও ইচ্ছাগুলি পূরণ করা বা না করার উপর নির্ভর করে। তজ্জন্য শিশুদের জীবনের প্রথম কয় বছর তাদের প্রতিটি ইচ্ছা ও অভাব পূরণ করা উচিত।

উপরোক্ত কারণে দেশে সচ্ছল ও শান্তিপূর্ণ পরিবারের প্রয়োজন সর্বাধিক। যে পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্য আছে ও সেই সঙ্গে শান্তি বিরাজ করে সেই পরিবারে অপরাধী প্রায়ই নেই। উপরন্তু সেখানে জ্ঞানী গুণীর সংখ্যা অধিক। কিন্তু—অতি ভোগ শান্তির অন্তরায় হয়ঃ ধনী ও ভোগী পিতামাতা নিজেরাই অশান্ত। সন্তানদের প্রতি তাঁরা প্রায়ই যত্ন নেন না।

আমার পরামর্শ মত জনৈক দম্পতি তাঁদের সন্তানটিকে উপরোক্তরূপে পালন করেন। এজন্য তাঁদের বহু ত্যাগ স্বীকার ও অর্থ কর্জ করতে হয়েছিল। শিশুর ক্রীড়নক আহার বিহার ভ্রমণ সম্পর্কিত প্রতিটি ইচ্ছা তাঁরা বুঝতেন ও তা যথাসময়ে তাঁরা পূরণ করতেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাকে দিয়ে তাঁরা একটিও মিথ্যা বাক্য বলাতে পারেন নি। এমন কি সে তার পিতামাতার ও প্রতিবেশীদের প্রতিটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। বন্ধুবান্ধবদের সে সুপথে আনবার চেষ্টা করেছে। সে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হয়েছিল। অন্যদিকে—সে সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে সম্পদে পরিণত হয়।

শিশুদের চাহিদা সমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করা উচিত। ওদের বিবিধ প্রকার প্রসাধন পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় স্নেহের পরিমাপ সম্বন্ধেও জ্ঞানার্জন

প্রয়োজন। শিশুদের দৈহিক প্রয়োজনই অধিক। ওদের মানসিক প্রয়োজন যৎসামান্য। বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত ওদের নূতন নূতন অভাবেরও সৃষ্টি হয়।

[কিশোরদের ক্ষেত্রে অবশ্য দৈহিক ও আর্থিক অভাবই একমাত্র অভাব নয়। উপযুক্ত সম্মান প্রতিষ্ঠা, স্বীকৃতি ও বিদ্যা না পাওয়াও ওদের অভাব। গণ-টোকাটুকির মূলে বিদ্যা না পাওয়ার অভাব থাকে। অপরে যা পারে তা না পারাও অন্য এক অভাব। উহা কিশোরদের হীনমন্য রাগী, বেপরোয়া, অলস ও পরঘাতী করে। ঐ অভাব সকল পূরণে উ ত পন্থা গ্রহণে কিশোরদের সাহায্য করা প্রয়োজন।

মাতাপিতার স্নেহের অভাব কিশোর ও শিশু অপরাধী সৃষ্টির অন্যতম কারণ। প্রায়শক্ষেত্রে ঐ স্নেহ সকল পুত্রের মধ্যে সমভাবে বণ্টন হয় না। বহু মাতা পিতার ধারণা যে তাঁরা প্রতিটি সন্তানের প্রতি সমান যত্ন নিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে প্রথমটির জগতে দ্বিতীয়টি ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয়টির জগতে প্রথমটি ছিল ও আছে। এইখানে তাদের সাবধানতা অবলম্বন করে প্রতিজনের প্রতি সমান যত্ন নেওয়া উচি । ওদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা উৎপন্ন হয় এমন কোনও কার্য তাঁদের করা অনুচিত। সামান্য স্নেহের তারতম্যও কিশোর অপরাধী সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। ছোটটিকে কোনও দ্রব্য দিতে হলে উহা বড়টির মাধ্যমে দিলে ফল সর্বোত্তম হয়। মাতাপিতার স্নেহ ভাগাভাগি হলে অতি আদর কারুর ক্ষতি করে না। সম অধিকারে একত্রে বসবাস শান্তিপূর্ণ অবস্থানের অভ্যাস সৃষ্টি করে। একের অধিক পুত্রকন্যা ও একান্নবর্তী পরিবার উহার সহায়ক।

[একটি সন্তান প্রায়ই গর্বিত অলস ও স্বার্থপর হয়েছে। পারস্পরিক নির্ভরতা ও স্বার্থত্যাগের সুযোগ এদের কম। কিন্তু উহা বহুক্ষেত্রে সত্যি নাও হতে পারে, কিন্তু তারা অপরাধী কম ক্ষেত্রেই হয়েছে। ধনী ও দরিদ্রের স্বনামধন্য (selfmade) ব্যক্তিরা ঐ সম্পর্কে বিবেচ্য। পরন্তু—য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাতেও প্রভেদ আছে। এখানে এক সন্তানের পিতাদের সন্তানবৎ পোষ্য থাকে।]

বিঃ দ্রঃ—অভাবেরও একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। যাহা মিটানো উচিত নয় এমন অভাব, অভাব নয়। অসামাজিক অভাবকে এখানে অভাব বলা হয় নি। অনুচিত অভাবকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কোনও শিশু উহা কামনাও করে নি। সকল ইচ্ছা পূরণ হবে তাও সে আশা করে নি।

[কিশোর ও শিশুদের কয়েকটি পূর্ব অভ্যাস ত্যাগ করানো কালে তারা

কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করে। শিশুকে লিকুইড ফুডের স্থলে সলিড ফুড খাওয়ানো কালে তারা বাধা দেয়ই। উহা সাময়িক হওয়াতে উহা স্থায্য অভাব নয়।]

কিশোরগণ তাদের ইচ্ছা ও অসুবিধা স্বেচ্ছায় জানায় না। পীড়াপীড়ি করে উহা জানা উচিত। পিতামাতার সহিত সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হলে তাঁদের কাছে তারা তাদের অভাব ব্যক্ত করে। নচেৎ মাতামহী ও বন্ধুদের মাধ্যমে উহা জেনে নিতে হবে। অভাব পূরণ না হওয়ার জন্য তারা শুধু মাতা-পিতাকেই দায়ী করে। ফলে প্রীতির বদলে ওঁদের প্রতি তাদের বিরূপতা আসে। এজন্যে ভবিষ্যতে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়। তখন যারা তাদের অভাব পূরণ করে তাদের তারা অনুরক্ত হয়। এ ক্ষেত্রে তারা প্রায়ই দুষ্ট ব্যক্তিদের প্রভাবে পড়ে।

[বয়স্কদের অভাব অবশ্য উদ্ভাবনী শক্তির জনক। সেই প্রশ্ন এখানে ওঠে না। তাদের অভাব তাদের কর্মঠ করে। উহা না মিটলেও তাদের নূতন কিছু ক্ষতি নেই। তাদের যা কিছু ভালোমন্দ তা তাদের শৈশবকালেই শেষ হয়ে গেছে।]

শিশুদের অপূরিত ইচ্ছা ও অভাব প্রদমিত হলে ওদের মধ্যে বহু বিসদৃশ ব্যবহার ও কদর্য আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বারে বারে ক্ষুব্ধ হলে ওদের মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে—কৈশোর বয়সে সৃষ্ট মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব সমূহ ওই ক্ষত আরও গভীর করে। কিশোরদের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব সমূহ কিছু পরে বিবৃত করব।

অপরাধীরা দুই প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথম পর্যায়ের অপরাধীকে প্রাথমিক অপরাধী এবং শেষ পর্যায়ের অপরাধীকে প্রকৃত অপরাধী বলা হয়। কিশোর-অপরাধীরা সাধারণতঃ প্রাথমিক পর্যায়ের অপরাধী হয়। এ জন্যে এদের মধ্যে কোনও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয় না। এরা প্রায়শঃ পরিবারবর্গের সঙ্গে বসবাস করে। অপকর্মের জন্য মধ্যে মধ্যে এরা অনুতপ্তও হয়। এদের লজ্জাসরম বোধ আছে। এদের স্বভাব চরিত্র [অন্য বিষয়ে] নিরপরাধ ব্যক্তিদের মত। এদের মধ্যে দৈব ও অভ্যাস অপরাধীদের সংখ্যা বেশী। স্বভাবদুর্বৃত্ত ও জাতির বালক এবং প্রফেসন্যাল বালক অপরাধীর ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হয়।

দুইপ্রকারের পরিবেশ কিশোর-অপরাধী সৃষ্টির জন্য দায়ী। যথা, (১) বহিঃপরিবেশ এবং (২) অন্তর্পরিবেশ। প্রথমটি বাহির থেকে এবং

দ্বিতীয়টি [অন্তরের] ভিতর হতে আসে। বহিঃপরিবেশ সম্বন্ধে নিবন্ধের শেষাংশে বলা হবে। এক্ষণে অন্তর্পরিবেশ সম্বন্ধে বলবো। অন্তর্পরিবেশজাত কিশোর-অপরাধীদের মনোবিশ্লেষণ দ্বারা নিরাময় করা যায়। উহা দুই প্রকারের, যথা আত্মবিশ্লেষণ এবং পর-বিশ্লেষণ। ওইরূপ বিশ্লেষণ দ্বারা তাদের দোষ ত্রুটি বোঝা মাত্র তারা নিজেদের সংশোধন করে। ওই বিষয় তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয় প্রকার কিশোর-চরিত্র সম্বন্ধে বলা হল। ওই সকল বালকদের পরবর্তী কালে অপরাধী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ জন্য চিকিৎসা দ্বারা তাদের নিরাময় করার প্রয়োজন। অপরাধ নিরোধ অপরাধ নির্ণয় অপেক্ষা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ উপায়।

(ক) দুর্বোধ্য মন্য : ইংরাজিতে এদের প্রবলেম বয় বলা হয়। বহু বালক তারা কি চায় তা তারা নিজেরাই জানে না। লক্ষ্য বস্তু সম্বন্ধে তাদের নিজস্ব কোনও ধারণা নেই। তাই কোনও কার্যই তাদের মনঃপূত হয় না। তারা বারে বারে একটি কর্ম ছেড়ে অন্য কর্ম গ্রহণ করে। পরক্ষণেই তারা বোঝে যে ওইটিও তাদের মনোমত নয়। লক্ষ্য বস্তু লাভের জন্য তারা মনে অস্বস্তি অনুভব করে। বহু দুর্বোধ্য ও বিসদৃশ আচরণ দ্বারা উহা তারা প্রকাশ করে। দৈবাৎ মনোমত কার্য পেলে তারা বোঝে যে এইবার তাবা তাদের লক্ষ্যস্থলে এসে উপনীত হয়েছে। তখন তাদের ওই সব দুর্বোধ্য আচরণ বন্ধ হয়। নচেৎ এরা অপরাধ রোগীতে পরিণত হতে পারে।

ওদের ওই সকল আচরণ বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য বস্তু সম্বন্ধে ওদের অবহিত করতে হবে। প্রথমে উহা তারা মানতে চাইবে না। কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে নেমে তারা তৃপ্ত হবে।

(খ) আক্রমণাত্মক : এই বালকগণ ব্যস্তবাগীশ ও একরোখা হয়। লক্ষ্য ও পথ ওরা পরিবর্তন করতে চায় না। সব কিছুই ওদের তক্ষুণি চাই। ঈপ্সিত লক্ষ্য সম্বন্ধে এদের স্পষ্ট ধারণা থাকে। কিন্তু—সকলে বিনা বাধায় ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে না। কাউকে কাউকে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। ওই বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে অসমর্থ হলে তাদের ভাবাবেগ রুষ্ট হয়। প্রতিরুদ্ধ ভাবাবেগ নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে। ওই নৈরাশ্য হতে দুই শ্রেণীর আক্রমণাত্মক বালকের উদ্ভব হয়। যথা,—পরঘাতী ও আত্মঘাতী।

নিজেদের ক্ষমতার উপর বিশ্বাসী বালকেরা ওই অবস্থাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তারা তখন বাধা দানকারী ব্যক্তিদের আঘাত করে। এদের পর-

ঘাতী বলা হয়। বাধাদানকারী ব্যক্তি না হয়ে ঘটনা হলে সে মানসিক ভারসাম্য হারায় এবং উন্মাদদের মত অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরও উপর বিরূপ হয়। ওদের কারণে-অকারণে মারমুখী হতে দেখা যায়। কোনও কারণে প্রতিরোধ শক্তির অভাব ঘটলে এদের দ্বারা হত্যা কার্য সমাধা হওয়াও সম্ভব।

অন্য দিকে—নিজেদের উপর বিশ্বাসহীন ভয়াতুর লাজুকপ্রায় বালকরা ওই বাধা অতিক্রমের অক্ষমতার জন্যে নিজেদেরই দায়ী করে। তখন তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয় নিজেরাই। [এদের আত্মঘাতী বলা হয়]। নৈরাশ্য উগ্র হলে এরা আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে। অবশ্য প্রতি-রোধ-শক্তির অভাব ঘটলে উহা ঘটে। নিজেদের অক্ষমতার জন্য এরা অন্য কাউকে দায়ী করে নি। বরং এ জন্য এরা নিজেদের ত্রুটির কথাই ভেবেছে এবং তজ্জন্য চিন্তিতও হয়েছে। কদাপি ওদের হিস্টিরিয়া রোগীর মতও ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে।

এই উভয় শ্রেণীর বালকদেরই বোঝাতে হবে যে সকল ব্যক্তির দ্বারা সকল কার্য সম্ভব নয়। ক্ষমতা বহির্ভূত কাজে আত্মনিয়োগ করতে হলে ওই ক্ষমতা অর্জন করা চাই। কিংবা তাকে বলতে হবে যে, সে অন্য ক্ষেত্রে আরও সম্মানজনক ও বৃহত্তর কাজের উপযোগী। তার লক্ষ্যের ক্ষেত্র নির্বাচনে ত্রুটি হয়েছে। তাকে এও বলা যেতে পারে যে ত্রুটি মাত্রই অক্ষমতা নয়। কোনও প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয় না। উহা তাকে লক্ষ্যের দ্বিতীয় ধাপে উন্নীত করলো। কিংবা তাকে সাধ্যায়ত্ত লক্ষ্যের ক্ষেত্র নির্বাচনে সাহায্য করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়। নির্বাচিত ক্ষেত্রের কত উঁচু লক্ষ্যে তার পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব তাও তাকে বলে দিতে হবে। তবে সম্ভব হলে তার উচ্চ আশা হতে তাকে নিরস্ত না করাই ভালো। সেই ক্ষেত্রে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে তাকে সাহায্য করুন।

(গ) বিকল্প-পন্থী : এরূপ বালকদের লক্ষ্যস্থল খুব উঁচু বা খুবই নীচু নয়। বাধা পেলে তারা বিকল্প লক্ষ্য কিংবা পথ খুঁজে নেয়। সাধ্যাতীত লক্ষ্যবস্তুকে এরা এড়িয়ে চলে। এদের আকাঙ্ক্ষা সীমিত। নিজেদের সীমিত ক্ষেত্রে এরা প্রায়ই সফল নয়। ওই সফলতা তাদের ভয়শূন্য করে। ব্যর্থতাও এদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হয়। উহা তারা সহজ ভাবে গ্রহণ করে। এদের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা আছে। এদের নিকট ভাবাবেগ

অপেক্ষা যুক্তি ও বুদ্ধি প্রধান। অভিজ্ঞতা দ্বারা এরা সমস্যার গুরুত্ব কমিয়ে আনে। বয়স্ক লোকেদের মত এদের স্থৈর্য ও আত্মবিশ্বাস আছে। লক্ষ্য উঁচু না হওয়ায় এদের ব্যর্থতাবোধ কম। লক্ষ্য নীচু হওয়ায় এদের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে। জীবনের পথে এরা ধীরে চলে ও ধাপে ধাপে উন্নীত হয়। কিছুতে বঞ্চিত হলে এদের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। মামুলী বাধা বা বঞ্চনা এরা উপেক্ষা করে। জীবনের প্রয়োজনগুলি এরা ধীরে ধীরে মিটাতে চায়।

উপরোক্ত বালকদের মধ্যে উচ্চাশার বীজ বপন করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক বিষয়গুলিতে ওদের উৎসাহিত করতে হবে। ঐ প্রতিযোগিতা ওদের ক্ষমতা সম্বন্ধে ওদের অবহিত করবে। এদের মধ্যে অলসতা [নিশ্চেষ্টতা] বা নির্লিপ্ততা এলে তা প্রতিরোধ করতে হবে। এদের মধ্য হতেই শ্রেষ্ঠ নাগরিক সৃষ্ট হয়। কারো কারো প্রতিভার বিকাশ দেরীতে ঘটে। তাদের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করতে হবে। প্রয়োজন হলে ওদের বিকল্প ক্ষেত্র ও পথগুলি খুঁজে দিতে হবে।

(ঘ) গুড়হৈষীক :—গুড়হৈষীক বালকগণ নানারূপ অন্তর্দ্বন্দ্বে ভোগে। প্রদমিত মনোজট্ [complex] উহার কারণ হতে পারে। কেউ বিচ্ছিন্ন-মনা [split-up mind] রোগে ভোগে। কারো মধ্যে দ্বৈত বা বহু ব্যক্তিত্ব দেখা যায়। সিনেমাতে কিংবা থিয়েটারে যাব কিংবা ভাত বা রুটি কোনটি গ্রহণীয়—ঐরূপ সামান্য অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্ষতিকর নয়। ঐ দুইটি তাদের নিকট সমান প্রিয়ও হতে পারে। কিন্তু গুরুতর অন্তর্দ্বন্দ্ব বেদনাদায়ক হয়েছে। এদের চেতন মন যখন বলে—হ্যাঁ। ওদের অবচেতন মন তখন বলে—না। বিপরীত ইচ্ছা বা ধারণা দ্বন্দ্বরত অবস্থাতে প্রদমিত হলে মনোরোগীর সৃষ্টি হয়। তখন মূল বিষয় তাদের মনে থাকে না। আনুষঙ্গিক [তদ্‌সদৃশ] কোনও বিষয় সম্মুখে এলে তারা ক্ষুব্ধ হয়। ওদের মধ্যে বহু হেতুহীন ভয় ও ক্রোধ দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে ওরা বিমর্ষ হয়ে ওঠে। কিন্তু উহার কারণ সে বোঝে না। কোনও কিছুতে মনোনিবেশে সে অক্ষম হয়। এরা ধৈর্য-হীন ও বিস্মরণ-শীল হয়ে থাকে। প্রদমিত বহু ভয় ও ক্রোধও ওদের ঐ অবস্থার জন্য দায়ী।

[কেউ কেউ তাদের চিন্তা একটি বিষয়ে ধরে রাখতে পারে না। কারো একটি চিন্তা অন্য চিন্তার উর্ধ্বে উঠে তাকে নিয়ত কষ্ট দেয়। বাল্যকালে হঠাৎ ভয় পেলে প্রায়ই ঐরূপ ঘটেছে। এজন্য কিশোর ও শিশুদের ভয়

দেখান তো উচিতই নয়। বরং ওদের ঐ ভয়ের কারণগুলি যথাসম্ভব অপসারিত করা উচিত। শিক্ষক ও অভিভাবকদের ঐ বিষয়ে প্রখর লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ—ঐ অহেতুক মনোরোগের বিষয় লজ্জাতে স্বেচ্ছায় তারা বলে না। কাউকে সদা চিন্তিত বা বিমর্ষ-মনা দেখলে পীড়াপীড়ি করে ওদের ঐ অসুবিধা জেনে নিতে হবে।]

মনঃসমীক্ষা দ্বারা ঐ সম্পর্কিত প্রদমিত কারণগুলি প্রথমত অবগত হতে হবে। বিষয় বস্তুর সুষ্ঠু বিশ্লেষণ ও তীক্ষ্ণ বাক্‌প্রয়োগ [suggetion] দ্বারা এদের নিরাময় করা হয়। দশ বৎসরের রোগীকেও ঐ পন্থাতে দুই মিনিটে রোগ মুক্ত করা যায়। তবে—বাক্ প্রয়োগগুলি প্রতিকূল না হয়ে অনুকূল হওয়া চাই। [নচেৎ উহা অধিকতর ক্ষতির কারণ হতে পারে।] রোগী কি জানতে বা বুঝতে চাইছে এবং তার পছন্দ ও অপছন্দ কি ? পূর্বাহ্নে তা অবগত হয়ে তদনুরূপ তাকে বাক্-প্রয়োগ করতে হবে। পুনঃপুনঃ বিশ্বাসযোগ্য বাক-প্রয়োগ দ্বারা তারা সহজে নিরাময় হয়। বাক্-প্রয়োগগুলি তাদের শিক্ষা ও কৃষ্টি অনুযায়ী হওয়া চাই। একজন নিরক্ষর ব্যক্তির প্রতি যা প্রযোজ্য তা একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য নয়। ওদের মানসিক দ্বন্দ্বের বিষয়গুলি ওদের বিশ্বাসযোগ্য রূপে সুমিমাংসিত করতে হবে।

কিন্তু—ঐরূপ মানসিক চিকিৎসার পূর্বে ওদের দৈহিক চিকিৎসার প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় প্রোটিন খাদ্যের এবং ভাইটামিন ও হরমনের কিংবা সুষ্ঠু রক্তের চাপের অভাবে দেহ ও মন দুর্বল থাকে। এই জন্য বাক্-প্রয়োগ-গুলি প্রায়ই কার্যকরী হয় না। প্রতিরোধ শক্তির স্নায়ু এবং তৎসহ গ্রহণশক্তি ঔষধ দ্বারা প্রথমে সক্রিয় করতে হবে। ঐগুলি দুর্বল থাকাতে অন্যেরা যা উপেক্ষা করে ওরা তা করে না। দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম, অন্যমনস্কতা [diversion] খাদ্য ও স্থান পরিবর্তন কিছুকাল ওদের নিরাময় করে। কিন্তু মূল কারণ অপসারিত না হলে উহার পুনরাবির্ভাব ঘটা সম্ভব। এই চিকিৎসা পদ্ধতির কয়েকটি ব্যবহারিক উদাহরণ পুস্তকের পরিশেষে উদ্ধৃত করা হল। *

উপরোক্ত নিয়ন্ত্রণহীন, গুড়হীষার মত [এ্যবনরমাল] নিয়ন্ত্রণাধীন গুড়হীষাও আছে। বহু বালকের মধ্যেই স্বল্পাধীক গুড়হীষা দোষ দেখা যায়। কিন্তু উহা নিয়ন্ত্রণাধীন থাকাতে মনে চাঞ্চল্য আনে নি। এরা কিছুটা অস্থির-মনা হলেও স্বভাব চরিত্রে সাধারণ মানুষ। এদের অপকর্মের মধ্যে

প্রায়ই লাভালাভ থাকে নি। এরা জেদী অতি সাহসী ও কিছুটা ভাবপ্রবণ হয়। প্রায় ক্ষেত্রে এরা অন্যায়ী ও পাপাই হয়ে থাকে। এরা একধরণের অপরাধ রোগীর সৃষ্টি করে।

অপুষ্টি ও ভেজাল খাদ্যের মত অতি আদর অতি-পুষ্টি ও অনিয়ন্ত্রিত জীবন প্রতিরোধী স্নায়ুর ক্ষতি করে। ফলে জটিল সভ্যতার প্রাত্যহিক উত্তেজনা উহা সহ্য করতে পারে না। সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা ওদের আরও ক্ষতি করে। ঐসব মানুষকে বিকৃত-মনা, ক্রোধী, ভীরু ও অস্বাভাবিক করে। অস্বাভাবিক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি বর্তমান অশান্তি সমূহের কারণ। নেতৃবৃন্দের মধ্যেও বহু উন্মাদ ব্যক্তি থাকে। কিন্তু বাহির থেকে উহা বুঝবার উপায় নেই। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন শহরে বৃহত্তম সরকার বিরোধী দাঙ্গা বাধে। সংখ্যাহীন ব্যক্তি ওতে নিহত ও আহত হয়ে ছিল। উহার নেতা ও হোতা ছিলেন জনপ্রিয় ও মাননীয় নেতা লর্ড বার্জ বর্ডন। পরে প্রমাণিত হয়েছিল যে উনি সম্পূর্ণ উন্মাদ [Mad] অবস্থাতে ঐ দাঙ্গা পরিচালিত করেছিলেন। উহাতে উনি বহু বস্তিবাসী এবং পরিত্যক্ত ও অপরাধী বালকদের নিয়োগ করেছিলেন। ওঁদের জেলে না পাঠিয়ে হাসপাতালে পাঠান উচিত। ওঁবা কখনও অলস [বেকাব] কখনও উচ্চাকাঙ্ক্ষী কখনও আশাহত। ঐগুলি ওঁদের উন্মাদনার কারণ হয়।

[বয়স্করা পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেদের খাপ খাওয়াতে অক্ষম হন। কিন্তু কিশোর ও শিশুরা ঐ অবস্থাতে সহজে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। ঐ জন্য পরিবেশ মত ওরা সহজে নিরপরাধী বা অপরাধী হয়। বিদেশে মেয়েরা ও শিশুরা অতি সহজে বিদেশী ভাষা শেখে। উহা তাদের গ্রহণ শক্তির পরিচায়ক। এমন কি সমুদ্র ব্যাধি তথা [Sea] সিকনেস পর্যন্ত ওদের কাবু করতে পারে না।

(ঙ) অপরাধ-মুখী : অপরাধ-মুখী বালকদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা কিছু বেশী থাকে। সুযোগ ও সুবিধা পেলে অপকর্ম করার জন্য তারা সদা উন্মুখ। এদের মধ্যে লোভী বালকদের মত প্রতি হিংসাপরায়ণ বালক থাকে। এদের অপরাধ-প্রতিরোধ সম্পর্কিত স্নায়ু অত্যন্ত দুর্বল। সামান্য প্রলোভন বা ক্রোধ এদের প্রদমিত অপস্পৃহাকে বহির্গত করেছে। ওদের কেউ ব্যক্তির বিরুদ্ধে [যৌনজ ও অযৌনজ] এবং কেউ সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ করে। এরা স্বার্থপর হয় ও লাভালাভ বোঝে। এরা ভবিষ্যৎ জ্ঞান-হীন ও আশু ফল প্রয়াসী। এদের মধ্যে চিকিৎসাযোগ্য কিছু অপরাধ-

রোগীও আছে। অন্য বালক অপেক্ষা এদের নিরাময়ের জন্য বেশী প্রচেষ্টা বিধেয়।

বিঃ দ্রঃ—আদি একাচারী মানুষ স্বভাবতঃই হিংস্র ছিল। কুকুরদের মত একজন অন্যের সদ্য-সংগৃহীত খাদ্য কেড়ে নিত। তখনও ঐ বন্য মানুষরা সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি লাভ করে নি। বহু পরে ওরা সমাজ ও পরিবারের সৃষ্টি করে ওদের মধ্যে বলবান ও সাহসীরা বলপূর্বক অন্যের খাদ্য ও নারী কেড়ে নিত। কিন্তু দুর্বল ও ভীরুরা অন্যের খাদ্য ও নারী গোপনে ভোগ করেছে। ওই ভাবে পৃথিবীতে চুরি ও ডাকাতি এবং বলাৎকার ও ব্যভিচারের সৃষ্টি হয়। ওইগুলি তৎকালীন সমাজে অপরাধরূপে বিবেচিত হত না। উহা তাদের নিকট বীরত্ব ও বাহাদুরী রূপে গণ্য হত। কালক্রমে ওই অভ্যাস পরিত্যক্ত হলেও উহার অধিকাংশ মানুষের বীজ কোষে এবং উহার কিছু অংশ তাদের দেহ কোষে সুপ্তাবস্থাতে আছে। তাই আজও অপস্পৃহা দ্রব্য স্পৃহা এবং শোণিত স্পৃহা [যৌনজ ও অযৌনজ] উভয় স্পৃহাতে বিভক্ত। প্রথমটি বস্তুর বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয়টি ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধের স্রষ্টা। ওই সুপ্ত বীজ দুটি কু-পরিবেশে জাগ্রত ও সুপরিবেশে [প্রতিরোধ শক্তির সাহায্যে] প্রদমিত হয়।

এর বহু পরে তারা নিয়ন্ত্রিত সমাজবদ্ধ জীব হয়। কিন্তু তখনও তারা কৃষিজ্ঞান-হীন শিকারী মানুষ। ওই খাদ্য সংগ্রহী শিকারীদের সঞ্চয়ে মন ছিল না। কিছু অস্ত্র মাত্র তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হত। সমগ্র সম্প্রদায় বন-ভূমি ও অন্য ভূমির মালিক ছিল। ওই সময় বীরত্ব বুদ্ধি সাহস ও শক্তি তাদের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি ছিল। পুত্রেরা পিতার ঐ গুণগুলির উত্তরাধিকারী হতে সচেষ্ট হত। সংগৃহীত খাদ্য ও বস্তু [নিহত পশু] অন্যকে দান ওই কালে শ্রেষ্ঠ সম্মান ও প্রশংসা এনেছে। আরও কিছু পরে ওরা কৃষিজীবী হলে ওদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি জাগে। ফলে,—সমাজের অলস ব্যক্তিদের কেউ কেউ পরস্বাপহারক হয়। সমাজ বিবর্তনের প্রতিটি স্তরের 'কু' ও 'সু' বৃত্তিগুলি আমাদের মধ্যে প্রদমিত অবস্থাতে আছে।

[আটাভিজম্ তথা গোত্রানুক্রম দুই প্রকারের হয়, যথা—দৈহিক ও মানসিক। উহা একত্রে কিংবা পৃথক পৃথক ভাবে মানুষের মধ্যে উপগত হতে পারে। ওই গোত্রানুক্রমের স্বরূপ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। বংশানুক্রম তথা হেরেডিটির সহিত উহার প্রভেদ আছে। উহা তাদের আরও প্রাচীন পূর্বপুরুষদের গুণাগুণ। দৈহিক গোত্রানুক্রম অপরাধী সৃষ্টির কারণ

নয়। কিন্তু মানসিক গোত্রানুক্রম স্বভাব-অপরাধীর সৃষ্টি করে। মানসিক গোত্রানুক্রম স্বল্প মাত্রাতে অপরাধ মুখী বালকদের মধ্যে দেখা যায়।]

কিছু অপরাধ-মুখী বালক 'আদি খাদ্য-সংগ্রহী' মানুষের প্রকৃতি [প্রবণতা] লাভ করে। ওরা প্রথমে বৈধভাবে ও পরে অবৈধভাবে অর্থ ও দ্রব্য সংগ্রহ করে। ঐগুলি তারা বন্ধুদের মধ্যে দান করে দানবীর সাজে। এরা প্রায়ই সংগৃহীত অর্থ ও দ্রব্য সঞ্চয় করে নি। দৈহিক বল, বুদ্ধি ও সাহসকে এরা শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি মনে করে। এদের মধ্যে বাহাদুরী দেখানোর প্রবণতা থাকে। কোনও বালক তার বন্ধুদের সম্মুখে প্রতিদিন তার পরণের দামী জামা ছিঁড়ত। উদ্দেশ্য—তার পিতা যে দারুণ ধনী ব্যক্তি তা সর্বসমক্ষে প্রমাণ করা।

উপরোক্ত বালকদের তাদের প্রাচীন ভারতীয় পূর্ব-পুরুষদের ঐতিহ্য ও সৎ গুণের প্রতি আকৃষ্ট করা যায়। নবদ্বীপের দীন বুনো হরনাথের পাণ্ডিত্যের বিষয় তাদের শোনান। মন্দ গুণের বদলে ভালো গুণ তারা গ্রহণ করে গর্ব করুক। ওই বালকের নিজের বংশেও মানী ও গুণী অথচ দরিদ্র ব্যক্তি থাকতে পারে। কিন্তু—ওদের মধ্যে যারা স্বার্থান্ধ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক তাদের চিকিৎসা অন্য রূপে করতে হবে। চিত্ত প্রস্তুতি ও প্রকৃতি মত ওদের বাক্-প্রয়োগ [সাজেস্‌শন] দিতে হবে। অপরাধ-মুখী বালকদের ওই সকল প্রবণতা সাবধানে অনুধাবন করুন। সময়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করলে তাদের স্বাভাবিক করা সম্ভব। স্বল্প মাত্রায় দৃষ্ট ওই প্রবণতাকে উপেক্ষা করা অনুচিত। সময়ে প্রতিহত না হলে উহা বর্ধিত হয়ে ওদের অপরাধী করবে।

বহু ক্ষেত্রে স্নায়বিক কারণেও প্রতিরোধ সম্পর্কিত সূক্ষ্ম স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওই ক্ষেত্রে বালকদের প্রোটীন ফুড ও ভাইটামিন দিতে হবে। তার পর ওদের মানসিক চিকিৎসারও প্রয়োজন হতে পারে। এদের উপর সকলের প্রখর দৃষ্টি রাখা উচিত হবে। এরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী না হয়ে দুরাকাঙ্ক্ষী হয়। দৈহিক ও মানসিক চিকিৎসার সহিত এদের অপরাধী হওয়ার সুযোগও নষ্ট করতে হবে।

[আমি আমার গ্রামের একটি আবাসিক উচ্চবিদ্যালয়ের ফাউণ্ডার প্রেসিডেন্ট। বোর্ডিঙে দুষ্ট বালকদের সংখ্যা কিছু বেশী হয়। ওদের পান বা সিগারেট খেও না—কিংবা ধর্মে মতি রেখ এ কথা কখনও বলা হয় নি। দোকানগুলি যাতে ওদের ওই সব বিক্রি না করে তার ব্যবস্থা করা

হয়। সংলগ্ন মন্দিরে অন্যদের প্রার্থনা দেখে ধর্মে তারা আকৃষ্ট হত। ঈশ্বরের ভয় আইনের ভয় অপেক্ষা বেশী হয়। বিশ্বাসীরা মনে করে ঈশ্বরকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। চারি দিকে বেষ্টিত দীর্ঘায়তন গভীর ও ঘন বাগিচার মধ্যে স্কুল বাড়িটি অবস্থিত ছিল। অন্ধকারে রাত্রে তারা বার হতে ইচ্ছুক হত না। এক এক গ্রুপে মনোযোগী বালকদের সঙ্গে কিছু অমনোযোগীদের পড়তে বসান হত। সংখ্যা-গুরুদের পড়তে দেখে সংখ্যা-লঘুরাও ওতে মন দিত। ওদের বিপথে যাবার সুযোগ নষ্ট করে ওদের সৎ করা হত।

(চ) দুর্বলচিত্ত: দুর্বলচিত্ত বালকদের বুদ্ধিমত্তা বয়সের তুলনাতে কম থাকে। উহাকে চিত্তদৌর্বল্য বলা হয়। এরা সরলমনা ও বিশ্বাসী হয়। কিছু বিষয়ে অভিযোগমুখর হলেও এরা প্রতিহিংসা পরায়ণ না হয়ে কৃতজ্ঞতা ও কর্তব্য বোধ দেখায়। কিন্তু—এরা সহজেই অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এদের ভুল বোঝান ও ভুল বিশ্বাস করান সহজ। ভাইটামিন প্রোটীন খাদ্য ও হরমনের ঘাটতি পূরণ এদের নিরাময় করে। বয়সের সঙ্গে ওদের অনেকেরই বুদ্ধি দ্রুত বেড়ে পূর্ব ক্ষতি পূরণ করে। মধ্যবর্তী কালে ওদের প্রতি কিছু বেশী লক্ষ্য রাখতে হবে। ওদের উৎপীড়কদের থেকে ওদের রক্ষা করতে হবে। [অবশ্য—বহু সরলমন বালকের সাধারণ বুদ্ধি প্রখর হয়।] উন্মাদ ও নির্বোধদের জন্য অবশ্য স্বতন্ত্র মানসিক ও দৈহিক চিকিৎসার প্রয়োজন।

শৈশবে অভাব-বোধ, অনাদর ও ভীতিপ্রদর্শন বালকদের মস্তিষ্কের স্নায়ুতে জট সৃষ্টি করে। ফলে, ওদের মেধা ও বুদ্ধি আটক পড়ে। ওদের কৈশোর বয়সে ওই দোষ প্রকট হয়। কিন্তু পরে অভ্যাস ও অনুশীলন ওই জট খুলে দেয়। পরিবেশ সুযোগ ও সুবিধা উহার সহায়ক হয়। ওই জন্য বয়ঃপ্রাপ্তির পর হঠাৎ ওরা বুদ্ধিমান ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ হয়।

"কোনও এক শিশু-প্রতিষ্ঠান একজন দুর্বলচিত্ত বালককে একটি কুটির শিল্পে নিয়োগ করেন। আশ্রমের রীতি মত মধ্যে মধ্যে কর্তৃপক্ষ তার খোঁজ খবর নিতেন। ওখানে তার কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না; তাকে তা জিজ্ঞাসা করা হলে সে অভিযোগ করে বলে যে তাকে বাড়ির গৃহিণী বাড়ির কাজে লাগান। ওঁরা তাকে অন্য এক স্থানে পাঠাতে চাইলে বালকটি বলে, এখুনি সে যেতে পারবে না। ওখানে বহু কাজ জমে গেছে। তা ছাড়া, তার মুনিব এখন খুবই অসুস্থ।"

এই বালকদের অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক বালকদের সহিত মেলা-মেশা অধিক পছন্দ। কারণ– বয়সে না হলেও বুদ্ধিতে উভয়ের মিল আছে। বয়সের সুযোগে সে-ই ওদের নেতা হয়। এরা জেদী এবং রাগী ও অভিমানী হয়। এদের প্রতি মায়েরা সহানুভূতিশীল। তজ্জন্য এরা অতি আদরভোগী হয়। ফলে, পড়াশুনাতে এরা কিঞ্চিৎ অমনোযোগী হয়। কল-কব্জার কাজে, কৃষিতে ও পশুপালনে এরা অধিক আগ্রহী। এদের পছন্দমত কার্যে বাধা দেওয়া অনুচিত। এরা শঙ্কাহীন আনুগত্যপূর্ণ ও পরিশ্রমী। এরা উত্তম সৈনিক তৈরি হয়। দৈহিক ও মানসিক চিকিৎসা এদেব নিরাময় করে। ব্যবহার ভাল পেলে বয়স বাড়ার সঙ্গে এরা নিরাময় হয়। অনাদরের মত অতি আদরও এদের পক্ষে ক্ষতিকর।

বিঃ দ্রঃ—ইটালিয়ান পণ্ডিত লম্ব্রোসোর ধারণা ছিল যে লম্বা চোয়াল থ্যাবড়া নাক শূকব চক্ষু প্রভৃতি অস্বাভাবিক চিহ্ন-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অপবাধী হয়। লম্ব্রোসোর শিষ্যদের মতে তদদৃষ্টে কে কিরূপ অপরাধী হবে তাও বলা যায়। জার্মান পণ্ডিত গোরীঙ্ তিন হাজার কয়েদীর দেহ পরীক্ষা করে বোঝেন যে দৈহিক চিহ্নের সহিত অপরাধীদের কোনও সম্পর্ক নেই। [ভ্রূণেব ক্ষয়ক্ষতি এবং যৌন রোগের দ্বারাও ঐরূপ ঘটতে পারে।] ঐরূপে লম্ব্রোসোব মত খণ্ডন করে তিনি বলেন যে চিত্ত দৌর্বল্যের জন্য [Feeble minded] মানুষ অপরাধী হয়। পনেরো বৎসরের বালকেব যেরূপ বুদ্ধি থাকা উচিত, কোনও পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধি তা হতে দুই চারি বৎসব কম হলে সে দুর্বল-চিত্ত ব্যক্তি। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে সৈনিকদের মধ্যে পরীক্ষাতে উহাও ভুল প্রমাণিত হয়। প্রায় দশ লক্ষ সৈন্যের বুদ্ধিমত্তা তের চৌদ্দ বৎসর বালকের মত ছিল। কিন্তু—তা সত্ত্বেও তারা জীবনে কখনও কোনও অপরাধ করে নি।

(ছ) নেতৃত্ব-বিলাসী : এই সকল বালকরা অতি মাত্রাতে নেতৃত্ব অভিলাষী হয়ে থাকে। এদের কেউ কেউ এ জন্য নিজেদের মধ্যে মারপিট পর্যন্ত করেছে। কিন্তু—এদের সবলের মধ্যে নেতৃত্বের উপযোগী গুণ থাকে না। এদের মধ্যে কিছু শান্তিপ্রিয় কিংবা দুর্বল দেহী বালক থাকে। এরা নেতা হওয়ার সহজ পন্থাসমূহ বেছে নেয়। এরা বাটির কিংবা অন্যের অর্থ আত্মসাৎ করে ফুটবল-আদি কিনে ক্লাব তৈরী করে নিজেই ক্লাবের ক্যাপটেন হয়। পড়াশুনা বা অন্য বিষয়ে এরা মধ্যপন্থী বালক। এদের প্রয়োজনীয় যৎসামান্য অর্থ এদের অভিভাবকরা দিলে এরা এরূপ অপকর্মে লিপ্ত হত না। ওদের ওইরূপ নেতৃত্ব 'আরোপিত নেতৃত্ব' হলেও তারা উহার দ্বারা সুষ্ঠু

ব্যক্তিত্ব লাভ করে। এরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়াতে পরবর্তীকালে এদের অনেকেই মানী গুণী হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ—বলা হয় যে বুদ্ধি বাহিরের এবং প্রতিভা ভিতরের বস্তু। আমার মতে—প্রতিভা বুদ্ধিবৃত্তি তথা [ইনটেলিজেন্স] হতে সূক্ষ্মতর বস্তু। বুদ্ধি বহুমুখী হলেও প্রতিভা একমুখী হয়। প্রতিভা মাত্র একটি বিষয়ে অর্জিত হতে পারে। ভারসেটাইল জিনিয়াস তথা বহু মুখী প্রতিভা একটি অলীক বস্তু। ঐ ক্ষেত্রে এক প্রতিভাবান অন্য প্রতিভাবানদের সাহায্য নেন। আইনজ্ঞ ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়রদের মধ্যে প্রভেদ আছে। বুদ্ধি সব কয়টিকে আয়ত্তে আনে। কিন্তু প্রতিভা মাত্র একটিতে প্রকাশ পায়। কার মধ্যে কোন বিষয়ে প্রতিভা তা খোঁজা হয় না। তজ্জন্য—বহু প্রতিভার অকালমৃত্যু ঘটে। প্রতিভা প্রবণতার [ইনক্লিনেশন] পূর্ণ বিকাশ মাত্র। এ জন্য প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর মত প্রতিভাবান দস্যুও দেখা যায়। প্রতিভার সহিত নীতিবোধের কোনও সম্পর্ক নেই। উহার সহিত বংশানুক্রম [হেরিডিটী] এবং গোত্রানুক্রম [Atavism] উভয়েরই সম্পর্ক থাকে। স্বকীয় চেষ্টাতে উহা অর্জন ও বর্ধন সম্ভব। তবে ওতে বেশী পরিশ্রম ও সময়ের প্রয়োজন হয়। [আবার—অব্যবহার দ্বারা উহাদের সম্পূর্ণ বর্জন করাও যেতে পারে।]

বালকদের মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয় প্রতিভাই খুঁজতে হবে। ভাল প্রতিভা ব্যবহারে বাড়বে। এবং মন্দ প্রতিভা অ-ব্যবহারে কমবে এখানে ব্যবহার ও অ ব্যবহার [Use and dis-use] থিওরী প্রয়োগে ঐ ভাবে মন্দ প্রতিভাকে নির্মূল করতে হবে।

[লোক সংখ্যার স্বল্পতা সৌহৃদ্য ও এক-পরিবার বোধ, ভালবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে। এ জন্য বড় শহর ভেঙে ছোট করলে এবং গ্রামগুলির লোক সংখ্যা কম করে দূরে দূরে স্থাপন করলে অপরাধ কমে। বড় শহর গুলিকে প্রশস্ত রাস্তা পার্ক ও বাগিচা দ্বারা বিভক্ত করে ছোট ছোট ব্লকের সৃষ্টি করা যায়। এতে অপরাধ নিরোধ ও নির্ণয় উভয়েই সুবিধা হবে। পুরুষানুক্রমে একত্রে বসবাস অপরাধ-নিরোধের অন্যতম সহায়ক। ঐ জন্য—গ্রাম সমূহে বহিরাগতদের স্বল্প সংখ্যাতে আগমন বাঞ্ছনীয়। বরং বহিরাগতদের জন্য পৃথক গ্রাম গড়ে দেওয়া ভালো। একটি বৃহৎ মহীরুহ সৃষ্টি হতে বহু বছর লাগে। ওইরূপ এক-পরিবার বোধ সৃষ্টি হতেও বহু পুরুষের প্রয়োজন হয়।]

কিশোর ও শিশুদের চরিত্রগঠনে পিতামাতার দায়িত্ব সর্বাধিক। ওঁদের

ভুলগুলি সংশোধন করতে হয় বলে শিক্ষকদের ঐ সম্পর্কিত দায়িত্ব আরও কঠিন। কারণ অশ্মের স্পর্শ-লাঞ্ছিত [অশ্মের দ্বারা প্রভাবিত] শিশু ও কিশোরদের চরিত্র গঠন তাঁদের করতে হয়। শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ ঐ সকল বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। কিন্তু সকল ব্যক্তিই ঐরূপ প্রতিভাবান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি। এজন্য তাঁদের অপরাধবিজ্ঞান ও শিশু-বিদ্যার মূল তত্ত্বগুলি অবগত হতে হবে। বলাবাহুল্য যে অপরাধী হওয়ার মূলবীজ শিশুদের মধ্যেই নিহিত।

শিক্ষকরা দুইপ্রকার স্বভাবের হয়ে থাকেন, যথা (১) কর্তৃত্ব-প্রয়োগবিলাসী এবং (২) প্রভাববিস্তার-কৌশলী। কর্তৃত্ব প্রয়োগবিলাসী শিক্ষকরা ছাত্রদের সহিত একমুখী এবং প্রভাববিস্তার-কৌশলী শিক্ষকরা ছাত্রদের সহিত দ্বিমুখী সংযোগ স্থাপন পছন্দ করেন। প্রথমোক্ত শিক্ষকবা ছাত্রদের উপদেশ দেন এবং তারা তা নীরবে শুনে যায়। এখানে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে কোনও মানসিব সংযোগ নেই। তারা তাঁদের ভয় করলেও ভালবাসে না। ফলে, ছাত্রদের অভাব অভিযোগ এবং মনোবৃত্তি সমূহ তাঁদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়। ওদের দৈহিক ও মানসিক অসুবিধাগুলি তাঁদের কাছে প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তাদের পাঠ্য বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নও মীমাংসার জন্যে তারা তাঁদের নিকট উত্থাপন করে নি। দ্বিতীয়োক্ত [প্রভাব-বিস্তার-কৌশলী] শিক্ষকরা ছাত্রদের কিছু বলেন ও বাকীটা ছাত্ররা তাঁকে প্রশ্ন করে জেনে নেয়। একে দ্বিমুখী সংযোগ বলা হয়। উহাকে কথোপকথন বলাও যেতে পারে। এক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। উহা ছাত্রদের ভয়শূন্য ও আত্মবিশ্বাসী করে। এরূপ শিক্ষকরাই ওদের প্রদমিত অস্পৃহার বীজ নির্মূল করতে সক্ষম।

কোনও শিক্ষক মনে করেন যে প্রথমে ভীতিসঞ্চার করে পরে ভালবেসে ওদের জয় করবেন। ঐ পন্থা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে প্রযোজ্য হলেও বিদ্যালয়ের পক্ষে উহা উপযোগী নয়। কিন্তু—অতি আদরে অভ্যস্ত শিশুদের জন্য কিছুটা কঠোর হওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু পরক্ষণেই সদ্‌-ব্যবহার ও আশার বাণী শুনিয়ে তার ক্ষত নিরাময় করতে হবে। ওদের ভর্ৎসনা করা শিক্ষকদের পক্ষে সামান্য ব্যাপার হলেও শিশু কিশোরদের পক্ষে উহা সামান্য হয় নি। উহা দীর্ঘক্ষণ তাদের মনকে ক্ষুব্ধ চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন করে রাখে। ঐ জন্য পরক্ষণেই তাদের সাহস দিয়ে আশ্বস্ত করতে এবং মিষ্টিবাক্যে ভোলাতে হবে।

বিঃ দ্রঃ- শিক্ষা প্রকরণ জটিল যন্ত্রাদির সহিত তুলনীয়। মাতাপিতার

কলহের মত শিক্ষকদের প্রকাশ্য বিরোধও ছাত্রদের পক্ষে ক্ষতিকর। স্বাভাবিক কারণেই ছাত্ররা শিক্ষকদের অন্তর্বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। প্রিন্সিপ্যাল বা বা হেডমাস্টার আদি কর্তাব্যক্তিদের এবং অধীন শিক্ষকদের পারস্পরিক সম্পর্ক সহজ করুন। অন্যথা ছাত্রদের পক্ষে অবাধ্য ও শ্রদ্ধাহীন হওয়ার সম্ভাবনা। তাঁদের পারস্পরিক কলহে কিংবা ব্যক্তিগত মতবাদে ছাত্রদের আহ্বান অনুচিত। বিশেষজ্ঞগণ ও গবেষকরা কার্যে স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করেন। সেখানে প্রতিষ্ঠানের অ-বিশেষজ্ঞ কর্তাব্যক্তির হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়। হিস্ট্রিতে অভিজ্ঞ প্রিন্সিপ্যাল কেমিস্ট্রির প্রফেসরকে পাঠ্য বিষয়ে নির্দেশ দিলে প্রতিবাদ আসবেই। বহুক্ষেত্রে অধীন শিক্ষকরা প্রশাসনে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কর্তাব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন। ঐ ক্ষেত্রে তাঁকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া উচিত হবে। বিচার বিভাগেও প্রধান হাকিম অধীন হাকিমদের বিচারকার্যে সংস্রবহীন থাকেন।

বহু শিক্ষক বড় বড় কার্য সুষ্ঠু ভাবে করলেও ছোট ছোট ও অপ্রীতিকর কার্যে মন দেন না। প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি তজ্জন্য তাঁদের সম্পর্কে ভুল ধারণা করেন। কিন্তু—ঐ স্বভাব মানুষ মাত্রেরই একটি আত্মরক্ষামূলক স্বভাব। ঐ ছোটখাটো ও উপেক্ষণীয় বিষয় বৃহদাকার হয়ে বিপজ্জনক হলে তাঁরা নিশ্চয় ওতেও মনোযোগী হবেন। আমার মতে অপ্রীতিকর বিষয়গুলির মীমাংসার ভার কর্তাব্যক্তি নিজেরা নিন। ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন কার্যে অধীন শিক্ষকদের মতামত গ্রহণীয়। নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে এঁদের অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নেই। একমাত্র এসিসটেণ্ট হেডমাস্টার বোঝেন যে তাঁর ক্ষমতা অন্য শিক্ষকদের উপরে এবং হেডমাস্টারের নীচে। ব্যাস। ঐটুকু মাত্র। ওঁদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগীতা ক্ষমারও অযোগ্য। সস্তা জনপ্রিয়তা তথা চিপ পপুলারিটি সদা পরিহার্য। প্রশাসনিক কড়াকড়ি যেন বাড়াবাড়ি না হয়। তাতে—প্রতিটি বিষয়ে অধীনরা প্রধানদের উপদেশ চাইবে। কিছু বিষয়ে ওঁদের স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে দিন। মানুষ স্বভাবতঃই অলস জীব। এ কথা ঠিক। বহুলাংশে তারা কর্মবিমুখ ও স্বার্থপরও বটে। কিন্তু কর্মকর্তা স্বয়ং ঐরূপ হলে সর্বনাশ ঘটবেই। অলসতা হতেই তৎপরতার সৃষ্টি হয়েছে। উহা অভাব বাড়িয়ে মানুষকে কর্ম-তৎপর করে। প্রধানগণ নিজেরা কাজ না করলে অধীনরা কাজ করে না।

[প্রতিটি ডিপার্টমেণ্টে ২৫ শতাংশ অনেস্ট এবং ২৫ শতাংশ ডিস্‌অনেস্ট ব্যক্তি থাকে। ওদের ৫০ শতাংশ ফেনসিঙ এর উপর [সীমা-রেখাতে] বসে থাকে। বিভাগীয় প্রধান ডিস-অনেষ্ট হলে এরা ডিস-অনেষ্ট কর্মীদের

সঙ্গে যোগ দেয়। কিন্তু উনি অনেস্ট হলে ওঁরা অনেস্ট কর্মীদের দলে ভেড়েন। তাই—একই বিভাগে কখনও ৭৫ শতাংশ অনেস্ট এবং কখনও ৭৫ শতাংশ ডিস্-অনেস্ট কর্মী দেখা যায়।]

শিশুদের মধ্যে বিচার বুদ্ধির উন্মেষ ঘটানো সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাড়না না করে তাকে বোঝাতে হবে ঐ কার্য করা উচিত নয় কেন। ভয়ে নিয়ম মানা এবং যথার্থ ভাবে তা মানার মধ্যে প্রভেদ আছে। ঐ সম্পর্কিত বাধা সমূহ তার অন্তর থেকে আসা চাই। শিশুরা তিরস্কারের ভয়ে যেমন আত্ম সংযম দেখায়, তেমনি মাতাপিতাকে খুশী করার জন্যেও কদাচারে বিরত হয়। পিতামাতার প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বাসের উহা সহায়ক। শিক্ষানুযায়ী তারা ভালমন্দ উচিত অনুচিত ও ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদ বোঝে। ঐ ভাবে ধীরে ধীরে ওদের মধ্যে সুষ্ঠু বিবেকের উন্মেষ ঘটে। অন্যের নিকট হতে আসা বাধা তখন সে নিজের উপরই আরোপ করে। ঐ সম্পর্কিত যা কিছু বাধা তখন তা নিজের অন্তরের ভিতর হতেই আসবে। মাতাপিতা ও শিক্ষকদের প্রভাব ও শৈশবের পরিবেশের উপর ওদের ওই বিচারশক্তির সুষ্ঠু বিকাশ নির্ভর করে।

[প্ররোচকগণ এই বিচার শক্তির বিলোপ ঘটিয়ে এবং প্রতিবোধ শক্তির হ্রাস ঘটিয়ে নিরপরাধদেরও অপরাধী করে তোলে। কিণ্ডারগার্টেন পন্থাতে কিংবা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ওদের বিচার শক্তির উন্মেষ ঘটানো যায় কোনটি করা উচিত কোনটি করা উচিত নয় তখন তা তারা নিজেরাই বুঝে বলতে পারবে।]

কতকগুলি ইচ্ছা আছে যা মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে না। যেমন একই সঙ্গে খাওয়ার ও শোয়ার ইচ্ছা জাগে। একই সঙ্গে পড়াশুনা করা ও বেড়াতে বেরনোর ইচ্ছা মনে আসে। আমরা আক্রমণ করি ও পলায়ন-পর হই। উহা বরং আমাদের উপকারে আসে। সমভাবে ঐগুলির প্রয়োজন হয় আমরা ঘৃণা করি ও ভালবাসি। কয়েক প্রকার পরাজয়কে আমরা জয় মনে করি। ঐ উপেক্ষণীয় দ্বন্দ্ব সমূহ কিশোর ও শিশুদের বরং উপকারে আসে উহা তাদের সহ অবস্থানের নীতিতে অভ্যস্ত করায়। ঐগুলি ওরা নিজেরাই মিটিয়ে নেয়। কিন্তু—অন্য কিছু সংখ্যক বিষয় তারা নিজেরা মিটিয়ে নিতে অক্ষম হয়। ঐগুলি তাদের মধ্যে গুরুতর মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। যথা, (১) অস্বস্তিকর বদ্ধভাব এবং (২) পরিপূর্ণ আশ্রয়ের তৃপ্তি। ঐ দুইটির একটিকেও সে ত্যাগ করতে চাইবে না। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য এখানে

আনতেই হবে। সন্তানদের প্রতিটি কার্যে বাধা দেওয়া ঐ জন্যে অনুচিত। ভুলে গেলে চলবে না যে 'চরম প্রয়োজন চরম প্রতিক্রিয়া আনে'। ভয়ের চাইতে আস্থার প্রয়োজন অধিক। বেশী ক্ষমতাপেক্ষা স্বল্প ক্ষমতা অধিক কার্যকরী। আনুগত্যের মত স্বাধীনতারও প্রয়োজন আছে। শিশুদের কার্যে অহেতুক বাধা দিলে তাদের একটির বদলে দুইটি প্রয়োজনের সৃষ্টি হয়। যথা (১) ঈপ্সিত দ্রব্য লাভ করা (২) সেই সঙ্গে পিতামাতার শাসন এড়ান। পরবর্তী জীবনে এদের পক্ষে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অসদুপায় গ্রহণ সম্ভব। মাতাপিতাকে ঠকাতে বা ফাঁকি দিতে অভ্যস্ত হলে ভবিষ্যতে ওরা প্রবঞ্চক [cheat] হতে পারে।

দুইটি প্রয়োজন পরস্পর বিরোধী হলে উহাদের একত্রে সিদ্ধি করার পথ কিশোরদের আমরা বলে দিতে পারি। কিংবা একটিকে পরিহার করার জন্য তার দৃষ্টিভঙ্গি আমরা বদলে দিতে পারি। এর ফলে তার ঐ প্রয়োজন প্রয়োজনই মনে হবে না। ঐ কিশোরের ভীতির কারণ হয় তো ইতিমধ্যে বিদূরিত হয়েছে। কিন্তু তা হয় তো সে তখনও বুঝতে বা জানতে পারে নি। তাকে ঐ সম্বন্ধে অবহিত করলে তার চিত্তচাঞ্চল্য বিদূরিত হবে। ওদের দায়িত্ব দিলে সংগঠনী শক্তি আসে। তাতে ভাঙ্গা অপেক্ষা গড়ার কাজে সে অভ্যস্ত হবে। ওদের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের উপশম ঐ ভাবে করা যায়।

কিশোরদের প্রত্যেকের ক্ষমতার [দৈহিক ও মানসিক] একটি নির্দিষ্ট সীমানা আছে। লক্ষ্য ঐ সীমানার নীচুতে হলে ঐ ক্ষমতা অব্যয়িত থাকে। ফলে পরিবার ও সমাজ উহা হতে বঞ্চিত হয়। উচ্চ আশা ক্ষমতা বহির্ভূত [বেশী উঁচু] হলে তজ্জনিত অসাফল্য ওদের মধ্যে ভীতি ও নৈরাশ্য আনে। সকলের প্রতীতি ও অনুভূতিও সমান হয় না। একই উক্তিতে কেউ রাগে এবং কেউ খুশী হয়ে ওঠে কোনও কিশোর ক্লাশে প্রথম দশটির মধ্যে স্থান না পেলে ক্ষুব্ধ হয়। অন্য দল ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করে সন্তুষ্ট। কারও কোনও রূপে পাশ করাই একমাত্র লক্ষ্য। উপরোক্ত উঁচু বা নীচু লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলে তারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সফল মনে করে। এই সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত হল।

"অমুক শেঠজীকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ভাই সাহেব। মাহিনামে আপনার নেট্ ইনকাম কত হবে? 'ক্যা বোলে বাবু সাব। আভি তো আমদানী বহুত কমতি', শেঠজী বিষণ্ণ ভাবে আমাকে উত্তর দিলেন, 'সব কুছ বিলকুল বরবাদ হো গয়া। দিলমে ওহি বাস্তে কুছ শান্তি ভী নেহী'। এরপর

আমার পীড়াপীড়িতে তিনি দুঃখের সঙ্গে বললেন, মাহিনামে কোহি কিসিম্‌সে বিশ বাইশ হাজার রূপেয়া আ যাতা'। মাসে অতো টাকা আয়ের বিষয় শুনে আমি চক্ষু বিস্ফারিত করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আরে বাপস! এতনা রূপিয়া আপ করতা কেয়া?' আমার এই প্রশ্নের উত্তরে মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আর্দ্র চক্ষে আমাকে বললেন, 'বাবু সাহেব। হামরা তো খানে ভি মিলতা নেহী। ডাক্তার সাহেব বোলা বেটা তু খায়েগা তো মর জায়গা।"

ঐ ভদ্রলোকের ঐ খেদোক্তি শুনে আমি বুঝলাম যে ঈশ্বর তাকে ভোগ্য বস্তু দিয়েছেন কিন্তু উহা ভোগ করার দৈহিক এবং মানসিক ক্ষমতা দেন নি। ঐ ভাবে দেখা যায় কেহ মাসিক এক হাজার আয়ে যথেষ্ট খুশি। কেউ বা মাসে পঞ্চাশ হাজার আয় না করলে অখুশি।

"নিমন্ত্রিত না হলে খাদ্য না পাওয়ার অভাব অনুভূত হয় না। শুধু মনে করা হয় যে তাতে তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। কেউ কেউ এও ভেবে নেন যে হয়তো ঐ বিষয়ে কোথাও ভুল হয়েছে। কেউ মনে করেন যে ইচ্ছা করেই সেখানে তাকে অপমান ও হেয় করা হল। কেউ ভাবে উপহার ও গাড়ি ভাড়া বাবদে অর্থ বাঁচল। সেই সঙ্গে গুরু আহার হতে স্বাস্থ্য রক্ষাও হল। কেউ ঠিক করেন ভবিষ্যতে তাঁকেও স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করা হবে না। কেউ বা তা উপেক্ষা করে ভুলে যান ও স্বগৃহে উৎসবে তাঁকে নিমন্ত্রণও করেন।"

কিশোর ছাত্রদের উপরোক্ত বিবিধ সমস্যা উত্থাপন করে জিজ্ঞাসা করা উচিত—'ঐ অবস্থাতে তাঁরা কি করত বা ভাবত?' ওদের উত্তর অসামাজিক হলে উহার ঔচিত্য বুঝিয়ে বলে তাদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করা যায়। এইরূপ আলোচনার মধ্যে ওদের সংসার জ্ঞানে অভিজ্ঞ ও সহনশীল করা উচিত। ঐরূপ চিত্তপ্রস্তুতিতে অভ্যস্ত হলে পরবর্তী জীবনে তারা অহেতুক কষ্ট পায় না। উহাতে তারা বন্ধুকে শত্রু না করে শত্রুকে বন্ধু করবে। নিষ্প্রয়োজন বিষয়ে অযথা জড়িয়ে পড়ে শক্তি ক্ষয় করবে না। তারা ওতে বাস্তবজ্ঞান-পূর্ণ এবং ভাবপ্রবণতা-শূন্য হবে।

ঐরূপ বহু সমস্যা ছাত্রদের নিকট উত্থাপন করে বাদানুবাদ দ্বারা তাদের চরিত্র গঠন করা সম্ভব। ঐ সম্পর্কিত ছাত্রদের মতামতগুলি যুক্তি দ্বারা সংশোধন করে দেওয়া যায়। শিক্ষকদের ঐ পন্থাটি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত।

শিক্ষকরা ছাত্রদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চান। তাঁদের উদ্দেশ্য—

তাকে সংশোধন করা। অর্থাৎ তাকে পরিবর্তিত করা। কিন্তু, পরিবর্তিত হওয়া বা না হওয়া ছাত্রদের উপর নির্ভর করে। বয়স্কদের মান্য করা বা না করাও তাই। শিক্ষককে ছাত্রদের ঐ সম্পর্কিত মনস্তাত্ত্বিক অসুবিধা বুঝতে হবে। প্রথম চেষ্টাতে ঈপ্সিত ফল না পেলে শিক্ষকরা ক্ষুণ্ণ হন। কিন্তু উহা অনুচিত। ছাত্রদের উপর অন্যের প্রভাব থাকাতে ওঁরা মাত্র একটা মিন [Mean] ফল পাবেন। দুইটি প্রভাব দুই রূপ হলে সংঘাত হবেই। এখানে তাঁকে ধাপে ধাপে এগুতে হবে। বীক্ষণাগারে বিভিন্ন শক্তির এ্যালকোহল চেঞ্জের সাথে উহা তুলনীয়। ওইভাবে কাঁচের স্লাইডের [বায়লজী স্পেশিমেন] উদক নির্মূল করা হয়। 'হোয়াট ইউ লার্নড দেয়ার, মাস্ট আনলার্ন হিয়ার', ইহা শ্রেয়ের উপদেশ নয়। ফৌজী আদেশ সর্বত্র কার্যকরী হয় না। ছাত্রদের পারিবারিক ঐতিহ্য সম্বন্ধেও শিক্ষককে জানতে হবে।

[প্রতিদিনই মানুষ পরস্পরকে প্রভাবিত করে। একথা ঠিক। প্রভাব নগ্ন হলে উহা নৃশংসতা বা উৎপীড়ন। সুষ্ঠু হলে উহা শিক্ষক বা পিতামাতার শাসন। কোনও পরিবর্তন উপর হতে চাপানো যায় না। উহা ভিতর হতে আসে। মনোরোগীকে সারাতে রোগীরও সাহায্য দরকার হয়। তজ্জন্য ছাত্রকেও [মনোরোগীর মত] মনোভাব ব্যক্ত করাতে হবে। ছাত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তাকে জানা প্রয়োজন। শিক্ষক ছাত্রকে আত্মশোধনে সাহায্য করতে পারেন মাত্র। এখানে তাঁকে তার উপর সুষ্ঠু প্রভাব প্রয়োগ নিশ্চয়ই করতে হবে। কিন্তু—মনোভাব বদলাতে গিয়ে শিক্ষক-বিরোধী মনোভাব ওদের মধ্যে যেন না আসে।

ছাত্রকে ভুল বোঝা হল বা সমালোচনা করা হল- এমন ধারণা ছাত্রদের যেন না হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মনোভাব গোপন করা ভাল। প্রথমে ওদের মতে কিছুটা সায় দিয়ে কিংবা কিছু না জানার ভান করে প্রশ্নোত্তর দ্বারা তাদের স্বমতে আনা যায়। ওদের বলতে হবে—হ্যাঁ ভাল হয়েছে। কিন্তু আরও ভাল চাই। বহু ছাত্র শিক্ষকদের খুশি করার জন্য ব্যস্ত। ওদের উপর স্বভাবতঃই তাঁরা খুশী হন। অন্য দিকে—বহু আনুগত্য-হীন-মন্য ছাত্র পূর্বোক্তদের অপেক্ষা বহু গুণ অধিক মেধাবী। ওদের অবহেলা করার অর্থ জাতিরই ক্ষতি করা। ব্যক্তিত্বপূর্ণ কোনও ব্যক্তি সকলকে সকল সময়ে খুশি করতে পারে না। এখানে তার আচরণ উপেক্ষা করে তার মেধা ও কর্মের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। উপরন্তু—ছাত্র এবং ছাত্রীদের মধ্যেও

প্রভেদ করা হয়। ছাত্র বিক্ষোভ ও ছাত্র অশান্তির ওইগুলি মূল কারণ। ওদের রুদ্ধ ক্রোধ ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হলে একদিন তা ফেটে পড়বেই। অবিচারসম্ভূত দাহ্য বস্তু তৈরীই থাকে। নেতারা মাত্র একটি দেশলাই কাঠি জ্বালান। বাহ্যতঃ অঘটনসমূহ এক মুহূর্তে ঘটে বটে! কিন্তু উহার পিছনে থাকে বহু দিনের চিত্ত-প্রস্তুতি। উহার মূল কারণগুলি তামাদি হয় না। উহা প্রদমিত হয় মাত্র। তাই উপেক্ষণীয় কারণেও তারা ক্ষুব্ধ হয়। অবিচার হওয়ার ধারণা তাদের মনে থাকতে দেওয়া ঠিক নয়। বৈঠকে বসে শিক্ষকদের উহা মীমাংসা করা উচিত। গার্জেনদেরও ওই বৈঠকে ডাকা যেতে পারে। ওদের পারিবারিক অসুবিধা-গুলি সহানুভূতির সহিত শুনতে হবে। বেশী জানা মানে বেশী পাওয়া নয়। সে কথা ঠিক। তবু শিক্ষকরা তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অসুবিধা জানুন। নচেৎ শিক্ষাব্যবস্থার জটিলতা বৃদ্ধির সহিত ছাত্রবিক্ষোভও বাড়বে। ভয় একবার ভাঙলে ভয় আর থাকে না। ওদের কণ্ঠস্বর ভ্রূ-কুঞ্চন চক্ষুর দৃষ্টি হতে ওদের মনোভাব নির্ভুল ভাবে জানতে হবে। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রভেদ কম শিক্ষকই বোঝেন। কর্তৃত্ব ভিতরের এবং ক্ষমতা বাহিরের বস্তু। ব্যক্তিত্বের সহিত ক্ষমতার নিবিড় সম্পর্ক আছে। এ জন্য শিক্ষকদের প্রথমে ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। পক্ষপাত পূর্ণ অজ্ঞ ভীরু ও গতানুগতিক ব্যক্তিরা কখনও সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের অধিকারী নন। আমরা বারে বারে ভুল করি। পরে ওই ভুলগুলিকেই বলি অভিজ্ঞতা। কিন্তু— ওইমত কার্য আমরা কম ক্ষেত্রেই করি। কিছু ছাত্র স্বাধীনতা প্রয়াসী ও নির্ভরতা-বিরোধী হয়। অন্যদের শিক্ষকদের উপর নির্ভরশীল থাকাই পছন্দ। কিন্তু—অতি নির্ভরশীলতা ক্ষতিকর হয়। ঐ উভয় প্রকার ছাত্রদের স্বভাব ও প্রকৃতি বুঝে তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণীয়। ছাত্রদের উদ্দীপনা ফুরিয়ে গেলে শিক্ষকদের উহা জাগাতে হবে।

পৃথিবীতে ভ্যাকুয়াম বা শূন্যের স্থান নেই। শিক্ষকরা করণীয় কার্য না করলে ছাত্ররা নিজেরাই তা করতে চাইবে। পুলিশ তার করণীয় কার্য না করলে প্রতি পল্লীতে তরুণরা প্রাইভেট পুলিশ তৈরী করে। ঐ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা না থাকাতে তাদের বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা।

[উর্ধ্বতনদের ব্লাফ দেওয়া সম্ভব হলেও অধীনদের ব্লাফ দেওয়া যায় না। শিক্ষকরা হেড্ মাস্টার ও প্রিন্সিপ্যালদের সহজে ব্লাফ দিতে পারেন। কিন্তু ছাত্ররা তাদের প্রতিটি ব্লাফ বুঝতে পারে। শিক্ষণীয়

বিষয়ে প্রস্তুত না হয়ে বহু শিক্ষক ক্লাশে আসেন। ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তর না দিতে পেরে এদের ধমকে তাঁরা নিরস্ত করেন। ঐ ভাবে শ্রদ্ধা হারানোর জন্য ছাত্ররা তাঁদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। ছাত্ররা একই সঙ্গে পণ্ডিত, উদার, স্নেহপ্রবণ, পক্ষপাতহীন ও চরিত্রবান শিক্ষকদের পছন্দ করে। ব্যক্তি-গত ও দলগত জৈব চরিত্র সম্বন্ধেও শিক্ষকদের ধারণা থাকা চাই। দল হতে বার করে কোনও ছাত্রকে পৃথকীকৃত করলে দেখা যায় যে সে ভিন্ন মানুষ। উত্তেজনা কালে গণবাক প্রয়োগ [Mass suggession] দ্বারা পৃথক সত্তা হারিয়ে ওরা স্থূল বৃত্তি চালিত একটি ব্যক্তিতে পরিণত হয়। ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু ওদের উপর তখন সদুপদেশ কার্যকরী হয় না। আত্মস্থ না হওয়া পর্যন্ত ওদের সঙ্গে কোনও কথাবার্তা না বলাই ভাল]।

কিশোরদের শাসন করার পূর্বে তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। তাহলে দেখা যাবে যে তাদের শাসনের প্রয়োজনই নেই। বরং তাদের সম্পর্কে নিজেদেরই ধারণা বদলানো দরকার। বোঝা অসম্পূর্ণ থাকে বলে লোকে ভুল বোঝে। পরিবর্তন আনা মানে অভ্যাসের বদল। উহাতে কিছুটা প্রতিবাদ আসবেই। ওই সাময়িক অসুবিধাতে শিক্ষকরা যেন ধৈর্য না হারান। অপ্রীতিকর অপেক্ষা প্রীতিকর বিষয় সহজে বোধগম্য হয়। তাই শিক্ষাকে প্রীতিকর করতে হবে। ভর্ৎসনা নিভৃতে করার রীতি। সর্বসমক্ষে কদাচ নয়। ওতে আত্মসম্মানের হানি ঘটে। ওখানে শাস্তির দৃষ্টান্ত নিরর্থক। প্রথম জীবনে ব্যর্থ ও অসফল ছাত্ররা উপেক্ষণীয় ক্ষুদ্র বিষয়-গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ওইগুলিকে তারা বিপদ ভেবে আত্ম-রক্ষার্থে প্রস্তুত হয়। ওদের বোঝাতে ও সাহস দিতে হবে। শাসন-কার্য সংশোধনের বদলে ক্রোধ নির্গমনের পন্থা যেন না হয়। ঐরূপ ক্ষেত্রে শাসনকার্য নির্দয় ও কদর্য হয়ে থাকে। ওতে ওরা পরে অভদ্র নির্লজ্জ ও পর-পীড়ক হতে পারে। (কোমল ব্যবহারের পর হঠাৎ কঠোর হওয়া অনুচিত।/ ওই অপ্রত্যাশিত আঘাত ওদের ক্ষতির কারণ হয়। (নিতান্ত প্রয়োজন হলে ধীরে ধীরে কঠোর হতে হবে।) প্রহার-ঘেঁচড়া শিশু ভবিষ্যতে অবাধ্য ও নিষ্ঠুর হতে পারে। ছাত্র যেন না বোঝে যে সে না থাকলেও শিক্ষকের চলবে। বরং তাকে বুঝতে দিতে হবে যে উভয়কেই উভয়ের প্রয়োজন আছে। [সৌহৃদ্য বা বন্ধুত্ব পারস্পরিক স্বার্থের উপর নির্ভর করে। প্রেম প্রীতি বা ভালবাসা আসে অনেক পরে।]

[কোনও কোনও প্রবঞ্চক-অপরাধী ফরিয়াদীকে বোঝায় যে তাঁকে তার

প্রয়োজন নেই। বরং ফরিয়াদীরই প্রবঞ্চক ব্যক্তিকে প্রয়োজন আছে। ওই ভাবে প্রবঞ্চকরা প্রবঞ্চিতদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী ক'রে তুলে তাকে সহজে ঠকাতে পেরেছে।

শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক অধুনা একটি কঠিন সমস্যা। [মৎপ্রণীত শ্রমিক বিজ্ঞান দ্রঃ]। কিন্তু শিক্ষক ছাত্র সম্পর্কও উহা হতে কম সমস্যার নয়। কিছু পিতামাতা ওই বিষয়ে নির্লিপ্ত না হয়ে শিক্ষকের ভূমিকা নেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা খুবই কম। অধুনা বহু পিতামাতা চাকুরিরত থাকেন। অধুনা যা কিছু দায়িত্ব তা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। তাদেরই ছাত্র বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়। পূর্বে ঐগুলির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। নিম্নে ওই সম্পর্কিত কার্যকারণ সম্বন্ধে বলা হল। ছাত্রদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ও এখানে বিবেচ্য।

(১) শিক্ষার উদ্দেশ্য না বুঝে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয়। লক্ষ্যহীন শিক্ষা বিরূপতা ও নিষ্ক্রিয়তা আনে। ওই শিক্ষা সম্পর্কে ছাত্রদের প্রয়োজনের তাগিদ নেই। শিক্ষকরা বৃথা জ্ঞানের বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে দেন। তারা জানে যে উদ্দেশ্যহীন শিক্ষাতে বিফলতা অনিবার্য। তারা অর্থোপার্জনের জন্য শিক্ষা চেয়েছে। কেউই জ্ঞানার্জনের জন্য স্কুলে আসে নি। শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষমতা [স্পৃহা] বিবেচনা করা হয় না। অগ্রগামী [উৎকৃষ্ট] ছাত্রদের জন্য উচিত ব্যবস্থা নেই। এক বিষয়ে অসফল ছাত্র অন্য বিষয়ে সফল হয়। কিন্তু মেধা ও প্রবণতা মত শ্রেণী বিভাগের নিয়ম নেই। কি প্রকারের শিক্ষা কার পক্ষে উপযুক্ত তা কেউ ধর্তব্যের মধ্যে আনে নি। যে একজন ভাল কারিগর হতে পারতো তাকে আইনের ক্লাশে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ঐ জন্য, ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় ব্যর্থতাই ছাত্রদের মধ্যে অত্যন্ত প্রকট হয়।

(২) যুগের পরিবর্তনের সহিত ছাত্রদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও মনোভাব বদলে গিয়েছে। কিন্তু—শিক্ষকরা অধিকাংশই প্রাচীনপন্থী হওয়ায় ওদের ওই পরিবর্তন তাঁরা বোঝেন না। ছাত্রদের মধ্যে একই সঙ্গে তাঁরা প্রতিযোগীতা ও সহযোগিতা আনতে চান। প্রথমে পারস্পরিক সহযোগীতা ও শেষেতে প্রতিযোগীতা উপকারী হত, কিন্তু, ওইরূপ কাল নির্ণয়ের রীতিনীতিতে তাঁদের অনেকেই অনভিজ্ঞ। ফলে, ছাত্রদের মধ্যে অযথা মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। শিক্ষকের প্রতি আস্থা ও স্থিতিশীলতা ছাত্রদের মধ্যে গতি নিপুণতা আনে। কিন্তু—ওই সম্পর্কে তাঁরা নিস্পৃহ। সুখহীন নিয়মবদ্ধ ভবিষ্যৎহীন কর্মে তাদের আবদ্ধ রাখা হয়। ওঁরা কর্তৃত্ব চাইলেও দায়িত্ব নেন না। নিজেদের

মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগী ওঁরা অপছন্দ করেন। অথচ যৌথ-দায়িত্ব নিতে তাঁরা অনিচ্ছুক থাকেন।

(৩) এক-কেন্দ্রিক বৃহৎ বিদ্যা-নিকেতনগুলিকে বিকেন্দ্রিত করা হয় নি। ঐগুলি বৃহদাকার ধারণ করাতে শিক্ষকদের সহিত ছাত্রদের যোগাযোগ নেই। অত ছাত্রদের সহিত একমুখী, দ্বিমুখ বা বহুমুখী যোগাযোগ সম্ভব নয়। ফলে, ছাত্রদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে শিক্ষকরা অক্ষম হন। ফলে, ছাত্ররা শিক্ষকদের অজ্ঞ ও আত্মকেন্দ্রিক ভাবে। অন্য দিকে—শিক্ষকরা ছাত্রদের স্থূল বুদ্ধি ও দুর্বিনীত ভাবে। পারস্পরিক যোগাযোগের অভাব ঐজন্য দায়ী। কারও কারও ব্যক্তিগত খেয়াল খুশী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বেচ্ছাচারিতা খুব বেশী। অনেকে ছাত্র-সঙ্ঘের উপর আস্থাশীল নন। ওঁরা তুচ্ছ ঘটনাগুলিকে অগ্রাহ্য না করে গুরুত্ব দেন। ছাত্রদের সমস্যা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ কেউ করেন না। ফলে, উপযুক্ত বিকল্প পথের তাঁরা সন্ধান পান না। কাজের ফলাফল দেখে কর্মধারা সংশোধনে তাঁরা অক্ষম। প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয় না। ছাত্ররা প্রায়ই শিক্ষকদের ভয়ের কারণ হন। ফলে ভুল বোঝাবুঝির বোঝা আরও বাড়ে।

শিক্ষা ব্যবস্থা বিকেন্দ্রিত করা হলে ওই অবস্থা হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আকার বৃহৎ হওয়াতে শিক্ষকদের সহিত ছাত্রদের দূরত্ব বাড়ে। এককেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাতে বিরাট সরঞ্জাম, মান-গত নৈপুণ্য ও বিশেষজ্ঞদের দল আছে। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের কারণে স্বল্প ছাত্রই উহার সুবিধা নিতে পারে। বিদ্যালয় গুলিকে ভেঙে ছোট ছোট করে ছড়িয়ে দিন। ওতে শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের ঈপ্সিত যোগাযোগ পুনঃ স্থাপিত হবে। ওতে শিক্ষকরা ছাত্রদের খুব কাছাকাছি আসবেন। ওরা আটকে পড়লে সমস্যার সমাধানে সাহায্য করা যাবে। প্রয়োজনে পুস্তক ও বিশেষজ্ঞদের সাহায্য সহজলব্ধ হবে।

[কিন্তু, অতি যোগাযোগ তথা 'চিপ পপুলারিটি' কাম্য হতে পারে না। অজানা বস্তুকে লোকে ভয় করে। 'সেরিমনিয়াল ফিয়ারের'ও প্রয়োজন আছে। বহু ক্ষেত্রে—দূরত্ব শ্রদ্ধা ও নিকটত্ব অবজ্ঞা আনে। এ জন্য যোগাযোগ গভীর হলেও উহা যেন স্বল্প স্থায়ী হয়। ঐজন্য সর্ব কাজ নিজেরা করা ঠিক নয়। তার জন্য ক্ষমতার ভাগাভাগির প্রয়োজন হয়। কাউকে নিজে ভয় না দেখিয়ে অন্যের দ্বারা তা দেখানো ভাল।]

ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনের মধ্যে প্রভেদ আছে। একটি হতে অপরটি

আরও সূক্ষ্মতর। ফুলের সঙ্গে তার সুবাসের এবং গানের সঙ্গে তার সুরের যা সম্পর্ক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে প্রশাসনের সেই সম্পর্ক। কিন্তু সরল মন শিক্ষকরা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কিছু বুঝলেও প্রশাসনের নীতি বোঝেন না।

(৪) শিক্ষকগণ ছাত্রদের ও অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠকে বসুন। ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থের সেখানে সংঘর্ষ বাধবে। ফলে কিঞ্চিৎ কোলাহল হবে। উহা নিশ্চয়ই শুভ লক্ষণ। কিন্তু সে সুযোগ শিক্ষকরা নেন নি। বরং বিপদ মনে করে ওঁরা ওই বৈঠক ভেঙে দেন। ফলে কারুরই মনোভাব তাঁরা জানতে পারেন না। ছাত্রদের সকলের গ্রহণ শক্তি বা বিচার বুদ্ধি সমান নয়। ওতে ওদের অনেকেই নিজেদের অপমানিত মনে করে। বৈঠকে দলনেতারা বক্তব্য সম্পর্কে তৈরী হয়ে আসে। অন্যদের ঐরূপ প্রস্তুতি থাকে না। ওদের মতামত জিজ্ঞাসা করলে ওরা ন্যায্য কথা বলে। যথাযথ প্রত্যুত্তর দ্বারা ওরা সভার উত্তাপ কমাতে পারে। ওদের মুখের ভাব দেখে পছন্দাপছন্দ বুঝে তাদের ডাকতে হবে। মিটিঙ দীর্ঘস্থায়ী হলে ছাত্ররা ক্লান্ত হয়ে এক মত হবে।

শিক্ষা দুই প্রকারের হয়। যথা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। কেউ পথঘাট প্রারম্ভে উত্তমরূপে জেনে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছয়। উহাকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা বলে। এতে সময় ও পরিশ্রমের সাশ্রয় হয়। কেউ একে ওকে জিজ্ঞাসা করে এপথ ওপথ ঘুরে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছয়। এতে বহু পথ জানা হয়, তাই সোজা পথ বন্ধ হলে সে বিকল্প পথ নেবে। এই পরোক্ষ শিক্ষাতে ছাত্রদের নিযুক্ত করলে তারা আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী হবে। এ জন্য প্রতিটি বিষয়ে ছাত্রদের সাহায্যের জন্য উন্মুখ হওয়া অনুচিত। ওতে তার ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু কোনও বিষয়ে তাকে নিশ্চেষ্ট হতে দেওয়াও ঠিক নয়। জ্ঞাতব্য বিষয় স্তূপীকৃত পুস্তক খুঁটিয়ে পড়ে ওরা নিজেরা জানুক। শুধু বাছাবাছি করার পন্থাটুকু আপনারা ওদের শিখিয়ে দিন।

বিক্ষোভ প্রকাশ দ্বারা মনকে সুস্থ রাখা শিশুদের একটি ঈশ্বর প্রদত্ত জৈব উপায়। কোন কারণে বিক্ষুব্ধ হলে উহা প্রকাশ করে তাদের হাল্কা হতে দেওয়া ভাল। উহা তখনই প্রদমিত করা বা প্রশমিত করা ঠিক নয়। পরে অবশ্য তাদের মিষ্টি কথাতে শান্ত ও সন্তুষ্ট করতে হবে। শিশুদের মত কিশোররাও ওই ভাবে মনের গ্লানি মুক্ত করে দেয়। ওই কারণে সভায় বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের চেঁচাতে দেওয়ার আমি পক্ষপাতী। অন্যথায় ওদের ডেকে কথা বলে ওদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করানো ভাল। [কাঁদলে বা চেঁচালে

মনে দুঃখ থাকে না]। মানুষ তৈরীর জন্যও উৎকৃষ্টতম কারখানা প্রয়োজন। মালমশলার ত্রুটিতে এবং সময়ের হের-ফেরে উৎপন্ন দ্রব্যের মত শিশু ও কিশোরদেরও চরিত্র ও মেধাগত মান উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হয়।

[বিক্ষোভ প্রদর্শক ছাত্রদের বলতে হবে যে সকলের সঙ্গে কথা বলা যায় না। তোমাদের চার ব্যক্তি ঘরে এস। ওই ক'জন যে ওদের নেতা তা তখন বোঝা যায় ওদের মধ্যে যে বেশী বলে তাকে বুঝতে হবে ওদের প্রধান। ওই ভাবে নেতাদের চিনে রেখে উত্তেজনার উপশমের পর ব্যবস্থাবলম্বন করা যায়।

শিশুদের কাঁচা মনে স্বল্প আঁচড়ে গভীর দাগ পড়ে। এ কথা পূর্বে আমি বহুবার বলেছি। বিদ্যাসাগর প্রণীত বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ শিশুদের ১ম পাঠ ছিল। 'চুরি করা মহাপাপ' ছত্রটি ওদের নরম মনে গভীর দাগ কাটতো। ছাপার অক্ষরের প্রতি লোকের বেশী আস্থা থাকে। ওই ছাপার অক্ষরগুলি হতো দাগ কাটার ইস্পাতের যন্ত্র। শিশু প্রথম পড়তে শিখছে। উহা সে বিশ্বাস করেছে। চোরকে সে ঘৃণা করতে শেখে। বয়ঃপ্রাপ্তির পর ওগুলি তার রক্ষা কবচ হতো। তজ্জন্য শৈশবে নীতিবাক্য শেখানো ও পড়ানো উচিত। ওই পুস্তকটি স্কুলসমূহ হতে বিদায় নেওয়াই কিশোর অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ।

[ছাত্র বিক্ষোভ কালে বহু শিক্ষক অযথা ভীত ও ক্রুদ্ধ হন। ছাত্ররা সকলে লড়াকু নয়। স্বল্প-ব্যক্তিই লড়াকু হয়। ওরাই মাত্র জোট বাঁধে। ওদের ভয়ে অন্যেরা নীরব থাকে। কিংবা তারা ওদের মতে চলে। ওদের বহুজন মাত্র নীরব দর্শক। সাহস করে এগুলে ওরা পিছুবেই। কিন্তু যিনি এগুবেন তাঁর সম্বন্ধে ছাত্রদের ধারণা ভালো থাকা চাই। একদা কারমাইকেল কলেজের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখাতে আসে। তাদের গ্রেপ্তার করে লালবাজারে আনা হলো। বহুজন এলেন ও হার মানলেন। ওরা জামীনও নেবে না। ডঃ মণি বোস এলে প্রতিটি ছাত্রের মুখে হাসি। মুহূর্তে সব ঠিক হয়ে গেল। ওই প্রফেসরের ক্লাশে রোল কল হতো না। অন্য কলেজ হতেও ছাত্ররা ওঁর লেকচার শুনে যেত।]

কারো সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা স্বল্পস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী। সর্টটাইম এবং লঙটাইম ভাললাগাও এখানে উল্লেখ্য। স্বল্পস্থায়ী সম্পর্কের মধ্যে কোনও দায়দায়িত্ব থাকে না। পথচলতি লোকের সহিত ভালো বা মন্দ ব্যবহার অবান্তর। জীবনে কোনদিন আর তার সঙ্গে

দেখা হবে না। কিন্তু ছাত্ররা চলতি পথের যাত্রী নয়। দীর্ঘদিন প্রত্যহ পরস্পরের দেখা হবে। এজন্য ওদের সঙ্গে প্রতিটি ব্যবহারে সাবধানতার প্রয়োজন। স্মৃতি নামে ওদের একটি বস্তু আছে। যে মারে সে ভুলে যায়। কিন্তু, যে মার খায় সে ভোলে না। ক্ষণিক মন্দ বা ভালো ব্যবহার ছাত্ররা দীর্ঘদিন মনে রাখে। কিশোর ও শিশুদের সম্পর্কে উহা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য। নিম্নোক্ত ঘটনা দুটি দ্বারা বক্তব্য বিষয় বোঝা যাবে।

"ছোটবেলাতে সাউথ সুবারবন স্কুলে নীচু ক্লাশে ভর্তি হলাম। একদিন বৃষ্টিতে ভিজে ক্লাশে এলাম। রামপেয়ারী বাবু নামে জনৈক শিক্ষক পুত্রবৎ স্নেহে তাঁর কাপড়ের খুঁটে আমার মাথা পুঁছে দিলেন। দীর্ঘদিন আজ অতিবাহিত। তাঁর বংশধরদের চিনি না। এতদিন নিশ্চয়ই তিনি জীবিত নেই। বহু মাস্টারের নাম ভুলে গেছি। কিন্তু—তাঁর সেইদিনের সেই স্নেহ আজও মনে পড়ে।" "আমার বয়স তখন ১৮ হবে। গ্রামে থিয়েটার হচ্ছে। সকলের মত আমিও খেটেছি। কিন্তু রাত্রে আমাকে ওই থিয়েটার দেখতে দেওয়া হলো না। আমাকে জোর করে ওই সন্ধ্যাতেই কলকাতাতে আনা হলো। এরপর কত ভালো থিয়েটার ও সিনেমা আমি দেখেছি। কিন্তু ওই দিনের ওই ক্ষোভের কথা আজও আমার মনে পড়ে। জীবনের একটা মস্ত সাধ যেন অপূর্ণ রয়ে গিয়েছে।"

আজ যা সত্য কাল তা মিথ্যে মনে হয়। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মন ও বিশ্বাস বদলায়। কিন্তু মানসিক ক্ষত কেউ ভোলে না। অন্য ক্ষেত্রে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ওই সম্পর্কিত একটি কাহিনী নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

"নব পরিণীতা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে উপহার দেবার জন্য অমুক জুয়েলারী দোকানে এলাম। আমার স্ত্রীর লক্ষ্য দামী গহনার দিকে। কিন্তু আমি তাকে স্বল্প মূল্যের দ্রব্য দিতে চাই। শেষে সে একটি মূল্যবান নেকলেস পছন্দ করল। কিন্তু অতো দাম দিয়ে সেটা কিনতে রাজী হতে পারি নি। কারণ আমার মাসিক আয় তখন অতি স্বল্প আমার স্ত্রী কোনও কিছু না কিনেই ফিরে এলেন। এরপর আমরা বহু দূরদেশে চলে যাই। সেখানে বহু অর্থ উপায় করে স্বদেশে ফিরি। পরদিনই স্ত্রীকে নিয়ে সেই পূর্বের দোকানে এলাম। আমার স্ত্রী তখন [গৃহস্থালী] সংসারী। আমি তাকে বেশী মূল্যের দ্রব্য কিনতে বলি। কিন্তু সে স্বল্প মূল্যের দ্রব্য কিনতে চায়। অবশেষে তাকে আমি পূর্বের হীরের নেকলেশ উপহার দিতে চাইলাম। হঠাৎ স্ত্রীর পূর্বের ঘটনা মনে পড়ে গেল। সে হেসে আমাকে বললে—

এতক্ষণে বুঝলাম। কিন্তু তুমি ভুল করছ। সেদিনের সেই মন বা বয়েস আজ আমার নেই।"

কোনও ভয়ের কারণ ঘটলে ওই ভয় শিশুদের মন হতে দূরীভূত করুন। উহাতে একটুও অবহেলা করা অনুচিত। বারে বারে বললে বোঝালে ওদের ওই সব ক্ষত নিরাময় হবে। ওদের নিরাময় করার বহুবিধ পদ্ধতির একটি পদ্ধতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

(১) একটি শিশু লাল মাছ দেখলে অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠত। বহুক্ষণ অহেতুক ভয়ে সে কম্পিত হতো। গৃহে জীবন্ত মৎস্য ধরা কালে সে আহত হয়ে থাকবে। কিংবা ওই ক্ষুদ্র বস্তু নড়ে ওঠাতে সে ভয় পেয়েছিল। তার খেলনার মাছকে সে ওইভাবে নড়তে দেখে নি। তাকে ঐ বিষয়ে বুঝিয়েও বলা হয় নি। বরং তাকে জুজুর ভয় দেখানো হত। ওই ভয় সে ভুলে যায় নি। খাওয়ার টেবিলে লালমাছের 'ভাস' রেখে ধীরে ধীরে সইয়ে সইয়ে ওই ভাস নিকটে আনা হয়। কিছুদিন পর উহা তার নিকট আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। ওই ভয় প্রদমিত হলে ভবিষ্যতে উহা তার ক্ষতির কারণ হত।

(২) "কোনও এক কিশোর মড়া দেখলে বা মরা শুনলে বিক্ষুব্ধ হতো। বহু চিন্তা করে অভিভাবকরা স্বীকার করলেন ও জানালেন—'না, ওর শৈশবে বাড়িতে কেউ মরে নি। অন্য বাড়িতে এক আত্মীয় মারা যান। ওর বয়স তখন বারো। শ্মশানে সে'ও গিয়েছিল'। কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর ওদের একজনের মনে পড়ল যে একটি দশ বছর বয়সের আত্মীয়কন্যা ওর সঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু ওই বালিকা তখন বিবাহিতা। কৌশলে তাকে এ বাড়িতে আনা হল। ওই কিশোর তাকে দেখলো ও চিনলো। এর পর ভীত হওয়া তো দূরে থাক। তার মড়া পোড়াতে যেতেও বাধে নি।"

[কোনও ভয় বা স্পৃহা প্রদমিত হলে মূল বিষয়টি রোগী ভুলে যায়। উহার আনুসঙ্গিক কোনও বিষয় তার মনে পড়ে। তখন উহার মধ্যে সে ক্ষোভ প্রকাশ করে। বহু বিসদৃশ আচরণের ইহাই কারণ। আমার এক অধীন অফিসারকে আমি পছন্দ করতাম না। কিন্তু কোন কিছুতেই তার দোষ ছিল না। ওই সম্পর্কে আমি আত্মবিশ্লেষণ করি। জীবনের পথে পিছিয়ে পিছিয়ে পুরানো ঘটনাগুলি আমি মনে আনি। আমার মনে পড়ে বাল্যকালে ওর মত চেহারার এক ব্যক্তি আমাকে কটু উক্তি করেছিল। কিন্তু তজ্জন্য আমি প্রতিশোধ নিতে পারি নি। এই একই কারণে বহু শিক্ষকও

তাঁর কোনও ছাত্রকে অপছন্দ করেন। ওই সম্বন্ধে আত্মবিশ্লেষণ করে নিজেকেই নিরাময় করা উচিত।]

বিদ্যানিকেতন সমূহে রাজনীতির আমদানী অত্যন্ত ক্ষতিকর। পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদসমূহ পরস্পরের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস, ভয় ও ঘৃণার সৃষ্টি করে। উহা ছাত্রদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে। তাতে পারস্পরিক সহযোগিতা-বোধ ক্ষুণ্ণ হয়। তজ্জন্য পাঠ্য বিষয়েও তাদের মনোযোগ থাকে না। এরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে প্রায়ই বিফল হয়েছে। কিন্তু ছাত্র ওইভাবে অন্যদের পাঠের ক্ষতি করলেও নিজেরা বাড়িতে পড়াশুনা করে। বহু অ-রাজনৈতিক ছাত্রও আছেন দিনে যাঁরা অন্যের বাড়িতে আসেন ও তাদের পড়াশুনাতে ব্যাঘাত ঘটান কিন্তু নিজেরা বাড়িতে যথেষ্ট পড়াশুনা করে থাকেন। এইগুলিও নিশ্চয়ই অন্যায় পাপ বা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

ভেজাল খাদ্য এবং অপুষ্টিও মস্তিষ্কের ক্ষতি করে। ফলে, প্রদমিত স্পৃহা সহজে উপরে উঠে আসে। উহার পর শেষ আঘাত হানে পাঠ্যপুস্তকের অতি ভার: এক য়ুরোপীয় পণ্ডিতকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—'একজন সদ্য পাশ করা য়ুরোপীয় ও ভারতীয় ছাত্রের মধ্যে প্রভেদ কোথায়?' উত্তরে উনি বলেছিলেন যে ঠিক পাশ করার পর ভারতীয় ছাত্রটি নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দশ বছর পর দেখা যাবে যে ভারতীয় ছাত্রটি য়ুরোপীয় ছাত্রটির ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না। কারণ য়ুরোপে পাশ করার পর শিক্ষা আরম্ভ হয়। ভারতে পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা শেষ হয়।

[বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র প্রভৃতির কালে পাঠ্য-পুস্তকের এত ভার ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের উত্থান সম্ভব হয়েছে। তৎকালীন বিদ্যাসহ য়ুরোপীয়দের সহিত তাঁরা পরীক্ষাদিতে প্রতিযোগিতাও করতে পেরেছেন।]

বিঃ দ্রঃ—মস্তিষ্কের স্নায়ু কোষ [স্মৃতিকোষ] নির্দিষ্ট সংখ্যাতে থাকে। বৃদ্ধ বয়সে ওইগুলি স্মৃতি দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। তখন অন্য স্মৃতির জন্য সেখানে স্থানের অভাব হয়। ওই জন্য বৃদ্ধেরা বহু প্রাচীন ঘটনা মনে করতে পারে বটে। কিন্তু সকালে সে খেয়েছে কি না তা ভুলে যায়। এ যুগের জ্ঞান ভাণ্ডার এত বেশী যে সর্ব বিদ্যা পয়গম্বর হওয়া সম্ভব নয়। উহা উচিতও নয়। সব কিছু মনে রাখা ঠিক নয়। পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা ওই গুলি প্রয়োজন মত জানতে হবে। কিছু স্মৃতিকোষ নূতন স্মৃতির স্থান

সঙ্কুলানের জন্য খালি করা দরকার। এ জন্য পুরোনো স্মৃতির কিছু কিছু অপসারণের প্রয়োজন হয়। ঐ অসুবিধা দূর করবার জন্যে পুস্তকের সৃষ্টি হয়েছে। কৈশোরে ও যৌবনে বহু স্মৃতিকোষ খালি থাকে। তজ্জন্য তাঁরা ঐ অসুবিধা উপলব্ধি করেন না। প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্যই শুধু স্মৃতিকোষ ব্যবহার করা উচিত। নচেৎ পরে গবেষণা কার্যে অসুবিধা ঘটবে। মানুষের স্মৃতি লিপিবদ্ধ করলেই তৎসম্পর্কিত স্মৃতিকোষ খালি হয়। ওই জন্যে লিখন পঠনে অভ্যস্ত মানুষ কখনও বুড়ো হয় না। যৌবনের বুদ্ধি ও প্রতিভা তারা বৃদ্ধ বয়সেও ধরে রাখে। দেহ ও মনে তারা চির তরুণ থাকতে পারে।

আমরা ম্যাট্রিক ক্লাশে যেটুকু শিখেছিলাম মাত্র সেইটুকুই জীবিকার কাজে সাহায্য করেছে। উচ্চতর শিক্ষা আমার খুব বেশী কাজে লাগে নি। ওই সম্পর্কে সহজ আউট বুক এবং কোষগ্রন্থ পাঠে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ অধুনা সম্ভব। জ্ঞাতব্য বিষয় খুঁজে পাওয়ার জন্য ইনডেক্সপত্র রাখা যেতে পারে। ছাত্রদের বহু বিষয়ে এলিমেণ্টারি নলেজ থাকলেই হলো। তবে—বোধগম্য ও সুখপাঠ্য রূপে ওই গুলি লেখার প্রয়োজন আছে। সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। [ওই জন্যই অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী হয়ে ওঠে।] এক ডিসপেনসারির সাইনবোর্ডে লেখা ছিল—'অমুক ডাঃ, ফিজিসিয়ান ও সার্জেন।' উহা দেখে বিস্মিত হয়ে জনৈক আমেরিকান আমাকে বলেছিল 'হোয়াটস্ দ্যাট? ইজ হি এ চিট।'

উপরে অন্তর্পরিবেশ সম্ভূত কারণ সম্বন্ধে বলা হল। এবার বহিঃপরিবেশ সম্বন্ধে বলা যাক। বহিঃপরিবেশের দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক পরিবেশের বিষয় বলা যেতে পারে। অন্তর্পরিবেশ ব্যক্তি বিশেষের মনের মধ্যে নিহিত। বহিঃপরিবেশ স্থানীয় অবস্থা ও ব্যবস্থা হতে উদ্ভূত। এবং গণ-বাক্-প্রয়োগ [মাস সাজেস্‌শন] দ্বারা দলগত প্রভাবে সৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় বুঝাবার জন্য নিম্নোক্ত রূপ ঘটনার বিষয় বলা যেতে পারে।

"জবরদখলী পাড়াওয়ারী শাসনকালে ক্রীড়ারত শিশুরাও স্ব স্ব পল্লীতে শ্রুত শ্লোগানসমূহ উচ্চারণ করত। ওদের পক্ষে লক্ষ্যহীন শ্লোগান সমূহ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ হওয়াতে ওদের স্থূল বৃত্তিগুলি কুপিত হতো। বৃটিশ অধিকারে সাম্প্রদায়িক মহাদাঙ্গার সময়ও উহা ঘটেছিল। মহাদাঙ্গার অবসানের পর শহরে কিশোর অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে ক্রমান্বয়ে বহু

কাল উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলী কিশোরদের মস্তিষ্কে কু-প্রভাব বিস্তার করে। বর্তমানকালীন পাড়াওয়ারী ঘটনাসমূহের সময়ও ওদের সংখ্যা বৃদ্ধি খুবই স্বাভাবিক। ওই কালে শিশুরা কিশোরদের এবং কিশোররা বয়স্কদের অনুগামী হত। গুরু পরম্পরায় [এজ্‌ গ্রুপ মত] ওরা ধাপে ধাপে শস্ত্র ও শাস্ত্র শিক্ষা করত। পড়াশুনা করা তখন ওদের নিষ্প্রয়োজন বিষয়। মধ্যে মধ্যে কয়েদখানা ঘুরে কেউ কেউ পুরনো পাপীদের চিনে আসত। ক্রমবর্ধমান করপোরেশন এবং ইনকাম ট্যাক্সের সঙ্গে ওদের দেয় চাঁদা নামে বাড়তি ট্যাক্সে নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত। বহু প্রাচীন সুসভ্য জাতি অতীতে ওই ভাবে অধঃপতিত হয়ে স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতির [ক্রীমিন্যাল ট্রাইব] সৃষ্টি করেছে। অভিভাবক ও শিক্ষকরা এদের সংযত করার বদলে আত্মরক্ষার্থে ব্যস্ত থেকেছে। কারও বা নিজ সন্তানদের নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে সকল কর্তব্য শেষ হয়েছে। অন্যেরা কেউ কেউ ওদের নিরস্ত না করে উৎসাহিত করেছেন। ওঁরাই আবার অন্য এলাকাতে উৎপীড়িত হয়ে অভিযোগ মুখর হয়েছেন। নেতারা নিজেদের পুত্রদের দলে না ভিড়িয়ে তাদের সুশিক্ষা দিতেন। কিন্তু প্রতিবেশীর পুত্রদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে অগ্রণী হতেন। [সকলে নন] পুলিশের গুলি কিংবা বিরোধীদের বোমা তাদের মরণকাঠি ছিল। কিন্তু জীওন কাঠির সন্ধান তাদের কেউ দেয় নি। অতীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাসমূহ সীমান্তবর্তী রাজপথের এপারে ওপারে সীমাবদ্ধ থেকেছে। কিন্তু—ওই সময় একই বাটির নিম্নের ও ওপরের ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের মধ্যে বিজাতীয় বিরোধ ও শত্রুতা। জামাতা-শ্বশুরের এবং শ্বশুর জামাতার বাটিতে যাওয়া বিপজ্জনক মনে করেছে। পরস্পর বিরোধী এলাকাতে বসবাস ছিল তাঁদের একমাত্র অপরাধ। এক পল্লীর তরুণ অন্য পল্লীতে গমন অর্থে মৃত্যুবরণ। দুই এক স্থানে এক শ্রেণীর যুবক অভিভাবকদের নিকট অর্থের জন্য আবদার করে নি। ওইজন্য তারা নিজ নিজ সরকারের নিকট দরবারও করে নি। ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসে টাকা তুলতে কিংবা কর্জ করতেও তারা দৌড়য় নি। প্রয়োজন হওয়া মাত্র তারা পথিকের অর্থ কেড়ে নিয়েছে। ঘড়ি আদি ছিনতাইয়ের পর অনুতাপের বদলে তাদের মধ্যে দেখা যেত নিষ্ঠুর উল্লাস। পুলিশ নিজেরাই প্রাণ ও মান রক্ষার্থে অপারগ। ওদের উৎপাতে বহু বালিকার বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ। হত্যা ও দাঙ্গাহাঙ্গামা তখন নিত্য-নৈমিত্তিক অতি সাধারণ ঘটনা। সন্ধ্যার পর প্রয়োজন না হলে বাটির বার হওয়া নিষেধ। গলির পথে ট্যাক্সি বা রিক্সা চালক ভয়ে যেতে

চায় না। জমি ও বাড়ি দখলের ভয়ে নাগরিকরা ভীত থাকত এক দল তরুণকে একত্রে দেখলে নিরাপত্তার বদলে ভয়ের উদ্রেক হতো। মনে হতো যে মানপ্রাণ ও অর্থসহ ওই স্থানটি অতিক্রম করতে পারব তো? পাবাপোক্ত সাধারণ অপরাধীরাও সুবিধা পাওয়ার জন্য ওদের দলে ঢুকে পড়েছিল। ওই রূপ এক বহিঃপরিবেশ কাল্পনিক মনে হবে। কিন্তু বিগত দিনের বহু ব্যক্তির চক্ষুর সম্মুখে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

[আমি ঐরূপ কিছু কিশোরকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম। ওরা প্রত্যেকেই ঐ সকল কার্য অন্যায় বলে স্বীকার করে। শুধু তাই নয়। ঐ সবের প্রতিকার না হওয়াতে তারা অবাক হয়। তজ্জন্য তারা কর্তৃপক্ষ ও পুলিশকে দায়ী করে অভিযোগও করে। তারা আরও বলে যে বাধা না পেলে ঐ অপকর্মের সংখ্যা আরও বাড়বে। অবশ্য – ঐ সঙ্গে তারা চাকুরী হীন জীবনের অসুবিধার বিষয়ও বলেছিল।]

আমি মনে করি যে ঐ সকল তরুণদের শৈশবে অভাব ও ইচ্ছাগুলি মেটেনি। মাতাপিতা ও সমাজের প্রতি গোড়া হতে ওদের মধ্যে বিরূপতা গড়ে উঠেছে। ওরা না পেয়েছে স্নেহ না পেয়েছে মর্যাদা। ওরা শুধু অবহেলা ও ঘৃণা পেয়েছে। বহু কিছু বিষয়ে ওরা বঞ্চিত ছিল। ওদের মধ্যে অক্ষম পিতামাতার সন্তানও আছে। ঐজন্য তারা স্কুলে ভর্তি হতে পারে নি। প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য ওদের কেউ বিকল্প পথ দেখায় নি। এই সুযোগে ওরা নূতন ক্ষেত্রে কৃতী হতে চেয়েছিল। মন্দকার্যে প্রচণ্ড বাধা নিশ্চয়ই তাদের নিরস্ত করতো। সুযোগ পেলেও তারা নিজেদের শুধরে নিত। শুধরোবার জন্যে ওদের মন উন্মুখ হয়ে রয়েছে। এ জন্যে শুধু নেতাদের দোষ দেওয়া অনুচিত। ঐ লড়াকু বালকদের জন্য সেনাবাহিনী উন্মুক্ত নয়। ওদের বাড়তি এনার্জি নিষ্ক্রমণের অন্য কোনও পথও নেই। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে অন্যান্য বিপজ্জনক কার্যে ওদের নিযুক্ত করুন। কলিকাতার এক অঞ্চলে ওদের সেনাবাহিনীর একটি দলের সঙ্গে এক ঘণ্টার উপর আমি লড়তে দেখেছি। ওদের বিপথগামী করা ব্যক্তিদেরই মাত্র ওদের অপকর্মের জন্য শাস্তি দেওয়া উচিত।

আমি এও মনে করি যে ওদের প্রতিরোধশক্তি সম্পর্কিত স্নায়ু পূর্বোক্ত কারণে দুর্বল ছিল। ঐ জন্য তারা অল্পকালের মধ্যে অপরাধী হতে পেরেছে। অভিভাবকদের ওদের উপর নিয়ন্ত্রণহীন হওয়াও ঐ জন্য দায়ী। ঐ অবস্থাতে অভিভাবকদের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে তুলে নিতে হবে। নচেৎ বর্তমান সভ্যতার

ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হবে। কোনও স্থলে বস্তীগুলি ছিল ওদের নিরাপদ দুর্গ। বস্তি উন্নয়নের বদলে বস্তি উচ্ছেদই এর একমাত্র প্রতীকার। ঐ স্থানের অধিবাসীদের জন্য পৃথক জলকল ও বাথরুম সহ ক্ষুদ্র ফ্লাটের কোঠা-বাড়িতে ওদের তুলে আনা উচিত। মাত্র ঐ ভাবেই সুসংবদ্ধ সমাজ সমাজ গড়া দেওয়া সম্ভব। বস্তীতে এক কল ও বাথরুম ব্যবহার বালক বালিকাদের চরিত্র হীন করে। 'পারিবারিক প্রাইভেসী'ই উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি করেছে। উহার অভাবে চরিত্রহীন ও অপরাধী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে গ্রাম্য গৃহ সমূহে প্রাইভেসীর আধিক্য। ঐ জন্য ওখানে অপরাধী ও পাপীদের সংখ্যাও কম।

[বাথ রুমে যে স্বাধীনতা থাকে শয়ন ঘরেও তা থাকে না। বাথ রুমের উন্নতির সঙ্গে উন্নত-জীবনের নিবিড় সম্পর্ক। কমন্ বাথ রুম উন্নত জীবনের পরিপন্থী।]

অর্থনৈতিক কারণও যে উপরোক্ত অবস্থার জন্য দায়ী তাও অনস্বীকার্য। উপরোক্ত কালে অন্যান্য বহু ঘটনা তা প্রমাণ করে। স্থানীয় বেকাররা শিল্প সংস্থাগুলিতে স্থান না পেয়ে কৃষিতে মন দিয়েছে। অন্য বেকাররা ফসল ফলা মাত্র উহা লুট করে নিয়েছে। তাদের পুরো বৎসরের অর্থ ও শ্রম একরাত্রেই বরবাদ। অন্যদিকে—শ্রমিক অশান্তি ক্ষুদ্র শিল্প ধ্বংস করে বৃহৎ শিল্পগুলিকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রতিযোগীতা হতে রক্ষা করেছে। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধন ভাণ্ডার ঐ সময় ধনীদের শিল্পগুলিকে রক্ষা করেছিল। সাময়িক আপদ বিদূরিত হলে তারা প্রতিযোগীতা-হীন একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। হৃত সর্বস্ব চাষী ও দোকানীদের কেউ কেউ অন্যের সম্পত্তি লুট করে নিজেদের ঐ ক্ষতি পুষিয়ে নিয়েছে। অবৈধ ভাবে বোমা ও পাইপগান তৈরী ছিল তখন একমাত্র কুটির শিল্প। কিছু ব্যবসায়ী ওতে সাহায্য করে অর্থোপার্জনও করেছিলেন। কাউকে কাউকে বাস্তু ত্যাগের জন্য স্থানীয় মস্তানরা নোটিশও দিয়েছে। ওরা পলায়ন বিশারদ হওয়াতে ওদের পুলিশ ধরতে না পেরে আত্মরক্ষার্থীদেরই ভুল করে গ্রেপ্তার করেছে। পূর্বে যে সব মস্তানরা গৃহস্থ বাটির নিকটে আসতেও সাহস করতো না, তাদেরই তখন পল্লীর মানী গুণী ব্যক্তিরা ভয় ও মান্য করেছে। কেউ বা ওদের অর্থদ্বারা বশীভূত করে বহু বে-আইনী কাজ করিয়ে নিয়েছে। ওদের দলভুক্ত করবার জন্য বহু সময় প্রতিযোগিতারও সৃষ্টি হত। কেউ কেউ ওদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে এও ভেবেছেন যে—

আমাদের পুত্রদেরও দুই একজন [সবগুলি নয়] ওদের মত গুণ্ডা হলে কষ্টার্জিত ধন সম্পত্তি ও মান প্রাণ রক্ষা পেতো। ওঁদের কেউ কেউ বিতাড়িত গুণ্ডা আত্মীয়দের পুনরায় স্ব-বাটিতে এনেছেন।

[প্রাক্-স্বাধীনতা কালীন কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামাতে ইটের ঘায়ে পড়ে যাওয়া বৃদ্ধকে শিশু ও কিশোরদের আমি ঠেঙিয়ে মারতে দেখেছি। বয়স্কদের উৎসাহে ওরা ভিন্ন সম্প্রদায়ের গৃহদাহ ও দ্রব্য লুট করেছে। ওদের ঐ সময় মনুষ্য শিশুর বদলে হিংস্র-পশু বা সর্প-শিশু মনে হয়েছে। অন্যত্র ওরাই বয়স্কদের উপদেশে ও নির্দেশে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকে উদ্ধার ও সেবা করেছে। এই জন্য আমি নিবন্ধের প্রথমাংশে বলেছিলাম যে—"বালকরা পরস্পরকে কম ক্ষেত্রেই মন্দ করেছে। ওদের মধ্যে বড়দের অনুপ্রবেশই সকল অনর্থের মূল।]

উপরোক্ত অবস্থায় উপনীত যে কোনও দেশে অপরাধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কিশোর অপরাধী সৃষ্টির উহা একটি আদর্শ পরিবেশ। পরিস্থিতির অবসানে সকল ব্যক্তি তাদের পূর্ব ব্যক্তিত্বে ফিরে আসে নি। যুদ্ধ বিগ্রহ মহামারী দুর্ভিক্ষ রাষ্ট্রবিপ্লব উদ্বাস্তু স্রোত প্রভৃতি অশান্ত পরিবেশে ওদের সংখ্যা স্বভাবতঃ বাড়ে। পুনরায় সভ্যতা ও শান্তি ফিরাতে রাষ্ট্রকে বহু বৎসর চেষ্টা করতে হয়। ঐ সময়ের ঘটনাগুলিকে মাৎস্য-ন্যায়ের পুনরাবির্ভাব বলা যেতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে ঐ সময় ওদের মধ্য থেকে ওদেরই বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দল সৃষ্টি করা সম্ভব হত। ওতে বোঝা যায় যে ন্যায় অন্যায় ও পাপ পুণ্য সম্বন্ধে ওদের মনে দ্বন্দ্ব ছিল। বরং ঐ বিষয়ে পাল্লাটা ন্যায় ও উচিত-এর পক্ষেই ভারি ছিল। তা না হলে অত স্বল্প সময়ে পুনরায় শান্ত নাগরিক তারা হতে পারত না। ঐ সময়ে ওদের কেউ কেউ আমাকে বলেছিল—আমাদের কয়জনকে নিয়ে ওদের প্রতিরোধ করুন। কিন্তু পাছে ওদের বাসস্থান ও আহারের বন্দোবস্ত করতে হয় এই ভয়ে অনেকেই ঐ সময় ওদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। পরবর্তীকালে ওদের পুনর্বাসনেরও ব্যবস্থা হয় নি। ফলে—ওরা পূর্বের মতই স্ব-স্ব দলে ফিরতে বাধ্য হয়। আমি বহু ভদ্র কিশোর ও ছাত্রদের নিকট ঐ বিষয়ে মতামত চেয়ে ছিলাম। তাদের অনেকেই ঐ সকল ঘটনার জন্য ভীত ও লজ্জিত হয়ে সমস্বরে বলে ওঠে—বড় অন্যায়। বড় অন্যায়। ওতে বোঝা যায় যে ঐ অনাচার সমাজের বৃহদংশকে স্পর্শ করে নি।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদের বিকৃত ব্যাখ্যাও কিশোর-অপরাধী সৃষ্টির সহায়ক। বহু মতবাদ এখনও পরীক্ষার স্তরে আছে। ঐগুলির চর্চা বয়স্কদের মধ্যে নিবদ্ধ থাকা ভাল। কিশোর ও শিশুদের অপরিণত মস্তিষ্কে বিতর্কিত বিষয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। জনতাকে জাগাবার নামে জনতার অপস্পৃহাকে জাগানো অনুচিত। সব কিছু আইন তৈরী করে করা উচিত। প্রদমিত ক্রোধ ও প্রতি-হিংসা প্রভৃতি ভবিষ্যতে অপরাধী সৃষ্টি করে।

[উপরোক্ত বহু কিশোরকে মধ্যে মধ্যে সুবিচার করতেও দেখা গিয়েছে। তাদের প্রচেষ্টাতে মামলা করে বহু অন্যায় বন্ধ হয়েছে। ও জন্য কাউকে মামলা দায়ের করতে হয়নি। অর্থ ও শ্রম বাঁচাতে ওদের নেসেসারী ইভল্ মনে করা হতো। ওরা বহিরাগত গুণ্ডাদের উৎপাতও বন্ধ করেছে।

এবার আমাদের কিশোর অপরাধী সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে পূর্বের আলোচনাতে ফিরে আসা যাক। শৈশবে ওদের চাহিদা ও অভাব না মিটানোর জন্যে কিশোর-অপরাধীর সৃষ্টি। উহা প্রমাণ করার জন্যে আমি বহু তথ্যের উল্লেখ করেছি। কিন্তু—অর্থের অভাবে কিশোর ও শিশুদের সকল চাহিদা মিটানো সম্ভব নয়। কিন্তু কিণ্ডার-গার্টেন, নার্সারী স্কুল, শিশু ক্লাব ও যৌথ ক্রীড়া-ক্ষেত্রের মাধ্যমে যৌথ ভাবে উহা মিটানো সম্ভব। ট্রাইসিকেলে চড়তে না পাওয়াতে দরিদ্র শিশুর মন ক্ষুব্ধ হয়। একটি ছবির বই ও খেলনার অভাবও তারা অনুভব করে। অপরকে সে যা পেতে দেখে সে তা পেতে চাইবে, পিতামাতার আর্থিক অবস্থা শিশুরা বুঝতে চায় নি। তাই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে [অবৈতনিক] শিশু ক্লাব প্রতিটি পল্লীতে স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। দেশের এখনও অবশিষ্ট ধনীরাও ওই বিষয়ে রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে পারেন।

উপরোক্ত পন্থাতে সৎ নাগরিক সৃষ্টি [কষ্টসাধ্য হলেও] সম্ভব। কিন্তু—ওদের মঙ্গলের জন্য বর্তমান জগতের রীতিনীতিও বিবেচনা করা উচিত। বয়ঃপ্রাপ্তির পর ওদের বহু প্রবঞ্চক ও উৎপীড়কদের সম্মুখীন হতে হবে। ওইজন্য ওদের কিছুটা বাস্তব জ্ঞান ও আত্মরক্ষার শিক্ষাও দিতে হবে। সেই সঙ্গে এও দেখতে হবে যে, তাতে যেন এরা নিজেরাই চোর গুণ্ডা না হয়। নিম্নোক্ত আখ্যানভাগ হতে বক্তব্য বিষয় বোঝা যাবে।

"কিশোরদের মিথ্যা উক্তি না করতে বলা হয়েছে। কিন্তু—মিথ্যা সাক্ষীকে মিথ্যা দ্বারাই প্রতিহত করা সম্ভব। নচেৎ রাজদ্বারে অন্যায্য দণ্ড লাভ অনিবার্য। ওই বিপদে সত্যবাদীরা কোনও সাহায্যেই আসে নি। বিচার

ব্যবস্থার বদল না হওয়া পর্যন্ত গত্যন্তরও নেই। অধুনা লোকে দল বেঁধে হত্যা করে। দল বেঁধে ওদের মিথ্যা বলতে বাধা কোথায়? অথচ সাক্ষীর উপর সুবিচার নির্ভর করে। এজন্য বিচার কার্য যুগোপযোগী হওয়া দরকার। স্থানীয় ব্যক্তিরা [পঞ্চায়েৎ] মাত্র সত্য মিথ্যা নির্ণয়ে সমর্থ। বরং পুলিশ কর্মীরা ঐ বিষয়ে কিছুটা সুবিচার করতে সক্ষম। সেজন্যে গোপন তদন্তেরও প্রয়োজন হয়। সকলের প্রয়োজনীয় তদ্বির তদারকী এবং অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা নেই। শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিরাও বন্ধুত্বের খাতিরে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে। উপরন্তু অর্থ ব্যয়ে অধুনা সাক্ষী ক্রয় করাও সম্ভব। এ জন্য অর্থ বলের মত লোকবলেরও প্রয়োজন হয়। বহু ভদ্র নারীও নির্লজ্জের মত মিথ্যা বলে থাকে।"

উপরোক্ত ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্যার্থে বন্ধু গোষ্ঠীর প্রয়োজন আছে। নচেৎ 'ব্ল্যাক-মেইল' হতে রক্ষা পাওয়া কঠিন। সত্যবাদী সত্য বলে বিপদ বাড়ায় মাত্র। অন্যেরা মিথ্যা বলে মান সম্মান ও অর্থ রক্ষা করে। জটিল সমাজ ব্যবস্থা ও প্রশাসন এ জন্য দায়ী। সৎ কিশোররা প্রায়ই ভাবপ্রবণ হয়ে থাকে। অন্যায় সহ্য করতে না পেরে এরা অহেতুক বিপদে পড়ে। একজনের কটু উক্তি সহ্য করতে না পেরে চাকুরি ছেড়ে বাইরে এসে তাদের বহু লোকের কটু উক্তি শুনতে হয়। তখন তাদের মনে হয় বরং ওই এক-জনের কটু উক্তি শোনা ভাল ছিল। জীবনে সার্থকতা অর্জন করতে হলে তাকে বারে বারে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে হবেই। নচেৎ তার জীবনে ব্যর্থতা ও অসাফল্য অনিবার্য। যুক্তি হচ্ছে এক প্রকার উকিল। যাকে আমরা আইনজীবী বলি। সে নিজে কিছু বোঝে না। সে অপরকে বোঝায় মাত্র। ঐ ক্ষেত্রে—প্রতি যুক্তি অবতারণার রীতিনীতি তাকে শিখাতে হবে। ওদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে হবে, "নিজেরা ঠকো না। অপরকে ঠকিও না। নিজের স্বার্থ নিশ্চয়ই দেখবে। কিন্তু, তাতে যেন অন্যের স্বার্থের হানী না হয়। কামড়িও না। কিন্তু ফোঁস করো। সাহস ধৈর্য ও চাতুর্য রেখো। স্বল্প ব্যয়ে ও শ্রমে অধিক ফল চাই। সুযোগের সদ্ব্যবহার করো। আজকের কাজ কালকে করা অনুচিত। ঐ শিক্ষা আত্মরক্ষার্থে ব্যবহার করো। ওর দ্বারা অন্যের ক্ষতি করো না।" ঐ ভাবে ওদের মনে পাপ-পুণ্যের নব-মূল্যায়ন প্রয়োজন।

পরবর্তীকালে কিশোরদের দক্ষ প্রশাসক, রাজনীতিবিদ্ ও সার্থক গৃহস্থ হতে হবে। সকলের পক্ষে সন্ন্যাসী হওয়া সম্ভবও নয়। উহা বাঞ্ছনীয়ও

নয়। এ জন্য কৈশোরোত্তর [After care] শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু ঐ শিক্ষা তাকে একটি বয়ঃসীমার পরে দেওয়া ভাল। ওদের অপরাধ-প্রতিরোধ শক্তির স্নায়ু সুগঠিত হওয়ার পূর্বে কদাচ নয়। সব কিছুর মধ্যে পাপপুণ্য ও ন্যায়-অন্যায় দেখা একপ্রকার শুচি-বাই।

মানুষ স্বভাবতঃ অলস জীব। বাধ্য না হলে কেউ কাজ করে না। উহা মানুষের আদি স্বভাব। প্রকৃতি ওদের সক্রিয় হতে বাধ্য করাতে উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি ওদের উপর যেখানে উৎপীড়ন করেছে সেখানে মনুষ্য গোষ্ঠী ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু—প্রকৃতি যেখানে ওদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে সেখানে ওরা অভ্যাস বদলে পরিবর্তিত হয়েছে। অভ্যাস অর্থে আমরা প্রয়োজন মিটানোর প্রচেষ্টা বুঝি। সুশৃঙ্খল ও বিশৃঙ্খল উভয় উপায়েই উহা মিটানো যায়। জীবেরা উভয় প্রকারেই তাদের অভাব মিটায়।

কিশোর ও শিশুরা আদি পিতৃপুরুষের স্বভাবের কিছুটা উত্তরাধিকারী। বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত তারা পূর্ব অভ্যাস ত্যাগ করে। ঠিক বেঙাচির লেজ খসিয়েবেঙ হওয়ার মত। উহার অন্যথা হলে উহা তাদের ত্যাগ করাতে হবে। তজ্জন্য প্রভাব বিস্তারের প্রয়োজন আছে। কিন্তু উৎপীডন কদাচ নয়। প্রকৃতি রাণীর উপরোক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা উহা প্রমাণ করে।

কিন্তু—শিশুর পক্ষে যা ক্ষতিকর তা কিশোরদের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। কিশোরদের মন গড়ার প্রাথমিক পর্যায় প্রায় শেষ। কিশোরদের মধবর্তী-রূপে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী করতে হবে। কারণ বয়স্ক হওয়া মাত্র তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন কার্যে ব্রতী হতে হবে। কিশোরদের স্বাধীনতাবোধ সৃজন-ধর্মী হলে উহাতে উৎসাহ দেওয়াই উচিত।

[শিষ্ট কিশোরদের উপর শাসন কার্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। দুষ্ট কিশোরগণ কিছুটা আদি-মানুষ মনোভাবাপন্ন। ওদের উপর উৎপীড়ন ও শাসন সাময়িকভাবে কার্যকরী হয়। কিন্তু ওদের উপর প্রভাব বিস্তার ব্যতিরেকে স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না। শাসনের ভয় দূরীভূত হওয়া মাত্র পূর্বাবস্থা ফিরে আসে। তজ্জন্য সদা জাগ্রত পুলিশী ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। কিন্তু উহার দ্বারা মূল সমস্যার সমাধান হয় না।]

শিশু অপরাধী ও কিশোর অপরাধীদের সম্পর্কে গবেষণার জন্যে মনুষ্য-শিশুর সহিত অন্য জীব-শিশুর তুলনামূলক আলোচনা করা উচিত।

মনুষ্য-শিশু বা ব্যাঘ্র শিশু সকল শিশুই সমান। মনুষ্য শিশুর সহিত ব্যাঘ্র

শাবকও সহজে ভাব করে। পরস্পরের সঙ্গে খোলা মনে ওরা ক্রীড়া রত হয় [সর্প-শিশু বাদে]। মনুষ্য শিশুর মত ভালুক শিশুও নির্ভয়ে মানুষের ক্রোড়ে উঠেছে। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তারা দ্রুত নিজ পথ ও মূর্তি ধরে। কেউ নির্বোধ হয়। কেউ হিংস্র হয়। মনুষ্য-শিশু অপেক্ষা ওরা দ্রুত স্বাধীন হয়েছে। পিতামাতার স্নেহ মনুষ্য শিশু অপেক্ষা ওরা কম পায়। কিছু পরে উহা তারা একটুও পায় না। মাতৃ স্নেহ অটুট থাকা কালে ওরা হিংস্র হয় না। অন্য দিকে—মনুষ্য-শিশু বহু কাল পর্যন্ত পিতামাতার স্নেহ হারায় না। মাতাপিতার উপর নির্ভরতাও ওদের দীর্ঘস্থায়ী থাকে। দীর্ঘ-কালীন নির্ভরতা ও মাতৃস্নেহ উন্নত জীবের জন্মের কারণ। [মানুষ ও বানর জীব দ্রঃ] মনুষ্য সমাজে ঐ দীর্ঘস্থায়ী মাতৃস্নেহ ও নির্ভরতা বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করে। বিভিন্ন শ্রেণীর কিশোরদের মধ্যে মেধা ও বুদ্ধির তারতম্য ঐ একই কারণে ঘটে। কিন্তু. শিশুদের মেধা ওই ভাবে সৃষ্টি হলেও উহার স্ফুরণ সুযোগ ও সুবিধার উপর নির্ভর করে। এও দেখতে হবে যে কারো ভুলে তৈরী স্নায়ু না ভাঙে। [মানুষের স্নেহে কুকুরাদি জীবও হিউম্যান ইনষ্টিংক্ট পায়।] অন্যদিকে অনাদরের মত অতি আদরও ক্ষতিকর হয়।

মন দেহ হতে প্রায়ই এগিয়ে থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রেও উহা ব্যতিক্রম নয়। মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করতে তারা অক্ষম। কিন্তু তারা উহা অনুভব করে। তজ্জন্য দৈহিক শক্তি অর্জনের পূর্বে স্বাধীনতার ইচ্ছা ওদের ক্ষতি করে। বয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুদের স্বাধীনতার ইচ্ছা প্রকাশের মধ্যে প্রভেদ আছে।

বহু বার বলেছি যে প্রাথমিক অপরাধী [প্রথম অবস্থার]-দের স্বভাব-চরিত্র নিরপরাধ মানুষের মত। কিন্তু—প্রাথমিক অপরাধী হতে প্রকৃত অপরাধী [শেষ পর্যায়ের] অপরাধী হলে তাদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়। তার ফলে তারা আদি মানুষ ও জীব জন্তুর প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

আমি কিছুকাল ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর অধীনে এ্যাবনরম্যাল সাইকোলজি গবেষণা করেছিলাম। পুলিশে ঢোকার পর তাঁর পরামর্শ মত আমি প্রায় ৪০টি বালক অপরাধীকে সায়েন্স কলেজে ডঃ বসুর নিকট আনি। এদের উপর যান্ত্রিক ও অন্যান্য পরিক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এদের মধ্যে ১৪ জন বালক বিশ বছর যাবৎ তাদের অপরাধ জীবন অব্যাহত রাখে। ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যুরোর বন্ধুরা ওরা কেউ ধরা পড়লে আমাকে সংবাদ দিত। আমি প্রতি-বার পুনরায় ধৃত ওই বালকদের সায়েন্স কলেজে এনে ওইরূপ পরীক্ষা করি।

ডঃ বসু ও পরে ডঃ এস মিত্র ওই বিষয় আমাকে সাহায্য করেন। পাঁচ ও দশ বৎসর অন্তর ওদের সম্পর্কে ওইরূপ পরীক্ষা করা হয়। প্রথম দশ বছর তাদের মধ্যে কোনও পরিবর্তন দেখা যায় নি। কিন্তু—চোদ্দ বৎসর থেকে তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের, পরিবর্তন সুরু হয়। ততো দিনে প্রায় সকলেই বয়স্ক-অপরাধীতে পরিণত হয়েছে। অতি অল্প কয়েকজন স্বভাব-অপরাধী মন্য বালকের মধ্যে আমি ওইরূপ পরিবর্তন দেখেছি। তাই আমার মত এই যে প্রায় প্রতিটি কিশোর-অপরাধীই প্রাথমিক পর্যায়েই থাকে। অভ্যাস-অপরাধীদের সম্বন্ধে উহা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য। মধ্যম এবং স্বভাব অপরাধীদের মধ্যে ওই পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত দ্রুত আসে। দৈবাৎ বা আকস্মিক অপরাধীদের অপরাধী বলা হয় না। স্বভাব মধ্যম এবং অভ্যাস অপরাধীর প্রতিজনকেই প্রাথমিক ও প্রকৃত [শেষ] এই উভয় পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এগুতে হয়। অভ্যাস অপরাধীদের প্রাথমিক হতে শেষ পর্যায়ে উপনীত হতে যত সময় লাগে তার চাইতে কম সময়ে মধ্যম ও স্বভাব অপরাধীরা তাদের প্রাথমিক পর্যায় হতে শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়। অভ্যাস-অপরাধীদের অপস্পৃহা কম মাত্রায় থাকলেও উহা অভ্যাস দ্বারা বাড়ানো যায়। দেশলাই কাঠির আগুনকেই [ইন্ধন দ্বারা] মশালের আগুন করা সম্ভব। অন্য দিকে—ক্রমান্বয়ে অ-ব্যবহার দ্বারা উহাকে [disuse] বহুল পরিমাণে কমানোও সম্ভব।

কলিকাতায় জনৈক মধ্যবিত্ত বালক চুরির মামলায় জড়িয়ে পড়ে। তার নিকট থেকে চুরির মালও পাওয়া যায়। কিন্তু—হঠাৎ তার উপর আমি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠি। ফরিয়াদীর সহিত মামলা আমি মিটিয়ে দিই। আমার অনুরোধে উত্তর কলিকাতার পুলিশ সাহেব তার মুক্তি মঞ্জুর করেন। পরবর্তীকালে ওই বালক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাতে প্লেস পান ও হাকিম হন।

গ্রামে কত বালক এর-ওর ফল-পাকোড় চুরি করেছে। গ্রামবাসীরা নিজেরা শাসন না করে তার পিতামাতার কাছে তাদের এনেছেন। এতে তাদের আত্মসম্মানের কোনও হানি ঘটে নি। আজ তাদের অনেকে সমাজের নামী গুণী ব্যক্তি। উদার গ্রামীণ সমাজ তাদের ওই সুযোগ না দিলে তারা দাগী চোর হত। কোনও বালককে পুলিশে দেবার পূর্বে প্রতিবেশীদের বারে বারে ভাবা উচিত। ওদের পিতামাতাকে ডেকে ওইগুলি আপোষে মেটানো প্রয়োজন। গভর্নমেন্টের প্রতি পল্লীতে ওই জন্যে 'কনসিলিয়েরী' কমিটি তৈরী করা উচিত।

বয়স্ক অপরাধীদের মত কিশোর-অপরাধীরাও শব্দ মাত্রকেই [vulgarise] খেউড়ে পরিণত করে। অপরাধ-সম্পর্কিত বহু ভাষা ও পরিভাষা নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের জন্য ওরা সৃষ্টি করে। যথা,—চিতু চিমি চিকি চিও। অর্থাৎ তুমি কি চাও। তুরফফা কিবফাফা করফরচ। অর্থাৎ তুমি কি করছো। এরা শিশ্‌ ও হুইসিলের সাহায্যেও পরস্পরকে ডাকাডাকি করে। এ ছাড়া গুরু, মাল, ঘোঁড়া, খাউ ইত্যাদি অর্থবোধাত্মক শব্দও এরা ব্যবহার করে। পেশাদার অপরাধীদের মত সুসংবদ্ধ অপরাধ সাহিত্য এদের নেই। সাঙ্কেতিক চিত্র সাইফার খেউড এরা কমই ব্যবহার করে। অপরাধ-সাহিত্য ও অপরাধ দর্শন সম্বন্ধে অপরাধ-বিজ্ঞান ৲ম খণ্ডে আমি বিস্তারিত ভাবে বলেছি। এখানে আমার বক্তব্য এই যে ইসারায় ও দুর্বোধ্য ভাষাতে কিশোরদের আলোচনা রত দেখলে বুঝতে হবে যে তারা অপরাধী হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংশোধনযোগ্য বালকদের কু-সংসর্গ হতে রক্ষার জন্যে দূরবর্তী স্থানে পাঠান। নচেৎ—সুযোগমাত্র তার বন্ধুরা তাকে পুনরায় বিপথে আনবে

এবার একটি দুর্দান্ত বাঙ্গালী বালক অপরাধী সম্বন্ধে বলবো। বালকটির পিতামহ ছিলেন সদবংশজাত ধার্মিক পণ্ডিত। তাঁর পুত্রদের মধ্যে কয়েক জন নামী ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন। এই বালকটির পিতা ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র। বাড়ি হতে বিতাড়িত হয়ে উনি পুলিশে ঢোকেন। পরে তিনি দারোগা পদে উন্নীত হন। কিন্তু, শীঘ্রই তিনি উৎপীড়ক উৎকোচ গ্রাহক ও মদ্যপ হলেন। বালকটি আশৈশব মাতাপিতার কলহ দেখেছে পিতার অসচ্চরিত্রতা সে জেনেছে ও বুঝেছে। প্রাচুর্য স্বভাবতঃ তাদের যথেষ্ট ছিল। কিন্তু, তার মাতা বিমাতা হওয়ায় সে অনাদরের মধ্যেই মানুষ হয়। থানার কোয়ার্টারে সে বসবাস করতো। সিপাহীদের গার্ড রুমে তার যাতায়াত বেশী। সেখানে সে খৈনি ও সিদ্ধি খেতে শেখে। কিছু [বে-সাদিবালা] তাকে ইচ্ছা মত সেখানে আদর করত। প্রায়ই সে গার্ড রুম হতে কিছু কিছু চুরি করেছে। পূর্বোক্তরা তাকে রক্ষা করতো। থানাতে সে গালিগালাজ শেখে। সৎ-অফিসারের পুত্রদের থানাতে ঢোকা বারণ। কিন্তু, এ ভদ্রলোক সহকর্মীদের ঐ দৃষ্টান্ততে নিস্পৃহ। এ থানাতেই ভদ্রলোক ঘুষের দায় এড়াতে আত্মহত্যা করলেন। তখন—উৎকোচের বাড়তি টাকার অভাব। যথেচ্ছ ব্যয়ের সুবিধাও নেই। তার বিমাতার অনেক টাকার দরকার। উনি বালকটিকে রেলের তার কাটার দলে ঢোকালেন। এ বালক তার বিমাতাকে বহু টাকা

এনে দিত। সহানুভূতির জন্য তার মৃত-পিতার সহকর্মীরা তাকে ছেড়ে দিত। অবশ্য—ওদের কেউ কেউ তার অনায্য অর্থের ভাগও নিয়েছে। ভাগ না দেওয়ায় তার দুই একবার জেলও হয়েছে। সেখান থেকে সে পাকাপোক্ত চোর হয়ে ঘরে ফিরেছে। তখন সে আর তার ঐ বিমাতার আয়ত্তাধীনে নেই।

শীঘ্রই ওই ফর্সা ও সুশ্রী বালক আকারে-প্রকারে এমন বদলে গেল যে ওই অধঃপতিত ব্রাহ্মণ পুত্রকে চেনবারও উপায় নেই। দেখলে তাকে ওই সময় মলিন নীচ স্বভাবদুর্বৃত্ত মনে হত। ক্রমশঃ তার দলটি বিরাটাকার হয়ে ওঠে। যুদ্ধকালে রেলের তার কাটার ধূমে যুদ্ধোদ্যম বন্ধ হবার উপক্রম। ওদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজ কোহিমার পথে আগুয়ান। আর্মি ও পুলিশ ওর উপর বহু বার গুলি বর্ষণ করে। ইতিমধ্যে সেও অর্থের বিনিময়ে আগ্নেয়াস্ত্র যোগাড় করেছে। হঠাৎ তার মাথায় ঢুকল যে মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্যের যাতায়াত বন্ধ করলে স্বদেশের স্বাধীনতা আসবে। সূক্ষ্মবৃত্তি জাত সৎ প্রেরণা মনে আসা মাত্র অপকর্মের বিষয়ে তার দ্বিধা এলো। বোধ হয় তার পিতামহের রক্তের প্রভাব ওই সময় তার মধ্যে আসে। তার নিম্ন শ্রেণীর আকৃতি ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। পরে—পূর্ববঙ্গের সে এক-জন সমাজসেবী দানবীর হয়েছিল।

একটি কিশোর দৈবাৎ একটি অপরাধ করে। সহানুভূতিশীল হলেও আমি তার উপকারে আসি নি। সুসভ্য মানুষের সকল গুণাগুণই তার মধ্যে দেখি। জনহিতৈষণা সম্বন্ধে বহু কথা সে আমাকে বলে। এর চার বৎসর পরে পুনরায় তার সঙ্গে দেখা হয়। ইতিমধ্যে সে আরও চারবার জেল খেটেছে। আমাকে দেখে সে কাঁদে ও প্রকাশ্যে আমার পা জড়িয়ে ধরে। কয় বছরেই সে লজ্জা সরম ও আত্মসম্মানবোধ হারিয়েছে। কোনও আলোচনাতে সে আর আগ্রহী নয়। পাঁচ বছর পরে তার সঙ্গে আবার আমার দেখা হলো। ইতিমধ্যে আরও ছয়বার সে জেল খেটেছে। এইবার সে আমাকে চিনতেও পারল না। সে আমাকে অশ্লীল গালিগালাজ করে ও গারদের লৌহ স্তম্ভে মাথা খোঁড়ে। যথাক্রমে সে অলস, ভাবপ্রবণ দাম্ভিক ও নিষ্ঠুর হয়। কয় বছরের মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন ঘটে।

জনৈক বালককে আমি ইনফরমারের কার্যে নিযুক্ত করি। প্রথমে সে আমাকে কয়েকটি মামলা ধরিয়ে দেয়। একদিন সে বললে—'স্যার। আমার এক বন্ধুর বাড়িতে একটা বে-আইনী পিস্তল আছে। আমি তাতে

উৎসাহিত হয়ে উঠি। কিন্তু সে মত পরিবর্তন করে বললে 'না স্যার। থাক। সে ছোট বেলাকার বন্ধু। কালও তার মা আমাকে যত্ন করে খাওয়াল।' কয়দিন পর সে এক লক্ষ টাকা মূল্যের অপহৃত দ্রব্য ধরালো। ঐ সময় উত্তেজনায় সে থর থর করে কাঁপছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'স্যার। আমার মাথাতে খুন চেপেছে আজ ভাইকেও আমি ধরাতে পারি। বাপকেও। কুছ পরোয়া নেই। চলুন। আমার সেই বন্ধুকেই আজ আমি ধরাব।' বুঝলাম যে তার সুপ্ত শোণিত স্পৃহা জাগ্রত হয়েছে।

উত্তেজনা-প্রিয় বালকদের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। উত্তেজনা প্রতিরোধ-শক্তি আহত করে। মুহুর্মুহু উত্তেজনা শোণিত স্পৃহা আনে। [অপস্পৃহা দ্রব্য-স্পৃহা ও শোণিত স্পৃহাতে বিভক্ত।] অবিচার ও উৎপীড়ন উহাতে ইন্ধন দেয়। ফ্রাসট্রেশন [নৈরাশ্য] হতে ক্রোধ আসে। ক্রোধও উত্তেজনা আনে। বহু ছাত্র বিক্ষোভের উহা কারণ। শোণিত-স্পৃহা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপকর্মের হেতু। ছাত্ররা সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপকর্ম করে না। সে জন্যে তাদের মধ্যে দ্রব্য স্পৃহা সাধারণতঃ আসে নি।

বিঃ দ্রঃ—বহু ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের ব্যবহারের তারতম্যে মানুষ ক্ষুব্ধ হয়। সর্বদা উত্তম ব্যবহার প্রত্যাশীরা তজ্জন্য আঘাত পান। অবসর প্রাপ্ত উচ্চপদী ব্যক্তিদেরও মনোবৃত্তি ঐরূপ হয়। হীনমন্যতাও উহার কারণ। ফলে উপেক্ষণীয় বিষয় উপেক্ষা করা হয় নি। ঐরূপ ব্যক্তিদের সহিত ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন বিধেয়। কিশোরদের ঐ সকল বিষয়ে অবহিত করুন। উপরন্তু তাদের আরও শেখান যে সকল সময় সকল মানুষের মন মেজাজ সুস্থ থাকে না। উহার পশ্চাতে বহু পারিবারিক ও ব্যক্তিগত [সাময়িক] অঘটন থাকে। পরবর্তীকালে ঐ একই ব্যক্তির নিকট অত্যধিক সৎ ব্যবহার তারা পাবে। তার নিজেরও ব্যবহার কিছু ক্ষেত্রে ভাল থাকে নি। আত্ম-বিশ্লেষণে সে বুঝবে যে উহার পশ্চাতে কারণ ঐ একই। মানুষের মেজাজ ও পছন্দাপছন্দ বুঝে কথাবার্তা বলতে হবে। মেজাজ অনুকূল নয় বুঝলে সেদিন চলে আসা ভাল। ঐ ভাবে বন্ধুকে শত্রু না করে শত্রুকে বন্ধু করতে হবে।

উপরোক্ত রূপ আত্মবিশ্লেষণ ও পর-বিশ্লেষণের রীতিনীতি সম্বন্ধে কিশোরদের শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। প্রত্যেক মানুষের কিছু না কিছু দুর্বলতা থাকে। সেখানে আঘাত দেওয়া অনুচিত। বরং ঐগুলিকে কাজে লাগান যায়। এগুলি [কার্যসিদ্ধির জন্য] খুঁজে বার করতে হবে। প্রভাব বিস্তার

করতে হলে কয়টি বিষয়ে তাকে বিশ্বাস করাতে হবে। যথা (১) তার কিছু উপকার করার মত ক্ষমতা তোমার আছে (২) উপকার তার তুমি করবে। তোমার দ্বারা তার অপকার হবে না। (৩) ঐ ব্যক্তি কিরূপ ও কতটা স্বার্থ প্রয়াসী। তোমার কাছে তার প্রত্যাশা কি? বাক্ প্রয়োগ দ্বারা ঐরূপ ব্যক্তির প্রতিরোধ-শক্তি বিলুপ্ত করা যায়। ফলে স্বভাবতঃই তার বিচার-শক্তির সাময়িক বিলোপ ঘটবে। তখন তাকে সহজেই স্বমতে আনা সম্ভব হবে। বারে বারে বললে লোকে বিশ্বাস করে।

তৃতীয় ভাগ

কিশোর-অপরাধী হওয়ার কারণ সমূহ এবং উহার পটভূমিকা সম্বন্ধে নিবন্ধের পূর্বাংশে বলা হয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে ওদের অপকর্মের স্বরূপ ও কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বলব। কিশোর অপরাধীরা মূলতঃ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা (১) আত্মমুখী এবং পরমুখী। যারা নিজেদের স্বার্থে অপকর্ম করে তারা আত্মপদী অপরাধী। ওদের মধ্যে বহু পাপী ও অন্যায়ীও আছে। পরপদী কিশোর-অপরাধীরা পেশাদার বয়স্ক অপরাধীদের সহিত যুক্ত থেকে অপকর্মকে জীবিকা রূপে গ্রহণ করেছে।

(১) আত্মমুখী অপরাধী :—আত্মপদী কিশোর-অপরাধীগণ একক বা দলীয় ভাবে অপকর্ম করে। এবং সাধারণতঃ পরিবারবর্গের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে নি। সভ্য সমাজের মধ্যে বাস করে ওদের যা কিছু দৌরাত্ম্য। এদের দলে ধনী মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র বালকরাও আছে। ওদের সংখ্যা অত্যধিক হলেও পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ থাকে নি। এরা প্রায়ই স্ব স্ব প্রধান আত্ম-সর্বস্ব হয়ে থাকে। নিজেদের পরিবারে ও পল্লীতেও ওদের দৌরাত্ম্য বেশী। ছোট ছোট পাড়াওয়ারী দল থাকলেই ওদের বড় দল প্রায়ই নেই। পল্লীতে পল্লীতে ওদের দলে দলে অত্যন্ত বিরোধ। অপকর্ম ওদের পেশা না হওয়ায় সমধর্মীদের উপর এদের সহানুভূতি নেই। এদের মধ্যে কোনও দলীয় আনুগত্য প্রায়ই দেখা যায় না। এরা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত থাকে। ওরা একে অন্যের অগোচরে অপকর্ম করে। কেউ তারা যে অপরাধী তা অন্যের নিকট স্বীকার করে না। কেবল মারপিট ও অশালীন ব্যবহার কালে এরা দলবদ্ধ হয়। কখনও আত্মরক্ষার্থে বা প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তারা একত্রিত হয়েছে। এদের মধ্যে ক্লাব ইউনিটি দেখা গেলেও কমিউনিটি ইউনিটি

দেখা যায় না। এদের মধ্যে যেমন উঠতি গুণ্ডা আছে তেমনি উঠতি চোরও আছে। যৌনজ ও অযৌনজ উভয় অপরাধাই এদের মধ্যে দেখা যায়। এদের কারও-কারও অপকর্ম মাত্র নিজ পরিবারের মধ্যে সীমিত। এরা স্বপল্লীতে অপকর্ম করলেও ভিন্ন পল্লীতে অপকর্মই এদের পছন্দ। কিন্তু—তাতে ভিন্ন পল্লীর কিশোররা তাদের বাধা দেয়।

ওদের অপকর্ম সমূহের প্রত্যেকটি অপরাধরূপে বিবেচিত হয় না। বরং ওদেব মধ্যে অন্যায়ী ও পাপীর সংখ্যাই অধিক। অন্যায়, পাপ এবং অপরাধ—এই তিনটির মধ্যে বিষয়বস্তু [kind] একই থাকে। এ তিনটির মধ্যে যা কিছু প্রভেদ তা কমবেশি [degree] গুরুত্বের। এই জন্য ওদের অধিকাংশের মধ্যে সংশোধনযোগ্য কদাচারই অধিক। কিন্তু অন্যায়কারীরা পাপী এবং পাপীরা অপবাধীতে রূপান্তরিত হয়। সেজন্য অন্যায়ী এবং পাপীদের সংশোধনের আশু প্রয়োজন।

গণ টোকাটুকিতে যে সকল কিশোর অংশ গ্রহণ করে তারা অবশ্য একটু উঁচু স্তরের অন্যায়ী বা পাপী। পূর্বোক্ত বালকদের সহিত সম্পর্ক-শূন্য হলেও ওদের স্বভাবচরিত্র প্রায় ওদের মতই। এদের কেউ বয়স্কদের এবং শিক্ষকদের অপমান করেছে। মধ্যে মধ্যে ওদের কেউ কেউ ছুবিকাও ব্যবহাব করেছে। টোকা-টুকিতে বাধা দিলে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে ওরা পরস্পরকে সাহায্য করে। সরকারী এবং বে-সরকারী কর্তৃপক্ষের এজন্য য়ুনিভারসিটি প্রশংসা পত্রের উপর বিশ্বাস নেই। ওঁরা ওদের পুনঃ পরীক্ষা করে কর্মে নিয়োগ করেন। এতে সৎ ও অসৎ উভয় ছাত্রেরাই সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এরা জুতোর শুকতলায়, কোটের ভিতরাংশে ও উহার নিম্নস্থ সার্টের উপরে, চশমার খাপের মধ্যে এবং হাতের তালুতে কিছু নোট টুকে রেখেছে। অপরের অদৃশ্য ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র লিখনে এরা পারদর্শী। ঐ কারিগরী প্রতিভা ওরা অন্যত্র প্রয়োগ করে নি। টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ের অভাব ঐ জন্য দায়ী। ওদের কেউ কেউ বাথরুমে গিয়ে পুস্তকাদি দেখে আসে। পুস্তকের কোন অংশে উহা লিপিবদ্ধ এ জ্ঞানের অভাব ওদের নেই। ওদের উৎপাতে সৎ ছাত্ররা স্বস্তিতে প্রশ্নোত্তর লিখতে পারে না। কেউ উত্তর দিতে অস্বীকৃত হলে পিছন হতে তাকে চিমটি কাটা হয়। কলমের খোঁচায়ও তাকে উত্যক্ত করা হয়েছে। প্রশ্ন-পত্রের কাঠিন্যের অজুহাতে কখনও দল বেঁধে ওরা অন্য ছাত্রদের পরীক্ষা দিতে দেয় নি। প্রশ্নপত্র বার করা ও তা

বিক্রয় করা অন্য একপ্রকার অপরাধ। উহার মধ্যে প্রায়ই প্রবঞ্চনা থেকেছে। ওতে বিশ্বাস করে বহু ছাত্র পড়াশুনা করে নি। তবে বহু প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করলে তার মধ্যে কিছু প্রশ্ন বা উহার অংশ প্রায়ই থাকে। শিক্ষকরাও তাদের ছাত্রদের জন্য উহা সংগ্রহ করতে ছোটাছুটি করেন। নিম্নে ঐ সম্পর্কিত একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি নিজে পড়াশুনা ভালোই করতাম। পুলিশ ট্রেনিং কলেজে আমি তখন ছাত্র। আমি ছুটি নিয়ে গর্ভমেন্ট প্রেসে বালক-হেল্পারের পদগ্রহণ করি। আমি সার্টের ওপর ঐ কোশ্চেন ছেপে ওর ওপর কোট চাপিয়ে বার হয়ে এসেছিলাম। পরে অন্য এক প্রেসে শখানেক প্রশ্নপত্র মুদ্রিত করে বাণ্ডিল সহ কলেজে ফিরলাম। ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় ছাত্রদের মধ্যে এগুলি গোপনে বিলি করা হলো। কিন্তু—জনৈক বিশ্বাসঘাতক সতীর্থ গোপনে প্রিন্সিপ্যালকে এক কপি দিয়ে এলো। পরে পরীক্ষার হলে দেখা গেল যে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। য়ুরোপীয় ছাত্ররা এতে ক্রুদ্ধ হয়ে দমাদম পা ঘষে বলে উঠেছিল—দি বেঙ্গলীজ হ্যাভ চিটেড আস। এ পরীক্ষায় কেবল মাত্র আমিই ভালো-রূপে পাশ করতে পারলাম।"

প্রথমে ডিসমিসড হলেও পরে ঐ তরুণকে পুনর্বহাল করা হয়। এরূপ চৌখোস অফিসারই পুলিশের উপযুক্ত। পরে কর্তৃপক্ষের ঐরূপ ধারণা হয়।

এ সম্পর্কে অন্য একটি সদ্য ঘটা কাহিনীর বিষয়ও বলা যেতে পারে। কোনও এক পরীক্ষা হলের পার্শ্ববর্তী বৃক্ষের উচ্চ শাখাতে এক যুবক উঠে লাউডস্পীকারের সাহায্যে চিৎকার করতে থাকে—'অতো নম্বরের প্রশ্নের উত্তর হবে এই। টুকে নিন' ইত্যাদি। এ যুবককে ইঁট ছুঁড়েও কাবু করতে না পেরে পরে ওকে নামাতে দমকল কর্মীদের সাহায্য নিতে হয়। বহু শিক্ষক ছাত্রদের তরফে পরীক্ষাও দিয়ে এসেছেন। বহু পরীক্ষক নিজ স্কুলের ও ছাত্রদের বেশী নম্বর দিয়েছেন। প্রাইভেট টিউটররাও নিজ নিজ ছাত্রকে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকেন। ছাত্রদের দুর্নীতি যুক্ত না করে উহা হতে তাদের মুক্ত করাই উচিত।

[আমার মতে কোন প্রশ্নের উত্তর কোন পুস্তকের কোন অংশে লেখা আছে তা বলতে পারা ছাত্রেরাই শিক্ষিত ছাত্র। প্রশ্ন সমূহ কঠিনতম করে ছাত্রদের বই দেখে উত্তর লিখতে দিন। য়ুনিভার্সিটি পর্যায়ে না হলেও স্কুল ও কলেজে ঐ পদ্ধতি গ্রহণীয় হোক। উহা পুস্তক পাঠে ওদের বাধ্য করবে। ভীতিই ছাত্রদের প্রতিভা প্রদর্শনে অন্তরায়। ওরা পুস্তকের বিষয়বস্তু বুঝতে ও

পরে তারা উহা লিখতেও পারবে। পুস্তক বিহীন পরীক্ষা অপেক্ষা পুস্তকসহ [with books] পরীক্ষাতে অধিক ছাত্ররা অকৃতকার্য হয়। য়ুনিভারসিটিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া শিক্ষককেও মামুলি প্রশ্নের উত্তরের জন্য পুস্তকের পাতা উল্টাতে আমি দেখেছি। পরবর্তী জীবনে চর্চা না থাকলে মুখ্যস্ত বিদ্যা ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। ম্যাট্রিক পাশ কালে আমি যেটুকু ইংরাজী ও অঙ্ক শিখেছিলাম সেইটুকুই মাত্র আমার কর্ম-জীবনে উপকারে এসেছে। পাঠ্যকালে কলেজে জনৈক প্রফেসর ত্রৈমাসিক পরীক্ষাতে প্রশ্ন তো বলে দিতেনই। ঐ সঙ্গে ঐগুলির উত্তরও আমাদের লিখিয়ে দিতেন। উনি আমাদের উত্তরগুলি মুখস্থ করতে প্ররোচিত করতেন। সেই সঙ্গে উত্তর লেখার অভ্যাসও আমরা অর্জন করতাম।]

শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও মর্যাদা না দেওয়াও কিশোর অপরাধী সৃষ্টির অন্যতম কারণ। ভোর বেলায় বাড়ির ঝি উঠানে বাসন মাজতে মাজতে গৃহ-শিক্ষক এবং গয়লাকে একত্রে দেখে চেঁচিয়ে বলেছে - 'গয়লা এসেছে। ভিখু! দুধের জায়গা।' এর পর ঐ একই নিঃশ্বাসে সে পুনরায় বলেছে, 'মাষ্টার এয়েছে। দিদিমণি!' একত্রে দুয়ারে অপেক্ষারত গয়লা ও মাষ্টার যেন সমপর্যায়ের ব্যক্তি। কোনও এক দেশীয় রাজপুত্র সিংহাসনে বসে পা দোলাতেন। গুরু মশাই পার্শ্বে হাঁটু গেড়ে বসে করজোড়ে বলতেন, 'মহারাজ! ক বলিতে আজ্ঞা হউক।' এই সম্পর্কে জনৈক গৃহ শিক্ষকের একটি বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত করলাম।

"অমুক মহিলার কন্যার আমি গৃহ-শিক্ষক ছিলাম। একদিন এসে শুনলাম যে সেখানে মহা গণ্ডগোল। জনৈক বহিরাগত যুবকের সঙ্গে প্রেমাভিনয় তার মাতা সরজমিনে ধরেছেন। আমাকে দেখামাত্র ভদ্রমহিলা রুদ্রমূর্তি ধরে বললেন, 'আচ্ছা মাষ্টার মশাই। আমি কি ওকে এই শিক্ষা দেবার জন্যে আপনাকে প্রতি মাসে অত মাইনে দেবো?' আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম যে ভদ্রমহিলার আমাকে ঐ ছুতোয় মাইনে না দেবার মতলব। কিন্তু, ঐ ব্যাপারে আমি কেন দোষী হলাম তা আমি বুঝতে পারি নি।"

বিদ্যালয়সমূহে বিদেশাগত 'র‍্যাগিঙ'ও এক প্রকার কিশোর-অপরাধ। ঐ অপরাধ কিশোরদের দ্বারা সমাধা হয়। অন্য দিকে—কিশোরগণই উহার শিকার হয়ে থাকে। এই নূতন উৎপাতে বহু কিশোরের দেহ ও মন ভেঙেছে। স্যাডিস্টিক মনোবৃত্তি হতে এই জঘন্য অপরাধের সৃষ্টি। অপরাধীরা ওতে এক প্রকার নিষ্ঠুর উল্লাস উপভোগ করে। প্রধানতঃ ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত ছাত্রদের

দ্বারা ঐ অপকর্ম সমাধা হয়। উহা দ্বারা দেহ ও মনের উপর অকল্পনীয় উৎপীড়ন হয়। শিক্ষকদের সহিত ছাত্রদের কোনও মানসিক সংযোগ না থাকাতে ঐ অপরাধের আমদানী সম্ভব হয়েছে। উহা দমন করতে অপারগ শিক্ষকদের স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকার হক নেই। 'প্র্যাকৃটিক্যাল জোক' অন্যায়ী ও পাপী ছাত্ররা করেন। র‍্যাগিঙ যারা করে তারা পুরোপুরী ছাত্র-অপরাধী। সৌভাগ্য এই যে এবংবিধ অপরাধ এ দেশে ব্যাপকভাবে বর্তায় নি। হোস্টেল জীবন প্রয়াসী ঐ সব ছাত্ররা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। পারিবারিক জীবনেও ওরা কাউকে সুখী করতে পারে না। মানসিক চিকিৎসা ও প্রশাসনিক চিকিৎসা উভয় দ্বারা ওদেব নিরাময় করা উচিত। প্রদমিত আদিম শোণিত পানস্পৃহার বহির্গমন উহার জন্য দায়ী। [অপরাধ-বিজ্ঞান ১ম খণ্ড দ্রঃ] ভবিষ্যতে এদের দ্বারা খুন জখম ও বলাৎকার অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। এরা দুর্বলদের নিকট অপ্রতিরোধ্য হলেও প্রবল ব্যক্তিদের ভয়ে এরা ভীত হয়ে হীনতা স্বীকার করে।

পরাশ্রয়ী বালকরা সবক্ষেত্রে সুবিচার ও স্নেহ পায় না। এ অবস্থা শিশু এবং কিশোর অপরাধী সৃষ্টি করে। এই উক্তি আমি পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে বারে বারে করেছি। অন্যের পুত্রদের এবং আপন পুত্রদের মধ্যে ব্যবহারের তারতম্য ঘটবেই। বালকরা [আদি মানুষের মত] ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হওয়ায় তাদের কাছে উহা গোপন থাকে না। এ সম্পর্কে জনৈক অসহায় ভদ্রলোকের একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

"আমার আত্মীয়টির মৃত্যু হলে পড়শীরা ওর শিশু পুত্রটিকে আমার নিকট গছিয়ে দেয়। আমার স্ত্রী ওকে কোনও দিনই পছন্দ করতে বা ভালবাসতে পারে নি। ছুতো পাওয়া মাত্র আমার পুত্রেরা, আমার স্ত্রী এবং ভৃত্যরা তাকে মারধোর করেছে। তাকে বঞ্চিত করে তারই সুমুখে ভালো খাদ্য আমার পুত্রদের দেওয়া হতো। ট্রাইসাইকেলে চড়তে এলে আমার পুত্রেরা তাকে ঠেলে ফেলে দিতো। একদিন ভাঁড়ার ঘর থেকে আচার চুরি করে খাওয়ার সময় সে ধরা পড়ে। আমার স্ত্রীর দারুন প্রহারে সে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলো—'বাঃ রে! সকলকে ডেকে ডেকে আচার খাওয়ানো হয়। আমার বুঝি খেতে ইচ্ছে হয় না!' সেদিনকার মত আজও আমি তাকে আমার স্ত্রীর নির্যাতন হতে রক্ষা করতে পারি না।

ভবিষ্যতে ঐ বালক কিরূপ ভাবে সমাজের উপর প্রতিশোধ নেবে তা আমি জানি না। তবে ভরসা এই যে তার স্বর্গতঃ মাতাপিতা সৎ ও মহৎ ছিল।

হেরিডিটির [বংশানুক্রম] শক্তি যাচাই করবার জন্যে সেদিন পর্যন্ত আমি বেঁচে নাও থাকতে পারি।"

ছায়াচিত্র নির্দেশিত পথে বহু কিশোরকে অপরাধ করতে দেখা গিয়েছে। উপরন্তু অতি ছায়াচিত্র-প্রিয়তা তাদের দ্রব্যাদি বিক্রিতে ও মায়ের বাক্স ভাঙতে প্ররোচিত করেছে। বিলাতি ক্রাইম পিকচারগুলি প্রদর্শনের পর পর্দার উপর একটি বাণী প্রায়ই ফুটে উঠতো—'ক্রাইম ডাস্ নট পে'। কিন্তু এ লিখনটুকু দেখা বা পড়ার জন্য ঐ সময় পর্যন্ত কেউ হলে উপস্থিত থাকে নি। বহু ক্ষেত্রে বদ বন্ধুদের ইচ্ছায় একজন গৃহ থেকে অর্থ চুরি করেছে। পরে সকলে এক সঙ্গে দূর দেশে এ্যাডভেনচারে বেরিয়েছে। বহু বালক মাত্র রোমান্স উপভোগ করার জন্য অপকর্ম করে। কেউ কেউ স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করবার জন্যে বাটীর অর্থ সহ পালিয়েছে। শৈশবের প্রদমিত স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হওয়াই ওদের পলায়নী স্বভাবের কারণ। [পূর্ব পরিচ্ছেদ দ্রঃ] এ সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি কলিকাতা শহরে অতো নম্বর গোয়ালটুলী রোডে থাকতাম। মার বাক্সো ভেঙে আমি একটি জাহাজে সারভেন্টের চাকুরী নিই। এরপর লণ্ডনে এসে এক ইংরাজ দুহিতার সহিত ভাব জমাই। তাকে আমি নিজেকে 'প্রিন্স অফ্ গোয়ালটুলী' নামে পরিচয় দিই। ম্যাপ খুলে চিটাগাঙের কোল হতে মেদিনীপুরের সীমানা পর্যন্ত দাগ কেটে তাকে আমি গোয়ালটুলী স্টেটের বিরাটত্ব বোঝাই। ঐ কারণে ঐ লোভী বালিকাকে আমাকে বিবাহ করতে আমি সম্মত করাই।"

কু সাহিত্য এবং কু-দৃষ্টান্তও বহুক্ষেত্রে বাক্‌প্রয়োগের স্তরাভিষিক্ত হয়ে কিশোরদিগকে অপরাধী করেছে। ওদের হাল্কা চিত্তে সাহিত্যের প্রভাব বেশী হয়। আমি আধুনিক সাহিত্য হতে ঐ সম্পর্কিত কয়েকটি ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আচ্ছা ভাই নারী কি চায়। নারী চায় যে পুরুষ তার দেহ ও মনের উপর ডাকাতি করুক। তুই বোকা। সাহস করে এগো। ও কিছু বলবে না। বরং খুশী হবে।" "যে ঘুষ নেয় না সে বোকা। কারণ—সাবধানে কি করে ঘুষ নিতে হয় তা ও জানে না। যে মুহূর্তটি তুমি উপভোগ করবে না, সেই মুহূর্তেই ওটা হারিয়ে যাবে। দেহ যা চায় তা তো তাকে দিতেই হবে। এমন কি ওর প্রতিটি কোষ ও অনুকোষ যা চায় তা'ও তাকে দিতে

হবে।" "মৃত্যুর এপারেও কিছু নেই, ওপারেও কিছু নেই। যে ক'দিন পার জীবন ভোগ করে নাও।" "পাপ পুণ্য মনের বিকার মাত্র। মরে গেলেই সব ফুরিয়ে যাবে। তখন কোথায় বা মান, কোথায় বা অপমান। দেয়ার ইজ নাথিং গুড অর ব্যাড। বাট থিঙ্কিঙ মেকস ইট সো।" "যা খুশী করো। কিন্তু ধরা পড়ো না। কোনও কমপ্লেন না হলেই হলো। কেউ জানতে পারলেই দোষ। না জানলে কোনও দোষই নেই।" "ওকে সকলেই আদর করে। তুইও তা করে দেখ। নিজেকে বঞ্চিত করে অন্যের সুবিধা কেন করে দিবি," ইত্যাদি।

কোনও এক হাকিম অশ্লীলতা মামলার এক রায়ে লিখেছিলেন— "প্রসটিটিউসন অফ্ পেন্ ইজ ওয়ার্স্ট দ্যান দি প্রসটিটিউসন্ অফ্ বডি।" আমি কিন্তু পুস্তক প্রোসক্রাইব প্রয়াসী হাকিমদিগকে সবিনয়ে বলবো, স্যার! টু কিল এ বুক ইজ মোর দ্যান কিলিঙ এ ম্যান। রুচিহীনতা [কুরুচি] এবং পানিসমেন্ট যোগ্য অশ্লীলতার প্রভেদ স্বল্পব্যক্তিই বোঝে।

অসামাজিক উক্তিগুলিকেই শুধু অশ্লীল বলা উচিত। অবশ্য কে কি ভাবে উহা গ্রহণ করছে এবং নীতিবোধ কতটা নষ্ট হচ্ছে তা'ও দেখা উচিত। অধুনা বই পড়ে কোনও কিশোর বিপথগামী হয় না। ব'কে যাওয়ার মত প্রচুর [Raw] মেটিরিয়াল সে বাইরে পেয়ে থাকে। কোনও অশ্লীল সাহিত্যের [পর্ণোগ্রাফি] অপেক্ষায় তারা নেই। বই পড়ার মত ধৈর্য তাদের কম ক্ষেত্রেই থেকেছে। কিছু টাইপ্‌ড কিংবা নাম গোত্রহীন মুদ্রিত পুস্তক গোপনে বিলি হয়। ঐগুলি পাঠে ওদের দেহ ও মন অত্যন্ত খারাপ হয়। দারুণ উত্তেজনায় বহু বালকের জ্বর এসে গিয়েছে। ঐগুলির লেখককে খুঁজে বার করে দণ্ড দেওয়া উচিত। বহু শক্তিশালী সাহিত্যিক প্রকাশকদের গোপনে ঐ সকল পুস্তক লিখে দেন। রাজপথে ক্রীড়ারত কুকুর কুকুরী-গুলিকে বরং আগে বিদায় করে দেওয়া হোক।

[বড় ও ছোট বালককে একত্রে দুয়ার বন্ধ করা বন্ধ করুন। প্রেমজ আদর ছোটটির স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে। বড়টিকে তখনই অন্যত্র সরান। সহোদর মধ্যে ঐ সম্পর্ক গড়ে না।]

বহু অভিভাবক কিশোর ও শিশুদিগকে বৈষয়িক বিষয়ে মিথ্যা বলতে শেখান। বহু শিশুকে আগন্তুকদের বা পাওনাদারদের বলতে শোনা গেছে— 'বাবা বললেন যে বাবা বাড়ি নেই।' আমি কোনও এক ইনকামট্যাক্স উকিলকে বলেছিলাম, অ্যাঁ এ কি বলছেন, মশাই। এ তো জোচ্চুরি [মিথ্যা]

শেখাচ্ছেন। প্রত্যুত্তরে ঐ উকিল ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন—মশাই। সম্পত্তি রাখতে হলে আপনাকে জোচ্চুরি শিখতে হবেই। শুধু তাই নয়। ঐ বিদ্যেটা আপনাকে আপনার পুত্রকেও শেখাতে হবে। সময় পেলে ওটা আপনার পৌত্রকেও শেখাতে হবে। আয়কর বিভাগের অফিসারগণ সাহায্যকারী না হয়ে দরদহীন অতি উৎসাহী ছিদ্রান্বেষি ও উৎপীড়ক হলে ঐরূপ পন্থা [লিগ্যাল ফাঁকি] গ্রহণ—করে উপায়ও থাকে না। আয় কর আইনসমূহ সরলীকৃত না হওয়ার জন্যই বহু ব্যক্তিকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। পল্লীগ্রামের দরিদ্র চাষীদেরও আত্মরক্ষার্থে তাদের শিশুপুত্রদের বহু মিথ্যা বলতে বাধ্য করাণ হয়। নিম্নোক্ত বিবৃতিটি থেকে বক্তব্য বিষয়টি বোঝা যাবে।

"আমি আমার খাতক অমুক চাষীর গৃহে গিয়ে বললাম, 'ওহে। তোমার মাচার লাউটা তো চমৎকার'। আমার উদ্দেশ্য বোঝা মাত্র চাষী লোকটি চিৎকার করে তার শিশু পৌত্রকে বললো, 'ও দাদু ভাই! লাউটা তুলে কর্তা মশাইকে দাও'। ঐ শিশুটিকে উত্তরটি পূর্ব থেকেই শিখানো ছিল। সে সাথে সাথে সুন্দর ভাবে মিথ্যা করে বলল। 'ওতো দাদু! নায়েব মশাইয়ের পোলা দু' গণ্ডা পয়সায় কিনে নিয়েছেন। আজ বৈকালে ওনার বাড়ি পৌঁছুতে হবে।' পাছে আমাকে ওটি বিনা মূল্যে দিতে হয়, তাই ঐ বাহানা ওকে শিখানো ছিল।"

বহু গৃহ পলাতক বালকগণ প্রত্যাগমনের পর কৈফিয়ৎ স্বরূপ ইচ্ছাকৃত ভাবে বহু মিথ্যা কাহিনী বলে থাকে। ঐ সব কিশোর ও শিশুরা সকল ক্ষেত্রে জ্ঞানতঃ মিথ্যা বলে না। বহু ক্ষেত্রে ওরা প্যাথোলজিক্যাল লাইসয়ের শিকার হয়েছে। ঐ মিথ্যাবাদী রোগ এক প্রকার মানসিক ব্যাধি। একটি কৈফিয়ৎ মনে ওরা গড়ে ও বারে বারে ভাবে। পরিশেষে সত্যই এরূপ ঘটেছিল বলে তারা বিশ্বাস করে। গৃহ পলাতক বালকেরা ফিরে এসে এরূপ বহু মিথ্যা কাহিনী বলেছে। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে এগুলি চিত্তাকর্ষক এবং লোমহর্ষক হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত মিথ্যা কাহিনীটি বহু বালককে বলতে শোনা গিয়েছে।

"আমি ওই দিন ওই পথ দিয়ে ওখানে যাচ্ছিলাম। সেই সময় জনৈক সন্ন্যাসী আমার মুখে গঙ্গোদক ছিটিয়ে দিলে। [কেউ কেউ প্রসাদ খাওয়ালে বলেছে] ফলে, আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। জেগে উঠে দেখি আমি এক গহন বনে একটা ঘরে আটক আছি। সেখানে আমার মত আরও

ক'জন হাত পা বদ্ধ বালক বসে ছিল। জানলার ফাঁকে দেখলাম পুরানো বট বৃক্ষের তলায় একটা হাঁড়িকাঠ ও প্রকাণ্ড রক্তমাখা খাঁড়া। সম্মুখে লকলকে জিহ্বা খড়্গধারী বিরাট কালীমূর্তি। ক্রন্দন রত অন্য বালকরা বলল যে প্রত্যহ একজন বালককে ওখানে বলি দেওয়া হয়। মা ও পিসীর নাম করে সারা রাত ধরে আমি সেখানে কতো কাঁদতাম। প্রত্যহই আমি এক এক বালককে চক্ষের সম্মুখে বলি হতে দেখতাম। পনেরো দিন পর আমার মনে একটা বুদ্ধি এসে গেল। গভীর রাত্রে আমি দাঁত দিয়ে কেটে আমার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলি। এর পর পর্ণ কুটিরের জানলা দিয়ে লাফিয়ে একটা বড় পুকুরের জলের মধ্যে পড়ি। তার পর পাড় ঘেঁষে হিংস্র জন্তু ও বিষাক্ত সাপ ভরা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দৌড়োতে থাকি। [সাঁতার জানা বালকরা ডুব সাঁতার কাটার কথা বলে] সারা রাত ধরে আমি বন জঙ্গল ও বাদা ভেঙে দৌড়ই। [বৃক্ষারোহণে সমর্থ বালক বৃক্ষশাখাতে রাত্রিযাপনের কথা বলে] শেষে ভোর বেলাতে দূরের একটা দরিদ্র চাষীর গৃহে আশ্রয় নিই। সে সব শুনে আঁতকে উঠে আমাকে বলে—সর্বনাশ। এ জঙ্গলে যে কাপালিক আছে। সেই লোকটিই রেল স্টেশনের পথটি আমাকে বলে দেয়। আমি বারো মাইল হেঁটে একটা ছোট রেল স্টেশনে আসি। সব শুনে ষ্টেশন মাস্টার দয়ার্দ্র হয়ে আমাকে কলকাতার একটা টিকিট কিনে দেন। এ ভাবে অনাহারে অনিদ্রায় থেকে আজ সন্ধ্যাতে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলাম। তার পর সারা পথ পায়ে হেঁটে আমি বাড়ি ফিরে এসেছি।

এরা যে ইচ্ছা করে মিথ্যা বলে তা নয়। তারা একটা কৈফিয়ৎ বার বার ভাবে। শেষে ওই যে হয়েছিল তা সে বিশ্বাস করতে শুরু করে। একটি মিথ্যা দুইবার বললে কিছু হের ফের হয়ই। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে প্রতিবারই সে প্রায় একই রূপ বলেছে। একে ইংরাজীতে প্যাথোলজিক্যাল লাইস [lies] বলা হয়।

[মোটর কলিসন কেউ ঠিক দেখে না। শব্দ শুনে সাক্ষীরা মুখ তুলে চায়। তারা দেখে যে একটা গাড়ী এখানে অন্যটি ওখানে পড়ে রয়েছে। পুলিশ কর্মী তখুনি তদন্তে এলে তারা এ কথাই বলতো। পরে তারা ঘটনা সম্বন্ধে ভাবতে থাকে। ধীরে ধীরে. তারা 'না দেখা' রূপ ফাঁক [Gap] পূরণ করে [fill in] নেয়। দরিদ্র সাক্ষীদের চিন্তা পথচারীর পক্ষে ও ধনী মোটর বিহারীর বিপক্ষে যায়। কিছু পরে তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে এরূপ ভাবেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। বহু পরে পুলিশ তদন্তে এলে তারা ভুল সাক্ষ্য দিয়েছে।]

মোটর-বিহারীদের সাক্ষ্য ওই জন্যে প্রায়ই পথ-চারিদের বিরুদ্ধে যায়। তাদের ধারণা এ দেশের লোক পথ চলতে জানে না। কিন্তু ঘটনার পর মুহূর্তে জিজ্ঞাসিত হলে তারা সত্য সাক্ষ্য দেয়।

এই সকল বালকদের অধিকাংশই কলিকাতা [শহর] নিবাসী কল্পনা-বিলাসী ও ভাবপ্রবণ হয়ে থাকে। বড়দের সঙ্গে যৌনজ [অবৈধ] কিংবা অযৌনজ কারণে ওদের কেউ কেউ পালিয়েছে। পরে ফিরে এসে বড়দের শিক্ষামত কিংবা নিজেদের তৈরী কাহিনী কপচেছে। অন্যেরা অ্যাডভ্যানচার প্রিয় হয় এবং সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে বিদেশ ঘুরে আসে। খরচ খরচা ওদের অন্য কোরও বন্ধু ওদের হয়ে করে। ওদের একজন ঐ অর্থ বৈধ বা অবৈধ ভাবে তার বাটী থেকে সংগ্রহ করে। কিন্তু ওরা ফিরে এসে ঐ বন্ধুটির নাম কখনও বলে নি। এমন কি সিনেমায়ও নামার জন্য ওরা বোম্বে পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। কিন্তু পরস্পরের নাম ওরা কারও কাছে প্রকাশ করে নি। বহুক্ষেত্রে ভয়ে ও আতঙ্কে কিংবা মনোরোগের কারণে ওরা বিস্মরণশীল হয়েছে।

দেশে উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাসমূহ ঘটতে থাকলে ওদের ওই মিথ্যা-কাহিনীর বহু হের ফের হয়েছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় বহু পলাতক বালক ফিরে এসে বলেছে যে জনৈক আমেরিকান সৈন্য তাকে জোর করে জিপে তুলে কোহিমায় নিয়ে যাচ্ছিল। একমাস পরে সে নিজে পালিয়ে ঐ ভাবে ট্রেনে করে কিংবা ওদের ক্যাপটেনের দয়ায় ওদেরই এক জিপে ফিরে এসেছে। প্রাক্ বৃটিশ কলিকাতার সাম্প্রদায়িক মহাদাঙ্গা কালে বহু হিন্দু বালক ফিরে এসে বলেছে যে, মুসলমানদের একটা দল তাঁকে ধরে লরীতে তুলে একটা বিরাট্ বস্তীর মধ্যে আরও ষোলজন হিন্দু বালকের সঙ্গে আমাকেও একটা ঘরে আটকে রেখেছিল। ওরা আমাদের মুসলমান হতে বললে আমরা সকলেই ঐ প্রস্তাবে অস্বীকৃত হলাম। পরে ওরা ঠিক করলো লরী বোঝাই করে আমাদের পেশোয়ার নিয়ে যাবে। কিন্তু পনের দিন পর রাত্রে ওরা মত বদলে আমাদের এক এক করে কাটতে শুরু করলো। আমি মরিয়া হয়ে ছাঁচি বেড়া ভেঙে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ে পালিয়ে এলাম।" কয়েক ক্ষেত্রে এরা বলেছে যে সে জনৈক দয়ালু মুসলিম মহিলার সাহায্যে ঐ কশাইখানা থেকে পালাতে পেরেছে।

বলাবাহুল্য অজ্ঞ মা পিসীর দল এবং বহু অবিভাবক হারাধনদের ফিরে পেয়ে তাদের প্রতি আদরের মাত্রা আরও বাড়িয়েছেন। ওদের কাহিনী

বিশ্বাস করে ওঁরা ওদের পুলিশের নিকটও এনে এজাহার দিয়েছেন। সরজমীনে তদন্ত করে দেখা গিয়েছে যে ওদের প্রত্যেকটি কাহিনী মিথ্যা। বহু অজ্ঞ পুলিশ-কর্মী ওদের বিবৃতি মত নিরীহ ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে তাদের বৃথা হয়রাণ করেছেন। একটি ক্ষেত্রে প্রহারের ভয়ে জনৈক অন্যায় ভাবে ধৃত ব্যক্তি একটি স্বীকারোক্তিও করেছিল। কিন্তু, পরে বোঝা যায় যে স্বীকারোক্তিটিও সর্বৈব মিথ্যা কাহিনী। জনৈক বালককে কলিকাতার জোড়াবাগান এলাকাতে একটি ভূগর্ভের কক্ষের অবাস্তব কাহিনীও বলতে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু ঐ কক্ষটি বহু চেষ্টা করে কোথাও সে পুলিশকে দেখাতে পারে নি। আমি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ঐরূপ কল্পনা বিলাসী কয়জন বালককে স্বর্গীয় ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বোস-এর নিকট পেশ করেছিলাম। উনি ওদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ওদের সম্পর্কে প্যাথোলজিক্যাল লায়ার রূপে রায় দিয়ে ছিলেন।

ঠগ ভিখারীদের দলেও বহু মিথ্যাবাদী কিশোর-অপরাধীকে দেখা যায়। আত্মপদী এবং পরপদী উভয় প্রকার অলিক ভিখারী দেখা যায়। জনৈক কিশোর একদা কলিতাতার রাজপথে ভিক্ষা করছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে নিম্নোক্ত একটি সকরুণ কাহিনী আমাকে বলে।

"আমি ছোট বেলায় স্কুলে পড়তাম। কিন্তু পিতা স্কুলে বেতন দিতে পারেন নি। আমাকে ওরা স্কুল থেকে সেজন্য নাম কেটে দিলে। একদিন দেখলাম পিতা নিয়মিত কর্মস্থলে যান না। গোপনে পাওনা আনার জন্যে ওঁর চাকুরী নেই। প্রতি রাত্রে মার সঙ্গে ওর ঝগড়া হতে থাকে। রাত্রে কি সব খেয়ে বাবা টলতে টলতে বাড়ি আসতেন। তাঁর চিৎকারে আতঙ্কে পড়শীরা তাকে পাড়া ছাড়তে বলে—তারপর একদিন উনি কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। আমার ছোট্ট বোনটা কদিন অসুখে ভূগছে। তার দুধ ও ঔষধ কেনার একটা পয়সাও আমাদের নেই। আজ দুদিন আমাদের একটুও আহার জোটে নি।"

আমি দয়াপরবশ হয়ে তার হাতে দুইটি টাকা তুলে দিই। এর সাতদিন পরে অন্য আর এক স্থানে তাকে অনুরূপ ভাবে আমি ভিক্ষা করতে দেখি। বালকটি আমাকে চিনতে পারে নি। ঐদিন অবাক হয়ে তার কাছে আমি সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন কাহিনী শুনলাম। পূর্ব কাহিনীর সহিত এই কাহিনীর একটুও মিল নেই। আমি সেদিন অবাক হয়ে ভেবে ছিলাম—বাবা! ঐটুকু ছেলে এত মিথ্যা কথাও বলতে পারে! তবে—ঐরূপ কাহিনী

অন্যত্র সত্যও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে পরিবার দরদী বালকদের পক্ষে অপকর্ম দ্বারা কিছু অর্থ উপায় করা সম্ভব। ঐ সম্পর্কে প্রখ্যাত এক ডাকাতের বিবৃতি আমি উদ্ধৃত করলাম।

"আমার মাতা কোনও এক ধনী ব্যক্তির বাটীতে ঝি-গিরী করত। মনিবের পুত্রদের মত আমারও স্কুলে পড়তে ইচ্ছে করল। মা কেঁদে আমাকে বললেন যে—"খাওয়ার পয়সা জোটে না। দু মাস ঘর ভাড়া বাকি। তোর স্কুলের মাইনে আমি কি করে দেবো"। আমাদের বসত বাটীর বস্তিটা অদ্ভুত পঙ্কিল ছিল। আলো বাতাস কখনও আমাদের ছেঁড়া বেড়ার তৈরী ভাঙা খোলার ঘরে পোঁছোয় না। কোনও ঘরে পুরানো চোর তার রক্ষিতাকে নিয়ে থাকত। কোনও ঘরে বা বেশ্যা নারীর বাস ছিল। বাধ্য হয়ে দুই এক দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থও সেখানে বাসা নেয়। আমি জানতাম যে পয়সা বাতাসে উড়ছে। ধরে নিলেই হলো। ঐ দিনই আমি জনৈক পথিকের পকেট সাফ করে টাকা পাই। পাড়ার বিন্দে সর্দার বিদ্যেটা আমাকে শিখিয়ে ছিল। পর দিন অমুক উচ্চ বিদ্যালয়ে আমি ভর্তি হতে গেলাম সেখানে আমার বাবাকে আনতে বলা হলো। কিন্তু আমার মুস্কিল হলো এইখানেই। বাবার নাম আমি জানবো কি করে। আমার মা-ই তাঁর নাম জানেন না। এর পর জনৈক দরিদ্র বৃদ্ধকে টাকা দিয়ে আমার বাবা সাজিয়ে স্কুলে ভর্তি হই। পরে আমাকে কুলটার পুত্র জেনে ওরা আমাকে বিতাড়িত করে। আমি তখন ঐ স্কুলের গেটে এসে ঐ স্কুলের ছাত্রদের বখাতে আরম্ভ করি। পরে ঐ স্কুলের তিনটি বহিষ্কৃত ছাত্র আমার তিন প্রধান সাকরেদ হয়। মশাই। অপরাধীদের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য ওদের 'জন্ম ও বাসস্থান' ঐ নোঙরা বস্তিগুলো ভাঙুন। এক কল ও এক টাট্টীখানা ওখানে বেশ্যাও সৃষ্টি করে। [ওতে তারা লজ্জা শরমহীন হয়।] নচেৎ একদল অপরাধী যাবে অন্য এক দল অপরাধী আসবে। ধরপাকড়ে মূল সমস্যার সমাধান কোনও দিনই হবে না।" [পারিবারিক প্রাইভেসিই বর্তমান নিরপরাধ সভ্য সমাজের ধারক ও বাহক।]

বহু বালক কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা চক্ষের মধ্যমণিকে উপরে এমন ভাবে উঠায় যে চক্ষের শ্বেতাভ অংশটুকুই নজরে পড়ে। ওইভাবে তারা অন্ধ সেজে ভিক্ষা করতে বেরোয়। বহু কেপমারী চোর-বালক ধরা পড়ার পর বোবা সাজে। ওরা ওইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা জিহ্বা ভিতরে এমন

ভাবে গুটোয় যে ওদের বোবাই মনে হবে। কেউ কেউ মোম ও তেল রঙের দ্বারা হাতে ও পায়ে কৃত্তিম ঘা' তৈরি করে। নিম্নে ওই সম্পর্কিত একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"প্রায়ই এক কুব্জ নুয়ে পড়া অন্ধ বৃদ্ধকে এক মূক বালকের কাঁধে ভর করে ভিক্ষা করতে দেখা যেত। কোনও সংবাদ অনুযায়ী আমরা ওদের অনুসরণ করি। বস্তির সরু পথে হঠাৎ বৃদ্ধ ও ঐ বালক দৌড়তে সুরু করলো। ওই কুব্জ দেহ বৃদ্ধ ততক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাদু ও তাঁর নাতির ঘর তল্লাস করে চোরাই দ্রব্যও পাওয়া যায়। ওই বালক বেশী কিছু সময় মিথ্যা বলে ওই প্রৌঢ়কে নিজ দাদু বলেই পরিচয় দেয়। পরে ডাক্তারী পরীক্ষাতে দেখা যায় যে ওদের কেউই অন্ধ বা বোবা নয়।"

(২) পর-পদী : আত্মপদী কিশোর-অপরাধীদের সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার পরপদী অপরাধীদের সম্বন্ধে বলবো। এদের অধিকাংশই অপকর্মকে জীবিকা রূপে গ্রহণ করেছে। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে এরা পারিবারিক জীবন ত্যাগ করে বস্তিবাসী হয়েছে। ওদেব বহুজন পুরাতন পাপীদের দ্বারা প্রতিপালিত হয়। এরা অভিভাবকহীন চোর-পালিত পরাশ্রয়ী বালক। কারও কারও মনোবৃত্তি প্রায় আদি-মানবের মত হয়ে থাকে। কিছু বালক বংশপরম্পরায় বা গুরুপরম্পরায় অপরাধ করে। অপকর্মের জন্য ওদের বিশেষ রূপে শিক্ষিত করে তোলা হয়। পুরোনো পাপীরা উপযুক্ত স্থান থেকে ওদের সংগ্রহ করে আনে। কোনও কোনও স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতি চুরিতে নিয়োগ করবার জন্য গৃহস্থদের ছোট ছোট শিশুদের অপহরণ করে। নিজেদের ঔরসজাত শিশুদের সাথে ওদেরও তারা চুরি শেখায়।

ওই সকল পরকীয়া বালক-অপরাধীরা বয়স্ক অপরাধীদের অপকর্ম সমূহে সহায়তা করে। শহরে, গণ্ডগ্রামে ও গঞ্জে ওদের বসবাস। গ্রামে এদের প্রায়ই দেখা যায় না। ওরাই পরবর্তী কালে বয়স্ক অপরাধীতে রূপান্তরিত হয়। বহু ক্ষেত্রে বয়স্কদের অপেক্ষাও ওরা চতুর হয়। ওদের কারও চক্ষু অতি চঞ্চল, কারও বা উহা একান্ত নিষ্প্রভ। এরা স্বাধারণতঃ শীর্ণকায়, মলিন ও ক্ষিপ্র হয়ে থাকে।

বয়স্ক-অপরাধীরা ওদের অপকর্মে নিযুক্ত করে নিজেরা দূরে অপেক্ষা করে। পরে ধরা পড়লে ওরা অভিভাবক সেজে ওদের নির্মম ভাবে

প্রহার করেছে। ফরিয়াদীবা উহা সহ্য করতে না পেরে ওদের মুক্তি দিয়েছেন। বহু প্রবঞ্চক জনৈক বালককে জামিন স্বরূপ কোনও দোকানে বসিয়ে মেয়েদের দ্বারা পছন্দ করানোর জন্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করে। ঐগুলি তাঁরা সেই উদ্দেশ্যে স্ব গৃহে নিয়ে যান। তারপর তাঁরা আর ফিরে আসেন না। কিছুক্ষণ পরে ওই বালক উসখুস করে রাস্তায় নেমেছে। কিংবা ক্ষুধার ভণিতা করে কেঁদেছে। পলায়নে অপারগ হলে তারা প্রবঞ্চক ব্যক্তিকে চেনে না বলেছে। সেই সঙ্গে তারা বলেছে যে হাতে চার আনা পয়সা দিয়ে সে তাকে ওই দোকানে কিছুক্ষণ বসে থাকতে বলেছিল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দরিদ্র লোভী বালককে যে ওই ভাবে ওরা কাজে লাগায় নি তাও নয়। বহু যৌনজ অপকর্মে লিপ্ত নারী সন্দেহ এড়ানোর জন্যে ঐরূপ নিঃসম্পর্কিত বালকদের সঙ্গে করে উপপতির গৃহে যায়। কিছু নারীও তখনও পিউবা-বটি না হওয়া কিশোরদের দ্বারা নিরাপদে ও নির্ভাবনায় যৌন সঙ্গমে অভ্যস্ত। প্রবঞ্চকরা প্রয়োজন মত ওদের সংগত করে ওদের সাহায্য নিয়েছে। একাকী কার্য-রত প্রবঞ্চকরা স্থায়ী ভাবে ওদের ভরণ-পোষণ করে নি। সিঁদেল চোরদের এবং পকেটমারদের ওস্তাদরা দলেব কার্যেব সুবিধার জন্য কিশোরদের পুষে থাকে। নওসেরা ও বিড্স্বাম্বালিঙে ভিকটিমদের সুমুখে পারিবারিক পরিবেশ-সৃষ্টির জন্য নারী শিশু ও কিশোরদের সাহায্য নেওয়া হয়। শিশু সন্তান স্ত্রী পরিবারবর্গ সহ বাস করতে দেখে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বুঝে যে ওরা খাঁটি গৃহস্থ হওয়ায় ওদের পলাবার সম্ভাবনা নেই। ভাড়া করা বাড়ির ভাড়া করা আসবাব পত্রের মত ওরাও যে ভাড়া করা তা ওদের কেউই বোঝেন না। বে-ওয়ারিশ এবং ভবঘুরে কিংবা দরিদ্র বা পরিত্যক্ত বালকদের মধ্য হতে ওদের সংগ্রহ করা হয়। ওদের কারও কারও সঙ্গে পুরানো পাপীদের অবৈধ যৌন সম্পর্কও থেকেছে।

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে কোথা থেকে ঐ সকল বালক সংগৃহীত হয়। শহরে ভবঘুরে ও বেওয়ারীশ বালকের সংখ্যা অপ্রতুল নয়। এদের অনেকে ফুটপাতে কিংবা পড়ে থাকা ড্রেন পাইপে জন্মগ্রহণ করে সেইখানেই বসবাস করে। রিফিউজি প্রবাহকালে ওরা সুবিধা মত নিজেদেরকে রিফিউজি বালক বলেছে। অবশ্য কদাচিৎ প্রকৃত রিফিউজি বালকরাও ওদের দলে ভিড়ে গিয়েছে। ভিখারীরা তাদের সন্তানদের বিলিয়ে দিতে সর্বদাই প্রস্তুত। বেশ্যা পল্লীতে জন্মানো পুরুষ সন্তানদের তাদের মাতাদের প্রয়োজন নেই। পুরোনো

পাপীদের অবৈধ . সন্তানরাও ওদের কলেবর বাড়ায়। ওদের দলে পিতৃ মাতৃ হারা উদ্বাস্তু সন্তান এবং দরিদ্র পীড়িতদের সন্তানরাও থাকে। গৃহ বিতাড়িত ও পলাতক পুত্রেরাও ওদের দলে যোগ দেয়।

ফুটপাতের রোগীদের হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাজপথে ভ্রাম্যমান পশু কূলের জন্য বহু স্থানে খোঁয়াড় থাকে। হারানো ও অনাথ শিশুদের জন্য অনাথ আশ্রম আছে। কিন্তু এদের উদ্ধার করে পাঠানোর মত কোনও সংস্থা কোথাও নেই। বাটীর বাহিরে সদা ভ্রাম্যমান [ওয়ারিশ বেওয়ারিশ নির্বিশেষে] শিশুদের ও কিশোরদের পাকড়াও করে থানায় আনলে ওদের মাতাপিতারা সচেতন হবেন। ওদের ভ্রমণে ও ক্রীড়ায় পার্কের জন্য শহরের এখনও খালি জমির প্রতিটি এখনই হুকুম-দখলের প্রয়োজন। শহরগুলিকে আরও ঘিঞ্জি না করে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন সর্বাধিক।

প্রশ্ন উঠবে ঐ বিরাট বেওয়ারিশ বাহিনী কোথায় বসবাস করে। ওরা একত্রে থাকে না পৃথক পৃথক স্থানে পৃথক পৃথক থাকে। ওদের মধ্যে যারা একাচারী আত্মপন্থী তারা ভরণ পোষণের জন্য কাদের উপর নির্ভর করে। আশ্চর্য এই যে ওরা সকলে অপরাধীদের কলেবর বৃদ্ধি করে নি। তাহলে কলকাতা শহরে ভদ্র ব্যক্তিদের বাস করা সম্ভব হতো না। ওদের মধ্যে বেশী সংখ্যক বালক সুযোগ পাওয়া মাত্র সংবাদ-পত্র বিক্রেতা, হকার সু-পালিশ বয় গৃহ ভৃত্য ও শ্রমীকের কার্য গ্রহণ করেছে। অবশ্য পুরোনো পাপীদের সহিত পূর্ব পরিচয় [গৃহভৃত্য] থাকাতে প্ররোচনাতে ওরা অপকর্মও করে। বহু ক্ষুদ্র মোটর সারাই মিস্ত্রি সামান্য খাদ্য প্রদানে বা নামমাত্র বেতনে এদের হেল্পার রূপে নিয়োগ করে। বেশ্যা পল্লীর বালকরা বাইরে দোকানাদিতে কাজ করে। কাজ না থাকলে ওরা নিজেদের মায়েদের নিকট হতে কিছু চেয়ে নেয়। ভিখারীপুত্রেরা ক্ষুধা মিটাতে মায়েদের ভিক্ষা অন্নেতে ভাগ বসায়। অন্যেরা মল্লিক বাড়ির অন্নছত্রে একবেলার মত ক্ষুধা মিটায়। কিন্তু সকলের পক্ষে ওভাবে প্রত্যহ আহার সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সেই সময় তারা পুরোনো পাপীদের দলে ভিড়ে। কেউ কেউ একক ভাবে অপকর্ম করা পছন্দ করেছে।

ভদ্র গৃহস্থদের অধঃপতিত পুত্রেরা অপদল সৃষ্টি না করলেও এরা কর্মক্ষেত্রে নিজেদের অপদল সৃষ্টি করেছে। ঐ সকল বালকেরা একত্রে না থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করে। এরা নিজেরা অপরাধীদের

খুঁজে বার করে না। বরং অপরাধীরাই পছন্দমত ওদের সংগ্রহ করেছে। ঐরূপ বহু বালক ওদের হেপাজত হতে সুযোগ মত পালিয়েও এসেছে। কিন্তু যারা টিকে গেছে তারাই অপরাধী হয়েছে। এই অপরাধী বালকদের কর্মক্ষেত্রের বাটোয়ারীর [distribution] সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। বহু পুরোনো পাপী বাটির বকাটে কিশোর পুত্রদের এবং পথ হতে সংগৃহীত বালক ভৃত্যদের নিকট হতে পাওয়া সুড়ুক সন্ধান মত চুরি করে। ওদের তারা নারী ও অর্থ এবং নেশা দ্বারা বশ করে থাকে।

(১) উত্তেজক বালক : বড় বড় শহরে পল্লী অঞ্চল হতে ভোর রাত্রে তরকারীর গাড়ি আসে। বালক দল ঐগুলির পিছনে দৌড়ে তরকারী লুটে গলির মধ্যে পলায়। বহু ভদ্র গৃহস্থ ওদের নিকট থেকে সস্তায় তরকারী কিনে। এরা বড় বড় বাজারের বিশাল ছাদে নিদ্রা যায় এবং সস্তা পাইস হোটেলে ভোজন করে। ওদের একটা পাকাপোক্ত স্থায়ী দল রেলের ওয়াগন ভাঙে। বহু ধনী ব্যবসায়ী এদের নিয়মিত মাসোহারা দেন। বেশ কিছু কারীগরী জ্ঞান থাকাতে ঐ কাজে ওরা খুবই দক্ষ। ওদের দৌড়নোর ও লাফানোর এবং আঘাত সহ্য করার শক্তিও বেশী।

উপরোক্ত জীবিকা ব্যাতিরেকে ওদের অপর একটি অপকার্য আছে। রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক গোলযোগের কালে এদের সুবর্ণ সুযোগ আসে। এদের আনন্দ এবং উত্তেনা ঐ সময়ে চরম সীমায় উঠে। সামান্য লুটপাট ছাড়া ওতে ওদের আর্থিক সুবিধা কম। ওতে ওরা পৈশাচিক ও উত্তেজক আনন্দ পায় মাত্র। কিন্তু অন্য সময়ে ওদেরকে ভদ্র ও শান্ত দেখা যায়। এরা ট্রাম ও বাস পোড়াতে অন্যদের সাহায্য করে। গলির মুখে পুলিশের গাড়ি তাক্‌ করে ওরা ইঁট ছোড়ে। সম্প্রদায় নির্বিশেষে এরা লুঠ পাট করে। স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক প্রসেসানেও ওরা যোগ দেয়। দ্রুত গতিতে এরা রাজপথে ডাস্টবিন ওল্টাতে ওস্তাদ। পুলিশের গুলি সম্পর্কে ওদের চেতনা খুবই কম। কিন্তু ওদের নিজস্ব কোনও রাজনৈতিক মতবাদ নেই। প্ররোচনা ব্যতিরেকেও এরা কুকর্ম করে। বড় বড় বাজারের আশে পাশে গলি খুঁজিতেই এদের বেশি দৌরাত্ম। রাত্রিতে ঐ সকল কাজ ওরা করে থাকে। দিনের আলোয় এরা নিজেদের গুটিয়ে নেয়।

(২) সিঁদমারী : সিঁদমারী বালকদের সিঁদেল চোরের দল পুষে।

থাকে। ঐ বালকরা আদিম মানুষের মত মনোবৃত্তির অধিকারী। এদের স্থূলদেহী হতে দেওয়া হয় না। ওদের সদা শীর্ণকায় করে রাখা হয়। এদের কম আহার দেওয়ার সঙ্গে রীতিমত ব্যায়াম করান হয়। সিঁদেল চুরির বিশেষ এক পদ্ধতীকে ঘুলঘুলি পদ্ধতি বলা হয়। শীর্ণকায় বালকগণ নর্দমা বা ঘুলঘুলির মধ্যে প্রবেশ করে গৃহের সদর দরজা খুলে দিলে বয়স্করা ঐ সুবিধাজনক পথে প্রবেশ করে। দরজা দিয়ে মাল সমেত বয়স্করা সহজে বাহিরে আসতে পারে। দুয়ার খুলে দেওয়ার পরই এরা ঘটনা স্থল পরিত্যাগ করে। তাই ঐ সকল বালক ঘটনাস্থলে কখনও ধরা পড়ে না।

(৩) পকেটমার : পকেটমার বালকদের বহু জন একাকী অপকর্ম করে। এরা প্রায়ই তুলমারী পদ্ধতিতে কার্য করে। অর্থাৎ তারা পকেট হতে আঙুলের কায়দাতে দ্রব্য তোলে। কিন্তু কাটমারী পদ্ধতিতে ওরা বহুকাল শিক্ষানবীশ থাকে। কিছুটা বয়েস বাড়লে এরা ঐ পদ্ধতিতে রত হয়। বহু পকেটমার বংশানুক্রমে পকেটমারী কার্য করেছে। তবে ওরূপ শিশুরা রক্ষিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। বাল্যকাল হতে পিতা বা পিতামহের নিকট ওরা শিক্ষা গ্রহণ [জাত ব্যবসায়] করে। বাহিরের প্রচুর বালককেও এরা দলভুক্ত করে শিক্ষা দেয়। প্রথমে বালকদের এরা কার্যপদ্ধতির অঙ্গরূপে ব্যবহার করে। ঐ সম্পর্কে নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি অমুক স্ট্রীট ধরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ এক বালক আমার পায়ে তার পা বাধিয়ে পড়ে গেল। ঐ কিশোর এমন ভাবে কাঁদলো যেন ওর বড্ড লেগেছে। প্রায় দশ-বারো ব্যক্তি আমাকে ঘিরে ধরে বললো। 'বাবু সাহেব। এহি লেড়কাকো গিরালেন কেন ? ঐ গোলমালের মধ্যে হঠাৎ দেখি যে আমার পকেটের মণিব্যাগ নেই। ওরা তাই আমাকে অমন ভাবে চেপে ধরে ছিল। পর মুহূর্তেই ঐ বালক ও তার মুরুব্বীরা ওখান থেকে হাওয়া।"

কোনও এক পকেটমার সর্দারকে তার শিশুপুত্রকে আদর করে বলতে শুনেছিলাম। 'এ'শালে। বড়ো হয়ে হামসে বড়ি চোর হবে। এ শালে বে-দাগী চোর হবে। হা হা হা'। সাধারণ লোকের কাম্য যে তার পুত্র হাকিম হবে। এদের পারিবারিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভিন্ন প্রকারের হয়েছে।

একটু বড় হলে এরা পরস্পরের পকেট মেরে বা তা কেটে প্রথম পাঠ নেয়। দ্বিতীয় পাঠ কালে এরা কচি নাউয়ের উপর ভেজা ন্যাকড়া জড়িয়ে ব্লেড দ্বারা উহা এমন ভাবে কাটে যাতে ঐ নাউয়ে আঁচড় না পড়ে। ঐ শিক্ষার

কালে ওরা কারো দেহের ত্বক না কেটে শুধু কোট বা সার্ট কাটে। তৃতীয় পাঠ কালে এরা 'পাখনা' [ব্লেড] চালানোর পদ্ধতি এবং দুইটি অঙ্গুলির সাহায্যে ব্যাগ তোলা শেখে। গালের কসিতে রঙ রেখে এদের কৃত্তিম রক্ত বমন [প্রহার এড়াতে] শেখানো হয়। কাঁধের উপর বাহু রেখে ধমণীর গতি হতে ওরা লোকের অন্যমনস্কতা বোঝে। এর পরে এদের ফিল্ডে এনে উপযুক্ত তোতা [শিকার] চিনতে শেখানো হয়। শিকার বা তোতাদের অন্যমনস্ক করার জন্য এদের বহু 'কিসসা'র কায়দা [কথপোকথন] এবং ঠোকর ও চক্রর পদ্ধতি শেখানো হয়। এরপর ওদের স্ব স্ব এলাকার সীমানা বোঝানো হয়। মেলা ও প্রদর্শনী সমূহ অবশ্য ওদের সকলের এজমালী [Free port] এলাকা। এ ছাড়া চলন্ত বাস, ট্রেন প্রভৃতির মোবাইল এবং পথ মোড় ও কাটরার স্ট্যাটিক স্থানের বিভিন্ন পদ্ধতি ওদের শেখানো হয়। কাউর কঠিন কার্যে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকলে ওদের আরও একটু বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

সিঁদমারীর দলেও বালকদের অপকর্ম বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। ওখানে বালকদের পরীক্ষারও ব্যাবস্থা আছে। শব্দ না করে বগলি সিঁদ কাটতে চাডবাজী, তুরপুন এবং চাবি ও গামছার কাজ ওরা ওস্তাদদের কাছে শেখে। বালকদের একটা নরম সাবান দিয়ে গোপনে তার মায়ের সিন্ধুকের চাবির ছাঁচ তুলে আনতে বলা হয়। ওরা চাবি সাবানের মধ্যে ঢুকিয়ে ছাঁচ তুলে আনলে পরীক্ষাতে তারা পাশা হলো। পরে ঐ ছাঁচের সাহায্য অনুরূপ একটি চাবি তৈরি করে নেওয়া হয়। জনৈক চোর বালকের ঐ সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক কাহিনী নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

"বাল্যকালে আমার পিতার ঘরের পাশে একটি কারখানা ছিল। ঐ কারখানাতে হাতুড়ির আওয়াজ শুরু হলে আমি বাবার হুকোতে তামাক খেতুম। ঐ টিনের কারখানার শব্দে হুকো টানার গুড় গুড় আওয়াজ পাশের ঘর হতে বাবা শুনতে পেতেন না। কিন্তু ঐ কারখানার হাতুড়ির আওয়াজ বন্ধ হওয়া মাত্র আমি হুকোতে টান দেওয়া বন্ধ করতাম।

সিঁদেল চোরদের দলে ঢোকার পর বাল্যকালের ঐ ঘটনা আমার মনে পড়ে হায় : আমার মতলব মত একটা পুরানো মোটরে করে সিঁদ দিতে বেরোই। বাটির দেওয়াল ঘেঁষে বিকল-মন্দ গাড়িটা রেখে সারাবার ছুতোয় জোরে ইঞ্জিনের আওয়াজ করতাম। ওই আওয়াজে সিঁদকাটা ও দুয়ার ভাঙার শব্দ শ্রুত হতো না। কেউ চেঁচিয়ে উঠলে মোটরের শব্দ আমরা

আরও বাড়িয়ে দিতাম। টহলদার পুলিশও ভেবেছে যে আমাদের মোটর খারাপ হয়েছে। ঐ মোটরে আমরা মাল তুলে সরে পড়েছি।"

পুরোনো পাপীরা দলভুক্ত বালকদের মার খাওয়ার অভ্যাস করায়। ঐজন্য বহু মারেও তারা কেউ দোষ কবুল করে নি। দলের লোকেদের নাম পুলিশ তাদের নিকট জানতে পারে না। ওই সম্পর্কিত জনৈক পুরনো পাপীর একটি বিবৃতি নিম্নে তুলে দিলাম।

"হঠাৎ সর্দার ছোকরাকে ধরে বেদম প্রহার দিতে থাকে। কিল ও ঘুষিতে তার ঠোঁট মুখ কেটে রক্ত বেরোতে লাগলো। সমগ্র মুখমণ্ডল তার ফুটবলের মত ফুলে উঠেছে। কিন্তু এতো সত্ত্বেও বালকটির চোখে একটি ফোঁটাও জল নেই। এর পর খুশী হয়ে ওস্তাদ তাকে কোলে টেনে আদর করে বললে। 'বহুত আচ্ছা লেড়কা। বহুত খুশ হুয়ে। পুলিশ পিটনে ইয়ে কুচ্ছু না বাতাবে। থোড়া-দেরীসে ইয়ে রঙ রুটিয়া 'সে লায়েকি বন যাবে। কুছ রোজ ইনেকো জেইলসে ঘুমায়ে লিতে হবে। উসকো বাদ ই'য়ে মে 'লোককো মাফিক শেয়ানা বনে যাবে।" হাঁ হুজুর। হামে লোক রঙ রুটিয়াসে লায়েকী বনতা। আউর লায়েকিসে হামি লোক শেয়ানা বন যাতা।"

নারী বেশ্যার মত পুং বেশ্যারও অস্তিত্ব আছে। য়ুরোপে বয়স্ক পুরুষ অর্থের বিনিময়ে নারীদের যৌন তৃপ্তি ঘটায়। কিন্তু এ দেশে রেপাইন বারগ্লারদের মত পুং বেশ্যাদেরও কোনও অস্তিত্ব নেই। [বেশ্যাবৃত্তি অবৈধ করে ওদের পৃথক পল্লী উঠালে রেপাইন বারগ্লারের সৃষ্টি হবে।] এই শহরে নারী বেশ্যার মত কিশোর প্যাসীভ এজেন্টদের অস্তিত্ব আছে।

[রেপাইন বারগ্লাররা সিঁদ কেটে বা দুয়ার ভেঙে ঘরে ঢুকে। ওরা চুরীর বদলে বলাৎকার অপরাধ করে। একাকিনী নারীকে প্রহারে অচৈতন্য করে তাকে ওরা বলাৎকার করে।]

বহু কিশোর মালিশ-বয় ময়দানে মালিশ কালে হস্ত দ্বারা যৌন বিকার গ্রস্থ মোটর-বিহারী ধনীদের খুশী করে। ওদের সাধারণ ভাষাতে ময়দান বয় বলা হয়। বাবরী চুল ওলা লম্বা চুড়ীদার পঞ্জাবী পরা বালকেরা ঠোঁটে রঙ মেখে রাত্রে ময়দানে ঘুরা-ফিরা করে। বিকৃত যৌন বোধগ্রস্ত ব্যক্তিদের এদের সাথে অবৈধ যৌন [Sodomy] সম্বন্ধ আছে। এদের কেউ কেউ সুবিধা মত ব্ল্যাক মেইলিঙের কাজ করেছে। এই সম্পর্কে জনৈক ভদ্র ব্যক্তির বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমি একটি দৈনিক পত্রের নাইট এডিটর। ঐ দিন রাতে দশটায় রেডিওতে প্রবন্ধ পাঠের শেষে ডালহাউসি স্কোয়ারে বৃক্ষের তলায় একটা বেঞ্চে বসলাম। বেশ ফুরফুরে হাওয়া বইছে। ওখানে একটু বিশ্রাম করতে ইচ্ছা হল। এমন সময় ঝোপের আড়াল হতে এক বালক এসে অর্থের বিনিময়ে কু-প্রস্তাব করল। এতে আমি মুখবিমুখী হওয়া মাত্র সে মুচকি হেসে বললো। "আমি কিন্তু এখুনি চেঁচাতে সুরু করে দেবো। লোকজন এলে বলবো যে, আমাকে এখানে ভুলিয়ে আপনি আমার উপর অত্যাচার করেছেন। ঐ দেখুন একজন পুলিশের সিপাই এইদিকে আসছে। ভাল চান তো দশটা টাকা আমাকে এক্ষুনি দিন। ওদিকে ঐ পুলিশের সিপাইটাও এগিয়ে আসছে। ওর সঙ্গে এর যোগ সাজস থাকাও সম্ভব। আমার কাছে তখন ট্রাম ভাড়া বাবদ মাত্র দুই টাকা ছিল। কিন্তু ওতে সে রাজী নয়। আমার পিছন পিছন হেঁটে সে বাগবাজারে আমাদের বাটী এলো। আমি বাড়ি হতে একটা দশ টাকার নোট এনে ওকে দিলাম। পরের সপ্তাহে অফিসে বেরোবার সময়ে হঠাৎ সে এসে আবার টাকা চাইল। আমি অস্বীকৃত হলে সে বললে যে— "তাহলে সে চেঁচিয়ে আমার স্ত্রীকে সকল কথা বলে দেবে।" অগত্যা তাকে আরও পাচ টাকা আমি দিতে বাধ্য হলাম। ছয় মাস যাবৎ সে এমনি ভাবে এসে ভয় দেখিয়ে টাকা নিয়েছে। শেষে অতিষ্ঠ হয়ে বাড়িতে স্ত্রীকেই সব বলে কেঁদে ফেলি। আমরা—এডিটররা কলম হাতে বীরপুরুষ। কিন্তু বাইরে আমরা কাপুরুষ। আমার স্ত্রীর পরামর্শে ও উপদেশে আমি আপনার কাছে এসেছি।

ভদ্র লোকের সহিত ব্যবস্থা মত ওই বালক পর সপ্তাহে ওঁর বাড়ি এলে আমি তাকে গ্রেপ্তার করে ছিলাম। তার পকেটে [সোডমীতে ব্যবহার্য] জামব্যাক ও ভেসিলিনের শিশিও আমি পাই। ডাক্তারী পরীক্ষাতে দেখা যায় বহুকাল যাবৎ সে সোডমীতে অভ্যস্ত সে আদালতে দোষসমূহ কবুল করেছিল।

[কোষদ্বয়ে যৌন রস ধীরে ধীরে জমে। তারপর উহা উপচে পড়ে। প্রচেষ্টা ব্যাতীরেকেও উহা হয়। স্বপ্নদোষ প্রভৃতিও এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য। কৃত্রিম মৈথুনের মত মন-মৈথুনও ক্ষতিকর। উহাতে অপরাধ বোধ অধিক ক্ষতিকর। মাত্রাধিক্যে মেধা ও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। চোখের কোনে কালি পড়ে। কোনও শিল্প, ক্রীড়া ও ছবিতে ব্যস্ত থাকলে হতে ওরা মুক্ত হয়।]

দুষ্ট ব্যক্তিগণ ওই বালকদের থানায় এনে বিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। বহু বালিকার দ্বারাও ঐরূপ মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। রিহার্সেল মোতাবেক ওরা জেরাতেও টিঁকে গিয়ে থাকে। অধুনা—মামলা সমূহতে একমাত্র 'প্রবেবলিটির' উপর নির্ভর করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। স্ত্রীলোক বালক ও ভদ্রলোকদের সাক্ষী বেশী বিশ্বাস্য। কিন্তু, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মতে উহারা [সকলে নয়] অত্যন্ত বিপজ্জনক। বিচার ঘর হতে নেমে সরজমিনে এবং গোপন তদন্ত কিংবা আকস্মিক তদন্ত দ্বারা সত্য-মিথ্যা নিরূপন সম্ভব।

তদ্বির বাক্যটি পরিভাষা রূপে অধুনা একটি বিশেষ অর্থ বহন করে। ঝঞ্ঝাট ভোগের ক্ষমতা, অর্থ এবং লোকবল অধুনা ভদ্রজনের বিপদতারণ করতে সমর্থ। 'সাক্ষী যোগাড়'অধুনা একটি বহুল প্রচলিত বাক্য।

[হাকিমদের জন্য পৃথক প্রবেশ পথ ও ষ্টাফ্‌কার থাকা উচিৎ। অন্যদের সাথে ট্রামে ও বাসে ওদের ভ্রমণ ঠিক নয়। পৃথক পল্লীতে ওঁদের পৃথক বাসভবন দিতে হবে। অন্যদের অপেক্ষা ওঁদের বেতন বেশী করুন। ওদের নিরপক্ষতার জন্য উহা প্রয়োজন। পরোক্ষ-প্রভাব ও অবচেতন মন বলে বস্তু আছে। প্রাচীন ব্রাহ্মণদের মত বহু বিষয়ে ওঁদের নিজেকে বঞ্চিত করা উচিত।]

জাল-ভোটে কিছু সংখ্যক কিশোরদের উৎসাহ বেশী থাকে। আঠারো বছর বয়সে ভোটাধিকারে ঐ প্রবণতা হতে তারা মুক্ত হবে। উহা তারা একপ্রকার ক্রীড়াও মনে করে। কেউ বা ব্যক্তি বিশেষকে জয়ী করতে চায়। কিন্তু—উহা তাদের স্থূল বৃত্তিকে উত্তেজিত করে। রাজনৈতিক মতবাদে ওরা সহজে বিভ্রান্ত হয়। বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত শিশুদের অপস্পৃহা প্রদমিত হয়। ঐ কথা আমি পূর্বে বলেছি। কিন্তু, কারোও পক্ষে বেশী বয়সে উহা প্রদমিত হয়েছে। ওই জন্য শিশুদের মত কিশোরদের উপরও, লক্ষ্য রাখা উচিত। পিতার মত মাতারাও চাকুরিয়ে হওয়া এর অন্তরায়। সুতরাং শেষ দায়িত্ব রাষ্ট্র ও শিক্ষকদের উপর বর্তায়। পল্লীর বয়স্ক উপযুক্ত ব্যক্তির উপর সেই সম্পর্কে ক্ষমতা দেওয়া উচিত। কিংবা ওদের নৈতিক মান রক্ষার্থে [মহারাজ অশোকের মত] প্রতি পল্লীতে অনারারী বা এলাউন্স ভোগী কর্মী নিযুক্ত করুন। এর নজীরও আছে। ব্রিটিশ পিরিয়েডে একটি এক্টে কিশোরদের ধূম পান করতে দেখলে ওদের চপেটাঘাত করে সিগরেট বা বিড়ি কেড়ে নেওয়ার আইনী ক্ষমতা

বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদের দেওয়া হয়েছিল। পল্লী অঞ্চলে ঐরূপ আইন বহির্ভূত ক্ষমতা আজও ব্যবহৃত হয়। এতে অবিভাবকের সম্মতিও থাকে। ঐখানে সদাচারী কিশোরদের সংখ্যা ওই জন্যে বেশী। শহরে নিযুক্ত জাষ্টিস অব পিস দিগকে ওই কার্যে ব্যবহার করা যায়। ওঁদের ওই বিষয়ে অন্যের সাহায্য গ্রহণের ক্ষমতা দিতে হবে।

[অর্থ ব্যয়ে কার্পণ্যের মত শক্তি ব্যয়েতেও কার্পণ্য থাকা উচিৎ। কার্পণ্যের বদলে ওকে সতর্কতা বলা চলে। শক্তি সীমিত। আরও গুরুতর বিষয়ে উহার প্রয়োজন হতে পারে। একই সাথে দুইটি ফ্রন্টে যুদ্ধ করা ঠিক নয়। একটি মিটলে অন্যটিতে হাত দিতে কিশোরদেরকে শেখাতে হবে।]

পৃথিবীর বৃহত্তব বিদ্রোহ সমূহ প্রথমে কিশোররাই শুরু করে। সাম্প্রতিক পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা যুদ্ধে উহা দেখা গেছে। ৭৬-এর মন্বন্তরের সময় পাদরী সাহেবরা দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঙ্গালী বালক কিনতেন। ওরূপ বহু কিশোর ফ্রান্সে নীত হয়ে দোকানে পেজ-বয় হয়। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে ওই ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী কিশোররাই ফরাসী বিপ্লব প্রথম শুরু করে।

[কিন্তু— আসন খালি থাকে না। ঈশ্বর না এলে সেখানে দানব আসে] পশ্চিমবঙ্গেও কিশোরই কোনও গভর্মেণ্ট ভাঙ্গা বা গড়ার জন্যে মূলতঃ দায়ী। মধ্যে মধ্যে ঈশ্বর লোকের ত্রাণের জন্য ওদের মধ্যেই আবির্ভূত হন। ভোট যুদ্ধে ওদের সাহায্য অপরিহার্য। ওদের এতে জড়ানো উচিৎ কিনা তাও বিবেচ্য। প্রাক্-স্বাধীনতা কালীন বিপ্লবীরাও ওদের সাহায্য নিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হল্যে।

গোয়েন্দা পুলিশ [স্পেশাল ব্রাঞ্চ] জনৈক বালককে গ্রেপ্তার করে তাকে পৃথকীকৃত [সিগ্রিগেট] করে থানার হাজতে রাখল। উন্নত শিরে সে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মীদের বলল। 'মা কালীর সম্মুখে রক্ত স্বাক্ষরে দেশমাতৃকার সেবাতে শপথ নিয়েছি। জিহ্বা ও হৃদপিণ্ড উপড়ে নিন। মাথা গুড়িয়ে দিন। টুকরো টুকরো করে কাটুন। তবু—একটি কথাও বার করতে পারবেন না। সন্ধ্যেবেলা জনৈক প্রৌঢ় [অভিজ্ঞ] অফিসর এলেন। উনি তাকে তার পিতৃবন্ধু রূপে পরিচয় দিলেন এবং বললেন। বাবা! আমি নিজে পুলিশ অফিসর। তবু বলবো পুলিশের কাছে কিছু স্বীকার কোর না। এমন কি আমার কাছেও কোনও কিছু ফাঁস করার দরকার নেই। উনি তাঁর বাহুর একগোছা মাদুলী তার মাথায় ঠেকিয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন ও বললেন

যে তাঁর নিজ পুত্র ও বন্ধু পুত্রে প্রভেদ নেই। পরের দিন সত্যই উনি এক হাড়ি মিষ্টি, পরণের কিছু কাপড়, স্নানের সুগন্ধী তৈল ও সেই সঙ্গে পুলিশ হেপাজতি ঐ বালক কয়েদীর পিতাকেও সঙ্গে করে থানায় এলেন। [ওর পিতার সঙ্গে ওঁর মাত্র দুদিনের মামুলি আলাপ তা ঐ বালক জানালো না। কদিন পর রাত্রে ভদ্রলোক ঐ বালকের সঙ্গে নিভৃতে দেখা করলেন ও কেঁদে ফেলে বললেন, "ও বাবা। তুমি এ কি করেছো। আমিও স্বদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতা চাই। কিন্তু, তোমাদেব দলের ১৮ জনের মধ্যে বারো জন তো আমাদের লোক। তুমিই বোধ করি একমাত্র খাঁটি সদস্য। আমি কাল গোপনে অফিসের ফাইল দেখে তো অবাক। নিষ্পেষিত ও মর্দিত উদ্যত ফণা ফণিনির মত ক্রুদ্ধস্বরে বালকটি বলল—'হতেই পাবে না।' 'অ্যা। 'তাহলে শুনে যাও,' পৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, 'আমি মাত্র তোমার গত সাত দিনের মুভমেন্ট বলব। অমুক দিন ভোর চারটের সময় অমুক দাদার ত্রিতলে অর্গলবদ্ধ কক্ষে দুই ঘণ্টা ছিলে। অমুক অমুক দাদা তখন ঐ ঘরে উপস্থিত ছিল। তোমাদের মধ্যে এই এই কথা হলো। তাব পর এই দ্রব্য সমেত একটা ব্যাগ ওদের উপদেশে অমুক জায়গায় অমুক দাদাকে দিয়ে এলে। এই ভাবে ঐ বালকেব সাত দিনের প্রতিটি মুহূর্তের প্রতি মুভমেণ্ট উনি বলছিলেন। একটু পরেই দেখা গেল বালকটি কাঁপতে শুরু করেছে। ততক্ষণে মুখ তার শীর্ণ ও বিবর্ণ। ওই ভদ্রলোক পরিশেষে বললেন, 'বাবা! কার জন্যে এতো সব'। এরপরই ঐ সম্মোহিত বালক সব কিছুই বলতে শুরু করলে! দলের কাউর নাম ও ঠিকানা বাদ পডলো না। রাত্রে বোধ হয় ঐ বালক সম্বিত ফিরে পায় ও অনুতপ্ত হয়। পরদিন সকালে দেখা গেল লক আপের বারে গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে সে ঝুলছে। এর জন্য কিন্তু আমরা কেহই প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু তার অভিমান কার উপব তা জানা যায় নি। যাকে পরহত্যার জন্য তৈরি করা হচ্ছিল সে নিজেই আত্মহত্যা করলো। দলের মাত্র একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় সমুদয় দলটি নির্মূল হলো। তৎকালীন পুলিশের অবশ্য উহা ছিল অনন্য দক্ষতা ও কৃতিত্বের পরিচায়ক।

মহাত্মাগান্ধী প্রবর্তিত নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনেও কিশোর নারী ও শিশুদের অগ্রণী হতে দেখা যায়। দশ বৎসর বয়সের শিশুদের ছুঁড়ে লরীর মধ্যে ফেলা হয়েছে। কিন্তু মুখের বন্দে মাতরম বাণী তারা ত্যাগ করে নি। কিশোরদের মনের জোর ও সাহস ছিল অসীম।

সার্জেন্টদের নির্মম প্রহারে তাঁরা জ্ঞান হারা। মৃত প্রায় ভেবে জল দেওয়া হলো। একটু সুস্থ হওয়ামাত্রই মুখে সেই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। কাউকে একটু মাত্র কটুক্তিও ওরা করে নি। বারে বারে মারে অজ্ঞান ও বারে বারে জ্ঞান। কিন্তু মুখে বালকদের স্মিত হাসি। নিরুপায় দর্শক হয়ে দেশীয় অফিসাররা তা দেখছে। বহু কিশোর জামা খুলে গুলির মুখে বুক পেতে দিত। কিন্তু প্রতি আঘাত করার চিন্তাও করত না। বড়-বাজারের তৎকালীন বানর-সেনার জনৈক বালক আমাকে বলেছিল। তোদের বিরুদ্ধে 'মোদের কোনও ক্ষোভ নেই। পুলিশ আরও মারুক। মেরে মেরে ওরা জাতকে জাগাক। তোমার সৎ ব্যবহারে আমাদের ক্ষতি হবে।' [আমি ভেবেছি যে তাহলে পুলিশই কি ওই ভাবে ঘুমিয়ে থাকা দেশকে স্বাধীন করলো।]

কিশোরদের মন নরম-কাদার ডেলা। যে ভাবে ইচ্ছে সে ভাবে তাদের গড়া যায়। আজও টিকিটবিহীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কিশোর ও শিশুদেরই মেলা দেখি। বয়স্করা সব কিছুতেই আগ্রহহীন। বয়স্কদের না দেখে বয়স্ক সভাপতিগণ বিরক্ত হন। আমি মনে করি যে কিশোরদের গড়ে তোলার এইটেই উপযুক্ত সময়। জোয়ারের জল যেন বিপথগামী না হয়। ওদের জনহিতকর কার্য খেলা ধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিযুক্ত রাখুন।

যাদের আমরা এ্যাকসন-পার্টির লোক বলতাম, তারাই পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে ফার্স্ট এইডের তুলা ও ঔষধ হাতে জীবন তুচ্ছ করে সীমান্তে যেতো।

[ফ্রাসট্রেশন-মুক্ত কিশোররাই মাত্র সৎ নাগরিকদের সৃষ্টি করতে সক্ষম। শিক্ষা শেষে কর্ম-সংস্থান হবে এমন ধারণা একজন বালকেরও থাকে নি। লেখাপড়া করে যেই। গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে'ই। ঐ জনপ্রবাদ এক্ষণে অবান্তর। শিশুদের ভবিষ্যৎ সংস্থানে অক্ষম পিতামাতার সন্তান উৎপাদন না করাই ভালো। কিন্তু দেশে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা না থাকলে ওদের ওই উপদেশ দিয়েও লাভ নেই। তাঁদের সংস্থানের প্রচেষ্টা অশান্ত পরিস্থিতিতে সম্ভবও নয়। সব কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত করার যুগে রাষ্ট্রকেই সকল দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।]

অপরাধীদের সংখ্যা কমাতে হলে পূর্ববর্ণিত অন্যায়ী ও পাপীদের প্রথমে সংযত করতে হবে। কারণ- অন্যায়ী থেকে পাপী এবং পাপী

থেকে অপরাধীর সৃষ্টি হয়। আইনে কেবলমাত্র অপরাধীদেরই দণ্ড দেওয়া হয়। উহাদের মধ্যে যা কিছু প্রভেদ তা মাত্র গুরুত্বের। উহাদের বিষয়বস্তু একই প্রকারের থাকে। অন্যায়ী ও পাপীদের দমন না করলে অপরাধীদের কোনও কালেই নির্মূল করা যাবে না।

পূর্বে লণ্ডন শহরে অধিকাংশ স্থলে পঙ্কিল বস্তি [slum] ছিল। সেখানে বালকদের প্রিয় খেলা ছিল 'বয়েল নিধন'। একটি গাভীর কানে মোটর দানা ভরা হতো। তাতে ওই বয়াল যন্ত্রণাতে ছুটাছুটি করতো। বালকরা তখন সোল্লাসে বর্ষার ঘায়ে তাকে খুঁচিয়ে মারতো। ফলে, ওই কালে বালক ও অন্য অপরাধীদের সংখ্যা খুবই বাড়ে। এমন কি রাত্রে কেউ বাড়ির বাহির হতো না। [ব্রিটেনিয়া এনসাক্লোপিডিয়া দ্রঃ] লর্ড পিল প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পর সেখানে প্রথম যুগোপযোগী' পুলিশ বাহিনী সৃষ্ট হয়। প্রথমে তিনি ঐ অন্যায়ী ও পাপী বালকদের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন। শহরের বস্তি গুলি ভেঙে দিয়ে অট্টালিকাতে তাদের উনি সরান। ঐ ভাবে তিনি একটি নিরপরাধ আইনানুরাগী জাতির সৃষ্টি করেন।

শিশুরা উৎকৃষ্ট সাক্ষী হয়। ওদেরকে লিডিং কোশ্চেন করা অনুচিত। ওরা উত্তেজিত থাকলে মিষ্ট বাক্যে শান্ত করুন। কিশোরীরা রজস্বলা অবস্থায় উত্তেজিত থাকে। উত্তেজনায় ওরা মিথ্যা বলে ও অপরাধ করে। মস্তিষ্কে আহত হলে লোকে নিজের বিরুদ্ধেও মিথ্যা বলে।

[কমবেশী স্নেহ অগ্রগামী ও পশ্চাদগামী বিবর্তনের কারণ। মানসিক উন্নতি জীবকে উন্নত দেহী করে। আদি-মানবের মস্তিষ্ক সুগঠিত নয়। তবুও তারা আগুন ব্যবহার করেছে। বাঁদর অপেক্ষা ওরা অধিক সন্তানবৎসল ছিল। বাচ্চাদের তারা সেই যুগে সযতনে কবর দিয়েছে।]

কোন বালক বালিকার যৌন সম্পর্ক হঠাৎ দেখলে বা বুঝলে—ঘুষি ধাঁকড়ানো প্রভৃতি দ্বারা তাদের সংযত করুন। কিন্তু আপনি যে তা জেনেছেন তা তাদেরকে বুঝতে দেবেন না। ওতে তারা ফেরোসাস হতে পারে। তারা তাতে মন মরা হবে বা আত্মহত্যা করবে। ওই সাময়িক ঘটনাতে তারা অন্য বিষয়ে উৎসাহ হারাবে। আপনাদের পারস্পরিক সম্পর্কও বহুকাল স্বাভাবিক থাকবে না।

এই অবস্থায় কৌশলে উহার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করুন। বহিরাগত জনকে কোল্ড রিশেপসন দিন। ওদের একজনকে কৌশলে অন্যত্র সরিয়ে দিন।

[এরা অপকর্ম সমূহে লজ্জা পায়। পরে তারা ওরূপ কাজ করবে না। বাধা পাওয়া মাত্র নিজেদেরকে সংযত করবে। ওজন্য তারা অনুতপ্তও হয়েছে।]

ভাষার উচ্চারণ হতে কিশোরদের সামর্থও বোঝা যায়। এ'কারন্ত শব্দ গুলি পিছু টানে। তাই ও গুলি কার্যকরী হয় না। 'মেরে ফেলবো' বললে মারা হয় না। ওটার টান পিছনে। মায়েরা শিশুকে ওইরূপ বলে। কিন্তু—'তোকে এক্ষুনি মারবো' বাক্যে পিছু টান নেই। উহা বলে সত্যই ওরা মারে। টানের সুরও বুঝতে হবে। লোক চরিত্রের উপর উচ্চারণের প্রভাব পড়ে। কলহরত কিশোরদের ভাষা উচ্চারণ ও ভঙ্গি বুঝুন। এমন বাক্য [ভঙ্গিমা] আছে যা গর্জালেও বর্ষায়/না। ওদের উঁচু নীচু স্বরও শিক্ষকরা লক্ষ্য করুন। চলনাদি হতেও ওদের প্রকৃতি বুঝা যাবে। 'সরে পড। বলে যা'। প্রভৃতি একারন্ত শব্দের অন্তর্গত। [কিশোর চরিত্র দ্রঃ] চক্ষুর দৃষ্টি, ঠোঁটের ফাঁক, মাথার বাঁক, নিশ্বাসের পরিমাপ, অঙ্গুলির স্থিতি ও বসার এবং বাক্যের ক্ষণ হতেও উদ্দেশ্য বোঝা যায়।

বালকগণ কিরূপ লোভী, চতুর ও নিষ্ঠুর হতে পারে তা নিম্নোক্ত দুইটি ঘটনা হতে বুঝা যাবে।

(ক) কোনও এক বালককে আমি ইনফরমার রূপে নিযুক্ত করি। ওই সময় মহাত্মাজীর আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছে। প্রায়ই ব্রিটিশ বিরোধী নিষিদ্ধ প্রচার পত্র বিলি হচ্ছিল। ওই বালক দূর হতে হোটেলে আহার রত অন্য এক বালককে দেখিয়ে সরে যেতো। সেই বালকের কাছে আমরা ওই সকল প্রচার পত্র পেতাম। আপত্তিকর প্রচারপত্রের হেপাজতিতে বহু বালকের মেয়াদ হয়। প্রতিবারই ওই সকল বালকরা একই বিবৃতি দিত। 'এক অজ্ঞাত-নামা বালক ওদের সঙ্গে ভাব করে হোটেলে এনেছে। খাওয়ার পয়সা সে'ই হোটেলের মালিককে দিয়েছে। তার পর এই বাণ্ডিলটা তাদের কাছে গচ্ছিত রেখে সে বেরিয়ে গিয়েছে।' বারে বারে ওরা একই বিবৃতি দেওয়ায় আমার সন্দেহ হলো। আমি পারিশ্রমিক স্বরূপ বালক ইনফরমারকে চারটি আধুলি দিলাম। কিন্তু, উহার প্রত্যেকটিতে আমি একটা চিহ্ন খুঁদে রাখি। পরের মামলাটিতে আমি দোকানির ক্যাস বাক্সে ওই চিহ্ন করা একটা আধুলি পেলাম। এর পর অনুশোচনায় আমি বহু রাত্র ঘুমোতে পারি নি।

(খ) এক বালক ইনফরমার আমাকে সঙ্গে করে দূর হতে একটি

তরুণকে দেখিয়ে বললে—'ওর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে তাজা বোমা আছে। আমরা ওই তরুণকে পাকড়াও করে তার ঝোলার মধ্যে আটটি তাজা বোমা পাই। আমি খুশী হয়ে সরকারী ফাণ্ড থেকে দু'শ টাকা তাকে দিলাম। কয় দিন পর এক্সপ্লোসিভ ইনেস্পেক্টারের রিপোর্ট পেয়ে তাজ্জব বনে যাই। ওতে মাটির ডেলা ছোবড়াতে ও কাগজে মোড়া ছিল। পরে জানা গেল যে—সে আমাদের মত ওই বিপ্লবী তরুণকেও ঠকিয়েছে। সে'ই ওই ঝুটা [নকল] বোমা তাকে দুশ টাকায় বিক্রী করেছিল। পরে, সে'ই আবার তাকে ওই বোমা সমেত পুলিশকে ধরিয়ে টাকা নিয়েছে।

কতকগুলি মন্দ-মন্দ বিষয়ে কিশোরদেরকে সীমিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য চাতুর্য বা ট্যাকটিস শিক্ষা দিতে হবে। যথা: ব্যবসা ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য তাদের কিছুটা নিষ্ঠুর হতে হবে। অকর্মণ্য কর্মীদের বরখাস্তে মায়া নয়। দান করা ভালো। কিন্তু—লাভের হিসাব ঠিক থাকুক। ওরা লোক ও দ্রব্য চিনতে এবং খবরাখবর রাখতে শিখুক। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত ওরা ভাব রাখুক। চাকুরিতে উন্নতির জন্য ওরা কিছুটা নতি স্বীকার ও চাটুকরিতা শিখুক। প্রতিযোগিতার জন্য ন্যায় অন্যায়ের নব মূল্যায়নের প্রয়োজন।

শৈশবে জীবন সফল হলে প্রতিরোধ-শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। ওই ক্ষেত্রে এরা নিজেদের সংযত করতে সক্ষম। তাতে ওদের অপরাধী হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

চতুর্থ ভাগ

রাষ্ট্রীয় আইন সমূহ প্রধানতঃ বালিকাদের রক্ষার ব্যবস্থা করে। বালকদের রক্ষার জন্য রাষ্ট্র অত মনোযোগী নয়। এদেশীয় জনগণের মনোবৃত্তির উহা প্রতিফলন। এদেশে যৌনজ চরিত্রের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়ার রীতি। এখানে বৈধ যৌনজ কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদেরও চরিত্রহীন বলা হয়। কিন্তু উৎপীড়ক মিথ্যাবাদী জালিয়াত ও পরস্বপহারকরা চরিত্রহীন নন। দরিদ্রদের ও বিধবাদের সম্পত্তি অপহারকরাও এদেশেতে চরিত্রবান। কারণ, মদ্য ও স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁরা স্পৃহাহীন। যৌনজ চরিত্রহীন

যুবকরা অভিভাবকদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে থাকে। নিম্নে ঐরূপ এক দুর্বৃত্ত যুবকের বিবৃতি উদ্ধৃত করা হল।

"আমরা এদেশে অভিভাবকদের ঐ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে থাকি। বাড়ির কর্তা সিগারেট খাই কি'না জিজ্ঞাসা করলে যদি বলি —হ্যাঁ। তাহলে উনি তাঁর গৃহভৃত্য ভিক্ষুরামকে ডেকে বলবেন, 'ও ভিখু! সিগারেট প্যাকেট আন।' কিন্তু যদি আমরা তাঁর ঐ প্রশ্নের উত্তরে বলি, 'ওসব খাই না। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উদ্দেশ্য করে উনি বলবেন— ভেরি গুড্ বয়। শুধু তাই নয়। অত্যন্ত খুশী হয়ে অন্দর মহলের দিকে তাকিয়ে হাঁক দেবেন। 'ওরে রমা চা নিয়ে আয়। এখানে ভৃত্য ভিক্ষুরামের বদলে কন্যা রমা আসবে। ঐরূপে বাটির গিন্নিরাও আমাদের জিজ্ঞাসা করেছেন "বাবা! তুমি পান খাও?" উত্তরে 'আমরা পান খাই' বললে উনি বাড়ির ঝিকে ডেকে বলবেন। "ঝি। পানের খিলিটা দে।" কিন্তু আমরা খাইনা বললে উনি বলে উঠবেন। আরে। 'পানও খাওনা। বাবা! তুমি বড্ড ভাল ছেলে।' তারপর স্নেহে গদ গদ হয়ে কন্যাকে উদ্দেশ করে বলবেন। 'ওরে পুঁটি' মশলা নিয়ে আয়। এখানে তখন ঝি-এর [পরিচারিকা] বদলে কন্যা পুঁটি আসবে। ওঁদের কেউ এও বলতে পারেন যে, 'যা। দাদাকে প্রণাম কর।' পান বা সিগারেট খাওয়া বা না খাওয়াই যেন নৈতিক চরিত্রের একমাত্র মাপকাঠি। বাটীর গিন্নীকে ঢিপ করে প্রণাম করে মাটিতে বসে পড়লে ওঁরা গদ গদ হয়ে বলে উঠেছেন— "বাবা যেন শিব। আহা!" পল্লীজনোচিত ঐ মনোবৃত্তির শহুরে প্রকাশ বিপজ্জনক।"

[অবশ্য, এ দেশের বহু লোক নিজেরা কেউ যাচ্ছেতাই হলেও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের চরিত্রবান দেখতে চান। উহা ভারতীয় সংস্কৃতির মূল নীতি। সম্ভবতঃ ওই সনাতন সংস্কার হতে ওইরূপ ধারণার উৎপত্তি। পূর্বে তরুণ মাত্রই যে সৎ ছিল—তা ওইরূপ ধ্যান ধারণা সমূহ প্রমাণ করে।

বালিকারা সবদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এজন্য ওদের সম্বন্ধে সমাজ ও রাষ্ট্র অধিক সতর্ক।

পুলিশে উৎকোচ গ্রাহকদের মাত্র ডিসঅনেস্ট বলা হয়। কিন্তু, আমার মতে মিথ্যা ডাইরী লেখকগণ কিংবা উচিত কার্যের জন্যও অনুচিত পন্থা গ্রহণকারীও সমভাবে ডিসঅনেস্ট।]

বর্তমান ইম্মরাল ট্রাফিক অ্যাক্ট এবং চিলড্রেন অ্যাক্ট, ইনডাসট্রিয়াল কানুন, ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কিত আইন সমূহের কয়েকটি ধারায় কিশোর ও কিশোরীদের রক্ষার ব্যবস্থা আছে। ১৬ বৎসর বয়সের নিম্নবয়স্ক কিশোরীকে ভুলিয়ে কিংবা জোর করে অন্যত্র নেওয়ার জন্যে ভারতীয় দণ্ড-বিধিতে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। ১৬ ও ১৮ বৎসরের মধ্যবর্তী বয়স্ক কন্যাকে পাপ কার্যের জন্য হেপাজতিতে নিলে উহা দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু—ওই বয়সের কোনও কন্যাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে হেপাজতিতে নিলে উহা দণ্ডনীয় নয়। তবে উহাতে ওই কন্যার সম্মতি না থাকলে উহা অপহরণের পর্যায়ে পড়েছে। বর্তমান কালীন আইনে ওই বয়ঃসীমা আরও ঊর্ধ্বে ওঠানো হয়েছে। কারণ এদেশে ২০ বৎসর বয়সেও কন্যারা সরলমতি থাকে। নিজেদের ভালো বুঝতে বহু কন্যা ২৫ বৎসর বয়সেও সক্ষম নন। এদেশে পর্দাপ্রথা ও সমাজ ব্যবস্থা এজন্যে কিছুটা দায়ী। 'চল। আমরা চলে যাই। লেকের ধারে একটা হলদে রঙের বাড়ি। একটা সবুজ গাড়ি থাকবে। কেমন চাঁদ উঠবে' ওইরূপ অবাস্তব বাক্য বলেও জনৈক তরুণীকে ভোলানো গিয়েছে। কিশোর কিশোরীরা তরলমতি ও ভাবপ্রবণ হয়। বহু ভাবপ্রবণ তরুণ তাদের কিশোরী বধূকে বন্ধুদের সহিত অতি-মেলামেশা করতে দেওয়া একটা বাহাদুরির বিষয় মনে করে। কিন্তু উভয় পক্ষেই তরুণ ও অনভিজ্ঞ হওয়ায় ওর কুফল ফলতে দেরি হয় নি। কিছু লোক সব কিছু প্রথমে অবিশ্বাস করেন। তারপর তদন্ত করে দেখেন যে উহা সত্য কিনা। কেউ কেউ সব কিছু প্রথমে বিশ্বাস করে পরে তদন্ত করে বোঝেন যে উহা সত্য কিনা। এ দেশের কিশোর কিশোরীরা শেষোক্ত পন্থার অনুগামী। কিন্তু তদন্ত করা তাঁদের রীতি নয়। তারা নির্বিচারে নিজেদের এগিয়ে দিতে উদগ্রীব থাকে।

নাবালক বালক বালিকাদের শ্রম শিল্প সমূহে নিয়োগ করা কিংবা তাদের ভিক্ষাবৃত্তিতে নিযুক্ত করা দণ্ডনীয় অপরাধ। বহু অপকর্মের জন্য আইনে কোনও ধারা এখনও সংযুক্ত হয় নি। কোনও এক বয়স্ক নারী একটি স্বল্প বয়স্ক বালকের সঙ্গে যৌন সঙ্গমের চেষ্টাতে তাকে আহত করে। কিন্তু দণ্ডবিধিতে উপযুক্ত ধারার অভাবে ওই নারীর বিরুদ্ধে মাত্র স্বল্প আঘাত [Simple hurt] সম্পর্কিত ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। মোসলেম যুবক আইনতঃ মাত্র চারিটি পত্নী গ্রহণ করতে পারে। তার পঞ্চম পত্নীর সহিত ব্যভিচার দণ্ডনীয় অপরাধ নয়। কোনও এক অনুতপ্ত পিতা কলিকাতা ময়দানে আত্মহত্যা করে। তার পকেটে পাওয়া একটি স্বীকারোক্তিতে এইরূপ লেখা

ছিল। 'আমি আপন কিশোরী কন্যার সহিত ব্যভিচার করেছি। ভারতীয় দণ্ডবিধিতে পশুর সহিত যৌনকর্মের জন্য দণ্ডের বিধান আছে। আমার ওই অপকর্মের্ জন্য উহাতে কোনও নির্দিষ্ট ধারা না থাকাতে আমি আদালতে আত্মসমর্পণ না করে আত্মহত্যা দ্বারা নিজেই নিজেকে এই শাস্তি দিলাম।' এ দেশে বহু যৌন রোগী সন্তান উৎপাদন করেন। ভবিষ্যৎ সন্তানদের পক্ষে উহা ক্ষতিকর।

কিন্তু উহার প্রতিরোধার্থে কোনও আইন এদেশে নেই।

বহু আইন মাত্র জীবিত লোকদের উপকারের বিষয় চিন্তা করে তৈরী হয়। কিন্তু যারা এখনও জন্মায় নি তাদের বিষয় কেউ ভাবে নি। আজ গৃহীত কোনও উত্তম ব্যবস্থা একশো বৎসর পরের বংশধরদের ক্ষতি করেছে। আইনকানুন বিধিনিষেধ প্রণয়ন কালে অনাগত বংশধরদের জন্য চিন্তা করা উচিত। নচেৎ একপুরুষের ভুলের ফল অন্য পুরুষকে ভুগতে হবে। ক্যানেল খনন, নদীর বাঁধ নির্মাণ, দীঘি ও রাস্তা তৈরি, চাষবাস, ভূমি উদ্ধার বনকাটা প্রভৃতিতেও উহা বিবেচনা করতে হবে। একপুরুষের রাষ্ট্রীয় উদারতা বা নির্লিপ্ততা পরবর্তীকালে বংশধরদেব ক্ষতির কারণ হয়।

বহু বৃক্ষে দীর্ঘকাল পরে ফল ফলে। 'আমি যার ফল খেতে পাব না। সেরূপ বৃক্ষ রোপনে লাভ কি'? আমি কাউকেও ঐরূপ খেদোক্তি করতে শুনেছি। কিন্তু এদেশীয় পিতামহরা পৌত্র ও প্রপৌত্রদের ভোগের জন্য বৃক্ষ রোপণ করতেন। ঐ নীচ স্বার্থপরতা বীজকোষকে আহত করে ঐ মনোবৃত্তিকে বংশগত করে কিনা তাহা বিবেচ্য। আমার জনৈক বন্ধু আমাকে একদা বলেছিলেন, "এমন হাল্কা বাড়ি তৈরি করব যা আমার মৃত্যুর পরই ভেঙ্গে পডবে।" ঐ বাড়ি সম্পর্কিত কোনও ভবিষ্যৎ বিরোধ পুত্রদের জন্য রাখবো না। কেনারাম কেনে। তস্যপুত্র বাবুরাম ভোগ করে। তস্যপুত্র বেচারাম ঐসব বেচে দেয়। অর্থাৎ—তিনপুরুষ পর সব কিছু শেষ। অতএব ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ। ঐ মনোবৃত্তি নিশ্চয়ই শ্রেয়ের মনোবৃত্তি নয়। ভুলে গেলে চলবে না যে—'পারিবারিক ঐতিহ্য অপরাধ-নিরোধের অন্যতম সহায়ক। আমি ঐ বাড়ির ছেলে। অতএব আমাকে সৎ থাকতেই হবে। আমার দ্বারা ঐরূপ কুকার্য করা অসম্ভব।' এইরূপ বাক্য পল্লীগ্রামের বহু শিশুকে আমি বলতে শুনেছি।

[আমি উচ্চ শিক্ষা পেয়ে ও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে শহরে আমি যে সম্মান পাই নি তার বহু গুণ বেশী সম্মান আমার অধুনা দরিদ্র স্বল্পশিক্ষিত

আত্মীয়রা দেশে ভুঁয়ে পেয়েছেন। তাঁদের একমাত্র সম্বল যে সে ওই বাটির ছেলে। এ সম্পর্কিত প্রলোভনও ওই বিষয়ে কম কার্যকরী নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় পুরাতন বাটি ও পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। সেই সাথে অন্তর্হিত হচ্ছে শেষ ঐতিহ্যের শেষ সম্বলটুকুও।]

এক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন। 'অতগুলি পুত্রকে মানুষ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। মাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আমি যত্নে মানুষ করব। বাকীগুলিকে একটি ছুরি ও চার আনা পয়সা হাতে দিয়ে তাড়িয়ে দেব ও বলবো—যা লুটে পুটে খেগে যা।' ওই উক্তির দ্বারা ওই অক্ষম পিতা মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পর বৎসরেই তাঁর আর একটি পুত্র জন্মালে আমি অবাক হই। কিশোর-অপরাধী দমনে জন্ম নিয়ন্ত্রণেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আজকের অবস্থার সহিত দশ বৎসরের পূর্বেকার অবস্থার তুলনা করলেই উহা বোঝা যাবে। এজন্য পল্লীসমূহের বয়স্ক ব্যক্তিদের কোনও সাক্ষ্যর প্রয়োজন নেই। যেখানে লোকসংখ্যা কম, সেখানে সমাজ আছে। পুরুষানুক্রমে সেখানে লোক বাস করে। ফলে অপরাধীর সংখ্যা কম। যেখানে লোকসংখ্যা বেশী, সেখানে সমাজ দুর্বল। সেখানে অপরাধীর সংখ্যা অধিক।

বহু ব্যক্তি পুত্রকে শিক্ষাদান একপ্রকার ইনভেষ্টমেণ্ট মনে করেন। তাঁদের ধারণা তারা উপযুক্ত হলে উপায় করে তাঁকে অর্থ দেবে। [এঁরা প্রায়ই ব্যথা পান।] বহু কৃষক ও শ্রমিক আছে, ওদের নিকট পুত্র কন্যা অর্থে বাড়তি আয়। এ জন্য পরিবার পরিকল্পনাকে তারা এড়িয়ে চলে। এরা কিশোর পুত্রদের স্কুলে পাঠানোর পক্ষপাতী নয়। ওতে তাদের সমূহ লোকসানের সম্ভাবনা। একটু বড় হলেই কৃষকপুত্র পিতার সঙ্গে চাষের কাজে বেরোয়। [এও এক প্রকারের শিক্ষা দান] কন্যাদের বিবাহকালে কেউ কেউ কন্যা-পণ [বরপণের বিপরীত] পেয়ে থাকে। ওই অর্থ দিয়ে তারা হাল গরু ও লাঙ্গল কিনবে। শ্রমিকরাও ওই একই কারণে পুত্রকে স্কুলে না পাঠিয়ে বয়স গোপন করে তাদের ফ্যাক্টরিতে ভর্তি করারই পক্ষপাতি। গভর্মেণ্টের শত প্রচারাদি সত্ত্বেও তারা আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করবে না। পুত্রকন্যার সংখ্যাকে তারা ব্যাঙ্কে ইনভেষ্টমেণ্ট বুঝবে। কারণ, উহাতে ওদের সামগ্রীক পারিবারিক আয় বহুগুণে বেড়ে যায়। এই সম্বন্ধে সমাজ বিজ্ঞানীদের নূতন করে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে।

উপরোক্ত রূপ স্বার্থ চিন্তা বংশগত হলে জাতির দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা।

বলা হয় যে সংগৃহীত দৈহিক বা মানসিক বৈশিষ্ট্য বংশগত হয় না। [Acquired character] কারণ বীজকোষ সমূহ বর্ধনের প্রথমেই দেহকোষ হতে পৃথকীকৃত থাকে। পুরুষানুক্রমে অর্জিত মানসিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও ইহা কি সত্য? নিম্নোক্ত [পিওর লাইন সম্ভূত] আচরণ বংশগত হওয়া প্রমাণ করে।

"কয়েকটি সাদা ইঁদুরকে ঘন্ট ধ্বনি শুনে খাদ্য খেতে বেরোতে অভ্যস্ত করা হলো। এ জন্য তাদের একশটি বার শিক্ষা দিতে হয়েছিল। ওদের পারস্পরিক যৌন মিলনে কিছু বাচ্চা উৎপাদন হয়। দ্বিতীয় পুরুষে উহার জন্যে তাদের মাত্র পঞ্চাশ বার শিক্ষা দিতে হয়েছিল। ঐ ভাবে তৃতীয় পুরুষে পঁচিশ বার এবং চতুর্থ পুরুষে ওদের মাত্র পাঁচ বার ঐরূপ শিক্ষা দিতে হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষে বিনা শিক্ষাতেই ওরা ঘন্টা ধ্বনি শোনা মাত্র বেরিয়ে আসতো।

উপরোক্ত পরীক্ষা সত্য হলে অপরাধ স্পৃহা নিশ্চয়ই বংশগত হয়। কিন্তু সর্বত্র ঐরূপ পিওর লাইন পরীক্ষার প্রশ্ন ওঠে না পিতা অপরাধী হলেও— মাতা অপরাধী নাও হতে পারে। উপরন্তু পিতৃ ও মাতৃ বংশের ঊর্ধ্বতন পুরুষদের অনুদানও [প্রভাব] থাকে। বংশানুক্রম ব্যবস্থা যদি আমরা নাও স্বীকার করি, তাহলেও মানুষের বিশেষ বিশেষ প্রবণতা সহ জন্মানোর সম্ভাবনা স্বীকার্য।

[লেজ কাটা ইঁদুরের সন্তান লেজ কাটা হয় না। কারণ, দেহকোষ থেকে বীজকোষ পৃথকীকৃত থাকে। উপরন্তু গোত্রানুক্রম তথা আটাভিসিমের প্রশ্নও আছে। উভয় কুলে কারো বর্ণ ফর্সা নয়। তাদের ফর্সা পুত্র জন্মালে বুঝতে হবে কয়েক পুরুষ পূর্বে কারো গাত্র বর্ণ ফর্সা ছিল। বহু উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালী পরিবারে কোনও পুত্রের মুখ চীনাদের মত হয়েছে। এতে বুঝতে হবে বহু পুরুষ পূর্বে কিছু মঙ্গোলীয় রক্ত বাঙ্গালীদের মধ্যে মিশেছে। ঐরূপ বহু দৈহিক বা মানসিক গুণাগুণ কয়েক পুরুষ সুপ্ত থেকে হঠাৎ কোনও এক পুরুষে জাগ্রত হতে পারে. আদি-মানুষ অপরাধ প্রবণ থাকলেও কালক্রমে ঐ পূর্ব অভ্যাস পরিত্যক্ত হয়েছে। উহার কিছু অংশ দেহ-কোষে আছে। ঐ জন্য প্রতিটি মানুষের মধ্যে প্রদমিত অপরাধ স্পৃহা থাকে। উহার অধিক অংশ মানুষের বীজ কোষে আবদ্ধ থাকে। অধিক ক্ষেত্রে উহা ওই বীজ কোষেই রয়ে যায়। কিন্তু কদাচিৎ বীজ কোষের অপরাধ স্পৃহা নির্গত হয়ে দেহ কোষাস্থিতে অপস্পৃহার সহিত মিশ্রিত হয়ে সংশ্লিষ্ট

শিশুর অপস্পৃহার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। কু পরিবেশ ঐ অপস্পৃহাকে স্ফুরিত এবং সু-পরিবেশ উহাকে প্রদমিত করে।]

উপরোক্ত তথ্য থেকে বোঝা যায় যে প্রতিটি বালকের মধ্যে সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তি মিশ্রিত আছে। পরিবেশ ও শিক্ষা উহাদের শক্তি অনুযায়ী একটি বা অন্যটিকে পুষ্ট করে।

যৌন অপকর্ম পারস্পরিক সহযোগীতায় সাধিত হলে তাহাকে সহযোগী অপরাধ [কনট্রিবিউটিঙ অফেন্স] বলা হয়। অর্থাৎ উভয়ের অপরাধ কম বেশী প্রায় সমান থাকে। ভাবপ্রবণ কিশোরী বা বালিকারাই উহার অধিক শিকার হয়। ১৪ থেকে ১৮ বৎসর পর্যন্ত বয়স একটি বিশেষ বয়স। ওই বয়সে ফার্স্ট ইমপ্রেশন [প্রথম দাগ] এদের মনে যে কাটবে তারই জিত। অপরাধী প্রৌঢ় হলেও সে বিষয়ে তারই জয়। তখন—তার সাথে ফ্রি-কমপিটিশনে তরুণরাও হার মানবে। বয়সের সুযোগে বয়স্ক ব্যক্তিরা বিনা বাধায় ও নিঃসন্দেহে ওদের আয়ত্তে আনবে। বহু ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে ওদের প্রদমিত যৌন বোধ জাগানো হয়। কোনও এক ১৭ বৎসর বয়স্ক বালিকা ৬০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে বিবাহ করে। ওই সম্পর্কে তাকে অনুযোগ করা হলে—সে এইরূপ উত্তর দেয়। 'গৌরীও শিবকে তাঁর জটাজুটো বা বয়েস দেখে বিয়ে করেন নি। মহাযোগী, মহাত্যাগী বলে ওঁকে উনি বিয়ে করে ছিলেন।' মগজ ধোলাই-এর উহা একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। 'যৌন বোধ, প্রেম-বোধ ও হিস্ট্রিয়া রোগ'—এই তিনটি রোগে অন্যদের মত কিশোরীরাও বিপথগামিনী হয়।

(১) যৌন বোধ :—অপরাধস্পৃহা ও যৌন স্পৃহা মানুষের আদি স্পৃহা। সভ্যতার উন্মেষে [কালক্রমে] অপরাধ স্পৃহা প্রদমিত হয়। কিন্তু যৌনস্পৃহা প্রদমিত না হয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সভ্যসমাজে নির্বিকার যৌনসঙ্গ ধাপে ধাপে পরিত্যক্ত হয়েছে বটে। কিন্তু সামান্য প্রচেষ্টায় উহা যে কোনও মুহূর্তে নির্গত হতে পারে। অপরাধস্পৃহার সহিত মিশ্রিত হয়ে বার হলে উহা [যৌনজ] অপরাধ। প্রদমিত যৌনস্পৃহা কৃত্রিম উপায়ে বার হওয়া সম্ভব। ওদের সংস্কারজাত প্রতিরোধশক্তি উহার দ্বারা অপসৃত হয়। কিন্তু ঐরূপ সাময়িক অপসারণ জৈব কারণে কিশোরীদেরই অধিক ক্ষতি করে। পরে শত অনুতাপেও তাদের দৈহিক ও মানসিক ক্ষতি পূরণ করা যায় নি।

এদেশে কন্যারা স্বল্প বয়সে পিউবারটি প্রাপ্ত হয়। উহা ঐ সময়ে ওদের

মনকে উত্তেজিত রাখে। ঐ উত্তেজনা সাময়িক ভাবে ওদের বিচার-বুদ্ধি বিনষ্ট করে। যৌনবোধ ঐ সময় ওদের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে জাগানো সহজ। প্রায়ই আদর করা বা হাত দেখার [হস্তরেখা পরীক্ষা] অছিলায় সইয়ে সইয়ে উহা করা হয়েছে! ঐকালে দুর্বৃত্তরা সাবধানে তাদের দেহ স্পর্শ করে। উহাতে মনে হয় যে উহা তাদের ইচ্ছাকৃত নয়। উহা অসতর্কতার কারণে ঘটলো। ইচ্ছাকৃত বুঝলে কন্যারা ওতে [প্রায়ই] প্রতিবাদ জানাবে, কিন্তু শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হওয়ায় একসময় সৎকন্যারাও যৌনবোধ জাগে।

[বহু অভিভাবক বলেন যে ওদের সম্পর্ক ভাইবোনের মত। কিন্তু বহিরাগত ভাইটির যতো দরদ বোনটির উপর। ওই যত্ন ওর ভাইদের প্রতি তার নেই কেন? তা তাঁরা বুঝতে চান নি। কেউ বিনাপণে জামাতা পাওয়ার লোভে ইচ্ছা করে কন্যাকে ভিড়িয়ে দেন। কিন্তু পরে প্রতারিত হওয়ার পর অভিভাবকরা বৃথাই অনুতপ্ত হন। কন্যার দ্বারা অন্যের নাবালক পুত্রকে প্রভাবিত করাও অপরাধ।]

প্রদমন মাত্র ক্ষতিকর। উহা কাউকে কাউকে ক্ষিপ্ত করে। বহু কিশোরীও বহু কিশোরকে বিপথে এনেছে। পারিবারিক আদর্শও চরিত্রহীনতার কারণ। বহু কিশোরীর যৌন স্পৃহা বেশী। ঐরূপ ভাব দেখলে কন্যাদের বিবাহ দেওয়া ভালো। বহু নারী যৌন তাড়নায় গৃহত্যাগ করে। কিন্তু পরমুহূর্তে অনুতপ্ত হয়। তখন ফিরবার পথ থাকে না। এঁদের মধ্যে কোনও প্রেম বা প্রীতি বোধ নেই। গোপনতাই এদের একমাত্র কাম্য হয়ে থাকে।

এদের উদ্ধার করে লজ্জা ও ভয় প্রথমে দূর করতে হবে। ওদের বোঝাতে হবে যে কেহই উহা জানতে পারবে না। তাকে শীঘ্রই অন্যত্র সৎপাত্রে পাত্রস্থ করা হবে। এরা বিবাহে সব সময়েই রাজি ও খুশি হয়।

(২) হিস্ট্রিয়া রোগ: স্বল্পবয়স্ক সৎ কিশোরীরা ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। মস্তিষ্কের স্নায়ুর সাময়িক ক্ষতি ওদের মধ্যে প্রদমিত আদি বৃত্তি জাগ্রত করে। ওদের মনোবৃত্তি সমূহ তখন আদিম মানুষদের মত হয়। ওদের মন তখন নিম্নগামী হয়। পানওয়ালা বিড়িওয়ালা নিম্নশ্রেণীকেই তখন তার পছন্দ। লজ্জাসরম বোধ সে তখন হারিয়ে ফেলে। তাদের মধ্যে তখন কষ্টবোধ কমে ও স্পর্শবোধ বাড়ে। ভাবপ্রবণতা, দাম্ভিকতা, অলসতা ও নিষ্ঠুরতা—এই বৃত্তি চতুষ্টয় স্থূলভাবে প্রকট হয়ে তাদের মনের পথে যথাক্রমে ওঠা নামা করে। নিষ্ঠুর অবস্থায় তারা চুল ছিঁড়ে, মাথা ঠোকে, আঁচড়ায় কামড়ায় এবং

পলায়ন-পর হয়। দাম্ভিকতায় তারা নির্লজ্জভাবে দম্ভোক্তি করে ও চোখা চোখা কথা বলে। অলস অবস্থায় তারা নেতিয়ে পড়ে এবং দীর্ঘকাল অজ্ঞানের মত শুয়ে থাকে। এ সময় তাদের আহার করানোও সম্ভব হয় না। ভাবপ্রবণ অবস্থায় তারা কাঁদে ও অনুযোগ করে তাকে মুক্তি দিতে বলে। কিছু এইরূপ রোগে প্রেমবোধের স্বল্পাধিক মিশ্রনও ঘটে। মিথ্যা অভিযোগ দায়ের ঐ রোগের অন্যতম সিমটম। 'পিতা আমাকে পাপ ব্যবসায়ে নিযুক্ত করতে চান। ভাই আমাকে এক বন্ধুর নিকট গচ্ছিত করতে চেয়েছে। মাতা আমার গর্ভস্থ ভ্রূণহত্যা করেছে। মামা আমার দিকে কুদৃষ্টি দিত, ইত্যাদি।' যে তার কার্যে প্রতিবন্ধক হবে তার বিরুদ্ধেই সে ওইসব বলবে। অবশ্য তাদের ঐ রোগ অত্যুগ্র হলে ঐরূপ হয়ে থাকে।

এই রোগে কন্যাদের শুধু কিছুকাল আটকে রাখতে হবে। এই রোগের উপশমের বিভিন্ন পিরিয়ড্ বা কাল আছে। ঐ নির্দিষ্ট পিরিয়ড্ উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র ওরা আপনা হতেই নিরাময় হয়। ঐ সময়ের মধ্যে সে যেন অপহারকের আয়ত্তাধীন না হয়। কিছুক্ষেত্রে এরা অজানা অচেনা সৎ যুবককেও বিনাদোষে বিপদে ফেলে। কখন কার উপর এদের ঝোঁক পড়বে তার ঠিক নেই। ঔষধ দ্বারা ওদের নিরাময়ের পিরিয়ড কমানো সম্ভব।

[ভাবপ্রবণতা পুনঃ পুনঃ মৃদু আঘাত দ্বারা কন্যাদের প্রতিরোধ শক্তি সম্পর্কিত স্নায়ু আহত করে। ও' জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু যৌন সম্ভূত উত্তেজনা মুহূর্তের মধ্যে মস্তিষ্কের তৎসম্পর্কিত স্নায়ু বিনষ্ট করে। উগ্র যৌন স্পৃহা প্রদমিত হলে অনুরূপ চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ ঘটায়। ওতে কেউ কেউ রগচটা ও নিউরটিক হয়।]

বিঃ দ্রঃ—কিছু নারী ব্যক্তিবিশেষের নিকট থেকে বিশেষ যৌনজ ব্যবহার প্রত্যাশা করে। তা' না পেলে তারা অপমানিত বোধ করে ও ক্ষিপ্ত হয়। তখন সে যা আশা করেছিল তাই ওই ব্যক্তি তার সম্পর্কে করেছে এইরূপ মিথ্যা অভিযোগ ওদের কেউ কেউ নির্দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে করেছে। বলাবাহুল্য যে উহা একপ্রকারের মনোরোগ মাত্র। অতএব রোগী কন্যা হতে সাবধান হউন। অন্যপ্রকারের কন্যারা প্রিয়তমকে অন্যভাবে লজ্জা ও বিপদ হতে বাঁচায়। তার গর্ভাবস্থার জন্যে সম্পূর্ণ নির্দোষ ব্যক্তিকে তজ্জন্য মিথ্যা করে ওরা দায়ী করেছে। কেউ দেখে ফেললে বা জানাজানি হলে একশ্রেণীর কন্যা মিথ্যা করে বলপ্রয়োগের অভিযোগও করে। কিছু আদি

পড়ে। অবশ্য উহার জন্য বহু সময় ও কার্যকারণেরও প্রয়োজন হয়। যেহেতু উহা একদিনে সজ্ঘটিত হয় না—সেই হেতু, সেজন্য কাউকে দোষ দেওয়াও যায় না।

কৃতজ্ঞতার কারণেও বহু কিশোরী কিছুটা উদার হয়। ভ্রাতাকে একটা চাকুরী করে দিয়েছে। পিতাকে রেশন আনতে অর্থ দেয়। ওই রূপ কোনও পারিবারিক বন্ধুব বাড়াবাড়ি তারা সহ্য করে। ওই সকল বুদ্ধিমতী কন্যারা মা-বাবার দুঃখ ও অসুবিধা বুঝে সব কিছু চেপে যায়। কর্তব্যবোধ কন্যাদের উপকার করে। তজ্জন্য অপছন্দ হলেও তারা স্বামীকে ভালবাসে। প্রকৃত পক্ষে 'ভূত, ভগবান ও ভালবাসা'। এই তিনটি বস্তুর কোনও অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। সকলেই বলেন যে ওই গুলি আছে। কিন্তু কেউই এ পর্যন্ত উহা প্রমাণ করতে পারে নি। ওই জন্য কিশোর ও কিশোরীদের ওই ব্যাধি হতে মুক্ত করা খুবই সহজ। নিম্নে ওইরূপ চিকিৎসার রীতিনীতি সম্পর্কিত একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হলো।

"সিনেমা দেখে রাত্রে থানায় ফিরে দেখলাম সুমুখে চেয়ার দুটিতে দুই জন বসে আছেন। তরুণটির বয়স বাইশ হবে এবং কন্যাটির বয়স ষোলোর মধ্যে। 'আমরা একটি কেস লেখাতে এসেছি', যুবকটি আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে বললো, 'উনি আমার ইনটেণ্ডেড ওয়াইফ [ঈপ্সিত স্ত্রী]। মামলাটা আমার উড্‌বিই [ভাবী] শ্বশুরের বিরুদ্ধে লেখাবো। উনি আমার বাগদত্তাকে তিন দিন নয় ঘণ্টা রঙফুলি কনফাইন [বে-আইনী আটক] করে রেখে ছিলেন। অদ্য রাত্রে পাঁচিল ডিঙিয়ে অতি কষ্টে আমি তাকে উদ্ধার করলাম।' এর পর ওই যুবকটি আমাকে অনেক কিছু বুঝিয়ে বললে। সে আইন জানে। ল কলেজে সে পড়ে। ষোলো বৎসর পর্যন্ত ও নাবালিকা। তখন—অবশ্য ওকে তাঁরা লিগ্যালি আটক রেখেছিলেন। আমি তাতে আপত্তি করি নি। এখন ওর বয়েস ষোলো বৎসর তিন দিন নয় ঘণ্টা। ওই দেখুন ঘড়ি। এখন ও সাবালিকা। এই তিন দিন নয় ঘণ্টা ওকে আটকে রাখা বে আইনী। কিশোরীটিও তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে তার বার্থ সার্টিফিকেট ও হরস্কোপ বার করে প্রমাণ করলো যে, সে সাবালিকা। কিন্তু, ওই তিন দিন নয় ঘণ্টার জন্যে সাবালিকা হওয়া বালিকাটিকে আমি ছেড়ে দিই নি। বালিকার পিতার ঠিকানা জানা মাত্র ওদের খবর দিতে লোক পাঠালাম।

'এ্যাঁ। আপনিও আমাদের বে-আইনী আটক করলেন'। ক্রুদ্ধ আক্রোশে

ফুলে উঠে যুবকটি বললো, 'জানেন! এক এক মিনিটের জন্য এক এক লাখ টাকা ড্যামেজ আনতে পারি।' 'ভাই। মাত্র পনেরো মিনিট লাগবে', আমি শান্ত ভাবে প্রত্যুত্তরে ওই আইনজ্ঞ যুবককে বললাম, 'ওই পনেরো মিনিটের জন্য পনেরো লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবো। তবুও জেনে শুনে মাত্র তিন দিন নয় ঘন্টার জন্যে ওকে তোমাকে দিতে পারি না'।

একটু পরে তিন ট্যাক্সী বোঝাই মহিলার দল থানায় এলেন। মা মামী দিদি কাকী পিসি সকলেই। দুধের বোতল ও কাঁথা সমেত দুটি শিশু পর্যন্ত। বিরামহীন চেঁচামেচি ও কান্নাকাটি শুরু হলো। এইবার ছেলেটি চুপ করলো। কিন্তু মেয়েটি মুখ খুললো। 'ওগো। তোমরা আমার কেউ নও। সব তোমরা শত্রু। আমাকে মুক্তি দাও। আমি আমার স্বামীর ঘরে যাবো' ইত্যাদি। এমনি বহু কথা সে বলতে থাকে। কিন্তু কেউ তাকে বুঝিয়ে উঠতে পারে না। শেষে বিরক্ত হয়ে আমি তাদের বললাম। 'যাক, তাহলে এবার আপনারা পাশের ঘরে বসুন'। ওঁদের অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে আমি কন্যাটিকে বললাম। "সাবালকরা পুলিশী আইনে পড়ে না। পৃথক পৃথক পৃথক বিবৃতি লিখে তোমাদের ছেড়ে দেবো। বাজে ঝামেলায় আমাদের দরকার নেই। এখন ওই ছেলেটি পাশের ঘরে গিয়ে বসুক। তোমাকে জিজ্ঞাসা করে পরে ওঁকে ডাকবো।" আমার ইঙ্গিত সহকারীরা বুঝে ওকে বাইরে এনে হাজতে ঢোকালো। ওই মেয়েটি তা ঘুনাক্ষরেও জানতে পারলো না।

"দেখ খুকী, আমরা হচ্ছি মডার্ণম্যান। আমাদের কোনও কনভেনসন নেই।" আমি সস্নেহে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমি তোমার দাদার মত। তাই তুমি আমাকে ভেবো। সত্যি কথা বলছি। তোমার তেজে ও ব্যক্তিত্বে আমি মুগ্ধ। তোমার মত মেয়ে দেশে বেশী চাই। ওঁরা যাই বলুন না কেন, আমি এ বিষয়ে তোমাদের সাহায্য করবো। কিন্তু—এক সর্তে। এ কথা তোমার বাপ-মাকে কোনও দিন জানাবে না। তাহলে ওঁরা আমার নামে সাহেবদের নিকট কমপ্লেন করবেন"।

"না না। কাউকে আমি ও-সব বলবো না"! আশ্বস্ত হয়ে মেয়েটি গদ গদ ভাবে আমাকে বললো, "কিন্তু আপনি আমাদের সাহায্য করবেন তো? আপনি আমার দাদা হবেন তো। আমাদের বিয়ে আপনি দিয়ে দেবেন তো"। মেয়েটি আমাকে বিশ্বাস করে আমার কাছে সরে এসে বসলো।

"কিন্তু, তুমি আমাকে দাদা বলেছো। তুমি আমার ছোট বোন"।

আমি স্নেহার্দ্র ভাবে মেয়েটিকে এই বার বললাম, 'তোমাকে কিছু খেতে হবে। কতক্ষণ তোমরা খাও নি।' 'হ্যাঁ, দাদা খাবো।' মেয়েটি এতে রাজি হয়ে বললো, 'কিন্তু ও-ও খাবে তো। অনেকক্ষণ ও কিছু খায় নি।'

দু ভাঁড় বড় বড় রসগোল্লা আনালাম। এক ভাঁড় ছেলেটির জন্য পাঠানো হলো। কিন্তু—আসলে ও-গুলো অফিসাররাই খেলো। মেয়েটি তা জানতে পারে নি। আমি ভুলিয়ে ভুলিয়ে তাকে দশটি বড় বড় রসগোল্লা খাওয়ালাম। উদর ভর্তি হলে ব্রেন হতে রক্ত নেমে উদর চালায়। ফলে, ব্রেন রক্তের অভাবে দুর্বল থাকে। ফলে, প্রতিরোধ শক্তির ও তৎজনিত বিচার বুদ্ধির বিলোপ হয়। ব্রেন সাজেসসিভ তথা বাক প্রয়োগশীল হয়। উহা তখন একটি পাকা রিসিভার বিশেষ। তখন যা তাকে বলা হবে তাই সে বিশ্বাস করবে।

[রতিকালে পুরুষের আনন্দ। উহা ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু, নারীকে উহার স্মৃতিও তৃপ্ত করে। এ জন্য উদ্ধারের পর সত্বর কন্যাকে বিবাহ দিতে হয়। অনুরূপভাবে বহু কাল পূর্বের খাওয়াও মানুষ মনে রাখে। এ জন্য কার্য উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের খাওয়ানো নিয়ম। খাওয়ার টেবিলে বহু কিছু স্বীকার করিয়ে নেওয়া হয়।]

এদিকে আমি কাগজ পত্র সই করতে ব্যস্ত। ওদিকে সহকারি আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করেছে। তার সম্বন্ধে সব কিছু তারা জানে ও ফাইলের মধ্যে গোপনে তা আমাকে পাঠায়। চিকিৎসার্থে আমরা কিছু মিথ্যা প্রেম পত্র বিভিন্ন [মেয়েলী] হস্তাক্ষরে তৈরী রাখতাম। উপরে ক্যাপসন থাকতো। 'সাত রাজার ধন মাণিক তার চাইতে প্রিয় আমার' ইত্যাদি। নিম্নে এক এক জন মেয়ের জাল সই থাকতো। যথা—লতা, রেবা, রেখা, বীণা, ইত্যাদি [ললন্তিকা বা ললাটিকা]। আমার সহকারীরা ইতিমধ্যে প্রতি প্রেম-পত্রের শিরোনামাতে ওই ছেলেটির নাম লিখে দিয়েছে। সরকারী কাগজ পত্রের সাথে ওই গুলিও আমার ড্রয়ারে এসে গেল।

[মানুষ ঠকে তখনই—যখন সে কাউকে ভালবাসে। মেয়েটি একটু মাত্র আমাদের সন্দেহ করে নি। শত্রু বন্ধুর বেশে এলে আত্মরক্ষা করা শক্ত। কারও ক্ষতি করতে হলে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। ওই অনভিজ্ঞ সহায় সম্বলহীন বালিকা এখানে শিশু। ক্ষমতাবান নৃপতিরাও ওই অবস্থায় আত্মরক্ষা করতে পারে নি। এখানে সে বুঝেছে যে তার

উপকার করার ক্ষমতা আমার আছে। শুধু তাই নয়, সে এও বুঝেছে যে ওই উপকার তার আমি করবো।]

"আচ্ছা খুকি, ও তোমাকে ফেলে পালাবে না তো।" আমি নির্লিপ্ত ভাবে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি বুঝে-সুঝে এগিয়েছো তো! দেখো"। "ও কি কথা বলছেন, দাদা। তাও কি কখনও হয় নাকি? একটু স্বস্তির হাসি হেসে মেয়েটি বললো, "আমি যতো ওকে ভালোবাসি—তার চাইতে ঢের বেশী ও আমাকে ভালবাসে।"

"আচ্ছা দিদি। ওকে যেন কোথায় দেখেছি"। আমি ড্রয়ার থেকে চিঠির গোছা বার করে তা উল্টাতে উল্টাতে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা। ওর ডাক নাম কি ডাবু? আগে কালিঘাট রোডে ও থাকতো। তার পর হাজরাতে উঠে আসে। এখন হরিশ মুখার্জি রোডে এসেছে। আচ্ছা। তুমি বেলা নামে কাউকে চেনো। আচ্ছা। ও কি রেবাদের ওখানে এখনও যায়।" "এ্যাঁ। এ কি বলছেন আপনি। আমি তো কিছু বুঝছি না।" কেঁদে ফেলে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে বললো, "ওগুলি কাদের চিঠি। বলুন না। দাদা।"

আমি তাকে দেখাবো না, দেখাবো না করেও সব কিছু দেখালাম। সে প্রত্যেক প্রেম পত্রের উপরের ও নিম্নের নাম স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। মধ্যেকার কিছু কিছু সে পড়ে নিচ্ছে। সে ঠক ঠক করে কাঁপতে সুরু করলো।

"ও-সব দিদি বিয়ের পরে সেরে যাবে", আমি একটু ঘুরে বসে তাকে বললাম, "এতো দূর তুমি এগিয়েছো। এখন ফেরা তোমার ঠিক নয়।"

"না। ওকে আমি খুন করবো।" ওই মেয়েটি ক্রুদ্ধ হয়ে টেবিল চাপড়ে বললো, "এতো বড়ো বিশ্বাস-ঘাতক। এতো জঘন্য ওর চরিত্র।"

আমি এই সুযোগে তার ছোট ভাইটিকে এনে তার কোলে বসিয়ে দিলাম। সে অঝোরে কেঁদে সকলের কাছে ক্ষমা চায়। 'মা ক্ষমা করো। পিসি ক্ষমা করো'। ওই ছেলেটাকে একবার মাত্র দেখলে তার ওই রোগের পুনরাবির্ভাব হতো। উহা ষ্টিমিউলাসের কাজ করতো। ওই জন্য আমি তাড়াতাড়ি ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।

এর পর আমি ছেলেটিকে ঘরে আনালুম। এর মধ্যে পৃথিবীতে ওলট পালট হয়ে গেছে। বেচারা তা জানতেও পারে নি। আমি তাকে তার দাবী ছাড়তে বললাম। তা সত্ত্বেও সে আদালতের শরণাপন্ন হতে

চায়। উকিলের পরামর্শে সে হয়তো তাই করতো। কিন্তু সে সুযোগ তাকে আমি দিই নি।

"দেখো খোকা, কোনও মেয়ের উপর নির্ভর করে মামলা জেতা যায় না।" তাকে আমি দুঃখের সঙ্গে বললাম, "ওরা যার হেপাজতে থাকে তারই মাউথপিস [মুখপাত্র] হয়। ওকে দিয়ে আমরা বলাবো যে তুমি তাকে ধোঁকা দিয়ে ভুলিয়ে বার করে এনেছো।" "আপনি ওকে আমার বিরুদ্ধে কিছু বলতে শেখাবেন।" উদ্ধত শিরে ছেলেটি আমাকে বললো, "এই নীল আঙটি ও নিজে হাতে আমাকে পরিয়ে দিয়েছে। আপনি ডাকুন আদালতে তাকে সাক্ষী দিতে। এইটে দেখাবো, আর ও অজ্ঞান হয়ে যাবে।"

আদালতে মামলা উঠেছিল। মেয়েটি সাক্ষ্যও ভালো দেয়। নীল আঙটি থানার মালখানাতে। ওটা মামলার একটি প্রদর্শনী দ্রব্য। উহা মেয়ের বাড়ির সম্পত্তি। সুতরাং ওটা তার কোনও কাজে লাগে নি। ছেলেটির জেল হয়ে যায়।

মেয়েটি সৎ পাত্রস্থ হয়েছিল। সে সুখেই পতি পুত্র সহ বাস করছে। ওই ছেলেটিকে এখন কারো মনেও পড়ে না। আমার কিন্তু সেই বালকের ঢল ঢলে কাঁচ মুখটা আজও মনে পড়ে। সে বেঁচে আছে কি না জানি না। আমি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থী। কিন্তু—ওই কন্যাটির কি কখনও তাকে মনে পড়ে। একবার ওই মেয়েটির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সেই বিষয়ে প্রশ্ন করায় সে গম্ভীরভাবে কক্ষান্তরে চলে যায়। ওই পুরানো কাহিনী পুনরুত্থাপনে আমি সাহসী হই নি।

[আলাপরত তরুণ তরুণীর একই সাথে যৌন-স্পৃহা আসে নি। এলেও তা ওরা জানতে পারে নি। উহা উভয়ের গোচরীভূত হলে বিপদ ঘটে।]

অনেকে দুটি কন্যাকে একত্রে বাইরে যেতে দেওয়া নিরাপদ মনে করেন। কিন্তু—যৌনজ অপকর্মে ওরা পরস্পরকে সাহায্য করে। কন্যাদের অন্য বিষয়ে সৎ আচরণের জন্য ওদের সৎ ও বিশ্বাসী ভাবা হয়। কিন্তু —যৌন তাড়না অপস্পৃহা অপেক্ষা প্রবল রিপু। এক বিষয়ে সৎ হলেও অন্যটিতে সে সৎ নাও হতে পারে। কেউবা সস্নেহ আদর নিরাপদ মনে করে। কিন্তু—দুর্বল মুহূর্তে অন্যরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সরল মতি ভগ্নীরা যেন ইহা স্মরণ রাখেন। ভবিষ্যৎ স্বামীদের প্রতি তাদের কর্তব্য তো আছেই; উপরন্তু পতির বংশের প্রতিও তাদের অসীম দায়িত্ব থাকে।

তাদের দেহ ও মন একমাত্র ভবিষ্যৎ স্বামীদেরই প্রাপ্য। বিবাহের পর প্রথম মধু রাত্রির আনন্দ ও উচ্ছ্বাস হতে বঞ্চিত হওয়া অনুচিত।

"এক অনূঢ়া কন্যা অপরিচিত যুবককে বাড়িতে পিতার নিকট এনে বললে, 'বাপী! তোমার সঙ্গে ইনট্রোডিউস করিয়ে দিই। ইনি তোমার জামাই'। ঘটনাটি বিলাত ফেরত পিতার পক্ষেও ওভার ডোজ হয়ে গেল। উনি তখনই দ্বারোয়ান ডেকে ঘাড ধরে যুবককে বিতাড়িত করলেন। ফলে কন্যাটির হাঙ্গার ষ্ট্রাইক সুরু হলো। সাত দিন পর সংবাদ পেয়ে তদন্তে গেলাম। কন্যাটি পুরু গদিতে শুয়ে আছে। মাথার বালিশ, পাশ বালিশ ও তৎসহ কোল বালিশ ও কান-বালিশ তার চতুর্দিকে ছড়ানো রয়েছে। বন্ধু ও বান্ধবীরা বেবা হামান দিস্তের দ্বারা বেদানা ও ডালিম ও আঙুরের রস তৈরী করছে। বড় বড় চামচ দিয়ে ওই রস জোর করে তার মুখে ওরা ঢেলে দিচ্ছে। সে মাথা নেড়ে খাবোনা বলছে। বড় চামচের তিন ভাগ ফলের রস মুখ-বিবরে যাচ্ছে। শুধু তার একভাগের কিছু কম বাইরে গড়িয়ে পড়ছে। সিলিঙ ফ্যানের সাথে সেখানে টেবিল ফ্যানও ঘুরছে। আমাকে দেখে কন্যাটির পিতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—'সি ইজ কলাপ্সীঙ ফাষ্ট'। অটো-ডাইজেসন আরম্ভ হয়েছে। তাঁর মতে যে কোন মুহূর্তে ব্রেন এফেকট্ করবে। আমি কিন্তু দেখলাম যে 'সি ইজ ডেভলাপিঙ ফাষ্ট।' প্রতি দিন বহু আউন্স আঙুর ও ডালিমের রস তার পেটে পড়েছে। তার গাল দুটো ইতি-মধ্যেই রক্তাভ হয়ে উঠেছে। দেহটিও বেশ পুষ্ট হয় উঠেছে। শুনলাম তার পিতা ও আত্মীয়েরা পরে মত বদলেছেন। কিন্তু, ওই রুষ্টা কন্যা কিছুতেই তাদের ওই ভাবী জামাতার নাম ও ঠিকানা বলবে না। ওই জামাইকে খুঁজে বার করবার জন্য এবার পুলিশ ডাকা হলো। [চরম অতি-আদরের ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।]

কোনও এক শহুরে ধনী কন্যা আত্মহত্যার পূর্বে দরিদ্র দয়িতের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখে রাখে। পত্রটির কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। তার পিতা তাদের বিবাহে প্রতিবন্ধক হওয়াই ওই আত্মহত্যার কারণ ছিল। বলাবাহুল্য যে মেয়েটি কখনও পল্লী-গ্রাম দেখেনি।

"বড় আশা ছিল তোমার গ্রামীন পর্ণ কুটিরে উভয়ে একত্রে বসবাস করবো। চাঁদের আলোতে প্রাঙ্গণ ভরে যাবে। প্রাঙ্গণে তুলসীমঞ্চে আমি সন্ধ্যে প্রদীপ জ্বালাবো তুমি পিছন হতে চুপে চুপে এসে বক্ষলগ্না করবে।"

করিয়ে দিই। যুদ্ধ হতে প্রত্যাগত হয়ে তারা মারপিট করে নি। তাদের যা কিছু শোণিত স্পৃহা তা তারা সেখানে নিঃশেষ করে এসেছিল।

অধিকন্তু গ্রাম্য সমাজে অপরাধীদের স্থান নেই। সেখানে সমাজকে আঘাত করলে সমাজ প্রতি আঘাত করে। ওইজন্য ওরা গ্রাম ছেড়ে গত গ্রামে ও পরে শহরে এসে আশ্রয় নেয়। শিল্প অঞ্চলগুলিও ওদের নিরাপদ স্থান। শ্রমিকরা মনে করে যে তাদের শ্রমলব্ধ দ্রব্য তাদের নিকট হতে হরণ করা হচ্ছে। কিন্তু কৃষকদের এইটুকু তৃপ্তি যে তাদের উৎপন্ন ফসল তাদেরই ঘরে ওঠে। ভূমি-হীন চাষী এবং ভাগ চাষীদের মধ্যেও অপরাধী কম। এখানে তারা পরিবার বর্গের সঙ্গে বসবাস করে। পর্ণ কুটির হলেও তাতে প্রাইভেসী আছে। ওইগুলি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর। অপরাধমুখী ব্যক্তিদের তাদের পরিবার বর্গই সংযত করে। সেখানে চোর বা বেশ্যার স্থান নেই। শিল্পাঞ্চল দূষিত হওয়ায় পরিবার সহ বাসের রীতি নেই। গৃহগুলিতে কোনও প্রাইভেসিরও বালাই নেই। চরিত্রহীন ও মদ্যপের সংখ্যা স্বভাবতঃই সেখানে বেশী।

শহরে কোনও ফ্ল্যাটে কোনও নারী সহ কেহ অবৈধ ভাবে বাস করলে পাশের ফ্ল্যাটের অধিবাসী আপত্তি করে না। কিন্তু ওরা গ্রামে ওই ভাবে এক রাত্রিও বাস করতে পারে না। পরদিনই তারা সেখান হতে বিতাড়িত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রতিক্রিয়া সেখানে শুরু হবে। ঐ সম্পর্কে নিম্নোক্ত কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য।

"আমি অমুক গ্রামে এক বন্ধুর বাড়িতে সস্ত্রীক আশ্রয় নিই। আমার এক পিসতুতো শ্যালক দুপুর বেলায় তাঁর ভগ্নীর সঙ্গে দেখা করতে আসে। কিন্তু—পাড়ার এক বৃদ্ধা ঠাকুমা কিছুতেই তাকে বাড়িতে ঢুকতে দিলে না। তাকে নিজেদের বাড়ীতে এনে সমাদরে বসতে ও খেতে দিয়ে তিনি বললেন। 'তোমার কথা ছেলে আমাদের বলে নি। বাড়ীতে কচি বৌ রয়েছে। বন্ধু অফিস হতে এলে তুমি ঐ বাড়ীতে ঢুকো।' আমি বাটী এসে সব কথা শুনে অবাক হই। সে সঙ্গে আমি খুশী ও নিশ্চিন্তও হয়ে ছিলাম। কিন্তু আমার ওই পিসতুতো শ্যালক আর কোনও দিন ওই গ্রামে যায় নি।"

এখন আমার বক্তব্য এই যে—যদি কোনও বালকের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা দেখা যায় তাহলে তাকে শিল্পাঞ্চলে কর্মে নিয়োগ করলে বিপরীত ফল হবে। তাকে শোধরাতে হলে গ্রামাঞ্চলে এনে কুটির শিল্পে

কিংবা কৃষিতে নিয়োগ করা উচিত। গ্রামাঞ্চলে সুবিধে এই যে সেখানে নেশা ভাঙ করা সম্ভব নয়। সেখানে যা কিছু খুনোখুনি তা সম্পত্তি হরনের জন্য হয় না। উহা রক্ষা করার জন্যই সেখানে যা কিছু মার-পিঠ মধ্যে মধ্যে হয়েছে। কিন্তু মুস্কিল এই যে শহর ক্রমান্বয়ে গ্রাম গুলি গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। সেই সাথে সেখানে পৌঁছেছে 'এক-পরিবার বোধ' নাশক নানা শ্লোগান ও বিদেশী মতবাদ।

কিশোরগণ প্রায়ই বেনামা পত্র [উড়ো চিঠি] প্রেরণেতে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে। কখনও ওরা ঐরূপ পত্র নিজেরাই পাঠিয়েছে। কখনও বড়োরা তাদের দিয়ে উহা লিখিয়ে নিয়েছে। কাঁচা হাতের লেখার জন্যে কিশোরদের সাহায্য নেওয়া হয়। ওই সব পত্রে লাল কালির রক্ত খাঁড়া নরমুণ্ড আঁকা থাকেই। তা ছাড়া তাতে অশ্লীল শব্দ গালিগালাজ অভিশাপ এবং ভীতি প্রদর্শনও থাকে। এছ ইচ্ছাকৃত ভুল বানান লেখা হয়। শব্দগুলিও বিকৃত করা হয়েছে। জনৈক ছাত্র কোনও শিক্ষককে নিম্নোক্ত রূপ বেনামী পত্র পাঠায়। তাঁর দ্বারা পরীক্ষায় ফেল করানো ছাত্রদের মধ্যে অনুসন্ধান করে তাকে খুঁজে পাই। তার বাটী তল্লাসী করে একটি পঞ্জিকা পাওয়া যায়। উহাতে ওই রাত্রে ওই সময় ভালো লগ্নও লেখা ছিল।

"মহাশয়। আমি একজন বিশিষ্ট ভদ্র ডাকাত। অমুক তারিখে রাত্র দুইটাতে আমি চল্লিশ জন ভদ্র ডাকাত সহ আপনকার বাটিতে যাবো। আপনি অবশ্য ৫০ ভরি সোনা, নগদ ৮৫ সহস্র মুদ্রা এবং আপনার মধ্যমা কন্যাকে রেডি করে রাখবেন। পুলিসে সংবাদ দিলে মৃত্যু নিশ্চিত।"

বেনামী পত্র যেই যেখানে পাঠান না কেন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রেরকদের সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে নিজে উহা কেউ লেখেন না। বিশ্বস্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের দ্বারা ওই গুলি লেখানো হয়। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে হতে লেখককে খুঁজে বার করতে হবে। এই ভাবে মূল হোতাকে পেলে মূল লেখককে পাওয়া যায়। নিম্নোক্ত ফরমূলাটির সাহায্যে বেনামা পত্রটির প্রথমে শ্রেণী বিভাগ করতে হবে।

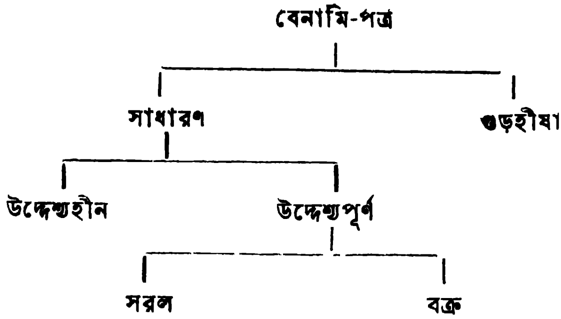

কিছু লোক এক প্রকার স্যাডিষ্টিক রোগে ভুগে বেনামী-পত্র পাঠায়। ওতে তারা একপ্রকার পুলক শিহরণ লাভ করে। এরা সহকর্মী ও পরিচিত ব্যক্তিদের নামে ওইরূপ পত্র পাঠায়। ওতে বহু সত্যের সঙ্গে মিথ্যা কথাও থাকে। প্রায়শঃ ঐ গুলি গালাগালি ও অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ হয়। অশ্লীল ভাষা সে মুখে বলতে পারে নি। সেই গুলি সে কলমের মুখে প্রকাশ ও প্রচার করে তৃপ্তি পায়। এরূপ পত্র বহু সংখ্যায় কিছুকাল যাবৎ পাঠানো হয়। ঐ লেখক নিজের নামেও ঐরূপ পত্র পাঠায়। পরে সে উহা পরিচিত-দের দেখিয়ে আনন্দ পায়। ওই মনোরোগকে গুডাহীষা রোগ বলা হয়। কোন ব্যক্তি ওই পত্র হাতে বেশী হৈ চৈ করছে সেইটেই সাবধানে লক্ষ্য করতে হবে।

অন্য দিকে—সাধারণ বেনামী পত্রের লেখকরা রোগী নয়। ওদের লেখা পত্র দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা—উদ্দেশ্যহীন এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ। উদ্দেশ্যহীন পত্র গুলি শুধু মজা করার জন্য লেখা হয়। উহা পড়লেই বোঝা যায় যে ওতে ক্রোধ বা হিংসা নেই। ওর মধ্যে ভীতি প্রদর্শন থাকলেও তা উপেক্ষা যোগ্য। কিশোরগণ সাধারণতঃ উদ্দেশ্যহীন বেনামী পত্র পাঠায়। প্রাপকগণ প্রায়ই তার নিজের পরিচিত বা বান্ধব হন। সংবাদ পত্রে মধ্যে মধ্যে বিশেষ বিশেষ আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। কখনও ওই সম্পর্কিত কোনও দারুন ঘটনাও প্রচারিত হয়েছে। সেই সময় বহু তদনুরূপ ব্যক্তিদের নিকট ওরূপ বেনামী-পত্র গিয়েছে। যাই হোক। ওই সকল বেনামী-পত্র লোককে উদ্বিগ্ন করলেও তাদের ক্ষতি করে না। ভয় পায় বা খ্যাপে এমন ব্যক্তিকে ওই পত্র পাঠানো হয়। এখানে প্রাপকের স্বভাবও অনুধাবন করতে হবে। তাঁর সম্বন্ধে আগ্রহী ও সেই সাথে

রগড়ী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রেরকের সন্ধান করুন। উদ্দেশহীন বেনামী পত্রকে উপেক্ষণীয় পত্রও বলা যায়। কিন্তু উদ্দেশ্যপূর্ণ বেনামী পত্র ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। সন্দেহ এড়াতে ওতে কিছু অবাস্তব মিথ্যাও সত্যের সঙ্গে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাত্র সত্য সংবাদ ওতে দেওয়া হয়। ঐগুলি উপেক্ষা না করে তদন্ত করা উচিত। তাহলে বহু দুরূহ বিষয় জানা যাবে। ওরূপ পত্রে কোনও অশ্লীল শব্দ বা অশালীন ভাষা থাকে না। কারণ, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিকে চটালে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। ওইভাবে উদ্দেশ্যপূর্ণ পত্রগুলি তদন্তের জন্য বেছে নিতে হবে। উদ্দেশ্যপূর্ণ বেনামী পত্রের প্রেরককে বাহির করার জন্য নিম্নোক্ত তথ্যগুলির অনুধাবনের প্রয়োজন হয়।

(১) প্রথমে বুঝতে হবে যে ওই পত্র পাঠানোর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। কোন ব্যক্তির ক্ষতি করার জন্যে উহা প্রেরিত। ওই পত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলি কার সঙ্গে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। ওই পত্রে কতগুলি সংবাদ দেওয়া হয়েছে। কতগুলি ঘটনার বিষয় ওতে বলা হয়েছে। এর পর বুঝতে হবে যে অতগুলি সংবাদ ও ঘটনা একত্রে কোন ব্যক্তির পক্ষে জানা সম্ভব।

(২) ওই সকল পত্রে বহু ইচ্ছাকৃত ভুল বানান লেখা থাকে। যাতে বোঝা যাবে যে উহা অশিক্ষিত ব্যক্তির লেখা। কিন্তু খুঁজলে অন্যত্র নির্ভুল বানান ও বাক্য পাওয়া যাবে। অন্যমনস্কতা ও অসাবধানতা উহার কারণ। তদ্বারা লেখকের বিদ্যা ও কৃষ্টি বুঝা যায়। তখন তদনুরূপ ব্যক্তিদের ওই জন্য খুঁজতে হবে। ওরা কাঁচা ও আঁকা বাঁকা লিখে দায়িত্ব এড়ায়। বহু ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ উচ্চাঙ্গের হয়। কিন্তু ভাষা কাঁচা থাকে। ওই ক্ষেত্রে ওতে বয়স্ক ব্যক্তির হাত থাকে।

(৩) হস্তলিপি হতে লেখকের বয়স বিদ্যাবুদ্ধি দৈহিক শক্তি জানা যায়। কালীর শুষ্কতা হতে লেখার সময়ও জানতে হবে। কিছু পত্রে বহুজনের ভঙ্গী ভাষা ও বুদ্ধির প্রকাশ থাকে। কিরূপ কলমের ও নিপের লেখা তাও টুকে রাখতে হবে। ওগুলি লেখকের বিরুদ্ধে প্রমাণ রূপে ব্যবহার করা যায়। ভিন্ন ও দূর এলাকাতে ওই পত্র পোষ্ট করা হয়। কোনও রেলস্টেশনে পোষ্টেড হলে প্রেরকের ডেলি প্যাসেঞ্জারদের সহিত সম্পর্কিত হওয়ার সম্ভাবনা। কাগজের উপরও অঙ্গুলীর টিপ পড়ে এবং উহা বৈজ্ঞানিক পন্থায় প্রকট করাও সম্ভব। যে এলাকাতে পোষ্টেড্ হয় প্রেরকরা সেই এলাকার লোক প্রায়ই হন না।

(৪) ওই পত্র সমূহে বহু স্থানীয় ও প্রদেশীয় এবং পারিবারিক ভাষা ও বাক্য থাকে। যেমন ছ্যামড়া একটি বরিশাল জিলাতে ব্যবহৃত বাক্য। ওইক্ষেত্রে নিশ্চই প্রেরক বরিশালবাসী হবেন। নাতুপালের ঘাটে যাও। নাতুপাল খড়দার শ্মশান ঘাট। ও ক্ষেত্রে বুঝতে হবে লেখকের [প্রায়ই কিশোর] বাড়ি বা মামার বাড়ি খড়দাতে। দেয়ালগিরী করে দেবো। কিংবা বেশী জীদ্দি করো না। ওইগুলি পারিবারিক পরিভাষা। ওইরূপ ভাষা হতেও প্রেরককে খুঁজে বার করা সম্ভব। অনুরূপ বহু ব্যক্তিগত ভাষাও উহার মধ্যে থাকে। সন্দেহমান ব্যক্তির সাথে কথাবার্তা বললে উহা ধরা পড়ে। বহুভাষী লোকের এলাকাতে বসবাসীদের ভাষায় অন্য ভাষার প্রভাব পড়ে। ওই হতে ওদের বাসস্থানের হদিসও পাওয়া যেতে পারে।

কোনও এক নির্দোষ কুমারী কিশোরীর নামে পোষ্টকার্ডে প্রেমপত্র আসে। মেয়েটীর বিধবা মাতা শরিকদারদের সঙ্গে এক অট্টালিকাতে বাস করতো। ওদের নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্যও ছিল। ওই সকল পত্রে কন্যাটিকে পূর্বদিনগুলির মত হোটেলে দেখা করতে বলা হতো। অথচ ওই মেয়েটি পর্দানশীন ছিল। প্রেমপত্র বন্ধ খামে না পাঠিয়ে খোলা পত্রযোগে পাঠানোর একমাত্র উদ্দেশ্য দাসদাসীদের নিকট ওদের লজ্জিত [অপমানিত] করা। এটা আমার বুঝতে অসুবিধে হয় নি। আমি যা বুঝবার তা বুঝে ওদের কিছু উপদেশ দিয়েছিলাম। তদনুযায়ী ওদের সম্পর্কিত খুল্লতাতের স্ত্রীর উদ্দেশ্য একটি বেনামী পত্র খামেতে পাঠানো হয়। তাতে জনৈক কাশীপ্রবাসী মৃত্যুমুখী প্রৌঢ় ভদ্রলোকের জবানীতে লেখা ছিল, 'আজ তুমি স্বামী পুত্র ও পৌত্রে সুখী। কিন্তু আমাদের ঘনিষ্ঠ বাল্যপ্রেম তোমার কি মনে পড়ে। আজ মৃত্যুর সময় তোমাকে মনে পড়ছে', ইত্যাদি। এর পর হতে আর একখানিও প্রেমপত্র ওই অনূঢ়া কিশোরীর নামে আসে নি। নিম্নে বেনামী পত্র তদন্তের একটি বাস্তব চিত্র উদ্ধৃত করা হলো।

কোনও এক উধ্বর্তন কর্মীর নামে একটি বেনামী-পত্র দুর্নীতি দমন বিভাগে আসে। ওতে অভিযোগ যে উনি সরকারী গাড়ীর অন্যায্য ব্যবহার করেন। অফিসে আসার সময় তাঁর এক সম্পর্কিতা কুমারী শালীকে তুলে একটি শিক্ষা নিকেতনে পৌঁছান। সেই সন্ধ্যায় আফিস থেকে ফিরবার সময় উনি সেখান থেকে তাঁকে গাড়ীতে তোলেন। তার পর তাকে হোটেলে খাওয়ান, একটি করে শাড়ী কিনে দেন ও তারপর

তাকে ময়দানের অন্ধকারে একটি বিশেষ রাস্তাতে আনেন। বহু রাত্রে উনি তাকে তার বাড়ীতে পৌঁছে নিজ বাড়ীতে ফেরেন। গোপন তদন্তে জানা গেল যে ভদ্রলোক সরকারী গ্যারেজের পুল থেকে এক এক দিন এক এক গাড়ী ও ড্রাইভার নেন। ওঁর বাটী থেকে ওঁর গাড়ীর পিছু 'ফলো' করে অফিসররা দোষণীয় কিছু পান নি। আমি কিন্তু ওই বিষয়ে ওঁদের সঙ্গে ভিন্ন মত হয়ে নিজেই তদন্ত করি।

ভদ্রলোক প্রৌঢ় ও শীঘ্রই পেনশন প্রাপ্ত হবেন। যুবকদের মত প্রতি দিন তাঁর যৌন স্পৃহা আসে না। কিছু দিন পর পর তাঁর মধ্যে ওই স্পৃহা আসবে। ওই জন্য অন্য দিন তাঁর গাড়ী ফলো করে কিছু জানা যায় নি। কিন্তু—ওই স্পৃহা তাঁর কোন্ দিন আসবে ও সেই মত ব্যবস্থা হবে। সেই বিশেষ দিনটি প্রথমে জানা দরকার হলো। ওই সব কার্যে সাধারণতঃ একটি ড্রাইভারই ব্যবহার করা হয়। কারণ বহু জনের নিকট ওই বিষয়ে এক্সপোজড্ কেউ হয় না। এতে জানাজানি হলে সাক্ষীর সংখ্যা বাড়ে। একজনকে মাত্র মিথ্যাবাদী বলা যায়। [ওতে মাত্র একজনের শ্রদ্ধা হারালে ক্ষতি নেই।] ঐ ড্রাইভারকে অধিক রাত্র পর্যন্ত আটকে রাখার জন্যে সে বিরক্ত হয়েছে। আসলি মেম-সাহেবের সে হুকুম শুনতে রাজী হলেও নকলী মেমসাহেবকে সে বরদাস্ত করবে কেন? ওই নকলী মেমসাহেবের হুকুমও হয়তো তাকে শুনতে হয়েছে। ভদ্রলোকের বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিও তার হবে। এ ক্ষেত্রে বোঝা গেল যে ওই ড্রাইভার লোকটির স্বার্থে ঘা লাগায় ওই পত্রের সৃষ্টি। ওই পত্রটি বারংবার পাঠ করে দুইটি বরিশালের ভাষা আমি পাই। সরকারী গ্যারেজের লগ বুক ও ড্রাইভারদের সারভিস বুক পরীক্ষা করি। দুই জনের দেশের ঠিকানায় বরিশাল জিলার উল্লেখ ছিল। লগ বুকে দেখা যায় যে—ওদের একজন প্রতি মাসে বহু বার ওই সাহেবের ডিউটিতে ছিল। সাধারণতঃ মঙ্গল ও শনিবারে সে সাহেবের গাড়ী বেশী চালিয়েছে। আমি ওই ড্রাইভারকে গোপনে ডেকে গোপনতা রক্ষার আশ্বাস দিলাম। আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্য [অফিসারকে ফাঁসানো] একই থাকাতে সে ওঁদের অভিসারে যাওয়ার পরবর্তী শুভদিনটি আমাদের জানিয়ে দেয়। আমরা উভয়েই একই রূপ উচ্চপদী ছিলাম। আমার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতি-অভিযোগ আনার সম্ভাবনা ছিল। ওই জন্য

আরও উচ্চতম এক অফিসারকে ওই দিন ওঁকে ফলো করা কালে সঙ্গে নিই।

অপরাধ নির্ণয়ার্থে অপরাধী-মন্য [সাসপেক্ট] ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব বোঝা দরকার। বিপদে বয়স্ক ও কিশোরদের আচরণ বিভিন্ন হয়। উভয়ের কৃষ্টি ও শিক্ষা সহ শ্রেণীগত মনস্তত্ত্বও বিবেচনা করতে হবে। বস্তিবাসী, মধ্য-বিত্ত ও ধনীকদের আচরণে প্রভেদ থাকে। ওই সম্পর্কিত একটি ঘটনা নিয়ে উল্লেখ করা হলো।

"কোনও এক হাসপাতালের কর্মকর্তার নামে গোপন অভিযোগ এলো। উনি হাসপাতালের অপারেশন টেবিলটি বাটী নিয়ে গেছেন। সাময়িক ব্যবহারকে আইনে উপেক্ষা করার নিয়ম নেই। কিন্তু পদস্থ ব্যক্তির বাটী তল্লাসীতে ওই দ্রব্য না পাওয়া গেলে আমাদের বিপদ। এ ছাড়া ঐ মামুলী দ্রব্য সরকারী দ্রব্য রূপে প্রমাণ করতে হবে। সেই সাথে উহার হেপাজতেও উত্তম রূপে প্রমাণ করা চাই। আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে বললাম যে ঐরূপ একটি মিথ্যা অভিযোগ এসেছে। আমি আর কিছু না বলে সেখান হতে চলে আসি। আমি জানতাম যে ঐ শিক্ষিত ভদ্রলোক ক্রিমিন্যাল নন। [ব্যবহার করার পর উনি এমনিতেই উহা ওখানে ফেরত আনতেন।] সুযোগ পাওয়া মাত্র রাত্রে ওঁর গাড়ীতে হাসপাতালে ওটা উনি ফিরিয়ে আনবেন। ঘটেছিলও তাই। আমরা তদবধি হাসপাতালের গেটে ওয়াচ মোতায়েন রাখি। উনি ওই গাড়ীতে ওই দ্রব্য সহ ঢোকা মাত্র আমরা তাকে হাতে-নাতে বামাল ধরে ফেলি।"

বহু ভদ্র কিশোর কিন্তু চাওয়া মাত্র ওই রূপ দ্রব্যাদি প্রত্যর্পণ করেছে। আইনগত ফলাফল তারা ভাবে নি। কিন্তু পেশাদার বালক-অপরাধীগণ বহু তাড়নাতেও অপহৃত দ্রব্য ফেরত দেয় না।

কিশোর অপরাধী এবং বয়স্ক অপরাধীকৃত অপরাধ সমূহের তদন্ত প্রণালী একই রূপ হয়ে থাকে। [অপরাধ-বিজ্ঞান ৬ খণ্ড দ্রঃ] এখানে মাত্র ওদের অপরাধ-নিরোধ সম্বন্ধে অধিক বলেছি। বহু তরুণী তরুণদের আশা দেন। কিন্তু কথা রাখেন না। অযথা তাদের উতলা করা হয়। ওঁরাও এক শ্রেণীর অপরাধী। অপরাধ-নিরোধ সম্পর্কে আমি মাত্র দাঙ্গাহাঙ্গামার বিষয় বলবো। কারণ—অধুনা ওই সবে কিশোররা প্রায়ই জড়িয়ে পড়ে।

দাঙ্গাহাঙ্গামা [RIOT] দমনে গুলিবর্ষণের আমি পক্ষপাতী নই। যারা ভয় পায় তারাই গুলি চালায়। লাঠিধারী এক জন হেড কনেষ্টবল ও দশজন

লাঠিধারী কনেষ্টবলের সাহায্যে বহু মারমুখী জনতা [MOB]কে বিতাড়িত করা সম্ভব। বলপ্রয়োগ না করে ভীতি প্রদর্শনই যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়। ঘটনা স্থলে পৌঁছে বুঝতে হবে যে জনতা কোন স্তরে আছে। উহা ক্রাউড কিংবা মব্ [MOB] উহাদের হাব ভাব ও আচরণ হতে উহা বুঝা যায়। ক্রাউড ও মব্ ভিন্ন বস্তু নয়। প্রথমটি হতে দ্বিতীয়টির উৎপত্তি। উত্তেজনা জনিত ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন উহার কারণ। গণ-বাক্-প্রয়োগ দ্বারা [Mass-suggession] ওই সময় ওরা পরস্পরকে প্রভাবিত করে। ফলে ক্রাউড 'মবে' রূপান্তরিত হয়। ক্রাউড অবস্থাতে প্রত্যেকে পৃথক ব্যক্তিত্ব হারায় নি। তারা নিজেদের ভালোমন্দ ও পরিবার বর্গের বিষয় চিন্তা করে। তারা সাধারণতঃ সূক্ষ্ম বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু উহা মব্-এ পরিণত হলে ওরা ওদের পৃথক ব্যক্তিত্ব হারিয়ে একটি ব্যক্তিতে পরিণত হয়। তাদের চিন্তাধারা ও কর্মধারাও হয় একরূপ। ওই মানব দানব স্থূল বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হিংস্র আদি-মানুষ হয়। ক্রাউডের সহিত যুক্তিতর্ক চলে। কিন্তু মব্-এর ক্ষেত্রে উহা নিষ্ফল। উহারা তখন হিংস্র জন্তু বিশেষ। অপেক্ষা করলে ওই মব ধীরে ধীরে পুনরায় ক্রাউডে পরিণত হবে। কিন্তু ততক্ষণে ওরা বহু জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট করে। অতএব ওদের বিতাড়িত করা প্রয়োজন।

দূর হতে ওই মব্-এর কমপোজিসন তথা গঠন লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে সমগ্র ক্রাউডটি সমান ভাবে মব-এতে পরিণত হয় নি। ওদের কিছু কিছু ব্যক্তি তখনও ক্রাউডের পর্যায়ে রয়েছে। ওইগুলি মারমুখী মব-এর দুর্বল স্থান। ওদের কেউ কেউ পালানোর জন্যে উন্মুখ থাকে। ওদের সাহসী অংশে আঘাত হানলে ওরা আরও সাহসী হয়। ওদের সাহস দেখে দুর্বল অংশেরও সাহস আসে। ওই স্থলে— হঠাৎ ওদের দুর্বল স্থানটির উপর [লাঠি চার্জ] আঘাত হানতে হবে। ওই ক্ষেত্রে পলায়নোন্মুখ ব্যক্তিরা পালাতে সুরু করবে। ওদের পালাতে দেখে সাহসীদের মনোবল ভেঙে পড়বে। তারাও তখন পালাতে থাকবে। আঘাত হানারও ওই জন্য প্রায়ই প্রয়োজন হয় না। আঘাত করতে উদ্যত হলেই [show of force] সুফল ফলে।

আরও একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। দেশ রক্ষার্থে বহু ব্যক্তি নেতাদের ডাকে সাড়া দেন। সকলেরই ধারণা হয় সে ছাড়া যুদ্ধে সকলে নিহত হবে। কিন্তু—সে নিজে বুকে এক গাদা মেডেল ঝুলিয়ে বীরের মত ফিরবে। ওই রূপ মনোবৃত্তি না থাকলে কম ব্যক্তি যুদ্ধে যেতো।

সুইসাইড কোরে [sucide corps] সিওর ডেথ। ওতে কেউ যোগ দেয় না। হাঙ্গামা প্রয়াসী ব্যক্তিরাও ভাবে অন্যেরা পিটন খেলে বা ধরা পড়লেও সে নিজে ঠিক পালাতে পারবে। এ জন্যে পালাবার পথ [Line of Retreat] বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা হলে ওরা পলায়ন-পর হয়। তজ্জন্য সুমুখে প্রধান পুলিশ দলকে রেখে উহা হতে একটি বিচ্ছিন্ন ছোট দলকে জনতার পিছনে পাঠানো মাত্র ওরা পলায়ন-পর হয়েছে।

[গুলি বর্ষণ কালে উপরোক্ত রূপে পিছনের পথ বন্ধ না করে উহা উন্মুক্ত রেখে তাদের পালাবার সুযোগ দেওয়া উচিত। নচেৎ হতাহতের সংখ্যা বহু গুণে বেড়ে যাবে। নিকট হতে গুলি বর্ষণ করলে সমগ্র জনতা উহার [effect] প্রভাব সমান ভাবে উপলব্ধি করে না। একটা জায়গার লোক একটু নড়ে ওঠে। কে পড়লো বা মরলো তা তারা বুঝতে পারে না। অন্যেরা তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে দৌড়ে এসে গুলি বর্ষককে ঘিরে ফেলে। এতে আত্মরক্ষার্থে আরও গুলি ছুঁড়তে হয়। কিন্তু বহু দূর হতে গুলিবর্ষণ করলে গুলি বর্ষণের প্রভাব [effcct] সমগ্র জনতা সমান ভাবে [uniformly] উপলব্ধি করে। তখুনি তারা পলায়নপর হওয়ায় একজনের বেশী ব্যক্তি নিহত বা আহত হয় না। এখানে জনতার অধিকৃত স্থানটি কতো দীর্ঘ তা বুঝতে হবে। ওই দীর্ঘতা [Length] যতটা তদপেক্ষা বেশী দার্ঘ দূরে [মধ্যস্থল হতে] সিপাহীদের পিছিয়ে আনুন এবং নিতান্ত প্রয়োজন হলে একটি মাত্র গুলি ছুঁড়ুন। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে সাম্প্রদায়িক মহা দাঙ্গাতে দেখেছি যে রাইফেলের বুলেট অপেক্ষা সট গান জনতা তাড়াতে অধিক কার্যকরী। কারণ—সট গানের ছটরা বিস্তৃত স্থানে ছড়িয়ে বহু ব্যক্তিকে একত্রে [নিহত নয়] মাত্র আহত করে। [কিন্তু তাতে কারো প্রাণহানি হতো না। এতে তৎক্ষণাৎ জনগণ পলায়নপর হয়েছে। কোনও জীবন হানি কারোই কাম্য নয়। ওই সময় গুলিবর্ষি ব্যক্তি আপন পুত্র কন্যাদের বিষয় চিন্তা করুক।

কিশোর এবং শিশুদের দ্বারা বহু অপরাধ সমাধা হয়। কিন্তু তদাপেক্ষা বহু গুণ অধিক অপরাধ ওদের বিরুদ্ধে কৃত হয়েছে। রাজপথে প্রায়ই শিশু ক্রোড়ে জননীদের ভিক্ষা করতে দেখি। বহু ক্ষেত্রে ওদের অন্যদের নিকট হতে ভাড়া করে আনা হয়। আফিমের জল খাওয়ানোর জন্যে ওরা নিশ্চল ভাবে শুয়ে থাকে। বহু শিশুকে চুরি করে এনে বিকলাঙ্গ করে ওদের দ্বারা ভিক্ষা করানো হয়। কলেজ ও স্কুলের নিকটের চায়ের দোকানের বিক্রেতা চায়েতে আফিমের জল মেশায়। কিশোরগণ

নেশার জন্য ওই দোকানে বেশী দামে চা খেতে আসে। কিশোরদের উচিত রূপে ভরণপোষণ করুন এবং তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিন। ওদের সুপথে আনার চেষ্টা না করাকেও অপরাধ বলবো। কিশোরদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করে হাজতে পোরা জঘন্য অপরাধ।

[কোনও এক বালকের পিতার নিকট তাঁর পুত্রের বন্ধুরা এসে জানায় যে তাঁর ওই পুত্র তাদের ক্লাবের একজন সদস্য। তাকে ভর্ৎসনা করার জন্য ওরা ওঁর নিকট কৈফিয়ৎ দাবী করে। কিন্তু তদন্তে দেখা যায় ক্লাবের বয়স্ক সভাপতির শিক্ষা মত তারা এসেছে। এজন্য পরে ওরা তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থীও হয়। ওদের মধ্যে বড়দের প্রবেশই সকল অনর্থের মূল। কোনও এক বাগিচার বয়স্ক গ্রামীন মালিক বাগানে ঢুকে দেখেন যে এক কিশোর আম্র বৃক্ষে উঠে আম খাচ্ছে। তাঁকে দেখে ভয়ে তার পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ওই জন্য ভদ্রলোক দীর্ঘক্ষণ তার নামা পর্যন্ত একটা খানায় থাকেন। পরে উনি শিশুটিকে আদর করে আরও কয়টি আম তাকে দিলেন। ওইরূপ সহানুভূতি এবং সুবিবেচনার সাম্প্রতিক অভাবও কিশোর ও শিশু অপরাধী বৃদ্ধির কারণ। বলা বাহুল্য যে শিশুরা প্রথমাবস্থায় অন্যের পিতামাতাকেও আপনজন মনে করে। এমন কি পশুদের মধ্যেও উহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।]

কিশোর-অপরাধী সম্পর্কিত গবেষণা কার্যে গবেষকদের আরও কয়েকটি বিষয় বিচার করতে হবে। অনাদরের মত অতি আদরও শিশুদের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হয় না। একথা ঠিক। পিতামাতারা অতি আদরের কেন শিকার হন? এই তথ্যটি গবেষকগণ জ্ঞাত হলে গবেষণাতে সুবিধা হবে। বহু ক্ষেত্রে ওদের মাতাদের শৈশবে প্রয়োজনীয় স্নেহের ও নিরাপত্তার অভাব ছিল। ওইরূপ মাতারা সন্তানদের অতি আদর করে তাদের শৈশবের অভাব ও ক্ষোভ পুষিয়ে নেন। অন্যদিকে নীচুমানের স্নেহ ও রক্ষণ কার্য শিশুদের মনে নিরাপত্তাবোধ আনে না। ওই ক্ষেত্রে তাদের সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব গঠন ব্যাহত হয়। মাতাপিতার স্নেহহীন হওয়ার অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া অন্য কারণও আছে। কেহ পুত্রাপেক্ষা কন্যাদের কম আদর করেন। এঁরা ভুলে যান যে ভবিষ্যতে ওরাই দেশের শ্রেষ্ঠ পুত্রদের জন্ম দেবে। পুত্র এবং কন্যার মধ্যে আদরের তারতম্য ওই বিষয়ে কতটা দায়ী তাও বিবেচ্য। বহু শিশুর জন্মকে পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করা হয়। অসামাজিক বিবাহ জাত সন্তানরা পারিবারিক আদর কম পায়। কিন্তু ওদের পিতামাতা অন্যত্র স্বাধীন ও পৃথক ভাবে

বসবাস করলে ঐ অসুবিধা হয় না। হোমে মানুষ হওয়া অবৈধ সন্তানদের প্রশ্ন এখানে আমি ওঠাচ্ছি না। বালিকাদের বিবাহের পর বয়স্কদের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। এতে তাদের মনেতে যে চাপ পড়ে তার জন্য কতটুকু ক্ষতি হয়। বাল্য বিবাহ জাত সন্তানদের সম্পর্কে ঐ সত্য প্রযোজ্য নয় কেন? এইগুলি সম্বন্ধেও গবেষকদের গবেষণা করার প্রয়োজন আছে।

বস্তী উচ্ছেদ করে ত্রিতল কোঠা বাড়ীতে বস্তীর পরিবারগুলিকে কলিকাতার কয়েকটি স্থানে উঠিয়ে আনা হয়েছে। ঐ সকল অট্টালিকার সংলগ্ন সুন্দর সুন্দর পার্কও শিশুদের ক্রীড়ার জন্য দেখা যায়। আশ্চর্য এই যে ওইসব বাড়ীর কিশোর ও শিশুরা ব্যক্তিত্বপূর্ণ ভদ্র এবং আইনানুরাগী। সৌন্দর্য এবং প্রাইভেসীবোধ নিশ্চয়ই ঐ পরিবর্তনের কারণ। উহা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও বস্তী উচ্ছেদের বদলে উহা উন্নয়নের প্রশ্ন উঠে। অথচ—সেখানে খাপরা ও মেটে বাড়ীকে কোঠা বাড়ী করা প্রয়োজনীয় সাইড স্পেসের অভাবে সম্ভব নয়। বর্তমান বস্তীর অপরিসর পথগুলি এবং জল ও বাথরুমের উন্নয়ন হতে পারে না। ঐ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী, পূর্তবিদ ও মনস্তত্ত্ববিদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয় না।

পারিবারিক উৎসবগুলি পূর্বে শিশুদের মধ্যে সংগঠনী ও সৃজনী শক্তি আনতো। ওদের মধ্যে উহা নিয়ন্ত্রণাধীন পারস্পরিক সহযোগীতার সৃষ্টি করত। অনিয়ন্ত্রিত বারোয়ারী উৎসবগুলির বৃহত্তর ক্ষেত্রে সকল কিশোর ও শিশুর সমভাবে যোগদান সম্ভব নয়। ঐ পারিবারিক উৎসবগুলির তিরোধানও কিশোর অপরাধী সৃষ্টি সম্পর্কে বিবেচ্য। কৃষিশিল্প ও কুটির শিল্পকে আমি অপরাধী নিরোধের সহায়ক বলেছি। ষ্টিম-ইঞ্জিন সৃষ্টির পর ঘরমুখী [পারিবারিক] শিল্পগুলি বহির্মুখী হয়ে কারখানায় স্থানান্তরিত হয়। এরূপ বলা হয় যে উহা অপরাধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু ইলেকট্রিকের যুগে শিল্পকে [ছোট করে] পুনরায় ঘরমুখী করা সম্ভব। ঐ সম্পর্কিত গবেষকদের উহাও বিবেচনা করা উচিত। এতে মেয়েরাও চাকরীর জন্য বাইরে না বেরিয়ে পুনরায় ঘরমুখী হয়ে সংসারকে শান্তিপূর্ণ করবে। ঐগুলি বড় বড় ইনড্রাসট্রির সাবসিডিয়ারী হয়ে প্রথমোক্তদের শ্রমিক বিক্ষোভের লাঘব ও অর্থের সাশ্রয় ঘটাবে। কাঁচা মাল ওদের সাপ্লাই করে বড়ে ইনডাসট্রি ওদের থেকে তৈরী দ্রব্য নিক। ঐ ভাবে অন্তত: গ্রামগুলিকে সংগঠিত করে বহু সমস্যার সমাধান সম্ভব।

আরও একটি বিষয় ঐ সম্পর্কে বিবেচনা করতে হবে। মধ্যবিত্ত কিশোরদের

মধ্যে একটা মেন্টাল এরিসট্রোক্রেসি এসে গেছে। অর্থের চাইতে তারা সম্মান, পোষাক [uniform & status] এবং এসোসিয়েশন [ভালো পরিবেশ] চায়। কিশোরদের উপযুক্ত পোষাক গ্যাস-মাস্ক, হাতে গ্লাভস গামবুট দিলে তারা একত্রে ড্রেন পরিষ্কারেরও কাজে লাগে। হাফ প্যান্ট ও সোলার হ্যাট পরে গলাতে চায়ের ফ্ল্যাস্ক ঝুলিয়ে তারা ঘন্টার পর ঘন্টা ট্রাকটর চালাতে রাজী। আরও কয়েকটি দোষ থেকে ওদের মুক্ত করা প্রয়োজন। ওরা দীর্ঘক্ষণ কর্ম করতে অনভ্যস্ত। প্রতিদিন একটু একটু করে কর্মকাল বাড়িয়ে ওতে ওদের অভ্যস্ত করতে হবে। ওদের প্রতিক্রিয়া-কাল কম থাকাতে [Reaction time] ওরা প্রায়ই দুর্ঘটনায় পড়ে। ওরা মেসিনের গতির সাথে তাল রাখতে পারে না। ফলে এরা শীঘ্রই দেহে ল্যাকটিক এসিড তৈরী করে ফেটিগড্ হয়। ঐ ক্ষেত্রে ওদের দেহ-তালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মেসিনের গতি কমাতে হবে। তার পর ধীরে ধীরে মেসিনের গতি বাড়িয়ে তাতে ওদের অভ্যস্ত করতে হবে। বলা বাহুল্য ওদের সকলকেই শুধু লেখাপড়ার কাজ দেওয়া সম্ভব নয়। মধ্যবিত্ত বালকদের মধ্যেই অধুনা কিশোর-অপরাধীর সংখ্যা অধিক।

মানুষের কোন গোষ্ঠী কত পূর্বে এবং কোন গোষ্ঠী পরে সুসভ্য হয়েছে তা তাদের কষ্ট-বোধের কম বেশী পরিমাপ হতে বোঝা যায়। উহা দ্বারা জাতি বিশেষের প্রাচীনত্ব নিরূপণ করা সম্ভব। য়ুরোপীয় আমেরিকান-দের অপেক্ষা রেড ইণ্ডিয়ান আমেরিকানদের কষ্টবোধ বহু গুণে কম দেখা গিয়েছে। বিভিন্ন ভারতীয় গোষ্ঠীদের মধ্যে এইরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ আছে।

আদি-মানুষের মত অপরাধীদের কষ্টবোধ কম ও স্পর্শ-বোধ বেশী (*) এবং উষ্ণ-বোধ কম শৈত্য বোধ বেশী। কষ্টবোধ দ্বারা মানুষ বোঝে যে তার রোগ হয়েছে। উহা তাদের ওয়ার্নিঙ-এর কাজ করে।

---

* পকেটমারগণ পকেট স্পর্শ করে জানে যে সেখানে সাদা কাগজ বা নোট আছে। ছিনতাই'রা দূর হতে গলার হার সোনার বা গিল্টীর তা বুঝতে সক্ষম। মৎস্য চোর জলে জিহ্বা স্পর্শ করে মৎস্যের সংখ্যা বোঝে। পশু চোর পাঁচিলের এ পার হতে ঘ্রাণ দ্বারা গবাদির স্বরূপ বুঝে নেয়। সিঁদেল চোর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অন্যের অবোধ্য শব্দ শুনে বস্তুর স্বরূপ বুঝতে সক্ষম।

কিন্তু—অপরাধীদের উহা কম থাকাতে তাদের রোগের বিষয় তারা জানতেও পারি না। দেহের কষ্ট-কেন্দ্র স্পর্শ-কেন্দ্র, উষ্ণ ও শৈত্য-কেন্দ্র [পেন স্পট, টাচ, হিট ও কোল্ড স্পট] সম্পর্কিত পরিমাপক যন্ত্র দ্বারা উহা পরীক্ষা করা যায়। নিরপরাধদের মধ্যে কিন্তু উল্টো ব্যবস্থা থাকে। এদের কষ্ট বোধ ও উষ্ণ বোধ বেশী এবং শৈত্য বোধ ও স্পর্শ বোধ অপেক্ষাকৃত কম।

কোনও বালকের মধ্যে ঐ সকল ইন্দ্রিয়-বোধ অপরাধীদের মত দেখা গেলে উহার চিকিৎসার প্রয়োজন। মানুষ মুখের মত গাত্র-কোষ দ্বারা আহার গ্রহণ করে। [গাত্রচর্মে বিষ লেপন করেও মানুষকে হত্যা করা যায়।] ওদের গাত্র ম্যাসেজ করে, পর্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়ে এবং বেসন-বাটা, দুধের সর বাটা, ও বাদাম বাটা লেপন করে ওদের চর্ম-কোষগুলিকে সুস্থ করা প্রয়োজন। দেহ-কোষের ক্ষতিকারক সাবান ব্যবহার করা কদাচ নয়। ঐ সাবান অশান্ত মনের সৃষ্টি করে। উহার অতি ব্যবহার অপরাধ-স্পৃহা ও যৌন-স্পৃহা সৃষ্টির সহায়ক।

ওদের মধ্যে [দয়া স্নেহ সুবিচারবোধ আদি] সূক্ষ্ম-বৃত্তিসমূহ দুর্বল এবং [লোভ ক্রোধ ঘৃণা হিংসা আদি] স্থুল বৃত্তিসমূহ প্রবল দেখা যায়। উপদেশ প্রভৃতি বাক-প্রয়োগ [সাজেস্‌শন] দ্বারা প্রত্যক্ষ চিকিৎসা ফল-প্রসূ না হলে ওদের অপ্রত্যক্ষ চিকিৎসার প্রয়োজন। এদের তখন ভেসে আসা গানের সুর ও চিত্রাদির সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। ঐগুলি সূক্ষ্মবৃত্তি প্রসূত হওয়ায় ওদের সূক্ষ্মবৃত্তিকে প্রবল করবে। সূক্ষ্মবৃত্তি প্রবল হলে [উল্টো বৃত্তি] স্থুল-বৃদ্ধি এমনিতেই দুর্বল হবে। অনিচ্ছুক ব্যক্তিদেরও উহা কানে আসবে ও চোখে পড়বে। পরে দেখা যাবে যে সৎ-উপদেশ ও সৎ দৃষ্টান্ত ওদের উপর কার্যকরী হচ্ছে। কোনও কোনও বালকের আত্মসম্মান জ্ঞান এবং লজ্জা সরম-বোধ কম থাকে। অসদব্যবহার এবং উপেক্ষা ও অবজ্ঞাতে অভ্যস্ত হলে ঐরূপ হয়। সদব্যবহার, পরিশ্রম অনুযায়ী বেতন প্রদান, মর্যাদা পূর্ণ উত্তম সংসর্গ, সৎকর্মের স্বীকৃতি ও সূক্ষ্মবৃত্তির অনুশীলন ঐ দোষ নিরাময় করে। এমন কোনও কুকার্য নেই যা আত্মসম্মান বোধহীন ব্যক্তিরা না করতে পারে। ঐ সম্পর্কে নিম্নে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

“আমার ঐ বন্ধুকে বড় সাহেব প্রকাশ্যে গালাগালি করলেন। তক্ষুনি আমার বন্ধু একটি ইস্তফা পত্র লিখে ফেললেন। তখন জনৈক বয়স্ক অফিসার

তাকে বোঝালেন ও বললেন, 'চলো আমরা থানায় ফিরে যাই। সেখানে দশজন নিচুওয়ালা [কর্মী] আর বিশজন পাবলিককে গালাগালি করি। ওতে দিল হাল্কা হবে ও নিদ্'ভী আসবে। দশটা গালি খেয়েছি। বিশটা গালি দেবো। ওতে দশ গালিতো নাফা ইয়ে ফাউ।" অন্য এক প্রৌঢ় অফিসার তাকে এইরূপ বুঝিয়ে ছিলেন। "আরে! শব্দ হচ্ছে ব্রহ্ম। ওর কোনও অর্থ নেই। ড্যাম্ মানে এখানে গালি। কিন্তু জাপানে ওটা গোলাপ ফুল। ওর কোনও মানে যখন নেই তখন অন্য কিছু ভেবে নাও। গরু ডাকে, ঘোড়া ডাকে। মনে করো বড়সাহেব ডাকছে। এও একপ্রকার ডাক। ছোট বেলাতে বাবা বকলে আমি মনে করতাম ষাঁড় ডাকছে। যে সয় সেই রয়। কল মি হর্স। বাট গিভ মি মনি। আমাকে কেউ গরু বললে তাঁকে সবিনয়ে আমি বলবো, 'স্যার! আপনি ভূল করেছেন। আমি গরু নই। আমি হচ্ছি মহিষ। চামড়াটা আমার আরও বেশী মোটা।"

নিজের সম্মান বোধ যার নেই সে অন্যের সম্মান রাখে না। ওদের দ্বারা পাবলিকের সম্মান হানি ঘটলে তার জন্য ঐ বড়সাহেবও দায়ী। কারণ— উনিই অসৎ ব্যবহার দ্বারা ওদের প্রকৃতি ঐরূপ করেছেন। অবশ্য ওর জন্যে চাকুরী ছাড়া অনুচিত। একজনের কথা শুনতে না পেরে বাইরে এসে সে বহুজনের কথা শোনে। তখন মনে হবে যে ঐ একজনের কথা শোনাই ভালো ছিল।

বহু বালকের এনার্জি তুবড়ির ফোয়ারার মত বেগে বেরোয়। কিন্তু কিছু পরেই উহা নিঃশেষ হয়ে যায়। অপরাধীরা স্বভাবতঃ কর্মালস। ঐজন্যে ওদের মধ্যেও ক্ষণস্থায়ী এনার্জী দেখা যায়। আদর্শহীন স্থূলবৃত্তি [অপস্পৃহা] চালিত রাজনৈতিক বিক্ষোভগুলি উহার প্রমাণ। উহার স্থায়িত্ব মাত্র তিনদিন। উপেক্ষা করলে কিছু চেঁচিয়ে ওরা চুপ করে। প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হলে ওরা নীরব হয়। ঐরূপ বালকরা দীর্ঘকাল পরিশ্রম করতে অপারগ। অপরাধীদের সঙ্গে অলস ব্যক্তিদের সম্পর্ক আছে। এদের প্রথম দিন দশ মিনিট মাত্র কাজ দিতে হবে। পরে প্রতিদিন কিছু কিছু করে ওদের কর্মকাল বাড়াতে হবে। ঐভাবে একমাসে ওদের দ্বারা আটঘণ্টা কাজ করানো সম্ভব। [কর্মতৎপরতা আসা মাত্র ওদের কর্মালসতা দূর হবে।] দীর্ঘকাল কর্মে সক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে অপস্পৃহা কম থাকে। অলস ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্যও [উপরোক্ত রূপ] হাসপাতাল থাকা উচিত।

অপরাধীদের মধ্যে প্রখর প্রতিক্রিয়া কাল থাকে।* কিন্তু নিরাপরাধ বালকদেরও আত্মরক্ষার্থে প্রতিক্রিয়াকাল [Reaction time] বাড়াতে হবে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে দৈহিক প্রতিক্রিয়া কাল মাপা যায়। বলা হলো যে লাইট জ্বলামাত্র বোতাম টেপো। স্টাইলাসের সাহায্যে ঘূর্ণায়মান ড্রামে তদ্-সম্পর্কিত রেখা [curve] পড়ে। আলো দেখা ও বোতাম টেপার মধ্যবর্তী ক্ষণটুকু প্রতিক্রিয়াকাল। উহা সিগমার সাহায্যে মাপা হয়। এক সেকেণ্ডের এক হাজার অংশের 'একভাগ' এক সিগমা। উহার দ্বারা দুর্ঘটনা এড়ানোর মত আত্মরক্ষাও করা যায়। আততায়ী আমাদের চিনলেও তাদের আমরা চিনি না। ওদের কেউ পিস্তল আগে বার করলে অন্যজনের উহা বার করা অর্থহীন। কিন্তু আততায়ী অপেক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া কাল বেশী হলে তার তাগ করার পূর্বে দ্রুত অস্ত্র বার করে তাকে সে স্তব্ধ করবে। বিপজ্জন মেসিন এগুনো মাত্র হাত সরাতে সক্ষম শ্রমিক দুর্ঘটনার শিকার হয় না। ঐ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে বালকদের অভ্যাস দ্বারা প্রতিক্রিয়া-কাল বাড়ানো উচিত।

দৈহিক প্রতিক্রিয়া কালের মত মানসিক প্রতিক্রিয়া কালও আছে। উহা স্টপ ওয়াচের সাহায্যে প্রশ্নোত্তর দ্বারা পরীক্ষা করা যায়। একটা প্রশ্নের [সমস্যা] উত্তর কতো শীঘ্র সে দিল তা উহার দ্বারা বোঝা যায়। প্রশ্নের উত্তর পাওয়া মাত্র ব্যয়িত কাল জ্ঞাতার্থে ঐ স্টপওয়াচ বন্ধ করতে হবে। উহা দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব। ঐরূপে যন্ত্রের সাহায্যে অভ্যাস দ্বারা দৈহিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া কাল বাড়ানো উচিত।

আদি-মানুষদের ও জন্তুদের মত অপরাধীদের মধ্যে অতীন্দ্রিয়তা বোধ [Hyper sensibility] দেখা যায়। পকেটমার, ছিনতাই, পশু চোর, মৎস্য ও সিঁদেল চোরদের মধ্যে যথাক্রমে স্পর্শ, দৃষ্টি, ঘ্রাণ, স্বাদ ও শব্দ সম্পর্কিত অতীন্দ্রিয়তা দেখা যায়। কিন্তু নিরাপরাধ বালকদের দৈহিক অতীন্দ্রিয়তা অপেক্ষা মানসিক অতীন্দ্রিয়তার প্রয়োজন বেশী। হাবা কালা ও অন্ধ

* পকেটমারগণ ধাক্কা প্রভৃতির দ্বারা শিকার-মগ্ন লোকের চিত্ত অন্যত্র বিক্ষিপ্ত করে। ঐরূপ ঘটনা সৃষ্টির একসেকেণ্ড পূর্বে কিংবা একসেকেণ্ড পরে কার্যরত হলে তারা ধরা পড়ে। ধাক্কা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কার্য উদ্ধার করতে হয়। দ্রব্য তোলার ছোট ধাক্কা বড় ধাক্কার আওতায় অনুভূত হয় না।

বালকদের অবশ্য তাদের অন্য বিকল্প ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিপূরক রূপে শক্তিশালী করতে হবে।

অপরাধ-নিরোধ ও চরিত্রগঠন সম্বন্ধে এতক্ষণ বলা হলো। কিন্তু—অপরাধীগণ: পশুচরিত্র প্রাপ্ত হলে ওদের দমনের জন্য কঠোর শাসনের প্রয়োজন। অপস্পৃহা এমন এক বস্তু যে বাধা না পেলে উহা শনৈঃ শনৈঃ বেড়ে যায়। সময়ে প্রদমিত না হলে ওরা আদি মানুষের স্বভাব প্রাপ্ত হবে। আরও কিছু কাল অপেক্ষা করলে ওরা হিংস্র পশুরও অধম হবে। মানুষের স্থূল বৃত্তি উদ্বেলিত করা যত সহজ তাদের সূক্ষ্মবৃত্তি উদ্বেলিত করা তত সহজ নয়।

মানুষের মস্তিষ্কে কয়েক প্রকার মনোভঙ্গ আছে। যথা, রেডগ্রীণ ও ইয়োলো-ব্লু প্রশেস। একটা চৌকো লাল কাগজে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেওয়ালে চোখ ফেললে সেখানে উহার উল্টো গ্রীণ রঙ স্পষ্ট দেখা যায়। অনুরূপ ভাবে ব্লু হতে ইয়োলো ছাপ এবং ইয়োলো হতে ব্লু ছাপ বার হবে। এগুলিকে মানসিক মনোভঙ্গ বলা যেতে পারে। অনুরূপ ভাবে ঐন্দ্রিক মনোভঙ্গও আছে। যথা পেন-টাচ এবং হিট-কোল্ড। একটি অন্যটির উল্টো। একটি কমলে অন্যটি বাড়বে। ঐরূপে সূক্ষ্মবৃত্তির উল্টো স্থূলবৃত্তি। একটি কমালে অন্যটি বাড়বে।

সূক্ষ্মবৃত্তি সংপ্রেরণার এবং স্থূলবৃত্তি অপস্পৃহার ধারক ও বাহক। দয়া মায়া সহানুভূতি সুবিচার প্রভৃতি সূক্ষ্ম বৃত্তির এক একটি ভাগ। অনুরূপভাবে স্থূলবৃত্তি লোভ ক্রোধ হিংসা নিষ্ঠুরতা প্রভৃতিতে বিভক্ত। উহাদের বহু ইঞ্জিন রকেট দ্বয়ের সহিত তুলনা করা চলে। উহাদের যে কোনও একটি ইঞ্জিন দ্বারা ঐ রকেটদ্বয় চালিত হতে পারে। ঐ বৃত্তির [সূক্ষ্ম বা স্থূল] যে কোনও অংশ উদ্বেলিত করলে উহার অন্যটিও উদ্বেলিত হয়। সূক্ষ্ম এবং স্থূল বৃত্তি রূপ রকেটদ্বয় তাদের স্ব স্ব স্পুটনিক সংপ্রেরণা ও অপস্পৃহাকে উৎক্ষিপ্ত করে।

বালকদের মন উপরোক্তরূপে বিশ্লেষণ করে নিলে তাদের উপর লক্ষ্য রাখা সুবিধা হয়। শুধু তাই নয়। শিক্ষক এবং অভিভাবকরা ওদের ওই

• প্রথমে জমি দখল করে কেউ ক্ষ্যান্ত হবে না। পরে তারাই ব্যাঙ্ক লুঠ করবে। বাধা না পেলে তারা ট্রেজারির দিকে এগুবে। এজন্যে যা করার তা আইন করে করুন। এতে অন্যের মনে কোনও গ্লানি থাকে না। নচেৎ ক্ষতিগ্রস্তরাও ওদের মত অপরাধী হয়ে উঠবে। আইন দেরিতে করলে ওইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটেছে।

সকল দৈহিক ও তৎসংশ্লিষ্ট মানসিক দোষগুলি চিকিৎসা দ্বারা দূর করতেও পারেন। পরীক্ষাদ্বারা অস্বাভাবিকমনা বালকদের খুঁজে বার করে চিকিৎসা করা উচিত। নিম্নোক্ত কয়টি বিষয় ভদ্রজন মাত্রেরই বিবেচনা করা উচিত।

(১) বিবাহের উদ্দেশ্য জাতির মঙ্গলার্থে সর্বোত্তম সন্তানোৎপাদন। প্রেম বলতে যা বুঝি তা এসেসরী [Accessory] ফুড, যথা, চা কফি, তাম্বুল ও তামুক—উহা হলেও চলে। না হলেও চলে।

(২) পিতার যা দেবার তা সন্তানকেই দিতে হবে। তাই সন্তান পিতাকে খুশী করতে ব্যস্ত নন। শেষ দিন পর্যন্ত পিতার সম্পদ পুত্রকে জানতে না দেওয়া ভালো। একমাত্র পুত্র পিতৃদোষে মানুষ বা অমানুষ দুই হয়।

"এক পুত্র তার পিতার কেশ ধরে চৌকাঠ পর্যন্ত টেনে আনলে উনি পুত্রকে বলেছিলেন। 'ক্ষ্যান্ত হও পুত্র। আর নয়। আমি আমার পিতাকে ওই পর্যন্তই টেনে এনেছিলাম। [পুত্রেরা এই সম্বন্ধে অবহিত থাকুন।]

পুত্রও একদিন পিতা হবেন। শাশুড়ি বধূ ছিলেন। [এখন উল্টা পুরাণ।] উহা তাঁরা স্মরণ রাখুন। এক ব্যক্তি আমাকে বলেছিল, 'আমি আমার বাবার ফেমিলি মেনটেন করছি। বহু-সন্তানোৎপাদক পিতারা সাবধান হোন। নচেৎ ওদের জন্য পৃথক সংস্থানের ক্ষমতা রাখুন। বিবেচক পুত্রেরা ও জন্যে বিবাহ করেন নি। তা করলেও স্ত্রীকে সুখী করতে পারে নি। নিজেও সুখী হয় নি। একগাদা সন্তান একজনের স্কন্ধে রক্ষার কাউরো হক নেই। বহু পুত্র তৎজন্য অসময়ে বিবাহ করে বাকী জীবন দুর্ভোগে ভুগেছে। এ'ও একপ্রকার পাপ ও অপরাধ। স্বাভাবিক কারণেই ঐরূপ পিতারা শ্রদ্ধা হারান। কিছু বস্তুর জন্য বধূরা রাজ্য [সংসার] ছাড়ে। দৈহিক অক্ষম স্বামীর বিবাহ না করাই ভালো।

[স্ত্রীর দ্বারা ক্ষমতাসীনদের উপর প্রভাব বিস্তার জঘন্য অপরাধ। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আত্মরক্ষা করা মুস্কিল। উর্ধ্বতন তদারকি কর্মীরা এদিকে লক্ষ্য রাখুন। অভিযোগ পেলে বারে বারে অফিসর বদলান। অধিকাংশ ব্যক্তি স্ত্রীকে ওইরূপে ব্যবহার করতে অপারগ।]

বহিরাগতদের মত কন্যাদেরও অধিক সংখ্যাতে চাকুরিতে গ্রহণ অনুচিত। ওঁরা একদিন চাকুরিয়া স্বামীকে [বেকারদের নয়] বিবাহ করবেন। ফলং। এক পরিবারে স্বামী স্ত্রী উপায়ী। অন্য পরিবারে স্বামী স্ত্রী উপোষী। এতে তরুণরা বেকার থাকে। তজ্জন্য অপরাধীর সংখ্যা বাড়ে। সন্তানরা মাতৃস্নেহ হতে বঞ্চিত হয়। মা ছাড়া অত যত্ন তাদের কেউ করবে না।

সন্তান ধারণ ও পালনে যথেষ্ট শক্তি ক্ষয় হয়। এর উপর অতিরিক্ত শক্তি চাকুরীতে তাঁরা ব্যয় করেন। ধাত্রী, শিক্ষিকা ডাক্তার উকিল জীবিকা তাঁদের জন্য উন্মুক্ত তো রয়েছেই। ওতে দেশের কুলনারীদের যথেষ্ট উপকার করা যায়। সেবামূলক স্বাধীন জীবিকা নারীদের উপযোগী। সন্তানদের শিক্ষা দেবার জন্য ওঁদের শিক্ষার প্রয়োজন। অবশ্য—অসময়ে উহা তাদের কাজে লাগবে। স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবা ব্যতীত অন্য কাউকে চাকুরীতে উৎসাহিত করা অনুচিত। আমি এঁদের কিছুটা স্বার্থত্যাগী হতে এবং সরকারকে ইহা নিয়ন্ত্রণ করতে বলবো।

নারীরা পৃথিবীতে কোনও বড় কার্য স্বাভাবিক কারণেই করতে অক্ষম। (১) কয় পুরুষের ঐতিহ্য (২) আবাল্য সুঠাম শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা (৩) এবং উপযুক্ত স্বামীর অনাবিল উৎসাহ (৪) সুযোগ সুবিধা ও উদ্যোগ। এই চারটি ব্যতিরেকে পৃথিবীতে কোনও নারী [মহিলা] মহৎ কার্য করেন নি। ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে হলে মাদাম কুরী ও ভারত, সিংহল ও ইজরাইলের প্রধান মন্ত্রীদের জীবনী বুঝতে হবে।

এ দেশের মহিলারা নিরক্ষর হলেও কেউ অশিক্ষিত নন। রামায়ণ মহাভারত ধর্মগ্রন্থ ও কথকতা হতে ওঁরা যথেষ্ট শিক্ষা পান। এক জন গ্রামীণ কৃষক বধূর সহিত কথা বললেও তা বুঝা যায়।

✓ বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশ, আশুতোষ সুরেন্দ্রনাথের পিতাদের মত মাতারা অত উচ্চ শিক্ষিতা ছিলেন না। তা সত্ত্বেও ঐ সকল মনীষীদের জন্ম সম্ভব হয়েছে। অসীম প্রতিভাধারিণীদের ছাড়া কন্যাকে উচ্চ শিক্ষিতা না করাই ভালো। পরিবার শাসন ষ্টেট শাসনের সমতুল। বাইরে বস্‌'এর [Boss] বাক্য শোনা অপেক্ষা বাড়ীতে বসিও করাই ভালো। বহু স্বামী চাকুরীয়া স্ত্রীকে [অযথা] সন্দেহ করেন। অথচ স্ত্রীকে তিনি চাকুরীও করতে দেবেন। ওঁদের বোঝা উচিত যে চাকুরী ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে হবেই। [আমরা বারে বারে পরাধীন হয়েছি। কিন্তু—চাকুরীতে বেরুবার পূর্বে অন্তঃপুরিকাদের উহা বুঝতে হয় নি। তাই তাঁদের সন্তানরা এতো শীঘ্র দেশকে স্বাধীন করেছে। পরাধীনতা কালেও তাঁরা বরেণ্য মনীষীদের জন্ম দিয়েছেন। সমাজে বহু উঁচু নীচু স্তর আছে। ওদের ন্যায় এবং অন্যায় বোধও বিভিন্ন। এক এক গোষ্ঠীর ধেয়ান [Taboo] বিভিন্ন। ওদের চরিত্র সম্পর্কে বিচার করার কালে উহা বুঝতে হবে।

'ইংল্যাণ্ডে মুখার্জী বাবুর গা' ঘেঁষে বসে বাড়ীওয়ালীর কন্যা তাঁর কাঁধে হাত রাখলে উনি বললেন, 'আজ্ঞে! আমাব বাড়ীতে স্ত্রী আছে'। এতে ইংরাজ বালা অপমানিত হয়ে তার মার কাছে নালিশ জানালো। বাড়ীউলী মা ক্রুদ্ধ হয়ে মুখার্জী বাবুকে বললেন, 'ভেকেট্ মাই হাউস নাউ। আপনি একজন অসভ্য লোক'। সেই রাত্রে আমাকে তাঁকে আশ্রয় দিতে হয়। ওদেশে চুম্বনও একটি নির্দোষ আচরণ।

[কোনও এক নিম্ন শ্রেণার বস্তীবাসী বালিকার শ্লীলতা হানীর মামলায় আসামী পক্ষ থেকে তাকে দুঃশ্চরিত্র প্রমাণ করতে চাইলে আমি হাকিমকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন ধেয়ান ও কৃষ্টির বিষয় বলি। প্রত্যেকের ইজ্জত বিষয়ে স্বাধীন-বোধ নিশ্চয়ই থাকবে।]

'এক ইংরাজ ষোড়শীবালাকে কেউ বললো, 'ও মিস্! ভারী সুন্দর আপনি। লাল টুক টুকে গণ্ড দেশ, জ্রূগুলোও ভারী চমৎকার। এতে সদ্য পরিচিতা ঐ কন্যা রাগ না করে বরং খুশী হয়ে বলবে, 'ও, নো নো! আই ডোণ্ট ডিসার্ভ ইট।' কিন্তু ঐ বাক্য কয়টি এক ভারতীয় ষোড়শী কন্যাকে উনি বলুন। ওতে তাঁর বিরুদ্ধে দাপাদাপি ও পুলিশ ডাকাডাকি হবে।'

এখানে এজ গ্রুপ [উভয়ই ষোড়শী] পারসন [উভয়ই কন্যা] এবং ষ্টিমিউলাস একই। কিন্তু উহার এফেকট [প্রতিক্রিয়া] বিভিন্ন।

এদেশে বৌদির ঠাকুমার ও শ্যালীকার সহিত ঠাট্টার সম্পর্ক। এতে মানসিক যৌন-উপশম তথা সাবলিমেশন হয়। এতদ্দ্বারা কৃত্রিম ভাবে যৌন স্পৃহা নিষ্কাষিত হয়ে মনকে সুস্থ করে। প্রতিটি সমাজে এইরূপ নিষ্কাষনের ব্যবস্থা আছে। বিলাতে বল ড্যান্স তদ্দেশীয় ব্যক্তির তৎসম্পর্কিত উপকার করে। বহু সাহিত্যিক পাত্রপাত্রী দ্বারা খুন বা বলাৎকার ঘটিয়ে নিজেদের মনকে তৎসম্পর্কিত বিষয়ে সুস্থ রাখে।

[স্ত্রী পুরুষের নির্বিচার মেলামেশা ক্ষতিকর। উহা বন্ধ্যাতা আনে। আফ্রিকা ভারত প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ক্ষতির পরিমাণ বেশী। ওই জন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সমাজে উহাতে কড়াকড়ি থাকে। যে দেশে যত বেশী শীত সেই দেশে উহার কড়া-কড়ি তত কম।]

দৃষ্টি আকর্ষণার্থে কোনও য়ুরোপীয় মহিলার কাঁধে হাত রাখলে উহা অপরাধ নয়। কিন্তু ওই উদ্দেশে অপরিচিতা ভারতীয় মহিলার কাঁধে হাত রাখলে উহা দণ্ডনীয় শ্লীলতাহানী অপরাধ।

এই পুস্তকে বাঙলায় বৈজ্ঞানিক ভাষার সৃষ্টি করেছি। গবেষণামূলক

ভাষা [টেলিগ্রাফিক] সংক্ষিপ্ত হবে। তজ্জন্য সেনটেন্সগুলি ছোট করতে হবে। এখানে ভাষার সম্ভব্য মিশ্রণে ক্ষতি নেই। বৈজ্ঞানিক ভাষাগত ব্যাকরণ নিষ্প্রয়োজন। উহা সহজবোধ্য হলেই যথেষ্ট। বিদেশী ভাষা থেকে শব্দ-চয়ন তো প্রয়োজনই। ইংরেজীর সহিত সংস্কৃত শব্দের মিশ্রণেও ক্ষতি নেই। ওইরূপ পূর্বেও ঘটেছে। বাঙলা ভাষাতে বহু পার্শি ও পর্টুগীজ শব্দ আছে। এখন ওইগুলি চেনা যায় না। শব্দগুলি ছোট ও মিষ্টি হলেও গ্রহণীয়। গ্রাম্য কথ্য ভাষাতেও বহু মূল্যবান 'পরিভাষা' আছে। ইংরাজীতেও বহু এদেশীয় ভাষা দেখি। যথা—'আস্তে! আচ্ছা।' বৈজ্ঞানিক ভাষা সর্বদেশেই মিশ্র ভাষা। কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ আছে। উহা ইংরাজীতেও পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক ভাষাতে গতি [Rhythm] থাকা চাই।

'ি ী ু ূ' এই কয়টি চিহ্ন দ্বারা বানান মনে রাখা নিষ্প্রয়োজন। ওতে উচ্চারণের বেশী হের-ফের নেই। ওতে শিক্ষার্থীদের মনে অযথা চাপ পড়ে। কোনও অক্ষরে জোর দিলে মাত্র ী এবং ূ ব্যবহার্য। উহাতে জোর না দিলে ি এবং ু লিখতে হবে। শিক্ষার্থীদের মাত্র এইটুকু শেখাতে হবে। ওইটুকুই মাত্র তারা মনে রাখুক। উচ্চারণের ভঙ্গিতে তাদের স্বাধীনতা থাকুক। ওইজন্য—ওইগুলি তারা ইচ্ছামত লিখুক।

ব্যাকরণ বাহিরের বস্তু। উহা ভাষার শিকল। [সীমিত ক্ষেত্রে উহার প্রয়োজন]। নচেৎ মূল ভাষা বদলে যাবে। কবিরা উহা পরিহার করেছেন। বৈজ্ঞানিকরা ওই একই পথ গ্রহণ করুন। শ ষ এবং স, এই তিনটি বাক্যের অর্থ বদলায়। আপাততঃ ওইগুলি থাকতে পারে। যুক্ত অক্ষর গুলি সম্বন্ধেও চিন্তা করা উচিত। বিকল্পকে বিকলপ, সুন্দরকে সুনদর, শব্দকে শবদ এবং গম্ভীরকে গমভির লেখা যেতে পারে। কবিরা তো বহু পূর্বে উহা শুরু করেছেন। পাঠকদের ওতে বুঝবারও অসুবিধা হয় নি। বৈয়াকরণরাও তাতে আপত্তি করেন নি।

বর্তমান শতাব্দী ঘটনা বহুল। দুই পুরুষ যাবত শান্তি নেই। দুইটি মহাযুদ্ধ। দুইটি দুর্ভিক্ষ। বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। স্বাধীনতা যুদ্ধসমূহ। দেশ বিভাগ। উদ্বাস্তু স্রোত। বর্তমান ঘটনাবলীতে জনগণের সাথে পুলিশকেও লঙ রোপ [Long Rope] দেওয়া হয়। বাধা হীন দুর্নীতি ও উৎপীড়ন উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তা। অভিভাবকরা আত্মরক্ষার্থে ব্যস্ত। এখন শান্তি এসেছে। তাই যদি হয়, শিশুদের ও কিশোরদের জন্য কিছু করুন। ওদের সৎ করে গড়ুন।

পূর্ব অধ্যায়গুলিতে নিরপরাধ থেকে অপরাধী হওয়ার কারণ বিবৃত করেছি। উহাতে বহুবার ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের বিষয় বলা হয়েছে। সমগ্র বিষয়টি বুঝবার জন্য উহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। উহা অবগত থাকলে অপরাধ-মুখী কিশোরদের উপর লক্ষ্য রাখার সুবিধা হবে।

আদি যুগে মাত্র কয়টি শব্দ দ্বারা ভাবের আদান প্রদান করা হতো। পরে ওই শব্দগুলি বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন অর্থ বোধক হয়। উহা থেকে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। মনোবৃত্তির সহিত সামঞ্জস্য রেখে ভাষার উৎপত্তি। কারণ—মনের ভাব প্রকাশের জন্যেই ভাষার প্রয়োজন হয়। ভাষার মত ভাবেরও ক্রমোন্নতি ঘটেছে।

কুকুরাদি জীবের মধ্যে মাত্র দুইটি বৃত্তি আমরা দেখি। যথা,—ভাব-বৃত্তি এবং নিষ্ঠুর বৃত্তি। কখন ওরা খুশী হয়ে লেজ নাড়ে। কখনও তারা ক্রুদ্ধ হয়ে কামড়াতে আসে। অর্থাৎ—যথাক্রমে তারা ভাব-প্রবণ ও নিষ্ঠুর হয়। আদি মানুষের মধ্যে মাত্র চারিটি বৃত্তি ছিল। যথা,—(১) অলসতা (২) ভাবপ্রবণতা (৩) দাম্ভিকতা (৪) নিষ্ঠুরতা। ওই বৃত্তি চতুষ্টয় ওদের মনোদণ্ডে ওঠা নামা করতো। তারা যথাক্রমে—অলস, ভাবপ্রবণ, দাম্ভিক ও নিষ্ঠুর হতো। কে কোন বৃত্তিতে কতক্ষণ থাকবে তার স্থিরতা ছিল না। ওদের মানসিক উত্তেজনার স্থায়ীত্বের উপর উহা নির্ভর করেছে।

১ নং চিত্র

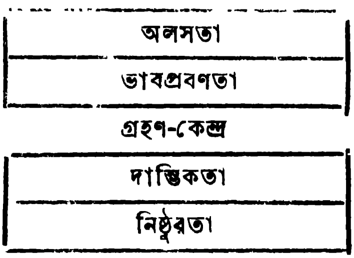

আদি যুগে লোক সংখ্যা কম ছিল। বনজ খাদ্য যথেষ্ট হওয়ায় অভাবও সামান্য। অধিক কাল তারা অলস থেকেছে। কিন্তু—চতুর্দিকে হিংস্র শ্বাপদ কুল। জীবন সংগ্রামের কঠোরতা তাদের নিষ্ঠুর করতো। তাদের পশুভাব তখনও পরিত্যক্ত হয় নি। যথাক্রমে—কোল্ড ও ওয়ার্ম এজও [পরবর্তিকালে] তাদের বিব্রত করে। ফলে, বাধ্য হয়ে তাদের [কর্ম] তৎপর হতে হয়।

অলসতা তৎপরতার উল্টা-উল্টো বৃত্তি। তৎপরতার আবির্ভাবে তাদের অলসতা বিদূরীত হয়। ওদের মধ্যে তখন অলসতা কমে ও তৎপরতা বাড়ে। মনোজগতে শূন্যের [void] স্থান নেই। তাই প্রেম বৃত্তি [উচ্চ বৃত্তি] অলসতার স্থান গ্রহণ করে। নিষ্ঠুরতা থেকে দাম্ভিকতা এবং ভাববৃত্তি [ভাবপ্রবণতা] হতে প্রেম-বৃত্তির [super quality] সৃষ্টি হয়। উহাদের একটি অন্যটির তরলকৃত [diluted] অংশ তথা এক্সটেনসন বা বর্ধন। ওদের অলসতা দীর্ঘস্থায়ী ও তৎপরতা ক্ষণস্থায়ী ছিল। পরবর্তীকালে ওদের তৎপরতাই দীর্ঘস্থায়ী হতে থাকে। এই তৎপরতা মানুষকে সভ্য করে। উহা তাদের বহু আবিষ্কারের সহায়ক হয়। পূর্বে ওদের কষ্টবোধ কম ও স্পর্শবোধ বেশী এবং উষ্ণবোধ কম ও শৈত্য-বোধ বেশী ছিল। পশুবৎ জীবন যাপনে ওইগুলি ওদের সহায়ক হতো। সভ্যতা আরামের ব্যবস্থা করাতে ওই ব্যবস্থা উল্টে যায়। ধীরে ধীরে ওদের কষ্ট বোধ ও উষ্ণ বোধ বাড়ে ও স্পর্শ বোধ ও শৈত্য বোধ কমে।

[মানুষের জন্ম যে উষ্ণ আফ্রিকাতে ইহা তা প্রমাণ করে। ওই যুগে কষ্ট বোধ ও উষ্ণ বোধ কম না হলে জীবন ধারণ কঠিন হতো। স্পর্শ বোধ ও শৈত্য বোধ উহাদের উল্টো বোধ হওয়ায় ওই দুটি ওদের বেশী ছিল। কারণ— একটি কমলে বা বাড়লে উহাদের উল্টো বৃত্তিটি যথক্রমে কমে বা বাড়ে।]

বিঃ দ্রঃ—সূক্ষ্ম বৃত্তি ও স্থূল বৃত্তি জীব জগতের আদিতম বৃত্তি। সরীসৃপ ও পক্ষীদের মধ্যেও উহা দেখা যায়। সূক্ষ্ম বৃত্তি দ্বারা তারা [এ্যানিম্যাল কমিউনিকেসন] পারস্পরিক সাহায্য, যৌন সঙ্গম প্রভৃতি করে। স্থূল বৃত্তির দ্বারা তারা আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করে। উন্নত জীবের ক্ষেত্রে ওই সূক্ষ্ম বৃত্তি হতে প্রেম ও ভাব বৃত্তি এবং স্থূল বৃত্তি হতে দম্ভ ও নিষ্ঠুর বৃত্তির সৃষ্টি হয়। পরে ওই বৃত্তি চতুষ্টয় থেকে বহু সূক্ষ্ম ও স্থূল বৃত্তির উদ্ভব হয়। সূক্ষ্ম বৃত্তি সমূহ সংপ্রেরণার এবং স্থূল বৃত্তি সমূহ অপস্পৃহার ধারক ও বাহক। বিভিন্ন সূক্ষ্ম ও স্থূল বৃত্তি বহু ইঞ্জিন যুক্ত রকেটের সহিত তুলনীয়। উহাদের যে কোনও একটি অংশ চালিত হলে তদসংশ্লিষ্ট [স্পুটনিক] অপস্পৃহা বা সৎ-প্রেরণা উৎক্ষিপ্ত হবে।

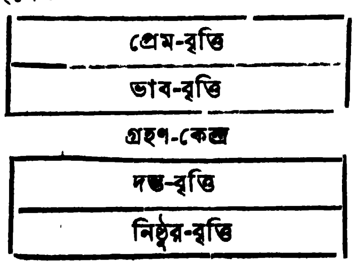

২ নং চিত্র

অভ্যাস ও অনুশীলন মানুষকে ক্রমান্বয়ে উন্নত করেছে। তজ্জন্য ২ নং চিত্রের প্রেম ও ভাব বৃত্তি এবং দম্ভ ও নিষ্ঠুর বৃত্তি থেকে নিম্নের ৩ নং চিত্রে প্রদর্শিত অতোগুলি সূক্ষ্ম ও স্থূল বৃত্তির উদ্ভব হয়েছে। ক্রমান্বয়ে ওইগুলি বিভক্ত হওয়ায় [split up] স্থূল বৃত্তিগুলির স্থূলতা কমেছে এবং সূক্ষ্মবৃত্তিগুলির সূক্ষ্মতা বেড়েছে। দৈহিক ক্রমবিকাশের মত মনের ক্রমবিকাশও হয়েছে। ১ নং, ২ নং ও ৩ নং চিত্র কয়টি অনুধাবন করলে বক্তব্য বিষয় বোঝা যাবে।

সূক্ষ্ম—বৃত্তি

প্রেম-বৃত্তি
দেশ-প্রেম
আত্মোৎসর্গ
পরোপকার
সুবিচারিতা
ইত্যাদি—

ভাব-বৃত্তি
দয়া-মায়া
স্নেহ প্রেম
দানশীলতা
বাৎসল্য
ইত্যাদি—

গ্রহণ-কেন্দ্র

স্থূল—বৃত্তি

দম্ভ-বৃত্তি
আত্মশ্লাঘা
ঘৃণা
নীচতা
অহংকার
অবজ্ঞা
ইত্যাদি—

নিষ্ঠুর-বৃত্তি
জিঘাংসা
ক্রূরতা
স্বার্থপরতা
অত্যাচারিতা
ইত্যাদি—

উপরোক্ত কারণে জীবের উন্নতির সাথে তাদের মস্তিষ্কের পরিধি বাড়ে। একটি লেমুর, বানর ও মানুষের মস্তিষ্কের তুলনা করলে উহা বুঝা যায়। প্রাচীন ও নবীন মানবদের করোটির তুলনাও উহা প্রমাণ করে।

আরোহী বিবর্তনের মত অবরোহী বিবর্তনও [রেট্রোগেটিভ ইভোলিউসন] হয়। উহার জন্য তিমি ও সর্প জীবরা আজ পা-হারা। উহা মানসিক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সংপ্রেরণা সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করে। অন্য দিকে স্থূল বৃত্তির অতি অনুশীলন ওই বিভক্ত অংশগুলিকে পুনরায় একত্রিত ও সংযুক্ত করে [Inter-locked] পূর্বের মত প্রেম, ভাব দম্ভ ও নিষ্ঠুর-বৃত্তিতে রূপান্তরিত করে। কিন্তু পরে উহা [সর্ব শেষে সৃষ্ট] প্রেম-বৃত্তিকে বিনষ্ট করলে অলসতা তার পূর্ব স্থানে ফিরে আসে। তখন আদি মানুষের মত ওরা যথাক্রমে অলস, ভাবপ্রবণ, দাম্ভিক ও নিষ্ঠুর হয়। ওদের মধ্যে তখন দৈহিক অসাড়তা আসে। ফলে, ওদের মধ্যে কষ্ট বোধ ও উষ্ণ বোধ কম এবং শৈত্য বোধ ও স্পর্শবোধ বেশী হয়। নৈতিক অসাডতাব জন্য লজ্জা সরম ও অনুতা প বোধও ওরা হাবিয়ে ফেলে। নিষ্ঠুর অবস্থায় এরা পালাতে চেষ্টা করে। হাজত ঘরের দুয়ারে মাথা খুঁড়ে ও গাল দেয়। অলস অবস্থায় ওরা নেতিয়ে পড়ে শুয়ে থাকে। দাম্ভিক অবস্থায় ওরা চোখা চোখা কথা বলে। তারা তখন নানা প্রকার [ব্রাভাডো] দম্ভোক্তি করে। কিন্তু ভাবপ্রবণ অবস্থায় তারা কাঁদে ও স্বীকারোক্তি করে। দক্ষ পুলিশ কর্মীরা ওদের মনোদণ্ডের ওইরূপ উঠা নামা সাবধানে লক্ষ্য করেন। ওরা ভাবপ্রবণ হওয়ার পর মাত্র তারা ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ওইরূপ ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন মাত্র পুবাতন পেশাদার চোরদের মধ্যে দেখা গিয়েছে। ওই সময় অপরাধকে তারা আদি মানুষের মত জন্মগত অধিকার ভাবে। উহার পুরিপূরক ও সহায়ক রূপে ওদের এক এক দল যথাক্রমে স্পর্শ, শব্দ, ঘ্রাণ দৃষ্টি ও রস সম্পর্কিত অতিন্দ্রিয়তা লাভ করে। ওই সঙ্গে তারা সভ্য মানুষেব সহিত সম্পর্ক বর্জিত হয়ে পঙ্কিল বস্তিবাসী হয়। কু-কর্ম ও কু-চিন্তা দ্বারা অনুপকারী দেহরসের অতি ক্ষরণের জন্য উহা হয়।

বিঃ দ্রঃ—স্নায়বিক ক্ষয়ক্ষতি এবং অভ্যাস দ্বারা মানুষ ঐতিন্দ্রিয়তা [Hyper sensiblity] লাভ করে। শিকারীরা বহু দূরে কটি বাঘ ও তার বাচ্চা আছে—তা কুকুরের মত ঘ্রাণ শক্তি দ্বারা জানতে পারে। হিস্ট্রিয়া রোগী অপরের অশ্রুত কাকা বা বাবার পদধ্বনি শুনতে পায়ই ; উপরন্তু কাকার ও বাবার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পদ শব্দের প্রভেদও তারা বুঝতে পারে। সিঁদেল চোর, পিকপকেট, ছিনতাই, পশুব চোর ও মৎস্য-চোরদের যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, দৃষ্টি, ঘ্রাণ ও রস সম্পর্কিত অতিন্দ্রিয়তা দেখা যায়।

শেষ পর্যায়ের তথা প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে আটটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

দৈব বা আকস্মিক অপরাধীদের এবং প্রাথমিক অপরাধীদের উহার সবগুলি থাকে নি। তদোপরি ওদের মধ্যে অনুতাপবোধ ও লজ্জা সরম থাকে। প্রাথমিক অপরাধীরা ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের পর প্রকৃত [শেষ পর্যায়ের] অপরাধী হয়। প্রকৃত অপরাধীদের ওই আটটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

(ক) অসামাজিক : স্ত্রী-কন্যার উপর অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে কেউ হত্যা করলো। উহার দ্বারা সমাজকে সে রক্ষা করেছে। উহা অসামাজিক কার্য নয়। এখানে—রাস্ট্রের করণীয় কার্য স্বহস্তে নেওয়ায় সে অপরাধী। আদালতে বা থানায় সুবিচার না পেলে লোকে আইন স্বহস্তে নেয়। মানুষ সত্বর ও বিনা ব্যয়ে বিচার কামনা করে। ওরা পুলিশ-গ্রাহ্য বা পুলিশ-অগ্রাহ্য মামলার প্রভেদ বোঝে না।

পুলিশ করণীয় কার্য না করলে প্রাইভেট পুলিশের উদ্ভব হবেই। ওই কার্যে আদর্শবান ও ভাবপ্রবণ কিশোররা ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। ওই জন্য প্রচলিত আইনের প্রয়োজনীয় ধারাগুলি ওদের পাঠ্য করা উচিত। তাহলে তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। ওই ক্ষেত্রে তারা থানায় এসে পুলিশকে সাহায্য করবে।

(খ) আদর্শহীনতা : রাজনৈতিক অপরাধসমূহের মধ্যে একটা আদর্শ থাকে। ঐ জন্য রাজনৈতিক অপরাধকে অপরাধ বলা হয় না। ঐরূপ অপরাধীরা পরে রাষ্ট্রের কর্ণধার হন। কিশোর অপরাধীরা প্রায়ই রাজনৈতিক অপরাধ করেছে। তাদের অসামাজিক এবং রাজনৈতিক অপরাধের প্রভেদ বোঝাতে হবে। এও তাদের বলে দিতে হবে যে রাজনৈতিক অপরাধে অসামাজিকতার স্থান.নেই। কারণ—সমাজের উপকারের জন্যই রাজনৈতিক বিক্ষোভ। ভাবাবেগে কিছু বাড়াবাড়ি হয় বটে। কিন্তু, তজ্জন্য তাদের অপরাধী না বলে বিপথগামী বলা হয়। তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ারও রীতি।

[রাজনৈতিক অপরাধের কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক কারণও আছে। অবচেতন মনে—পিতার উপর ক্রোধ ও মাতার উপর সহানুভূতি ওইজন্য দায়ী।

ওই ক্ষেত্রে মাতৃ রূপী ধরিত্রীকে তারা পিতৃ রূপী রাজার হাত থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছে। পিতৃ রূপী রাজা মাতৃ রূপী ধরণীকেয ভোগ করবে তা তার পছন্দ নয়। পুত্রের শৈশবে ওই জন্য মাতা পিতার কিছু বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। শৈশবের প্রদমিত ক্রোধ বিকৃত রূপে নির্গত হতে পারে। এই মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ কতটা সত্য তা বলা দুষ্কর।

বহু ব্যক্তি রাজনৈতিক হত্যা না করা পর্যন্ত মনে শান্তি পায় নি। বিকৃত মস্তিষ্কের মত সারা রাত তারা ঘুমাতে পারে না। কেউ কেউ পিস্তল ছোঁড়া না শিখে উহা ব্যবহার করেছে। ওই সময় তাদের হাত কাঁপতে থাকে। লক্ষ্য ভ্রষ্টও তারা হয় এবং সহজে তারা ধরাও পড়ে। সাম্প্রদায়িক হত্যাও ওই রূপ বিকৃত মস্তিষ্কের কার্য হয়। ঘৃণা ও ক্রোধ তাদের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়ে থাকে। তাদের [বিবৃতি বিশারদ] উস্কানি দাতারা দূর হতে উহা উপভোগ করেন। পরে ওই বিষয়ে দায়িত্বও তারা অস্বীকার করেন।]

(গ) পূর্ব কল্পিত :--প্রকৃত অপরাধসমূহ পূর্ব পরিকল্পিত হওয়া চাই। ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে নারীর সঙ্গে কেউ ভাব জমায় নি। অতি মেলামেশায় দুর্বল মুহূর্তে তারা [হঠাৎ] ব্যাভিচার করে। দ্রব্যাদি গচ্ছিত নেবার সময় উহা আত্মসাতের ইচ্ছা তার থাকে নি। পরবর্তীকালে অভাবে বা লোভে তারা ঐ কাজ করে। কিন্তু, পূর্ব থেকে ব্যাভিচারের উদ্দেশ্যে কেউ নারীর সঙ্গে ভাব জমালে কিংবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে দ্রব্য গচ্ছিত নিলে তারা প্রকৃত অপরাধী।

কিশোরগণের অপরাধসমূহ প্রায়ই পূর্ব কল্পিত হয় নি হঠাৎ তারা কিছু অপরাধ করে বসে। ঐ জন্য তারা অনুতপ্তও হয়ে থাকে। এদের অস্থায়ী বা পাপী বলা যায়। ওদের দৈব বা আকস্মিক অপরাধীও বলা চলে। ঐ অবস্থায় ওরা সংশোধন যোগ্য তো বটেই। বহু ক্ষেত্রে ওরা নিজেরাই নিজেদের সংশোধন করে। ওদের অপরাধ পূর্ব পরিকল্পিত কিনা তা লক্ষ্য করা উচিত। ঐ ক্ষেত্রে সময়ে উহাকে প্রতিরোধ করতে হবে। অনুতাপ বোধ ও লজ্জা সরম হীন না হওয়া পর্যন্ত তারা প্রকৃত অপরাধী নয়।

(ঘ) স্বেচ্ছাকৃত : বহু ক্ষেত্রে কিশোর বা [বয়স্করাও] স্বেচ্ছাকৃত অপকর্ম করে না। অন্যের নির্দেশে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে [অন্যের স্বার্থেও] তারা অপরাধ করেছে। প্রায়ই ঐ সকল বিষয়ে ওদের ভুল

বোঝানো হয়েছে। রাজনৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক ভুল আদর্শও বহু ক্ষেত্রে এ জন্য দায়ী।

(ঙ) স্বার্থপরতা : প্রকৃত অপরাধে স্বার্থ অবশ্য থাকা চাই। ওতে অপরাধীদের লাভ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতি থাকবে। কিন্তু—ক্রপটোম্যানিয়াক প্রভৃতি অপরাধ রোগীরা [এ্যাবনরম্যাল ক্রিমিন্যাল] লাভের জন্য অপকর্ম করে না। এরা চুরি আদি দ্বারা তাদের দুর্দমনীয় অপস্পৃহার উপশম ঘটায় মাত্র। দ্রব্যাদি এরা সুযোগ পেলে ফেরত দেন। কাজে না লাগিয়ে উহা তারা নষ্ট করে।

কিশোররাও কেউ কেউ উদ্দেশ্যহীন ভাবে অপরের ক্ষতি করে। ওরা নিজেদের স্বার্থের বা লাভের জন্য তা করেন নি। ঐ ক্ষেত্রে তাদের রোগী-অপরাধী বুঝতে হবে। অপস্পৃহা শোণিত ও দ্রব্য— এই উভয় স্পৃহাতে বিভক্ত। এ জন্য কেহ সম্পত্তির ও কেহ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। ওই ক্ষেত্র মত তাদের মানসিক ও তৎসহ দৈহিক চিকিৎসাও করতে হবে।

(চ) গণ স্বীকৃতি : সর্ব দেশে সকলকালে সভ্য সমাজ দ্বারা স্বীকৃত অপরাধই অপরাধ। এক দেশে কিছু অপরাধ অন্য দেশে অপরাধ নয়। নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতে রাষ্ট্র বহু আইন তৈরী করেন। বহু ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরাই ঐজন্য অপরাধী থাকেন। উহার লঙ্ঘনকারীকে সামাজিক অপরাধী না বলে রাষ্ট্রীয় অপরাধী বলবো।

(ছ) গুরুতর : গুরুতর অন্যায়কে পাপ এবং গুরুতর পাপকে অপরাধ বলা হয় কিন্তু উহাদের একটি হতেই অন্যটির উদ্ভব হয়। উহাদের প্রভেদ গুরুত্বের। বিষয় বস্তুর নয়। তজ্জন্য- ওদের অসদ্ আচরণ ও ব্যবহার প্রভৃতি অন্যায় ও পাপকে উপেক্ষা না করে দমন করতে হবে। অধুনা ঐগুলি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপনীয় নয়। পিতা মাতা, শিক্ষক ও প্রতিবেশীদের ঐগুলি দমন করতে হবে। নচেত ঐ স্পৃহা সমূহ বর্ধিত হয়ে ওদের অপরাধী করবে।

(জ) জ্ঞানত : সকল অপরাধ জ্ঞানতঃ সমাধা হয় নি। অসাবধানতা ও ভুলের জন্য ওই অপরাধ মানুষ করে। এখানে কিশোরদের মত বয়স্কদেরও সাবধানতা অবলম্বনে অভ্যস্ত হতে হবে।

যতক্ষণ মানুষের তনুতাপ আসে ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃত অপরাধী নয়। অপকর্মের পর বহু অপরাধী তাদের অপকর্মের জন্য লজ্জিত হয়। কিশোরগণের মধ্যে ঐ দুইটির অভাব ঘটলে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দৈব ও আকস্মিক

অপরাধীরা সংশোধনযোগ্য অপরাধী। তবে অভ্যাস দ্বারা তারা অভ্যাস-অপরাধীতেও পরিণত হয়।

অপরাধ স্পৃহা মানুষের স্থূলবৃত্তি চালিত আদি স্পৃহা। বহু পরে তারা সংপ্রেরণা [অভ্যাস দ্বারা] লাভ করে। সূক্ষ্মবৃত্তি চালিত সংপ্রেরণা অপেক্ষাকৃত দুর্বল বৃত্তি। ঐ জন্য সূক্ষ্মবৃত্তি অপেক্ষা স্থূলবৃত্তিকে উদ্বেলিত [stimulate] করা সহজ। ভালো কাজ করানো শক্ত। কিন্তু মন্দ কর্ম করানো সহজ। ওতে কারোর বাহাদুরী নেই। কারণ—ঐ কাজ করার জন্যে মানুষ মাত্রেই উন্মুখ থাকে। তজ্জন্য পরে মানুষকে প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করতে হয়। উহা সংপ্রেরণার পক্ষে ও অপস্পৃহার বিপক্ষে কার্যকরী। সর্ব নিম্নে থাকে অপস্পৃহা ও সর্বোপরি থাকে সংপ্রেরণা এবং উভয়ের মধ্যবর্তী স্থলে আছে প্রতিরোধ শক্তি।

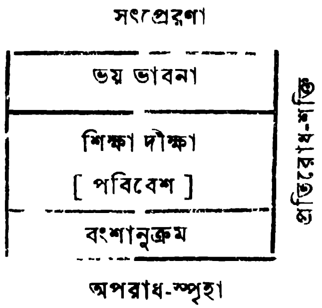

(১) ভয় ভাবনা [ঈশ্বরের বা আইনের ভয়] (২) শিক্ষা দীক্ষা [তথা পরিবেশ] এবং (৩) বংশানুক্রম বা হেরিডিটি। এই তিনটির শক্তি সকলের মধ্যে সমান নয়। কিন্তু উহাদের সম্মিলিত শক্তি [Resultant power] একই থাকে। ঐ সম্মিলিত শক্তিকে প্রতিরোধ শক্তি বলা হয়। ঐ প্রতিরোধ শক্তি বিলুপ্ত হলে নিম্নের অপস্পৃহা বিনা বাধায় সংপ্রেরণাকে বিতাড়িত করে। মানুষ অভাবে ও লোভে আপ্ত চেষ্টাতে প্রতিরোধ শক্তিকে নির্মূল করলে সে নিরোগ [normal] অপরাধী হয়। কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি, বৃদ্ধি রুকার [Arrestcd Growth] ও জীবাণুর আক্রমণেও প্রতিরোধ শক্তির স্নায়ু ক্ষতি গ্রস্থ হয়। তজ্জন্যও নিম্নের অপস্পৃহা বিনা বাধায় উপরে উঠে। ঐ স্থলে [এ্যাবনরম্যাল] অপরাধ রোগীর সৃষ্টি হয়। বৃদ্ধিরুকার [বৃদ্ধি-রোধ] ভ্রূণের মধ্যে ও জন্মের পরও হতে পারে। বর্ধনের এক সময় প্রতিরোধ স্নায়ুর গঠন রুদ্ধও হতে পারে। হঠাৎ ভয় পেলে বা দারুণ দুঃখের কারণে উহা হয়। পুরুষানুক্রমে

অভি ভোগও উহার কারণ হতে পারে। ওদের দ্বারা কৃত অপরাধে কোনও স্বার্থ বা লাভ প্রায়ই থাকে না।

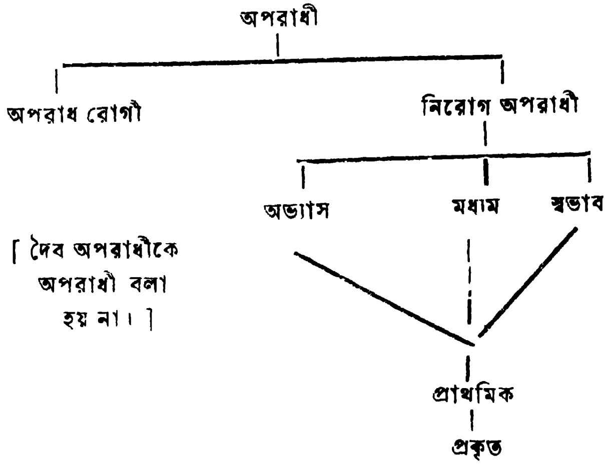

অভ্যাস, মধ্যম ও স্বভাব অপরাধীদের প্রত্যেককেই প্রাথমিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ওদের শেষ পর্যায়ে উপনীত হতে হয়। এইভাবে তারা প্রাথমিক অপরাধী থেকে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের পর প্রকৃত অপরাধী হয়।

স্বভাব অপরাধীরা স্বল্প সময়ে প্রাথমিক থেকে প্রকৃত অপরাধী হয়। মধ্যম অপরাধীদের উহাতে আরও বেশী সময় নেয়। কিন্তু—অভ্যাস অপরাধীর শেষ পর্যায়ে আসতে ওদের চাইতে বেশী সময় লাগে। তারা ধীরে ধীরে প্রাথমিক অবস্থা থেকে শেষ পর্যায়ে আসে। অভ্যাস অপরাধীদের মধ্যে স্বল্প মাত্রাতে, মধ্যম অপরাধীদের [স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতি] মধ্য মাত্রায় এবং স্বভাব অপরাধীদের বেশী মাত্রায় অপস্পৃহা থাকে। প্রতিরোধ শক্তি এবং সৎপ্রেরণাও ওদের অনুক্রমিক মত কম বেশী হয় এবং পরে তা থাকে না। অপস্পৃহার ক্রমের জন্য ঐ তিন শ্রেণীর অপরাধীর স্বভাব চরিত্রও তিন রূপ হয়। কিন্তু আগুন সর্বক্ষেত্রেই আগুন। দেশলাই-এর আগুনকেও ইন্ধন [অভ্যাস] দ্বারা মশালের আগুন করা যায়। [অপরাধ বিজ্ঞান ১ম খণ্ড দেখুন] ঐ জন্যে ওদের স্বভাব চরিত্র পরিশেষে প্রায় একই প্রকারের হয়ে যায়।

অপরাধী-রোগী হওয়ার স্নায়বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণ সমূহ বলা হয়েছে। এইবার নীরোগ অপরাধী হওয়ার জৈব কারণ সম্বন্ধে বলবো। আমাদের দেহে বহু জানা ও অজানা রসপিণ্ড আছে। উহারা উপকারী ও অনুপকারী রস নির্গত করে। বহু ক্ষেত্রে একই রস মাত্রানুযায়ী উপকারী বা অনুপকারী

হয়েছে। ভেক জীবের দ্বারা পরীক্ষায় দেখা যায় যে খাদ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও তাদের লালা ক্ষরণ করে। উহা ঐ ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রীয় তথা অটোমেটিক হয়ে যায়।

মানুষের কোনও কর্ম বা চিন্তা স্থূল বৃত্তি চালিত হলে উহা [স্থূল প্রবাহ দ্বারা] অনুপকারী দেহ রস নির্গত করে। উহা ধমনীর মাধ্যমে মস্তিষ্কে এসে সূক্ষ্ম স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্থ করে। প্রতিরোধ সম্পর্কিত স্নায়ু নুতনতম ও শেষতম সৃষ্ট স্নায়ু। ঐ জন্য উহার দ্বারা তদসম্পকিত স্নায়ু প্রথমে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে – নিম্নের অপস্পৃহা বিনা বাধায় উপরের সংপ্রেরণাকে বিনষ্ট বা দুর্বল করে। কিন্তু মানুষের প্রতিটি কার্য ও চিন্তা স্থূল বৃত্তি দ্বারা চালিত হয় না। পরে তাদের অন্য কর্ম ও চিন্তা সূক্ষ্ম বৃত্তি দ্বারাও চালিত হয়েছে। ঐ ক্ষেত্রে উপকারী দেহ-রস নির্গত হয়ে প্রতিরোধীয় স্নায়ুকে তৎক্ষণাৎ পুর্ণ গঠিত করেছে। ওই ভাঙ্গা গড়ার জন্যে মানুষের মনকে অপস্পৃহা এবং সংপ্রেরণার অনন্ত দ্বন্দ্ব স্থল বলা হয়। ওই ভাবে—মানুষের সূক্ষ্ম বৃত্তি এবং স্থূল বৃত্তি যথাক্রমে দুর্বল বা সবল কিংবা নির্মুল হতে পারে।

নিরপরাধ মানুষের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ও স্থূল বৃত্তির শক্তি প্রায় সমান সমান। প্রাথমিক অপরাধীদের ক্ষেত্রে সূক্ষ্মবৃত্তি দুর্বল এবং স্থূল বৃত্তি সবল থাকে। কিন্তু—শেষ পর্যায়ের প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে সূক্ষ্মবৃত্তি প্রায়ই নির্মুল হয়। ওদের স্থূল বৃত্তি তখন অত্যন্ত রূপ প্রবল হয়ে ওঠে। অনুরূপ ভাবে—সাধুদের সূক্ষ্ম বৃত্তির শক্তি বেশী এবং স্থূল বৃত্তির শক্তি কম থাকে। মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে স্থূল বৃত্তি নির্মুল এবং সূক্ষ্মবৃত্তি অতি প্রবল থাকে। এরূপ শোনা গিয়াছে। [মাত্র থিওরিটিক্যালি সম্ভব] ঐ জন্যে তাদের মানসিক অতিন্দ্রিয়তা [ঐন্দ্রিক নয়] লাভ সম্ভব। সাধু সন্ন্যাসীরা প্রাথমিক অপরাধীদের মত গৃহস্থদের সহিত সম্পর্ক রাখে। মহাপুরুষরা প্রকৃত-অপরাধী-দের মত সংসারের সহিত সম্পর্ক শূন্য। এঁরা কু চিন্তা ও কু কর্ম বিহীন হওয়ায় ওঁদের ক্ষেত্রে মাত্র উপকারী দেহ-রস ক্ষরিত হয়েছে। অনুপকারী রস একটুও ক্ষরিত হয় নি। ফলে—প্রেমবৃত্তির বহির্ভূত অন্য কোনও সূক্ষ্মতম বৃত্তি তাদের মস্তিষ্কে সৃষ্ট হওয়া সম্ভব।

মহাপুরুষের কোনও অস্তিত্ব আছে কি না জানি না। সাধুপুরুষরা পৃথিবীর ভালো মন্দ কিছুতেই নেই। কিন্তু—বিবিধ শ্রেণীর অপরাধীরা পৃথিবীতে আছে। তাদের বুঝুন। লক্ষ্য রাখুন। যেন একটি কিশোরও ওদের দলভুক্ত না হয়।

পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ- এই উভয় কারণেই অপরাধী সৃষ্টি হয়। কু-পরিবেশ

এবং কু-সংসর্গ প্রভৃতিকে উহার পরোক্ষ [ইনডিরেকট] কারণ বলা হয়। অভাব ও প্রলোভন প্রভৃতিকে উহার প্রত্যক্ষ [direct] কারণ বলা যায়। মানুষের মানসিক পরিবর্তনের সহিত জীবদিগের দৈহিক পরিবর্তনের তুলনা করা চলে।

(১) প্রত্যক্ষ কারণ: নৈসর্গিক কারণে বৃক্ষাদি উচ্চ হওয়ার জন্য পল্লভ সংগ্রহী হস্তীর ও জিরাফের শুঁড়ের ও উচ্চ গলদেশের উদ্ভব হয়। মরুর বালুকণা থেকে আত্মরক্ষার্থে উষ্ট্রের গলদেশও লম্বা হয়। জীব-বিজ্ঞানীরা বলেন যে পুরুষানুক্রমে চেষ্টার দ্বারা ঐরূপ পরিবর্তন সম্ভব। ঠোঁট ও গ্রীবা উচ্চ করার প্রচেষ্টায় ছাগলাকৃতি জীব হতে উহাদের সৃষ্টি। অতি ব্যবহারে অঙ্গাদি বাড়ে এবং অব্যবহারে উহা কমে। উহাই সর্প ও তিমি জীবের পদাবলুপ্তির কারণ।

উপরোক্ত রূপে অপস্পৃহাকেও প্রচেষ্টা দ্বারা বহির্গত করে কাজে লাগানো হয়। মানুষের অপরাধ স্পৃহাও ঐরূপ ব্যবহারে বাড়ে এবং অব্যবহারে কমে।

(২) পরোক্ষ কারণ:—জীবদিগের গাত্র বর্ণ ও আকৃতি পরোক্ষ কারণে পরিবর্তিত হয়। ওই জন্য মেরু দেশের জীব শ্বেত বর্ণের এবং মরু দেশের জীব ধূসর বর্ণের হয়। খাদ্যের প্রাচুর্য ও অভাবও জীবের দেহের উচ্চতা কমায় বা বাড়ায়। সাইপ্রাস দ্বীপের বামন হস্তি আদি উহার প্রমাণ।

কু-পরিবেশ ও সু-পরিবেশও ঐ ভাবে পরোক্ষ প্রভাব দ্বারা মানুষকে অপরাধী করে। কু দৃষ্টান্ত দ্বারা বহু নিরপরাধ ব্যক্তি অপরাধী হয়েছে। পঙ্কিল বস্তিবাসীদের সম্পর্কে উহা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য।

বিঃ দ্রঃ --সংগৃহিত বৈশিষ্ট্য সাধারণতঃ বংশগত হয় না। কারণ দেহ-কোষ জাত [স্বকীয় জীবনে আহৃত] ঐ বৈশিষ্ট্যের সহিত বীজ-কোষের সম্পর্ক নেই। কিন্তু—পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে যে কয়েক পুরুষ বাদে উহা বীজ কোষকে প্রভাবিত করে বংশগত হয়েছে। মানসিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উহা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য। [ইন্দুরের ও ঘন্টার পরীক্ষা দ্রঃ] কয়েক পুরুষ রঙিন আলোয় মৎস্যকে রাখলে উহা লালাভ হয়। পরে ঐ আলো সরিয়ে নিলেও ওদের দেহ লালই থেকে যায়। ধূসর গোলা পারাবত থেকে [কৃত্রিম যৌন নির্বাচনে] রঙিন সৌখিন পারাবতের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু—কয় পুরুষ মুক্ত অবস্থাতে থাকলে পুনরায় ওরা ধূসর গোলা পারাবতে পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

উপরোক্ত রূপে নিরপরাধ হতে অপরাধী হওয়ার পর ভিন্নতর পরিবেশে মানুষ পুনরায় নিরপরাধ হতে পারে। অবশ্য—এখানে পিওর লাইন [ইনভেসটিগেসন] হেরিডিটির প্রশ্নও বিবেচ্য। একই রীতিতে অপরাধীদেরও মানসিক পরিবর্তন হয়।

দৈহিক এবং মানসিক পরিবর্তনের অন্যান্য প্রমাণও আছে। জীবের প্রথম সৃষ্টি সমুদ্রে হয়েছিল। তাই আমাদের গাত্রস্বেদ আজও লোনা। মানুষের নাসিকার ভিতরে ক্ষুদ্র জলাধার আছে। গন্ধকণা উহাতে দ্রবীভূত হলে আমরা গন্ধ পাই। ইহাও ঐ সম্পর্কিত অন্য আর এক প্রমাণ। স্ত্রীবীজ [ova] গোলাকার এবং উহা স্থির। অর্থাৎ উহারা অলস। সূক্ষ্ম পুংবীজ [sperms] ছুটে গিয়ে উহাকে নিকেষিত করে। অর্থাৎ পুং-বীজ তৎপর। কিন্তু স্ত্রীবীজ অলস। উভয় বীজেব মিশ্রন হেতু মানুষের মধ্যে অলসতা ও কর্মতৎপরতা বিভিন্ন হারে থাকে। স্ত্রী-বীজ [ova] হতে আমরা অলসতা এবং স্পার্ম হতে আমরা তৎপরতা [aetivity] পেয়েছি। ঐ স্ত্রী-বীজ হতেই কিন্তু পুং-বীজের সৃষ্টি হয়েছে।

[পূর্বে দুইটি স্ত্রী-বীজ উৎপাদনার্থে একত্রে মিলিত হত। উহাতে অসুবিধা হতো। পরে কিছু স্ত্রী বীজ সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্রাকার হয়ে পুং-বীজের সৃষ্টি করে।]

ঐ ভাবে স্ত্রী-বীজ থেকে পুং-বীজের, অলসতা হতে তৎপরতার, স্থুল-বৃত্তি হতে সূক্ষ্ম-বৃত্তি, কষ্টবোধ থেকে [কম চাপেতে] স্পর্শবোধ, উষ্ণবোধ হতে শৈত্য বোধ, অপরাধ-স্পৃহা হতে সংপ্রেরণার সৃষ্টি হয়। ঐ জন্য উহাদের একটির অবস্থান অন্যটির উল্টো দিকে থাকে। ফলে, একটি কমলে উহাদেব অন্যটি কমে। ব্যবহার ও অ-ব্যবহার দ্বারা উহাদের একটি বা অন্যটি কমানো বা বা বাড়ানো যায়। এই পন্থাটি কিশোর অপরাধীদের চিকিৎসার অন্যতম সহায়ক।

বিঃ দ্রঃ—পুং বীজের সাথে সংপ্রেরণার এবং স্ত্রী বীজের সাথে অপরাধ স্পৃহার তুলনা করে চলে। পুং বীজ অনাবিল ভাবে ও অফুরন্ত সংখ্যায় জন্মায়, দৈহিক শক্তিহীন না হলে অশীতিপর বৃদ্ধও সন্তানোৎপাদনে সক্ষম ; শতোত্তর বয়স্ক পুরুষের পুং-বীজ যুবকদের যৌন-বীজের মতই তেজি থাকে। কিন্তু স্ত্রী বীজ ক্ষেপে ক্ষেপে নির্দিষ্ট সংখ্যায় জন্মে এবং ৪৯ বয়স উত্তীর্ণ নারীর দেহে উহা জন্মে না। অনুরূপ ভাবে মধ্যে মধ্যে অপরাধীদের মধ্যে 'অপরাধবিরাম' আসে। ঐ অন্তবর্তী কালে তারা অপরাধ করে না। অপরাধ

স্পৃহা ঐ সময় তাদের মধ্যে জাত এবং আগত হয় নি। কিন্তু সৎপ্রেরণা মানুষকে একটানা সৎকর্মে নিযুক্ত রাখে। আশী বৎসর বয়সের কোনও ডাকাত সর্দার দেখা যায় না। কিন্তু ওই বয়সেও বহু রাষ্ট্রীয় কর্ণাধর আছেন।

প্রকৃত-অপরাধীরা [শেষ পর্যায়ের] অপরাধকে তাদের জন্মগত অধিকার মনে করে। কিন্তু—বলাৎকার ও বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধীদেরও অপরাধ। তাজত ঘরে বলাৎকারীরূপে কাউকে জানলে পুরানো চোররা তাকে মারধর করে। বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে তারা ছুরি মারামারি করেছে। মিথ্যা মামলায় পুলিশ তাদের জেল দিলে তারা ক্ষুব্ধ হয় না। জেল তাদের কাছে একটি বিদ্যাপীঠ। সেখানে অন্যের নিকট নূতন কায়দা শিখে তারা পাকাপোক্ত হয়। এ জন্য ইচ্ছা করেও তার বারে বারে জেলে গিয়েছে। ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তারা বলে থাকে। "এইটে তারা বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ছিল। কিন্তু বহু অপরাধ আমরা এড়াতে পেরেছি। ঐগুলির প্রাপ্য শাস্তি ঐ মিথ্যা মামলায় পেলাম। এদেশের ধর্মীয় আবহাওয়া তারা এড়াতে পারে নি। প্রতিক্ষণই এরা শাস্তির অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু--কোনও সিপাহী উৎকোচ গ্রহণ করে তাদের মিথ্যা কেসে জড়ালে তারা ছুরি মারে। বহু কনেস্টবল ষ্ট্যাবিঙ কেসে উহা দেখা গেছে। বারেক কারাবরণ ও বারেক বেশ্যাসম্ভোগ ওদের জীবন। জেলে তারা ছুটী বা বিশ্রাম ভোগ করে মাত্র। প্রকৃত অপরাধীরা সঞ্চয়ের পক্ষপাতি নয়।

অপরাধ-বিজ্ঞান সর্বদেশে একই হলেও দেশভেদে কিছুটা পৃথক হয়। অপরাধীরা সমাজ ব্যবস্থার অপফলও বটে। সামাজিক ধ্যান ধারণা বিভিন্নদেশে ভিন্নরূপ হয়। এ জন্যে আমাদের নিজেদের অপরাধ-বিজ্ঞান নিজেদেরই গড়তে হবে। কোনও য়ুরোপীয় নারীর কাঁধে হাত দিয়ে ঘড়ির সময় জিজ্ঞাসা করলে সে খুশী হয়ে উত্তর দেয়। কিন্তু এদেশীয় নারীরা উহা তাদের শ্লীলতাহানী মনে করে। নিম্নের কাহিনীটি থেকে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাবে।

"যদি কোনও য়ুরোপীয় ষোড়শী কন্যাকে উদ্দেশ্য করে আপনি বলেন। 'বাঃ খুকী। তোমার চেহারাটা খুব মিষ্টি ও সুন্দর তো। আমার কিন্তু ভারি তোমাকে ভালো লাগছে।' ঐ কথা কয়টি শুনে সে রাগ তো করবেই না। বরং খুশীতে ভরপুর হয়ে সলজ্জ ভাবে উত্তর দেবে। ওঃ নো। থ্যাঙ্ক ইউ। আই ডু নট ডিসার্ভ ইট্। অর্থাৎ—না না। আপনি একটু বাড়িয়ে বললেন।

আমি ঐ প্রশংসার উপযুক্ত নই। কিন্তু ঐ একই বাক্য কোনও ভারতীয় ষোডশীকে বললে সে অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে পুলিশ ডাকবে। এখানে এজ্‌ ওপিঙ্‌ ব্যক্তি [মানুষ] ও ষ্টিমিউলাস একই। কিন্তু উহার বহির্বিকাশ [effect] বিভিন্ন রূপ হয়।"

আমাদের মধ্যে অপস্পৃহা ও যৌনস্পৃহা সুপ্ত অবস্থায় আছে। যে কোনও মুহূর্তে বিশেষ বিশেষ কারণে উহা জাগ্রত হতে পারে। এই সম্বন্ধে বহুপ্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। কেহ যদি আপনার নিকট একটা চোরাই গহনা বিক্রয়ার্থে আনে। তাহলে ক্রুদ্ধ হয়ে আপনি তাকে পুলিশে দেবেন। কিন্তু সে একটি সুন্দর চোরাই ফাউন্টেনপেন বিক্রয়ার্থে আনলে আপনি অত ক্রুদ্ধ হবেন না। বরং উহা একটু নেড়েচেড়ে দেখে তাকে আপনি বলবেন। 'বাঃ বেশ কলমটা তো। কোথায় পেলি। বেটা চোর। যাও আমি কিনব না।" তখন আপনার প্রতিরোধ শক্তি অক্ষুন্ন থাকলেও উহা কিছুটা ভাঙার মুখে এল। পরে ঐ একই ব্যক্তি একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বা কিউরিও [curio] বিক্রয়ার্থে আনলে উহা চোরাই দ্রব্য বুঝেও আপনি কিনবেন। যে কৃষ্টি ও শিক্ষা আপনাকে নিরস্ত করেছিল। সেই কৃষ্টি ও শিক্ষাই আপনাকে অপরাধী করল।

উপরে লোভ [স্থূলবৃত্তি] অপস্পৃহাকে এনে সংপ্রেরণাকে বিদূরিত করেছে। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে সূক্ষ্মবৃত্তি সংপ্রেরণা এনেছে। নিম্নের বিবৃতি থেকে উহা বোঝা যাবে।

আমি একটি স্বভাব দুর্বৃত্ত চোর বালককে গৃহে আশ্রয় দিই। একদিন সে আমারই একটি কলম চুরি করল। আমার সদব্যবহারে সে আমাকে ভালবাসত। তার বহু অভাব বুঝে তা পূরণ করেছি। কলম চুরির জন্য সে অনুতপ্ত হয়ে উহার ক্রেতাকে সে দেখায়। পরে সে আমার দ্রব্য চুরি করত না। কিন্তু বাটির অন্যদের দ্রব্য সে চুরি করে। বাড়ির লোকের তজ্জনিত ক্ষতি আমিই পূরণ করতাম। তাই তারাও ওর উপরে ক্রুদ্ধ না হয়ে সদ্ব্যবহার করতো। এই ভাবে ধীরে ধীরে তার ঐ অভ্যাস বদলাতে দেরী হয় নি। সে পল্লীর লোকদেরও দ্রব্যাদি ও ফল পাকোড় চুরি করেছে। উহা গ্রামে হওয়ায় আমি ঘটনাসমূহ সামলাতে পারি পল্লীবাসীরা আমার ঐ পরীক্ষায় আগ্রহশীল হত। ফলে ওদের নিকটও সে ভালো ব্যবহার পায়। তাতে বাগানের কাজে লাগাই ও পাঠশালায় ভর্তি করি। শীঘ্রই সে বুঝলো যে সে ছাড়া কেউ চুরি করে না।

কৃত্রিম উপায়েও প্রদমিত অপস্পৃহা নির্গত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিড্ গ্যামব্লিঙ, লণ্ডসেরা ঠগী ও এজেন্ট—প্রোপোগিয়েটারদের পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা যায়। বহু ব্যক্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তি অপহরণে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। কিন্তু সরকারী দ্রব্য চুরি করতে সদা উদ্গ্রীব থাকে।

উপরে 'মনস্তাত্ত্বিক' অপরাধ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এবার 'ব্যবহারিক' অপরাধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলব। কিশোর [অভিভাবকরাও] উহা অবগত হলে তারা সহজেই আত্মরক্ষা করতে পারে। এই বিজ্ঞান হতে পকেট কাটা যাওয়ার দুই সেকেণ্ড পূর্বে তা তারা জানবে। তাদের বাড়িতে চুরি হবার সাতদিন পূর্বে তা জানতে পেরে তারা সাবধান হবে।

(১) পিক্‌পকেট : প্রথমে এরা সিট অফ্ এ্যাকসন [পকেট] বেছে নেয়। উহাকে বাঙলাতে আক্রমণস্থল বলা হয়। ঐ স্থান হতে বেশ একটু উপরে বগলের নীচে বাম হাত দিয়ে ওরা ধাক্কা মারে। তারপর বাম হাতের নীচে ডান হাত রেখে পকেট হতে দ্রব্য তোলে। এখানে প্রথমোক্ত বড় ধাক্কার আওতাতে [cover] পকেটমারা বা কাটা রূপ ছোট ধাক্কাটি অনুভূত হয় না। বড় ধাক্কাটি দ্বারা তারা একটি সিচুয়েশন তৈরী করে। উহার এক সেকেণ্ড পূর্বে বা পরে কার্যরত হলে তারা ধরা পড়ে। কিন্তু প্রখর প্রতিক্রিয়া-কাল। এর অধিকারী [রি অ্যাকশন টাইম দ্রঃ] হওয়ায় তারা বড় ধাক্কার প্রায় এক সাথে দ্রব্য তোলে। ধাক্কা খাওয়া মাত্র বুঝতে হবে যে এখুনি তার পকেট সাফ হবে। এদের স্পর্শবোধ অত্যন্ত প্রখর থাকে। পকেটে কাগজ বা নোট আছে তা তারা টোকা মেরে পূর্বাহ্নে বুঝে নেয়।

(২) সিঁদেল চোর : এরা ছয় বা আট ব্যক্তির ক্ষুদ্র দলে কাজ করে। বড় চুরির সাতদিন পূর্বে তারা নির্বাচিত বাড়িটির নিকট যায়। ওদের একজন পাঁচিলে উঠে ছোট ছোট পাথরের বা ইটের টুকরো ছুঁড়তে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে ঐ শব্দ বাড়িয়ে বাড়ির লোকের মেজাজ বোঝে। তারা বোঝে যে কতটুকু পর্যন্ত শব্দ বাটির লোক উপেক্ষা করে। তদ্দ্বারা তারা বাটির লোকের সংখ্যা ও মেজাজ এবং কুকুর বা শিশু আছে কিনা তা বোঝে। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে লোকে যথাক্রমে প্রথম রাত্রে বা শেষ রাত্রে নিদ্রিত হয়। ওরা কোন ঘরেতে শেষ আলো নিবলো ঐটিই লক্ষ্য করে। ঐ সময়টি বাড়ির নিদ্রাক্ষণ [Sleeping point] রূপে তারা বোঝে। হঠাৎ প্রত্যূষে কক্ষে, বারান্দায় বা উঠানে ইট বা পাথর কুচি [ফরেণ বডি] দেখলে গৃহস্থের সাবধান হওয়া উচিত। কামের [কার্যের] রাত্রে অন্যেরা বাড়ির চতুর্দিকে

পাহারা দেয়। শুধু দলপতি ভিতরে ঢুকে প্রথমে বাহিরে পায়খানা করে। পায়খানা না হলে তারা অকুস্থল ত্যাগ করে ফিরে যায়। [স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতীয় চোর অপকর্মের পর তুক রূপে পায়খানা করে। ওদের দ্বারা খুব দুঃসাহসিক বড়ো চুরি প্রায়ই হয় না।] কিন্তু এই দল গৃহপ্রবেশের পূর্বে বস্তীতে মল ত্যাগ করে। দলভেদে এরা প্রাঙ্গন, দুয়ার, অলিন্দ প্রভৃতি [এক এক দল এক এক স্থান] বেছে নেয়। দুঃসাহসিক কার্যে ব্রতী হলে স্বভাবতঃই নারভাসনেস আসে। নারভাস ডেবিলিটিতে ভুগলে আমরাও পারগেটিভ নিয়ে থাকি। তাই মলত্যাগ মাত্র ওরা নারভাসনেস হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। তখন তারা সাপের মত বা বেজীর মত নির্ভয়ে চলে। দুঃসাহসিক সিঁদমারীর [বারগ্লারী] পর ঘটনাস্থলে বিষ্ঠা পাওয়া গিয়ে থাকে।

বিঃ দ্রঃ—বিষ্ঠার মধ্যে বহুপ্রকার বীজাণু ও জীবাণু থাকে। উহাদের প্যাটার্ণও নানারূপ হয়ে থাকে। [মাইক্রো অরগ্যানিক] তাই ঘটনাস্থলে পরিত্যক্ত বিষ্ঠা আমি পরীক্ষা করিয়ে রাখতাম। পরে সন্দেহমান ব্যক্তিদের পাকড়াও করে তাদের বিষ্ঠাও পরীক্ষা করতাম। ঐভাবে ১৯৪৪ সনে আমি কয়েকটি মামলার কিনারা করি। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার I. P. তদানীন্তন D. C. D. D.] ঐ বিষয়ে আমাকে উৎসাহ দিতেন। [অপরাধ বি ২য় খণ্ড দ্রঃ]

বাড়িতে কুকুর থাকলে এরা উগ্র ক্যাস্থেরাইডিন আদি সেন্ট মেখে আসে। কেউ না নড়লে উহা নির্জীব বস্তু বা মানুষ তা কুকুর বোঝে না। বিশ ফুটের ওপারে ওদের দৃষ্টিশক্তি কম। ওদের মেমরীর কার্ড ইনডেক্স ঘ্রান শক্তির উপর নির্ভরশীল। ঘ্রাণের দ্বারা ওরা প্রভু ও অন্যান্যদের প্রভেদ বোঝে। উগ্র সেন্টের আওতাতে মানুষের সামান্য সূক্ষ্ম গন্ধ চাপা পড়ে যায়। ওরা নড়লে কুকুর ডেকে ওঠে। তখন তারা স্থির হয়। ঐভাবে একটু একটু করে তারা কুকুরকে [By-Pass] এড়াতে পারে। আলসিয়েশন ডগকে মাংস বা মাদী কুকুর দিয়ে ভোলানো যায় না। ঐজন্য কুকুরকে সব সময় নিজেদের হাতে খাওয়ানো উচিত।

তারপর ওদের দলপতি অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়ে। পরনে কালো হাফ প্যান্ট বা লেঙোট থাকে। কেউ কেউ গাত্রে তৈল দ্বারা পিছল করেও রেখেছে। অন্ধকারের সঙ্গে বেশভূষাতে তারা মিশে যায়। পূর্বে তারা সাদা আলোচাল ও কালো রঙ করা চাল সঙ্গে নিতো। অধুনা তারা [হোমিওপ্যাথ গ্লোবিউলের মত] কালো ও সাদা মোজেইক পাথর দানা

সঙ্গে নেয়। প্রথমে ওরা সাদা গ্লোবিউল অন্ধকার কক্ষে ছড়িয়ে দেয়। উহাদের পতনের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অপরের অশ্রুত শব্দ তারা শুনতে তো পায়ই। উপরন্তু একটি সূক্ষ্ম শব্দের সহিত অন্য সূক্ষ্ম শব্দের প্রভেদও তারা বোঝে। ঐভাবে তারা ট্রাঙ্ক আলমারি দ্রব্যাদি ও শয্যার অবস্থান আঁধারেই বুঝে। সাদা রঙের গ্লোবিউল অন্ধকারেও দেখা যায়। ঐগুলি ছড়িয়ে ওরা দ্রব্যাদির উচ্চতাও বুঝে নেয়। [হাইপার সেনসেবিলিটি দ্রঃ] এরা নানারূপ দ্রব্যানুর দ্বারা একপ্রকার বিড়ি তৈরী করেছে। উবু হয়ে শয্যার নিকট বসে তা তারা ফুঁকতে শুরু করে। এ বিড়ি থেকে আগুন বার হয় না। উহা থেকে মাত্র ধোঁয়া বার হয়েছে। গ্যাসীয় বিষের অপ্রত্যক্ষ প্রয়োগ কার্যকরী নয়। ইহা নিশ্চয়ই ঠিক। কিন্তু উহা নিদ্রাকে গাঢ় করে।

হিস্ট্রিয়া রোগিণী ও দক্ষ শিকারীদের যথাক্রমে শব্দ ও ঘ্রাণ সম্পর্কিত অতীন্দ্রিয়তা দেখা যায়। প্রথমোক্তটি স্নায়বিক কারণে এবং দ্বিতীয়োক্তটি অভ্যাস দ্বারা ওরা লাভ করে। [অপরাধ-বিজ্ঞান ১ দ্রঃ] হিস্টিরিয়া রোগিণী অন্যের অশ্রুত বাবা বা কাকার পদধ্বনির প্রভেদ বোঝে। শিকারীরা ঘ্রাণ দ্বারা দূরে কটা বাঘ বা তার বাচ্চা তা বলে দিতে পারে।

[অলঙ্কার ভারতীয় নারীদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। তাদের দুইটি সন্তান থাকলে একটিকে গহনার বিনিময়ে তাঁরা বলি দিতেও প্রস্তুত। বহু বিপথগামী স্বামী ঘুমন্ত স্ত্রীর গাত্র হতে গহনাপহরণের চেষ্টায় ধরা পড়েছেন। কিন্তু স্বামীরা অপারগ হলেও ওই কার্য তস্কররা সমাধা করে।]

এরা লক্ষ্য করে শিকার-মগ্ন কন্যাটি কুমারী বা বিবাহিতা। কুমারী মেয়েদের দেহে দামী গহনা থাকে না। ওরা অন্যের স্পর্শে [outside touch] অভ্যস্ত নয়। এ জন্য স্পর্শমাত্র তারা [springs up] জেগে ওঠে। ব্যবসায়ীদের মত এদের মনোবৃত্তি। কম লাভে বেশী ঝুঁকি এরা নেয় না। তারা সিঁথির সিঁদুর ও দেহের ঢপ থেকে ওই নারী বিবাহিতা কি না তা বুঝে নেয়। এদিকে নিদ্রাও গাঢ় হয়েছে। তবুও এরা প্রথমেই গলার গহনায় হাত রাখে না। তারা ওই স্থান [seat of action] হতে দূরে স্কন্ধে ধীরে [caress] স্পর্শ করে। এর পর সইয়ে সইয়ে গহনাটি তুলে বা কেটে নেয়। বিবাহিতা নারীরা বাহিরের স্পর্শে অভ্যস্ত। ঘুমেতে অবচেতন মনে তারা উহা স্বামীর হাত ভেবেছে।

পুরানো পাপীদের সমাজে হিন্দু সমাজের মত জাতি ভেদ দেখা যায়। খুনে ডাকাতরা ওদের ব্রাহ্মণ। এর পর কায়স্থ, সদগোপ, প্রভৃতির মত উহা ধাপে ধাপে নামে। ডাকাতের পর যথাক্রমে সিঁদেল চোর, সাধারণ চোর, প্রবঞ্চক, ছিনতাই আদির স্থান। নীচু ছিঁচকে জুতো চোর প্রভৃতি ওদের অস্পৃশ্য জাত। ওদের চণ্ডু ডেন্ জুয়ার আড্ডা ও বেশ্যালয় পৃথক। জাত-অপরাধীদেরও অপরাধ আছে। এরা বলাৎকার ও বিশ্বাসঘাতককে নিন্দনীয় মনে করে।

প্রকৃত অপরাধীরা স্থান, কাল দ্রব্য ও ব্যক্তি সম্পর্কিত একমুখীতা [স্পেশালিজেশন] এর পক্ষপাতী। জনৈক ছিনতাই মাত্র হগ মার্কেটে আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত মাত্র স্ত্রীলোকদের ভ্যানিটি ব্যাগ কাড়তো। ভারতীয় নারীদের ব্যাগ সে নিত না। কারণ—ওরা তক্ষুনি চেঁচামেচি সুরু করে। পুরানো য়ুরোপীয় নারীরও তারা ধারে কাছে যায় নি। যে য়ুরোপীয় মহিলা এক বৎসরের মধ্যে ভারতে আছে। তাদেরই মাত্র তারা ভ্যানিটি ব্যাগ কাড়তো। বেশী দিন [ট্রপিক্যাল] গ্রীষ্ম প্রধান দেশে থাকলে গণ্ডের লালচে ভাব অপসারিত হয়ে উহা শ্বেতাভ হয়। তারা ওদের গণ্ডের লাল ভাব [Red patch] পরিমাপ লক্ষ্য করে ওরা কতো মাস এদেশে আছে তা বোঝে। সদ্যাগত ইউরোপীয় মহিলাদের পরিস্থিতি বুঝতে বেশ একটু সময় লাগে। ব্যাগ ছিনিয়ে নিলে তারা হকচকিয়ে যায়। ওরা না চেঁচিয়ে মুখ হতে শুধু অস্ফুট শব্দ করে। যথা, উ—উ—উ। ওই সুযোগে তারা নির্বিবাদে ওই স্থান থেকে সরে পড়েছে।

অপরাধ-প্রবণ আদি বন্য মানুষ থেকে বর্তমান সভ্য মানুষের সৃষ্টি। অধুনা দৃষ্ট আদি-গোষ্ঠী [Tribe] এখানে উল্লেখ্য নয়। বানর থেকে মানুষের সৃষ্টি হয় নি। বানর ও মানুষ উভয়েই প্রাচীন [ক্রম লুপ্ত] বানরানুরূপ জীব থেকে সৃষ্ট। ওই সম্পর্কে প্রাচীনতম একাচারী বন্য মানুষও বিবেচ্য।

শিক্ষা তিন প্রকারের হয়ে থাকে। যথা, দৈহিক, নৈতিক ও মানসিক। ভবিষ্যতে পকেটমার হতো এমন বালককে নৈতিক শিক্ষার বদলে মানসিক শিক্ষা দিলে সে ব্যাঙ্ক সুইণ্ডলার হয়। অধুনা দৃষ্ট আদি গোষ্ঠি নৈতিক শিক্ষাতে বহু সভ্যগোষ্ঠি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এক স্থানে কেউই স্থির নয়। এ পৃথিবীতে কম বেশী চলমান সবাই।

সমাজ সংঠনের প্রয়োজনে মানুষ নিয়মাবদ্ধ হয়। উহাতে ক্রমিক অভ্যাস সংপ্রেরণা আনে। অপরাধ-স্পৃহা দুই অংশে বিভক্ত। যথা—দ্রব্য-স্পৃহা এবং শোণিত-স্পৃহা। মূল পুস্তকে উহা বলেছি। ঐ সম্পর্কিত প্রমাণ এক্ষণে উল্লেখ করবো। [প্রতিটি শ্রেণীর অপরাধ সাম্প্রতিক তথা দ্রব্য সম্ভূত ও শোণিতাত্মক উপশ্রেণীতে বিভক্ত]।

(১) খাদ্যের অভাব হলে সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বাড়ে এবং ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ কমে। কিন্তু—খাদ্যের প্রাচুর্যে সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ কমে এবং ব্যক্তির বিরুদ্ধে উহা বাড়ে [যৌনজ ও অ-যৌনজ অপরাধ।]

অবশ্য—পেশাদার অপরাধীদের উহা হতে বাদ দিতে হবে। কারণ, অপকর্ম ওদের একমাত্র জীবিকা। যুদ্ধের সময় চাকুরী মানুষ খুঁজত। ওই সময় দৈব ও অভ্যাস-অপরাধীদের সংখ্যা কমে যায়।

(২) কোকেন আদি সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বাড়ায়। মদ্যাদি ঔষধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বাড়ায়। কোনও এলাকায় ঐগুলি চালু হলে অপরাধ বাড়ে। উহাদের বে-আইনী ব্যবহার কমলে অপরাধও কমে। বে-আইনী কোকেন-ডেণ ও মদের ভাঁটী অপরাধ বাড়ায়।

(৩) ক্রিমিন্যাল হেরিডিটির গবেষণার্থে আমি কিছুকাল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে [পূর্বতন আঁধার মাণিক দ্বীপ] ছিলাম। ওখানে পিওর লাইন গবেষণার সুবিধা। অস্ট্রেলিয়ার ও সাইবেরিয়ার ক্রিমিন্যাল সেটেলমেন্টে অপরাধীদের সহিত [বিবাহ] নিরপরাধদের বিমিশ্রণ ঘটে। কিন্তু—আন্দামানে অপরাধী পুরুষের সহিত অপরাধী স্ত্রীর বিবাহ হয়। ওদের সন্তান সন্ততির সহিত বাহিরের [Gene pool] রক্তের মিশ্রণ ঘটে নি। ওই দ্বীপে বস্তুর বিরুদ্ধে অপরাধ সমূহ প্রায় নেই। কিন্তু—ব্যক্তির বিরুদ্ধে যৌনজ [বলাৎকার শ্লীলতা হানি] এবং অযৌনজ [মারপিট খুন] অপরাধ বেশী। উগ্র প্রকৃতির লোক [খুন জখমী] এবং বলাৎকারীদের ওখানে পাঠান হত। নারীরাও খুন করে। বিষপ্রয়োগ ওখানে গিয়েছে। প্রবঞ্চক ও চোরদের ওখানে পাঠান হত না। তাই ওদের রক্তেতে দ্রব্য স্পৃহা অতি কম ও শোণিত স্পৃহা অত্যধিক। [সকলের পক্ষে নয়।]

বিঃ দ্রঃ— পূর্বে জীবগণ ও আদি-মানব শোণিত পান করত। ঐ পান স্পৃহা এখন শোণিত দর্শন স্পৃহাতে রূপান্তরিত। দুই ব্যক্তিকে মারামারি করতে দেখলে মুখে 'থাম থাম' বললেও লোক পুলক শিহরণ লাভ করে।

যুদ্ধে সৈনিকরা প্রথম গুলি বর্ষণ করে বোঝে যে তারা রক্ত পান করল। ওর পরই তারা মায়া দয়া হীন রক্তপিয়াসী পশু হয়। বিগত [১৯৪৬] সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে এক ব্যক্তি দশজন বি-ধর্মীকে কাটে। তার পর সে একটি গরু কাটে। পরে বিধর্মীদের না পেয়ে স্ব-ধর্মীদেরই বধার্থে দৌড়ায়। সকলে লাঠির ঘায়ে তার খাঁড়া কাড়ে। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিতেও ঐরূপ খুনের নেশা ছিল। এই কারণে হত্যাকারী বারে বারে ঘটনাস্থলে আসে।

অ-যৌনজ অপরাধে শোণিত পান বিকল্পে দর্শন প্রত্যক্ষ ভাবে এবং যৌনজ অপরাধে শোণিত পান তথা দর্শন পরোক্ষ ভাবে [অবচেতন মনে] ঘটে। ব্যভিচারে নিষ্ক্রিয় ভাবে এবং বলাৎকারে সক্রিয় ভাবে উহা হয়। ঐজন্যে বলাৎকারের সাথে দংশনাদিও হয়েছে। নারী রক্ত দান [অবচেতন কিংবা চেতন মনে] ও পুরুষ রক্ত-পান করে। কারো ক্ষতি করার মধ্যেও শোণিত-পান স্পৃহা থাকে।

স্বভাব-অপরাধী মধ্যম-অপরাধী এবং অভ্যাস অপরাধীদের অপস্পৃহা যথাক্রমে বেশী মাত্রায় মধ্য মাত্রায় এবং স্বল্প মাত্রাতে থাকে। কি ভাবে ঐগুলি বাডান হয় তা ইতিপূর্বে বলেছি। ঐজন্য—স্বভাব অপরাধীদের অপস্পৃহা প্রতিরোধার্থে অভ্যাস অপরাধীদের অপেক্ষা বেশী প্রতিরোধ শক্তির প্রয়োজন। বারংবার অপরাধ করে অভ্যাস অপরাধী হয়। কেউ যদি মাত্র একবার অপরাধ করে কিন্তু—তার জন্যে সে বহুদিন যাবৎ চিত্ত প্রস্তুতি করে। তাহলেও তাকে অভ্যাস অপরাধী বলা হবে। কি ভাবে সে অপরাধ করবে তা সে বহু কাল যাবৎ ভেবেছে। একদিন তার অভাবের তাড়না বেশী এল। ঐ দিনই তার সুযোগও হল। সে ক্ষেত্রে তার পক্ষে তহবিল তছরুপ আদি সম্ভব। দৈব অপরাধীরা হঠাৎ [পূর্ব কল্পিত নয়] অপরাধ করাতে ও পরে তজ্জন্য অনুতপ্ত হওয়াতে অপরাধী নয়।

মানুষের স্নায়ু দুই প্রকারের যথা সূক্ষ্ম স্নায়ু ও স্থূল স্নায়ু। স্থূল স্নায়ুর দ্বারা মানুষ অঙ্গাদি চালনা করে। সূক্ষ্ম স্নায়ুর সঙ্গে শুধু মস্তিষ্কের সম্পর্ক। স্থূলস্নায়ু বিনষ্ট হলে উহা পুনর্গঠিত হয় না। কিন্তু সূক্ষ্মস্নায়ু বিনষ্ট হলে উহা পুনর্গঠিত হয়। ঐ জন্য—অপরাধী হতে পুনরায় নিরাপরাধ এবং উন্মাদ হতে পুনরায় সুস্থ মানুষ হওয়া সম্ভব। কু-চিন্তার স্থূল প্রবাহ অনুপকারী রস দ্বারা এবং সু-চিন্তার হাল্কা প্রবাহ উপকারী রস দ্বারা যথাক্রমে উহা বিনষ্ট ও পুনর্গঠিত করে। অপরাধ প্রতিরোধ-সম্পর্কিত সূক্ষ্ম

স্নায়ু শেষতম ও নূতনতম সৃষ্ট স্নায়ু হওয়াতে উহাই প্রথমে বিনষ্ট ও পুনর্গঠিত হয়। এ জন্য বলা হয় যে মানুষের মন সংপ্রেরণা এবং অপরাধ স্পৃহার অনন্ত দ্বন্দ্বস্থল। উহাদের একটির বা অপরটির ক্রমিক বিলোপ ও পুনর্গঠনের কারণ ও তজ্জনিত ফলাফল সম্বন্ধে পূর্বে বলেছি।

[এ্যামিবা জীব বা কেঁচো জীব দুটুকরো হলে প্রতিটি হতে পূরো এ্যামিবা বা কেঁচোর সৃষ্টি হয়। টিকটিকির লেজ কাটলে উহার পুনরাবির্ভাব ঘটে। মানুষের হাড চর্ম ও মস্তিষ্কের স্নায়ু পুনর্গঠিত হয়।]

ক্লীপটো ম্যানিয়াক প্রভৃতি অপরাধ রোগীরা প্রায়ই ধনী ও শিক্ষিত হয়ে থাকে। উহা প্রমাণ করে যে একমাত্র অভাব ও দারিদ্র্যই অপরাধ সৃষ্টির কারণ নয়। উহা অপরাধ স্পৃহার অবস্থিতি এবং উহার সুপরিবেশে সুপ্তি ও কুপরিবেশে স্ফুরণ প্রমাণ করে। উদ্যোগ-শিল্পে সঙ্গে অপরাধ বাড়ে এবং কৃষি প্রধান অঞ্চলে উহা কমে। উহার কারণ আমি পূর্বে বলেছি। নিম্নে উহার একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করলাম।

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মনুষ্য সৃষ্ট মহাদুর্ভিক্ষের কালে বহু ব্যক্তি মিষ্টির দোকানের নীচে অনাহারে মারা যায়। কিন্তু তারা ঐ দোকান লুঠ করার চিন্তাও করেনি। কারণ ওরা সকলেই গ্রাম থেকে আসা কৃষিজীবী ছিল। ঐ সময় শ্রমিকদের নিয়মিত রেশন যোগানো হতো। যুদ্ধোদ্যমের জন্য উহার প্রয়োজন ছিল। অন্য অবস্থায় শ্রমিকরা ঐ খাদ্যের দোকান নিশ্চয়ই লুঠ করতো।"

স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতিরা এবং আদি স্বভাব প্রাপ্ত অপরাধীরা আজও চিত্রাঙ্কণ দ্বারা [আদি যুগের মত] এবং দূর্বোধ্য একক শব্দ দ্বারা অপকর্ম ও কথোপকথন করে। উন্নত অপরাধীরা উন্নত ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করে। অপরাধ সাহিত্য ও দর্শনের ক্রম হতে সভ্যতার বিবর্তন বোঝা যায়। [মৎ প্রণীত অপরাধ বিজ্ঞান দ্রঃ]

ষষ্ঠ ভাগ

যে আইন দ্বারা লোকে শাসিত হয় সেই আইনই কিশোরদের শেখানো হয় না। অথচ আইন অমান্যের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আনা হয়। প্রাত্যহিক জীবনে প্রযুক্ত সংক্ষিপ্ত আইন তারা জানুক। আত্মরক্ষার্থে তারা কতটা ক্ষমতার অধিকারী তারা তা জানে না। পুলিশ সহ প্রশাসনিক বিভাগগুলিরও জ্ঞান তাদের থাকুক। ওইগুলিও তাদের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হোক। মুখে মুখেও তাহারা উহা শিখতে পারে। উহা তাদের আইনানুরাগী করবে। আইন না জানার অজুহাত গ্রাহ্য হয় না।

তারা জানুক যে বিবেকই মানুষের প্রথম পুলিশ। জনগণ অপেক্ষা পুলিশের কোনও অতিরিক্ত ক্ষমতা নেই। জনগণের করণীয় কাজই তারা জনগণের পক্ষে সমাধা করে [ডেলিগেটেড পাওয়ার] ডিস্-অনেস্ট পুলিশই মাত্র তদতিরিক্ত ক্ষমতার দাবী করে। সর্বদা পুলিশী কার্য করার পর্যাপ্ত সময় জনগণের নেই। ওই জন্য—উর্দি পরিহিত বেতনভুক সুশিক্ষিত এক দল ব্যক্তির উপর উহার ভার অর্পিত হয়েছে। কাউকে [সাজ্ঘাতিক] অপরাধ করতে দেখলে পুলিশের মত জনগণও তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। [সাজ্ঘাতিক] অপরাধ নিরোধ ও অপরাধ নির্ণয় জনগণেরও কর্তব্য। গৃহ-তল্লাসী এবং অন্য কয়েকটি ব্যতিরেকে পুলিশের সকল ক্ষমতাই তাদের আছে। প্রভেদ এই যে গ্রেপ্তারের পরক্ষণেই জনগণকে অপরাধীকে থানায় দিতে হবে। অন্যদিকে--পুলিশ ২৪ ঘণ্টার বেশী কাউকে হেপাজতে রাখতে পারে না। আদালতের করণীয় কার্য স্বহস্তে নিলে জনগণের মত পুলিশও দণ্ডিত হন।

পুলিশ দুই প্রকারের হয়। যথা—(১) জনগণ সৃষ্ট (২) শাসক-আরোপিত। চৌকিদার, দফাদার প্রভৃতি জনগণ-সৃষ্ট পুলিশের স্মৃতি বহন করে। য়ুরোপে প্রতিটি কাউন্টি নগর মিউনিসিপ্যালিটি ও পল্লীগোষ্ঠীর জন্য পৃথক স্থানীয় পুলিশ আছে। পূর্বে কলিকাতা পুলিশও কলিকাতা করপোরেশনের অধীন ছিল। চির স্বাধীন দেশগুলিতে বিকেন্দ্রিত স্থানীয় পুলিশ এবং [পূর্বতন] পরাধীন দেশগুলিতে [ভারত, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি] শাসক আরোপিত কেন্দ্রীভূত পুলিশের প্রাধান্য। শাসক আরোপিত পুলিশ কেন্দ্রীভূত পুলিশ হয়। উহা সমগ্র দেশ বা প্রদেশের জন্য সৃষ্ট।

উহা শাসকের স্বার্থে কাজ করে। উহা শাসকদের নিয়ন্ত্রণাধীন। তজ্জন্য— উহা আশানুরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি। জনগণ সৃষ্ট পুলিশ জনগণের মধ্য হতে আসতো। উহা বিকেন্দ্রিত স্থানীয় পুলিশ। উহা জনগণের স্বার্থে কাজ করতো। ওই জন্য তারা জন-প্রিয় হতো। এক এলাকার অপরাধী অন্য এলাকায় অপকর্ম করায় আমেরিকা ও য়ুরোপে সাম্প্রতিক কালে কেন্দ্রীয় পুলিশ সৃষ্ট হলেও তারা বিকেন্দ্রীত স্থানীয় পুলিশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। তারা তাদের সাহায্যকারী, সংযোজক ও বিশেষজ্ঞ পুলিশ রূপে কাজ করে। অপরাধ-নিরোধ এবং অপরাধ-নির্ণয়ের কাজে নিযুক্ত পুলিশের দ্বারা রাজনৈতিক বিক্ষোভ দমন অনুচিত। ওই কাজের জন্য পৃথক কেন্দ্রীভূত পুলিশ নিয়োগ করা বিধেয়। তাহলে স্থানীয় পুলিশের সাথে স্থানীয় জনগণের সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ থাকে।

আদালত ও পুলিশকে কেউ যেন বাড়তি উৎপাত মনে না করে। সুবিচার বাড়ীর দুয়ারে পৌঁছে দিন। আইনের কড়াকড়ি নিষ্প্রয়োজন। মানুষের বিবেকই শ্রেষ্ঠ আইন। আইন সহজ ও সংখ্যাল্প হোক। নূতন আইন নূতন অপরাধীর সৃষ্টি করে। উকিলদেরও নিজস্ব স্বার্থ আছে। উহা তাদের জীবিকা। ওঁদের রাখার অর্থ মামলা বাখা। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিজেদেরই বক্তব্য রাখতে দিন। বিচারক আইন গ্রাহ্যগুলি উহা হতে বেছে নিন। অবশ্য—অতো সময় তাদের থাকে না। তজ্জন্য পল্লীর মানী গুণীদের দ্বারা স্থায়ী শান্তি-সেনা ও শান্তি-বোর্ড গঠিত হোক। গর্ভমেন্টই ওইগুলি তৈরী করুক। [বহু ভালো লোক নির্বাচনে যায় না] এতে খরচা নেই। নব্বুই শতাংশ মামলা ওরাই মেটাবে। শুধু তাই নয়। ওদের পুরাতন বন্ধুত্বও ওরা ফেরাবে। সে ক্ষেত্রে—মাত্র দশ শতাংশ মামলা মাত্র আদালতে আসবে। এতে আদালত ও পুলিশের সময় সাশ্রয় হবে। তাদের জন-প্রিয়তাও অক্ষুণ্ণ থাকবে। ভুল বিচারের সংখ্যাও কমবে। উপরন্তু—স্থানীয় বোর্ডের প্রাথমিক তদন্ত আদালতের সহায়ক হবে। ওই স্থানীয় সংস্থা-গুলিকে স্থানীয় থানার পরিপূরক রূপে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীন করলে উহারা পরস্পরকে সংযত ও সাহায্য করবে। স্থানীয় আদালতগুলি ওই ক্ষেত্রে সংশোধনীয় কিংবা তদারকি আদালত রূপে কাজ করতে পারে।

ওই ক্ষেত্রে স্থানীয় তরুণরা নিজেরাই নিজেদের সংযত করবে। ওদের ভয়ে ভিন পাড়া থেকে দলবেঁধে কারো আসা সম্ভব হবে না। স্থানীয় জুয়া, আবগারী অপরাধ, চুরি সহজে বন্ধ হবে। কিন্তু- তজ্জন্য স্থানীয় ভদ্রজনদের

অধীনে ওদের স্বাধীনতা দেওয়া চাই। ওদের উপর তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রেখে ওদের নিয়ন্ত্রণে রাখলে ফল ভালো হবে। ওদের বাছাই করে ভর্তি করতে হবে এবং ত্রুটি পাওয়া মাত্র ওদের অপসারিতও করুন। যেমন—জনগণের সঙ্গত অভিযোগে পূর্বে চৌকীদার দফাদারেরা অপসারিত হতো। ওরা এলাউন্স [বেকার ভাতা] স্বরূপ সামান্য অর্থ পেলে খুশী হবে। ওদের সাহায্যে ওয়াগণ ব্রেকিঙ প্রভৃতিও বন্ধ করা সম্ভব। তজ্জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্ট থেকেও কিন্তু অর্থ পাওয়া যায়। সাধারণ পুলিশ, রেল পুলিশ, রে-প্রোঃ পুলিশ ও রক্ষিদল প্রভৃতি অতগুলি দলকে ঘুষ দিতে হলে অপরাধীদের পড়তা পোষাবে না। ওদের অপকর্ম সমূহ লাভজনক না হলে ওইগুলি পরিত্যক্ত হবে। নেশা ভাঙের জন্য অর্থের প্রয়োজনে বহু চোর চুরি করে। ওইগুলির ঘাঁটি বন্ধ হলে অপরাধের সংখ্যা এমনিতেই কমে যাবে। এই বিপুল ম্যান পাওয়ার অপচয় না করে কাজে লাগানো উচিত।

[আমি অপরাধীর সংখ্যা কমানো সম্বন্ধে পূর্ব অধ্যায়ে বলেছি। কিন্তু —উগ্র অপরাধী সৃষ্ট হওয়ার পর সমাজ-বিজ্ঞানীদের কিছু করার নেই। রাষ্ট্রকে তখন ওই পশুবৎ ব্যক্তিদের প্রচণ্ড আঘাতে সংযত করতে হবে। ওই কারণ গীতাতে পর্যন্ত বলপ্রকাশের অনুমোদন করা হয়েছে। ওদের জেলে পাঠানোর পর ওদের নিরাময়ের জন্য মনোবিজ্ঞানীদের সাহায্য নিতে হবে। সমাজ-বিজ্ঞানীরা পরে ওদের পুনর্বাসনের উপযোগী উপদেশ দিতে পারে।]

ভারতীয় দণ্ড-বিধি এবং ভারতীয় প্রসিডিওর বিধি ও ভারতীয় এভিডেন্স এক্টের এবং আরও কয়েকটি স্থানীয় আইনের নিম্নোক্ত ধারাগুলির বিষয়বস্তু ছাত্রদের শিক্ষকদের শিখানো উচিত।

(১) কোনও দ্রব্য কারো হেপাজতী [অধিকার] থেকে তার বিনানুমতিতে অপহরণের ও লাভালাভের উদ্দেশ্যে অপসৃত করলে আইনে উহাকে [৩৭৯ ধাঃ মতে] চুরি বলা হয়। দ্রব্যটি টেবিল হতে তুলে উহার নিচে লুকালেও উহা চুরী হবে। ওই অপরাধ প্রমাণ হলে তাকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হয়। নিজের দ্রব্য চুরি করলেও বিশেষ স্থলে উহাও চুরি হয়। ঘড়ির দোকানে ঘড়ি মেরামত করতে দেওয়া হলো। কিন্তু ওই ঘড়ির মালিক ঐ দোকানির অগোচরে বিনানুমতিতে উহা তুলে আনলে উহা চুরি। স্টেশনে এসে কাউকে টিকিট কিনতে টাকা দেওয়া হলো। কিন্তু ওই

ব্যক্তি ওই অর্থ সহ সরে পড়লে উহাও চুরি। কারণ—ওই অর্থ তখনও প্রকৃতপক্ষে ফরিয়াদীর হেপাজতেই আছে। উহা সে কাউকে কিছুকালের জন্য গচ্ছিত রাখে নি। কোনও বৃহৎ পুকুরের সঙ্গে কোনও নদী খাল দ্বারা যুক্ত। ওই পুকুর হতে মৎস্য তুললে উহা চুরি হয় না। কারণ—ওই ক্ষেত্রে মৎস্য কাহারও অধিকারে নেই। উহা নদী হতে পুকুরে ও পুকুর হতে নদীতে যেতে সক্ষম। কিন্তু—ফিসারী এক্টে ওই অপরাধে মামলা দায়ের করা যায়। চোরাই দ্রব্য প্রমাণে উহা ফরিয়াদীর দ্রব্য তা [সনাক্ত করণ] প্রমাণ করতে হবে। অন্য দিকে—গাছ হতে ফল এবং পুকুর হতে মাছ চুরিও সাঙ্ঘাতিক অপরাধ হয়।

বহু কিশোর সরস্বতী পূজা ও অন্যান্য বারোয়ারীতে অন্যের ফুলের টব বিনানুমতি তুলে এনে মণ্ডপ সাজায়। এখানে পূজা কমিটির সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। পল্লী অঞ্চলে ওই জন্যে বিনানুমতিতে অন্যের বাগান হতে বাঁশ কাটা হয়েছে। ওই সকল কার্য আইনে সাঙ্ঘাতিক চুরি অপরাধ। ফরিয়াদী নালিশ করলে তাদের তাতে জেল ও জরিমানা দুই হতে পারে।

দ্রব্যাদি জোর করে কেড়ে নিলে উহা রবারী অপরাধ হয়। অপরাধীদের সংখ্যা পাঁচ বা ততোধিক হলে উহা ডাকাতি। ভয় দেখিয়ে কাউকে দ্রব্য প্রদানে বাধ্য করলেও উহা যথাক্রমে রবারী বা ডাকাতি। উহাতে বহু বৎসর অপরাধীদের মেয়াদ [সশ্রম কারাদণ্ড] দেওয়া হয়েছে। ওই অপকার্যে অংশ না নিয়েও দলের মধ্যে কেউ উপস্থিত থাকলেও সেও ওইরূপ অপরাধী।

(১) কাউকে অসৎ উদ্দেশ্যে বে-আইনী ভাবে আটক রাখলেও সেই ব্যক্তি অপরাধী। কাউকে কোনও একদিকে যেতে না দিলে তাকে রঙফুল রেসিস্‌টেন্স অপরাধ বলা হয়। ঐ সকলও সাংঘাতিক অপরাধ হওয়ায় আইনে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

কোনও কিশোর একক বা দলবদ্ধ ভাবে চাঁদা আদায়ের জন্য কারো গাড়ি আটকালে ভারতীয় দণ্ডবিধির উপরোক্ত ধারা মতে অভিযুক্ত হবে। ঐ অপরাধের জন্য আইনে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। উহাতে জেল ও জরিমানা দুই হতে পারে।

(৩) কারো গচ্ছিত দ্রব্য কেউ আত্মসাৎ করলে উহাকে বিশ্বাসঘাতক অপরাধ বলা হয়। অসৎ উদ্দেশ্যে ভুল বুঝিয়ে বা ধাপ্পা দিয়ে কারও দ্রব্য নিলে

উহা প্রবঞ্চনা অপরাধ। উভয় অপরাধই সাংঘাতিক অপরাধ রূপে বিবেচিত। ভারত দণ্ডবিধির ৪২০ ধারা মতে প্রবঞ্চনা মামলা দায়ের হয়।

যদি কেহ প্ররোচনা দ্বারা প্ররোচিত ব্যক্তিকে আত্মসাতের উদ্দেশ্যে কাউকে তার দ্রব্য বা অর্থ প্রদানে কিংবা কোনও কার্য করতে বা তা না করতে সম্মত করায় যা সে ঐভাবে প্রবঞ্চিত না হলে করত না। তাহলে তার উপরোক্ত অপকর্মকে আইন মতে প্রবঞ্চনা অপরাধ বলা হবে।

কোনও কিশোর সহপাঠির নিকট হতে পুস্তক কর্জ নিয়ে ঐ পুস্তক ফেরত না দিয়ে বিক্রয় করলে উহা একটি সাংঘাতিক অপরাধ। কোনও কিশোরীকে বিবাহের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে যৌন সঙ্গমে সম্মত করলে উহাও প্রবঞ্চনা [৪২০ ধারা] অপরাধ। কারণ—আইনে দ্রব্য প্রদানের মত কোনও কাজ করতে বা না করতে সম্মত করার বিষয়ও বলা আছে। কিন্তু—ঐ ক্ষেত্রে বলা হয় যে যৌন সঙ্গম করার সময়ে তার বিবাহে মত ছিল। কিন্তু পরে ওর চরিত্রদোষ জানাতে সে তাকে বিবাহে রাজী নয়। ঐ সকল যৌনজ অপরাধী ঐরূপ একই প্রতিশ্রুতিতে একাধিক বালিকাকে যৌন সঙ্গমে রাজী করায়। তদন্ত করলে ঐরূপ অন্যান্য বালিকাকেও পাওয়া যাবে। একই সময় দুইটি বালিকাকে বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে দৈহিক সুবিধা আদায় ঐ অপরাধ উত্তমরূপে প্রমাণ করে।

[কন্যাগণ সাবালক হলে গর্ভাবস্থায় সামান্য খোরপোষ ছাড়া আর কিছুই পায় না। এজন্য বিবাহের পূর্বে ঐ কার্যে তাদের রাজী হওয়া অনুচিত। কারণ যা কিছু দুর্ভোগ তা কন্যাদেরই ঐ বিষয়ে ভুগতে হয়। অস্বীকার করলে সন্তানের ও তার জনকের রক্তপরীক্ষা দ্বারা দায়িত্ব নিরূপণ সম্ভব।]

(৪) কন্যাদের শ্লীলতাহানি একটি দণ্ড যোগ্য সাঙ্ঘাতিক অপরাধ। তাদের গাত্র স্পর্শ করলে গুরুতর অপরাধ তো করা হয়ই। এমন কি তাদের প্রতি দূর হতে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করাতেও ঐ একই গুরুতর অপরাধ হয়।

[বহু কিশোর রোয়াকে বসে দূর থেকে পথচারী কন্যাদের প্রতি অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে। ঐ কার্যেও মডেসৃটি আউটরেজিঙ' এর দায়ে অভিযুক্ত হলে তাদের কঠোর দণ্ড পেতে হবে। ওদের ধারণা গাত্র স্পর্শ করলে তবে ঐ অপরাধ হয়। আইনে অজ্ঞতার জন্য উহা তাদের ভুল ধারণা।

(৫) দাঙ্গাহাঙ্গামাকে আইনে রায়ট [Riot] অপরাধ বলে। পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি অপরাধ করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হলে উহা বে আইনী

জনতা। ঐ জনতার মধ্যে একজনও যদি কোনও বল প্রকাশ [over act] করে তাহলে ধরে নেওয়া হবে ওদের সকলেই রায়ট কার্য করল। বহু কিশোর প্রায়ই দল বেঁধে বাড়ীর উপর কিংবা ব্যক্তির উপর চড়াও হয়ে বিবিধ অপরাধ করে। উপরোক্ত ধারায় অভিযুক্ত হলে তাদের কঠোর দণ্ড হয়।

[বাক্য বা পত্রদ্বারা কিংবা কার্যে কিংবা আকারে ইঙ্গিতে কেউ কাউকে অপকর্মে প্ররোচিত বা উৎসাহিত করলে উহাকে প্ররোচনা অপরাধ বলা হয়। অপকর্মের পূর্বে উহার প্রস্তুতির জন্য পরামর্শ ষড়যন্ত্র অপরাধ। ওদের দল একস্থানে জড় হল এবং সেখানে এক ব্যক্তি প্রস্তাব করল। ঐ প্রস্তাব মত অন্যেরা অপকর্মেতে রাজী হল। ওরূপ ব্যবস্থা ও অবস্থা ষড়যন্ত্রের প্রমাণে প্রয়োজন।]

(৬) নাবালিকা হরণ [তার ইচ্ছার এখানে মূল্য নেই], ভুলিয়ে বা জোর করে সাবালিকা হরণ, সাংঘাতিক জখম, আগ্নেয়াস্ত্র রাখা ও বলাৎকার অতি দণ্ডনীয় অপরাধ খুনেতে ফাঁসী ও অন্যতে দীর্ঘ কারাবাস হয়।

আইনে প্রত্যেককে আত্মরক্ষার ক্ষমতা দিয়েছে। খুনের হাত হতে বাঁচতে খুন করা যায়। অনধিকার প্রবেশকারীদের উৎখাত বলপ্রয়োগ আইন সম্মত। কিন্তু -কেউ অপহৃত দ্রব্য পরিত্যাগ করে যদি পলায়নপর হয় তাহলে ঐ পলায়নপর ব্যক্তিকে হত্যা করা দণ্ডনীয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ দণ্ডনীয় হয়। চোর ধরার পর তাকে একটুকুও প্রহার করা বে-আইনী কাজ।

এ'ছাড়া- পুলিশ গ্রাহ্য ও পুলিশ-অগ্রাহ্য অপরাধের প্রভেদ কিশোরদের বোঝালে পুলিশের প্রতি কিশোররা অসন্তুষ্ট হয় না। সাধারণের গম্য স্থানে মারপিট বা প্রস্রাব বা উহা নোঙরা করা আদি পুলিশের সম্মুখে ঘটলে মাত্র পুলিশ গ্রেপ্তারে সক্ষম। বিনা অনুমতিতে কারো বাড়ীতে ঢুকে চলে যেতে বলার পরও না গেলে উহা সিম্পল ট্রেসপাস অপরাধ হয়। বহু চাঁদা আদায়কারী কিশোর ঐরূপ অপরাধ প্রায়ই করে। ওতে পুলিশ ডেকে তাদের ধরালে তাদের দণ্ড পেতে হয়।

উপরোক্ত রূপ কয়েকটি বাছা বাছা ধারা সঙ্কলন করে কিশোরদের ঐগুলি শিখানো উচিত হবে। পুলিশের কোনও কার্য অন্যায় মনে হলেও তাতে বাধা দেওয়া অনুচিত। [উহা দণ্ডনীয়] পরে তারা তাঁদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়ের করুক। কিশোরদিগকে বোঝাতে হবে পুলিশকে

সাহায্য করতেও তারা আইনতঃ বাধ্য। 'ওদের সাহায্য করলে তবে তারা তোমাকেও সাহায্য করবে। যে কোনও সর্বোত্তম-মন্য রাষ্ট্রই হোক না কেন, পুলিশ ব্যতীত উহা স্থায়ী হয় না। জনগণের মঙ্গলার্থে পুলিশ একটি অপরিহার্য সংস্থা।

এভিডেন্স অ্যাক্ট সম্বন্ধেও কিশোরদের কিছুটা শিক্ষা দেওয়া উচিত হবে। চক্ষু কর্ণ দ্বারা নিজেরা যা দেখে বা শোনে তাহাই সাক্ষ্যরূপে গ্রহণীয় হয়। অন্যের নিকট শোনা কথা সাক্ষ্যরূপে গৃহীত হয় না। কোনও সাক্ষী আদালতে সাক্ষী দিতে এসে বলেছিল। 'সে কি মশাই। শোনা কথা বিশ্বাস করব না কেন? মা বলেছেন উনি তোমার পিতা। ঐ শোনা কথা কি আমরা বিশ্বাস করি না।" ইহা অবশ্য একটি অবান্তর আইনী তর্ক।

একটি সাক্ষীর সমর্থক সাক্ষ্য [করোবোরেটিং] সাক্ষীর প্রয়োজন। পুলিশের নিকট মিথ্যা বলা অপরাধ নয়। হাকিমের সকাশে মিথ্যা বললে উহা অপরাধ। স্ত্রী ব্যতীত অন্য কেউ ফেরার অপরাধীকে আশ্রয় দিলে দণ্ডিত হবে।

প্রমাণ দুই প্রকারের হয়, যথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইহা ছাড়া অ-প্রত্যক্ষ প্রমাণ তথা পরিবেশিক প্রমাণও আছে। একটি জাল কারো উপর নিক্ষেপ করা হলো। উহার ফোকরগুলি বড় হলে সে উহার ভেতর হতে গলে বেরিয়ে আসবে। সে ঐ জাল ছিঁড়েও বার হয়ে আসতে পারে। কিন্তু কোনও রূপেই সে বার হতে না পেরে তাতে আটকে গেল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু টুকরো ঘটনার একক অবস্থিতি মূল্যহীন। কিন্তু ঐগুলি একত্রিত করলে উহা অকাট্য পরিবেশিক প্রমাণ হবে। উহাতে প্রথমে কয়েকটি ডাটা [Data] বা তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তারপর ঐ ঘটনা সম্পর্কে সম্ভবপর বহু থিওরি তৈরি করা হয়। তারপর দেখা যায় যে কোন থিওরিটা, সংগৃহীত তথ্যগুলির মধ্যে 'ফিট ইন' করছে। উহার মধ্যে একটি মাত্র থিওরী ডাটার মধ্যে ফিট ইন করলে প্রমাণ সন্দেহাতীত হয়। নিম্নের দৃষ্টান্ত হতে [আইনী) বক্তব্য বিষয় বোঝা যাবে।

'পর্দা ঘেরা টেনিস কোর্ট হতে 'মরে গেলুম' চিৎকার শুনে খেলোয়াড়রা বেরিয়ে দেখলো যে এক ব্যক্তি রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ক্লাবের জিন নামে বেয়ারা ঐ হত ব্যক্তির বুক হতে রক্তমাখা ছুরি বার করছে। ঐ ছুরির বাঁটে জিনের নামের আদ্যক্ষর J খোদিত। এমনও হতে পারে যে জন নামে অন্য এক ব্যক্তি [তারও নামের আদ্যাক্ষর 'J'] ওকে হত্যা করে

পালিয়ে গিয়েছে। ঐ ক্লাবের বেয়ারা জিন দয়াপরবশ হয়ে ঐ ছুরি তাড়াতাড়ি তুলে তাকে বাঁচাতে চেয়েছে। [এ ক্ষেত্রে সংগৃহীত ডাটার মধ্যে দুইটি থিওরী সমানরূপে ফিট ইন করছে।]'

উপরোক্ত তথ্য হতে কিশোররা বুঝবে যা কিছু সত্য মনে হয় তা সত্য নয়। সূত্র [clue] ও প্রমাণে প্রভেদ আছে। গভীরে প্রবেশ করলে দোষীমন্য ব্যক্তিরা নির্দোষ হয়। হঠাৎ কারো বিরুদ্ধে কোনও বিরূপ সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়।

'খিদিরপুরের ট্রাম রাস্তা। ওর এক মুখে ডক এবং অন্যমুখে আদিগঙ্গা। ঐ রাস্তার মাঝ বরাবর ভোর রাত্রে ডাষ্টবিনে বোরায় ভরা এক নারীর অর্ধাংশ [নিম্নাংশ] পাওয়া গেল। কোমরের উপর হতে দেহটি বিচ্ছিন্ন। দেহের উপরাংশ পাওয়া গেল না। সকলেই বললো মামলার কিনারা করা অসম্ভব। আমি মাত্র কুড়ি মিনিট ঘটনাস্থলে এসে ভাবলাম। তারপর বললাম যে মামলার কিনারা হয়ে গিয়েছে। এখানে বিবেচ্য বিষয় যে কে খুন হলো। খুন করলো কে ? কোথায় কি ভাবে কি জন্য কখন এ ব্যক্তি খুন হলো। আমি ঐ মৃতার পায়ের চেটোর মসৃণতা ও দেহের কোমলতা পরীক্ষা করে বুঝলাম যে ঐ নারী কোনও শ্রমিক নারী নয়। উনি নিশ্চয় জনৈকা মধ্যবিত্ত পরিবারের নারী। দেহের ঢপ হতে বোঝা গেল যে তার বয়স বিয়াল্লিশ হবে। তার যৌন-কেশ ক্ষৌরীকৃত ছিল। বেশ্যা নারীরা বয়েস নির্বিশেষে পিউবিক হেয়ার নির্মূল করে। কিন্তু ধারে কাছে কোনও বেশ্যাপল্লী নেই। গৃহস্থ ঘরের স্বল্প বয়স্কারাও ঐরূপ কার্য করেছেন। কিন্তু— চরিত্রহীনা না হলে ৪৫ বৎসর বয়স্কা কোনও নারী উহা করেন না। আমি ঐ থেকে বুঝলাম যে ভদ্রমহিলা চরিত্রহীনা ছিলেন।

নিজেদের বাড়ীতে খুন করলে মৃতদেহ পাচারের প্রয়োজন। অন্যের বাড়ীতে হত্যা করলে উহার প্রয়োজন নেই। ওই থেকে বোঝা গেল যে খুনী তার নিজের গৃহে তাকে খুন করেছে। দেহ পাচারের রীতি থেকে বোঝা গেল যে খুনী একজন। উহাতে বহু জন সংশ্লিষ্ট থাকলে সহজ পন্থায় [খাটিয়া করে] উহা পাচার করা হত। তাহলে—ওই ভাবে মৃত দেহটি দুই খণ্ড করার প্রয়োজন হত না। আরও বুঝলাম যে নিহতা নারী ও তার হত্যাকারী একই ঘরে বসবাস করত। তা না হলে ওই ভাবে নিভৃতে মৃতদেহ কাটাকুটি করা সম্ভব নয়। ওইরূপ বীভৎস খুনের পর মনস্তাত্ত্বিক কারণে খুনীর পক্ষে সেখানে তিল মাত্র অপেক্ষা করা সম্ভব হবে না। সে নিশ্চয়ই এতক্ষণে ওই কক্ষে তালা বন্ধ করে অন্যত্র চলে গিয়েছে। মৃতদেহ আদি-গঙ্গার ওপার

হতে আনা হলে আদি গঙ্গার জলে এবং ডকের ওপার হতে আনলে ডকের জলে উহা ফেলে দেওয়া হত। আমি বুঝলাম যে ঐ ট্রাম রাস্তার বামে বা ডানে কোনও রাস্তাতে ওরা দুজনে একখানি ঘর ভাড়া করে থাকত। আমি আমার অফিসরদের বড় রাস্তার দুই পাশের বিস্তীর্ণ প্রতিটি গৃহে খোঁজাখুঁজি করে জানতে বললাম—কারা ঐ ভোর রাত্রে কোন বাড়ি বা কক্ষে তালা মেরে চলে গেছে। জানা গেল যে একটি বাড়ির নিম্নতলের এক কক্ষে এক স্ত্রীলোক তার কিশোর (১৮) পুত্রের সঙ্গে বাস করত। ঐ পুত্র প্রায়ই মাতার চরিত্রে সন্দেহ করে কলহ করেছে। ভোরে উঠে সহভাড়াটিয়ারা ওদের ঐ কক্ষে তালা ঝোলানো দেখছে। তারা বলে যে ঐ বালকের মামারা শ্যামবাজার অঞ্চলে থাকে। ঐ কক্ষের তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে আমরা রক্তমাখা কাপড় ও বহু মাংসের টুকরো পেলাম। আমি এও বুঝলাম যে নিশ্চয়ই ঐ বালক মামাদের নিকট অপঘাত মৃত্যুর গল্প ফেঁদে থাকবে। তার পক্ষে উত্তর কলকাতার কোনও গঙ্গার ঘাটে তিন দিন কিংবা বারোদিন পর শ্রাদ্ধ করার সম্ভাবনা। আমার নির্দেশে অফিসাররা গঙ্গার ঘাটে শ্রাদ্ধে বসার পর তাকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছিল।'

কোনও এক সিওয়ার্ড ডিচে একটি মুণ্ডহীন দেহ পাওয়া গেল। এখানে আমি কয়েকটি থিওরী প্রথমে তৈরী করে নিই। যথা, (১) লোকটি কোনও ধনীর পুত্র হয়তো ছিল। সম্পত্তি ব্যাপারে শরীকরা তাকে খুন করলো। (২) ঐ ব্যক্তি কোনও রাজনৈতিক দলের হয়তো সভ্য। কোন কিছুতে সন্দেহের কারণে অন্যেরা তাকে হত্যা করলো। [লোকটি ভৃত্য বা শ্রমিক শ্রেণীর হওয়াতে ঐ দুটি থিওরী বাতিল হয়] (৩) ঐ ব্যক্তি কোনও বাড়ির হয়তো ভৃত্য বা রাঁধুনী ছিল। ঐ বাড়ির কোনও অনূঢ়া বা বিধবা কন্যার সহিত সে ব্যভিচার করাতে বাড়ির লোকেরা তাকে হত্যা করেছে। [অফিসাররা ঐ সম্পর্কিত গুজবের সন্ধান কিছু পেলো না।] (৪) সে হয়তো কোনও অপরাধী দলের লোক। হিংসা সম্পর্কিত ঈর্ষা বা বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্যে তাকে ওরা হত্যা করল। (৫) ঐ ব্যক্তি হয়তো কোনও পুলিশ কর্মীর ইনফরমার ছিল। সন্দেহে তার দলের লোকেরা তাকে হত্যা করল। গবেষক ছাত্রদের মত প্রতিটি থিওরী মত আমি এগুতে থাকি। একটি পথ বন্ধ (Blocked) দেখা গেলে অন্য থিওরীতে তদন্ত করি। অবশেষে পঞ্চম থিওরী মত মাত্র সামান্য দূর এগিয়ে আমি সফল হই।

ধরা যাক যে কোনও একটি বস্তুর চারিটি গুণ আছে। কিন্তু আগাম [বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য] এবং প্রত্যক্ষ [নিজের অবলোকন] দ্বারা উহার তিনটি গুণ জানা গেল। এখানে ওই তিনটি গুণের স্বরূপ থেকে সম্ভাব্য চতুর্থ গুণ অনুমান দ্বারা নির্ভুল রূপে জানা যায়। কিন্তু—উহার বিকল্প তথা ভুলগুলি হতে সাবধান হতে হবে। সূত্র [clue] প্রমাণ নয়। সূত্র প্রমাণের সন্ধান দেয় মাত্র। তদন্ত দুই প্রকার হয়। যথা—(১) সম্মুখগামী ও পশ্চাদগামী। প্রথমোক্ত তদন্তে ঘটনাস্থল হতে অপরাধীর নিকট এবং তাহার অপহৃত দ্রব্যে পৌঁছানো হয়। দ্বিতীয়োক্ত তদন্তে অপহৃত দ্রব্য [ইনফরমারের সাহায্যে] থেকে অপরাধী এবং তৎপরে তার সমভিব্যাহারে ঘটনাস্থলে যাওয়ার রীতি।

সাধারণতঃ ফোরেন্সিক সায়েন্সের সাহায্যে অপরাধসমূহের কিনারা করা হয়। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক উপায়েও ওই কার্য ভালো রূপে করা যায়।

যুদ্ধের সময় জনৈক আমেরিকান জেনারেলের জুতা কালীঘাট মন্দিরে চুরি যায়। য়ুরোপীয় পুলিশ কমিশনর সাহেব [তদানীন্তন D. C. D. D.] সরকার সাহেবকে বললেন। সমগ্র ভারতীয় পুলিশের সম্মান বিপদাপন্ন। এঁর জুতা উদ্ধার তোমাদের করতেই হবে। ওই জন্য কোনও অফিসর পনেরো দিন এবং কোনও অফিসর সাত দিন সময় চাইলেন। সকাল আটটায় আমাদের লালবাজারে ডাকা হয়েছিল। ওর পূর্ব দিন দিবা তিনটায় ওই জুতা চুরি যায়। জেনারেল সাহেব গেটে জুতা খুলে ভিতরে গিয়েছিলেন। সব দেখে শুনে ফিরে এসে তাঁর ওই জুতা সেখানে দেখলেন না। সব শোনার পর আমি তাঁদের বললাম। সম্ভব হলে ওই জুতা আমি আজই সন্ধ্যার পূর্বে উদ্ধার করবো। আমার প্রত্যুত্তরে উপস্থিত প্রত্যেকেই হতভম্ব ও হতবাক। আমেরিকান সাহেব অবাক হয়ে টেবিল চাপড়ে বললেন, 'হোয়াট! ইভিন নিউইয়র্ক বা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড পুলিশও এতোটুকু সময়ে যা পারে না, তা তোমরা করবে? আমরা তোমাকে ওই জন্য এক মাসেরও সময় দিতে পারবো।' আমি সবিনয়ে সেদিন তাঁকে উত্তরে বলে ছিলাম, 'স্যার! এ দেশ আমেরিকা বা ইংল্যাণ্ড নয়। আজই যদি সন্ধ্যার মধ্যে উহা উদ্ধার করা না যায় তাহলে কোনও দিনই তা আর উদ্ধার করা যাবে না।' বাইরে এসে সরকার সাহেব ওই কমিটমেন্ট সম্বন্ধে অনুযোগ করায় আমি বলে ছিলাম। 'স্যার! একদিন না একদিন এই সম্পর্কে ওদের ফেস্ করতেই হবে। আগেভাগে এসব তাদের বলে রাখাই ভাল নয় কি?'

ভবানীপুর থানায় এসে দেখি অফিসর ইনচার্জ মুখ হাঁড়ি করে বসে আছেন। আমাকে দেখে আরও উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি বললেন—'স্যার। আমার চাকরী তো আর থাকে না। যথাক্রমে—কমিশনর, ডেপুটি কমিশনর, এসিস্টেন্ট কমিশনর ও ইনস্পেক্টররা জিজ্ঞাসা করছেন—হোয়ার আর দোস্ সুস। যেন জুতা জোড়াটা আমিই চুরি করেছি।' আমার কমিটমেন্টের বিষয় শুনে উনি ব্যস্ত হয়ে বললেন। 'না না স্যার। ও কাজও করবেন না। ও সম্ভব তো নয়ই। সম্ভব হলে যদিও বা চাকুরী থাকতো ওতে কিন্তু আর আমাদের চাকুরী থাকবে না। ওঁরাই তখন বলবেন যে চোরদের সঙ্গে আমাদের বন্দোবস্ত আছে। তা না হলে এতো শীঘ্র জুতা বার হলো কি করে?' আমি তাঁকে অনুরোধ করে বললাম, ওখানে একদল পুরানো সিপাই ও জমাদার ছদ্মবেশে সাদা কাপড়ে পাঠান। ওদের ওখানে বেলা একটা হতে পাঁচটার মধ্যে যেতে বলুন। ওই সময়ের মধ্যে যাকে জুতা চোর বা ভ্যাগাবণ্ড বলে সন্দেহ হবে তাদের প্রত্যেককেই ধরে আনতে হবে। ওদের একজনও যেন বাদ না পড়ে। সংখ্যা পঞ্চাশ জন হলেও ক্ষতি নেই। ওদের মধ্য হতে আমি মাত্র একজনকে থানায় বেছে নেবো।

[আমি জানতাম যে একজন জুতা চোর ওখানে কর্মরত আছে। অপরাধ সমাজের সব নিম্ন স্তরে তাদের স্থান। তাদের ওই ঘৃণ্য ছোট কাজ সম্বন্ধে ওরা সচেতন থাকে। এরা পরস্পরের কাছেও এক্সপোজড্ হতে চায় নি। তাই—কাউকে কোথাও জুতা চোর দেখলে ওদের অন্য জন নীরবে সরে পড়ে অন্য কর্মস্থল খুঁজে নেয়।]

আমি সাড়ে চার ঘটিকায় থানায় ফিরে দেখি যে প্রায় বত্রিশ জন ভ্যাগাবণ্ডকে ওরা গ্রেপ্তার করে সেখানে এনেছে। আমি প্রত্যেকের মুখ লক্ষ্য করে ওদের মধ্যে থেকে মাত্র ষোল জনকে বেছে নিলাম। প্রফেসন্যাল ইনষ্টিংক্ট দ্বারা উহা সম্ভব হয়। অন্যগুলিকে অবশ্য তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেওয়া হলো।

বিঃ দ্রঃ—মানুষের অন্তর্ভাব তার মুখে ও চোখে ফুটে ওঠে। কিন্তু ওই পরিবর্তন এতো সূক্ষ্ম যে উহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু উহা সম্যক রূপে মাত্র অনুভব করা যায়। অভিজ্ঞ লোকের দৃষ্টিতে ওই পরিবর্তন ধরা পড়ে। পুলিশ কর্মীরা 'কর্মকে' চাকুরী রূপে গ্রহণ না করে প্রফেশন রূপে নিলে ওই ইনষ্টিংক্ট লাভ করে। ওতে বারো জন ভৃত্যের মধ্যে তারা এক-জনকে বেছে নেয়। ফুল বিক্রেতারা ক্রেতা দেখলে সে ফুল নেবে কি না

ও কি ফুল নেবে এবং তা নিলে সে তার জন্যে কতো দাম দেবে তা বুঝতে পারে। ডাক্তাররা এবং উকিলরাও ওইরূপ ইনিষ্টিঙক্টের অধিকারী। রোগী দূর থেকে দেখে তারা বলে যে তার কি রোগ হয়েছে। পরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা উহা সত্য প্রমাণ হয়। মেয়েরাও উহা দ্বারা বোঝে ওই যুবক কি উদ্দেশ্যে ভাব জমাতে চায়। ছাত্রদের উদ্দেশ্যও ওর দ্বারা শিক্ষকরা বুঝতে পারেন।

কিন্তু, একটি স্থানে এসে প্রফেসন্যাল ইনিষ্টিংক্ট ফেল করতে পারে। ওই জন্যে উক্ত ষোল ব্যক্তির মধ্যে অপরাধীকে আমি বাছতে পারি নি। প্রত্যেকেরই মুখের ভাব আমার নিকট একই প্রকার মনে হলো। অবশ্য— আমি ওই জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম। আমি দোকান থেকে ধার করে ষোলো জোড়া বিভিন্ন প্রকারের নূতন জুতো এনে ঘরের ডান দিকে দেওয়াল ঘেঁসে রাখলাম। এর পর ওই ষোল জনকে সেই ঘরে এনে বাম [উল্টো দিকের] দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড় করালাম। মধ্যে টেবিলের পিছনের চেয়ারে বসে আমি কাগজপত্র দেখছিলাম। উদ্দেশ্য—ওদের বিব্রত মনকে স্থিতিশীলতায় পৌঁছানোর সময় দেওয়া। যে ব্যক্তি জুতো চোর তার ব্রেনের সেট আপই [Set up] অন্যরূপ। ঘন ঘন মাত্র সেই-ই ওই জুতোগুলো দেখছিল। চোখ মুখ তার চকচকে হয়ে উঠেছে। অন্যদের মুখের সঙ্গে তার মুখের ভাব সম্পূর্ণ আলাদা। রিফ্লেক্স এ্যাকসনের মত জুতোর দিকেই তার লক্ষ্য।

[কোনও ভেক জীবকে প্রতি দিন প্রত্যূষে আট ঘটিকায় খাবার দিন। ওই সময় তার মুখ থেকে লালা নির্গত হবে। কিন্তু কোনও দিন তাকে খাবার না দিলেও ওই সময় তার লালা ঝরে। খাবারের প্রত্যাশাই ওই লালা ঝরানোর জন্য দায়ী হয়।]

আমি তখনই তাকে অন্যদের হতে পৃথক করে অন্যত্র সরিয়ে দিলাম। তার পর তাকে কাছে ডেকে একটি নড়বড়ে ভাঙা টুলে বসতে দিয়ে বললাম, 'বাবা! জুতা চোর! তুমি ধরা পড়ে গেছো। তুমিই উহা চুরি করেছ। আমি তা জানি। তা না হলে অতগুলি ব্যক্তির মধ্য থেকে তোমাকে বাছলাম কি করে? এতো আমি জেনেছি! তাই কোথায় জুতো তুমি পাচার করেছো তাও জানি। মিছামিছি কেন আমার সংবাদদাতাকে আনাবে। সাত দিন যতো ইচ্ছা তুমি জুতো চুরি করো। আমরা কিছু বলবো না। কিন্তু সাহেবদের হুকুম—ওই জুতো জোড়া বার করতেই হবে।' ওই একই বিষয়

ঐ জুতো চোরও অবাক হয়ে ভেবেছিল। সে একটু হেসে আমাকে আশ্বস্ত করে উত্তর করল, 'হুজুর। জুতা বার করব এক সর্তে। বাজারে আমাকে সকলে পাকা শেয়ানা বলে জানে। আমি জুতা চোর জানলে লোকে আমাকে ঘৃণা করবে। কাউকে এ কথা জানাবেন না। বউবাজারে এক চিনাম্যানের দোকানে ঐ জুতা আছে।'

[সমাজকে যা সওয়ানো যায় তার বেশী তাকে সওয়ানো উচিত নয়। ওকে চেয়ারে বসতে দিলে অমনি সে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠত। ফলে—তার তৎকালীন অনুকূল মানসিক অবস্থা অপসারিত হতো। ফলে পরে কোনও কিছু স্বীকারোক্তি করতো না। এ জন্য পোড়া বিড়ি তাকে দিতে হবে। হাতভাঙা ময়লা চায়ের কাপে তাকে চা দিতে হবে। শ্রমিকরা লাউমাচার তলে ছেঁড়া মাদুরে ঢাক ঢোল বাজায়। মুরগী ছাগল গাধা নিয়ে বসবাসে তারা অভ্যস্ত। তাদের ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের ত্রিতলে তোলা তারা পছন্দ করে না।]

আমেরিকান জেনারেল ঐ জুতা সনাক্ত করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। উই এ্যাডমিট্ ইণ্ডিয়ান পুলিশ ইজ বেটার দ্যান আওয়ার পুলিশ। পুলিশের গেজেটে ঐ তারিখে সন্ধ্যা হওয়ার সময় ছিল ছটা পনেরো, আমি ছয়টা দশে তাদের কাছে উদ্ধারকৃত জুতো উপস্থিত করেছিলাম।

কোন এক জজ সাহেবের পুত্রবধূর দামী স্বর্ণ হার চুরি যায়। আমি সহকারীর সঙ্গে ঐ বাড়ির একটি কক্ষে অপেক্ষা করছিলাম। একটি উড়িয়া ভৃত্য দালান পুঁছতে পুঁছতে বারে বারে আমাদের দেখছিল। আমি তাকে কাছে ডেকে কথাবার্তা কইতে লাগলাম। 'আয় আয় বোস। ঘর কৌউটি। এ্যাঁ জাজিপুর। বিবাহ করছো। কতো বয়স তার। এ্যাঁ! মাত্র বারো বছর। আহা আহা। অতটুকু মেয়ে? তাহলে তোকে তো বাঁচাতে হবে। কেন তুই এই কাজ করলি? 'ঐ বালকটি আমাদের ধান্দায় ভুলে পা' জড়িয়ে ধরে বললো, আমাকে বাঁচিয়ে দিন। আর কখনো এ কাজ করবো না। আমি ওটার বিক্রীর জায়গা দেখিয়ে দেবো।

[পুলিশকে কে দেখছে তাই সর্বাগ্রে দেখা উচিত। কোনও হোটেলে এক দল এ্যাঙলো ডাকাত সন্ধ্যে বেলায় আসতো। ওদের একজনের কাছে একটা পিস্তল থাকতো। ঐ সময়ে ওখানে বহু এ্যাঙলো যুবক খেতে আসতো। ভুল করে কাউকে ধরলে প্রকৃত অপরাধীরা সরে পড়বে। আমরা কয়জন সশস্ত্র অফিসার মামুলি সুট পরে বিভিন্ন টেবিলে বসে গেলাম।

ওদিকে চার জন ইউনিফর্ম পরা অফিসারকে মধ্যের এক টেবিলে বসিয়ে দিলাম। উর্দী পরা পুলিশ দেখে সেখানে কেউ কেউ সেই দিকে দুই একবার চেয়ে দেখলো। কিন্তু—এক টেবিলে আহার রত চার ব্যক্তি বারে বারে তাদের দিকে তাকাতে থাকে। আমরা তখুনি তাদের ঘেরোয়া করে ঐ পিস্তল উদ্ধার করি।]

সাজেসন সমূহ মানুষের কৃষ্টি ও শিক্ষা অনুযায়ী দিতে হবে। যা নিরক্ষরের প্রতি প্রযোজ্য তা শিক্ষিতের প্রতি প্রযোজ্য নয়। আমরা বুঝেই বালক ভৃত্যটির কৃষ্টি অনুযায়ী বাক্-প্রয়োগ করে ছিলাম। সে আমাদের চিৎপুর রোডে সোনার পট্টীতে নিয়ে যায়। আমরা দুজনেই সাদা পোষাকে ছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ দোকানটি ঐ সময় বন্ধ ছিল। সবকটি দোকানদার এক দলের হওয়ায় খুবই সাবধানী। আমাদের ওরা কেউই ওর বাড়ির ঠিকানা ইচ্ছা করেই বলল না। আমি তখন বুদ্ধি করে তাদের ব্যস্তভাবে বললাম মশাইরা শীঘ্র ওঁর বাড়ির ঠিকানা বলুন। ওঁর বৃদ্ধা মাতা স্বগ্রামে গত হয়েছে। আমরা গঙ্গার ঘাট হতে সোজা এখানে এসেছি। ওঁকে মুখাগ্নি করতে হবে। আমাদের এই উক্তি বিশ্বাস করে ওদের একজন আঁতকে উঠে বলল, এ্যা তাই নাকি। অতো নম্বরে যান। ওনাকে এখন বাড়ীতেই পাবেন। বিরাট বাড়ি। বাড়ির এক এক প্রকোষ্ঠে এক এক পরিবার থাকে। বহু ডাকা-ডাকি করাতেও উনি সাড়া দিলেন না। মন পাপী হওয়াতে উনিও বেশ সাবধানী। আমি এবার চিৎকার করে ভাড়াটিয়াদের উদ্দেশ করে বললাম, মশাইরা। শীঘ্র ওনাকে খবর দিন। ওঁর বড় বাজারের দোকানে আগুন লেগেছে। এ্যা সে কি? আগুন লেগেছে—ভদ্রলোক ঐ কথা বলে ত্রস্ত ভাবে বেরুনো মাত্র তাকে আমরা পাকড়াও করলাম। এরপর তাঁকে বাইরে আটক রেখে তাঁর ঘরে এসে তাঁর স্ত্রীকে বললাম, ওঁর আর দোষ কি? উনি তো দাম দিয়ে কিনেছেন। হারটা বার করে দিন। তাহলে ওঁকে এখুনি ছেড়ে দেবো। ভদ্রমহিলা আমাদের কথামত বিশ্বাস করে গুপ্তস্থান থেকে ঐ হারটি বার করে আমাদের দিলেন।

শহরাঞ্চলে মামলা কিনারায় সর্বাগ্রে গতির [speed] প্রয়োজন আছে। চুরির পর বিপর্যস্ত দ্রব্যাদি পুলিশ আসা পর্যন্ত ছোঁবেন না। ফিঙ্গার প্রিন্ট প্রভৃতি গ্রহণে তাতে সুবিধা হয়। পল্লী অঞ্চলে ভৃত্যারা বাসনাদি

পুকুরে ডুবিয়ে সেখানে চিহ্নস্বরূপ একটি কঞ্চি পুঁতে রাখে। ভৃত্যেরা চুরি করে দ্রব্যাদি বাড়ির ভিতরের গুপ্ত স্থানেও লুকোয়। পলাতক ভৃত্যরা কিছু ঘোরাঘুরি করে পরে দেশে যায়। তৎপূর্বে সেখানে পুলিশ গেলে সে আর দেশে যাবে না।

[ছাত্রদিগকে একটি বস্তুর তিনটি গুণ হতে উহার চতুর্থ গুণটির স্বরূপ বুঝতে শিখান। অপরাধী সঙ্কুল শহর বাসীদের অপরাধ-বিজ্ঞান পাঠ প্রয়োজন। তা না হলে প্রতিটি বিষয়ে তারা আত্মরক্ষার্থে অপরাগ হবে। চেহারার মত গলার স্বর শুনেও মানুষ চেনা যায়। মিছিল সনাক্ত করণ [T I Parade] কালে সাক্ষীকে ওদের পিছনে দাঁড়াতে বলুন। তারপর সন্দেহমান ব্যক্তিরা একে একে নাম বলুক।]

[অপরাধের সংজ্ঞাও আজ বদল হওয়ার মুখে। দশ ব্যক্তি একত্রে একটি বাড়ি লুট করলে তাকে ডাকাতি বলা হয়। কিন্তু একশত ব্যক্তি একত্রে পঞ্চাশটি বাড়ি লুট করলে উহা জন-বিক্ষোভ। লুণ্ঠিত বাটির সংখ্যা উভয় ক্ষেত্রে হারাহারি একই। ওদের সংখ্যা বর্ধিত হলে উহা হবে যুদ্ধ। [আভ্যন্তরিক হলে উহা বিপ্লব]

কোনও চোর আমাকে বলেছিল চুরি উপকারী বস্তু। উহা ধন সম্পদ বণ্টন করে। ওতে সমাজের উপকার হয় [ইকনমিক ব্যালেন্স]। কিন্তু চোরাই দ্রব্যের বাটপাড়ি অন্যায়। জবরদখলকারীরাও ঐরূপ উক্তি করে। কিন্তু সে অন্যকে একটুকরোও তা হতে ভাগ দেবে না। প্রতিকারও উহাতে নেই। তুমি বেদখল হয়েছ। অতএব ব্যয়বহুল আদালতে যাও। নয়তো আইন নিজে হাতে নাও। ওদিকে বিপ্লবেরও প্রতিবিপ্লব আছে। পরিশ্রমী উদ্যোগী ও শান্তিপ্রিয়দের স্থান কোথায় ?

কতটা সম্পত্তি ও অর্থ লোকে রাখবে। রাষ্ট্র তা স্পষ্ট করে বলুক। তাহলে তদতিরিক্ত কেউ অর্জন করবে না। কারণ শান্তিই মরণশীলদের কাম্য। ওরা উপায় ও ভোগ করুক। কিন্তু—যেটুকু দেওয়া হল সেটুকুকে রাষ্ট্র রক্ষা করুক। ট্যাক্স এরাই দেয়। অপহারকরা তা দেয় না। পরিবর্তে রাষ্ট্র নিরাপত্তা দিক। নচেৎ ট্যাক্স বন্ধ হোক। আস্থা [trust] এমন এক বস্তু যা অর্থের মত আদায়ী নয়। গচ্ছিত টাকার মত ব্যাঙ্ক হতে উহা পাওয়া যায় না। আস্থাবোধ ও নিরাপত্তা বোধ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এখানে অপরাধ পুলিশ-গ্রাহ্য কিংবা আদালত গ্রাহ্য। এই প্রশ্ন অবান্তর। প্রতিটি ন্যায্য অধিকার ঐ দিনই রক্ষা করুন। একমাত্র ঐ ভাবেই দেশে সুপরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব।

বেশী ক্ষমতা অপেক্ষা স্বল্প ক্ষমতা অধিক কার্যকরী। ইহা বহুবার আমি বলেছি। যে কাজ পুত্রদের দ্বারা পিতামাতা করাতে পারেন না তা শিক্ষকরা তাদের দ্বারা করাতে পেরেছেন। যে কাজ শিক্ষক ওদের দ্বারা করাতে পারেন নি, তা পড়শিরা ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে করেছেন। অনুরূপ ভাবে—বিপথগামী কিশোরদের সুপথে আনতে পুলিশ অপেক্ষা সমাজসেবীরা অধিক উপযোগী। এঁদের চেষ্টায় তারা সমাজে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পাবে। তাহলে রাজনৈতিক দলের বদলে তারা সমাজসেবীদের প্রভাবাধীন হবে।

[পথ ঘাট স্কুল তৈরী অধুনা রাষ্ট্রের কাজ। 'দানশীল' বাক্যটি লুপ্ত হওয়ার পথে। উহাতে অর্থ ব্যয় করার বিপদও আছে। তাহলে তাকে লোকে বুর্জোয়া ভাববে। কিন্তু—দরিদ্র মাত্রই কমিউনিস্ট এবং ধনী মাত্রই ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার ভাবা অনুচিত। সমাজ-সেবীদের এদের মধ্যে কাজ করা উচিত। বিখ্যাত পরিবারে জন্মের উল্লেখ করলেও ঐ একই বিপদ। ধনীদের মধ্যেও বহু সাম্যবাদী ব্যক্তি আছেন। এরা "ধনের" বোঝা নামিয়ে শান্তিতে থাকতে চান। নানান ট্যাক্স দেওয়ার পর তাদের আয় মধ্যবিত্তদের মতই হয়ে থাকে।]

শুনেছি—এ্যাটম বোমা বস্তুকণাকে বিচ্ছিন্ন করে প্রকৃতির ভারসাম্য ঘটিয়ে বিপর্যয় আনে। স্থূল বৃত্তির অতি অনুশীলন ঐ ভাবে সাময়িক ভারসাম্য বিনষ্ট করেছে। উহাকে প্রতিহত করার মত সূক্ষ্ম বৃত্তির পর্যাপ্ত অনুশীলন আমরা করি না। রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে তার সুরু। পররাষ্ট্র বিদ্বেষী রাষ্ট্রগুলি উহার জন্য দায়ী। দুর্বল রাষ্ট্রগুলি এক্ষণে উহা প্রতিরোধ করতে সক্ষম। ফলে—বৃথাই উভয় রাষ্ট্রে উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়। ঐ নির্গত উত্তেজনা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক বিষয়ে [শেষ বেশ] ছড়িয়ে পড়ে ক্ষতি করে। রাজনৈতিক দল গুলিকে স্থূল বৃত্তির উদ্বেলনের প্রতিযোগিতা হতে ক্ষান্ত হতে হবে। তার স্থলে তাঁদের সূক্ষ্ম বৃত্তি উদ্বেলনের কাজে ব্রতী হতে হবে। কোনও বিরোধী দল গঠনমূলক কার্যের বদলে ধ্বংসমূলক সমালোচনায় ব্রতী হলে উহাকে বাতিল করার মত বিধি রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় [সংবিধানে] থাকা উচিত। উহার বিচার ভার অবশ্য রাষ্ট্রের স্বাধীন সর্বোচ্চ আদালতের উপর থাকুক।

অপরাধী তার প্রাথমিক কিংবা শেষ পর্যায়ে আছে তা প্রথমে দেখতে হবে। তাকে প্রকৃত পর্যায়ের অপরাধী বুঝলে সে ওই সময় কোন মানসিক স্তরে আছে তা বুঝে তাদের সহিত ব্যবহার করা উচিত হবে। তাদের সুচিকিৎসার জন্যও ওই জ্ঞানের প্রয়োজন। প্রাথমিক পর্যায়ের অপরাধীদের

লজ্জাসরম ও অনুশাত বোধ থাকে। তাদের বোঝালে তারা বোঝে। কিন্তু—প্রকৃত অপরাধীদের পক্ষে সৎ উপদেশ কার্যকরী নয়। ভিন্ন রূপে ওদের চিকিৎসা করা হয়। যে রীতিতে নিরপরাধ ব্যক্তি অপরাধী হয়েছে সেই রীতিতেই [পশ্চাদগামী] চিকিৎসাদ্বারা তাকে নিরাময় করতে হবে। কিশোরগণ প্রথমে নেশা ভাঙ করে প্রতিরোধ সম্পর্কিত স্নায়ুকে দুর্বল করে। ফলে, কু বাক প্রয়োগ ও কু সঙ্গ সহজেই তাদের উপর কার্যকরী হয়। ওই জন্য বিপরীত চিকিৎসা [ঔষধ] দ্বারা প্রথমে তাদের মস্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্ত স্নায়ুকে পুনর্গঠিত করুন। [তা না হলে বাকপ্রয়োগগুলি মস্তিষ্কে গৃহীত হবে না] তার পর বেশী সুযোগ সুবিধা ও সদুপদেশ দ্বারা তারা নিরাময় হোক। অপরাধীরা লজ্জাসরম ও অনুতাপ-বোধ হারালে তা তাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনুন [ওই সম্পর্কে মৎ প্রণীত অপরাধ-বিজ্ঞান দ্রঃ]

সপ্তম ভাগ

[কৃষকরা ভূমি হতে অবচেতন মনে শস্য ধরিত্রীর বুক থেকে হরণ করে। এতে অবচেতন মন থেকে কৃত্রিম ভাবে অপস্পৃহা নির্গত হয়ে তাকে নিরপরাধ রাখে। শ্রমিকরা ভাবে যে তাদের আয়ের উপর অন্যে ভাগ বসাচ্ছে। তারা তাদের প্রাপ্য না পেলে তাদের শোণিতস্পৃহা জাগ্রত হয়ে ওঠে। উপরন্তু তাদের বসবাসের পরিবেশ ও অপস্পৃহা জাত হওয়ার অনুকূল। অপরাধ উন্মুখ ব্যক্তিদের শ্রমশিল্পে নিয়োগে ফল বিপরীত হয়ে থাকে।]

কিছু অপরাধী শেষ পর্যায়ের শেষ বিন্দুতে পৌঁছয়। এক পাদরী এরূপ একজনকে সংশোধনার্থে স্ববাটীতে আনেন। পাদরীর সৎ ব্যবহারে সে সাহেবের অনুগত হলো। একদিন তার অর্থের অভাবে পাদরীর মূল্যবান বাইবেল বিক্রি করল। পাদরী এতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু—ওই বালক চুরি রূপ সামান্য বিষয়ে ওঁর উত্তলার কারণ বুঝতে পারে না।

কিশোর ও শিশুদের মধ্যে নিম্নোক্ত চারিটি প্রধান ইচ্ছার [Major wish] প্রকাশ সাবধানে লক্ষ্য করে ওদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। কারণ—ওই সকল ইচ্ছা অদম্য হলে উহা অবৈধ ভাবে তারা পূরণ করতে পারে। উহা তাদের প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল করে অপস্পৃহাকে বহির্মুখী করে।

(১) সম্প্রীতি : [Response] মানুষ মাত্রেই প্রেম প্রীতি ও ভালবাসার কাঙাল। উহা তারা যথাযথ ভাবে না পেলে ক্ষুণ্ণ হয়। শিশু পিতামাতার নিকট স্নেহের আকাঙ্ক্ষা করে। তরুণরা ভাবী বধূর সম্প্রীতি কামনা করে। স্বামী স্ত্রী পারস্পরিক প্রেম, একনিষ্ঠা ও সেবা চায়। তারা তাদের অপত্যের নিকট হতেও আনুগত্য চায়। এর বিপরীত কিছু ঘটলে তারা জীবন অসফল মনে করে।

(২) প্রতিষ্ঠা : [রেকগনিসন] মানুষ মাত্রেই জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে চায়। উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের পক্ষে ইহা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য। শিশুরাও একটু বড় হলে স্ব-পরিবারে স্বীকৃতি কামনা করে। কিশোর বয়সে তারা বহির্জগতেও অনুরূপ স্বীকৃতি কামনা করে।

এই স্বীকৃতি তারা স্ব-পরিবেশে না পেলে ওর জন্যে ভিন্ন পরিবেশ খোঁজে। বহু বালক স্ব-সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে নি। তজ্জন্য সে অসামাজিক গোষ্ঠীকে বেছে নেয়।

(৩) নিরাপত্তা : [Security] শিশু মাত্রেই নিরাপত্তা-বোধের আকাঙ্ক্ষা করে। তারা বোঝে যে বাড়ীতে ও বাইরে পিতামাতা তাদের রক্ষক। তারা জানে তাদের প্রতিটি চাহিদা তাদের পিতা মাতা পূরণ করবে।

অভিভাবকরা [রাষ্ট্রও] তাদের মান-সম্মান রক্ষা করতে না পারলে তারা ক্ষুণ্ণ হয়। তখন তারা আত্মরক্ষার্থে গুণ্ডা দলে যোগ দেয়। কেহ কেহ নিজেরাই গুণ্ডা হয় ও গুণ্ডা গড়ে। ওই ভাবে—এরা রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সমাজ গড়ে। [নির্বিচারে গ্রেপ্তারেও উহা ঘটে।] ওরা পুলিশ বিরোধী হয়ে পুলিশকে প্রতিহত করতে চায়। অন্যের উপর অবিচারও তাদের ওই বিষয়ে প্রভাবিত করে।

(৪) নূতনত্ব : নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষা মানুষের আদি স্বভাব। উহার আধিক্য কিশোরদের এ্যাডভানচার-প্রিয় করে। তারা নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করতে ও অজানাকে জানতে চায়। নূতনত্বের আস্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা [New experience] তাদের কিছু ক্ষেত্রে অসামাজিক করে। [এদের এ্যাডভেনচারের পুস্তক দ্বারা ভোলান যায়। এদের সঙ্গে দেশভ্রমণে বেরুলে উপকার হয়।]

মানুষের উপরোক্ত ইচ্ছা চতুষ্টয় অপূরিত হলে বা বাধা প্রাপ্ত হলে তারা নিশ্চেষ্ট বা উগ্র প্রকৃতির হয়। উহা বিকৃত হয়ে মানুষের সুষ্ঠু আচরণের তারতম্য ঘটায়। এই ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা [প্রতিরোধ শক্তির অবর্তমানে]

তাদের অপরাধী করে। এই ইচ্ছা গুলির বহির্গমনের সুষ্ঠু উপায়সমূহ ভাবুন এবং উহা কিশোরদের জন্য নির্ধারিত করুন।

(৫) মূল্যায়ন: কোনও এক ভৃত্যকে তার মনিব তার পাওনা বেতন দেয় নি। ক্রুদ্ধ হয়ে ওই বালক মনিবের বাক্স ভেঙ্গে টাকা নেয়। এতে আইনানুযায়ী তাকে জেলে যেতে হয়। [দুর্বল-চিত্ত বালক] ওটা সে তার ন্যায্য অধিকার মনে করে ছিল। ওই অবস্থায় আক্রমণাত্মক বালকরা তাকে প্রহার করতো। জনৈক বালক পথে জুয়া খেলা দেখছিল। পুলিশ ভুল করে তাকে ধরে। কিন্তু—ওই ভুল বোঝাবার বা তা সংশোধন করার তাদের প্রয়োজন নেই। [কিছু ক্ষেত্রে এক্তিয়ারের বাহিরে] হাজতে ও জেলে সে পুরানো চোরদের সঙ্গ লাভ করে। ক্ষুধার কারণে ও সাময়িক লোভে বা ক্রোধে অপরাধ করলেও বহু বালক তাই অনুতপ্ত হয়ে থাকে। [অনুতাপ এলে তারা অপরাধী নয়] ভুল বিচার ও জেল জীবন ওদের পাকা পোক্ত করে। জনৈক বালক সিনেমার টিকিটের জন্য চুরি করে। কিন্তু তার মধ্যে অন্য বিষয়ে অসামাজিকতা দেখি নি। উহা নিতান্ত তার জীবনে ক্ষণিক ঘটনা ছিল। গুচৈষিক বালকদের চিকিৎসা না করে বারে বারে জেলে পাঠানো হয়। ধরা না পড়া বহু বালক ভবিষ্যতে হাকিম হয়েছে।

উপরোক্ত ব্যবস্থা দ্বারা আইন সমাজের উপকার না করে অপকার করে। উহা দ্বারা বৃথা রাজকোষের অর্থ অপচয় হয়। এ ক্ষেত্রে আইন অপরাধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। প্রয়োজনে আইন ও বিচার প্রথা বদলাতে হবে। বিদেশী আইন এ দেশের অনুপযোগী কি না তাও বিবেচ্য। এই সম্পর্কে অন্য সুসভ্য দেশগুলি সতর্ক হয়েছে। ভারতকেও উহাদের অনুসরণ করা উচিত। উভয় পক্ষকে মামলা মিটাতে বাধ্য করলে লোকে মামলা-প্রিয় হয় না। ওতে সরকারী অর্থের সাশ্রয় হয় ও উহা সম্প্রীতি রক্ষা করে ও মানুষকে সামাজিক করে।

বিগত হাঙ্গামা কালে পুলিশ-ধৃত ও সোপর্দিত [মিসার আসামী] বহু কিশোরের উপর গবেষণার্থে আমি পরীক্ষা করি। আমি জোর করে বলতে পারি যে আমাকে ওদের ভার দিলে প্রত্যেকেই সংশোধিত হত। ওদের ব্রেণ রি-ওয়াশ করে পুলিশের সাহায্যকারীও করা যেতো। ওজন্য ওদের পুলিশ-বিরোধী মনোজটের [complex] কারণ খুঁজতে হবে। তার পর মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে বাক্-প্রয়োগ তথা সাজেস্‌সন দ্বারা তাদের বোঝাতে হবে।

তৎকালীন হাঙ্গামা সভ্য মানুষদের শঙ্কার কারণ হয়। আদালতের সমন ভদ্র ও নিরাপদ মানুষই শুধু মান্য করত। নাম গোত্রহীন বেপরোয়া দখলকারীদের উপর উহা প্রযোজ্য হয় নি। ওদের মহল্লা তথা পকেটে পুলিশেরও যাওয়া মুস্কিল ছিল। এজন্য সশস্ত্র সান্ত্রীদের সাহায্য নিতে হত। সময়ে উহা সমগ্র দেশকে গ্রাস করত। কিন্তু—ঐ অবস্থা সৃষ্টি করা নেতাদের সাধ্যাতীত। তাদের দোষ দেওয়া অন্যায়। উহার মূলে বহুকাল সঞ্চিত মনস্তাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ ছিল। বিপরীত পরিস্থিতিতে উহা প্রদমিত হয়েছে মাত্র। গবেষণার্থে ঐরূপ একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র পাওয়া সত্ত্বেও গবেষকরা মনোযোগী হন নি।

বহুবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে কিশোর ও শিশুদের বিচার করা উচিত। অভিভাবকরা যা জানে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তা জানে না। গৃহের ও স্কুলের পরিবেশ একমাত্র বিচার করা হয় না। সহপাঠি বন্ধুরা এবং পড়শীরা আরও বেশী জানে। ওদের মধ্যে অনুসন্ধান করার রীতি নেই। মনস্তাত্ত্বিক দেহ-বিজ্ঞানী, সমাজ-বিদ ও শিক্ষাবিদদের দ্বারা তাদের পৃথক পৃথক পরীক্ষা করাতে হবে।

কিশোর অপরাধীদের সংখ্যা কমাতে হলে জনগণ পুলিশ এবং আদালতের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে হবে। আমি মিসার জন্য আটক করা কিছু বালক ও তাদের পিতামাতাকে অঝোরে কাঁদতে দেখেছি। [আদর্শবানরা কাঁদে না] কিন্তু ঐ সুযোগে পুলিশ কর্মীরা স্বল্লায়াসে তাদের ব্রেন রিওয়াস করতে পারতেন। পুলিশ ও পিতা মাতার যৌথ প্রয়াসে উহা সম্ভব হত। কিন্তু কেউই এর একটুকুও প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করে ওদের সত্যকার ক্রীমিন্যাল হতে দিয়েছেন। আইনের ওয়ার্ডিঙ [wording] নিয়ে মাতামাতি না করে উহার [spirit] টুকুই শুধু নিতে হবে। এখানে সমাজসেবী ও মনস্তাত্ত্বিকদের মতামত ও সাহায্য গ্রহণ করলে বহু সমস্যার সমাধান হত। কর্মকৃত্য সমূহে শুধু দিনগত পাপক্ষয় প্রথা আশু রহিত হওয়া উচিত।

ব্যক্তিগত ভাবে লোকবল ও অর্থবলের অভাবে সহায়হীন বা দরিদ্রেরা উৎপীড়িত হয় বলেই তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর প্রতিশোধ নিতে চায়। ঐরূপ সঙ্ঘ বিপথ চালিত হলে উহা প্রতিহত করতে হয়ত প্রতি-বিপ্লবের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর প্রতিকারের জন্য কৃতকর্ম সমূহকে নূতন ভাবে নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। আইন ও প্রসিডিওর এর প্রতিবন্ধক হলে উহা বাতিল করা প্রয়োজন।

জনগণকে জাগাবার নামে তাদের অপস্পৃহাকে জাগান অনুচিত। নিরপরাধ সমাজ গড়তে মহাপুরুষেরা বহু উপদেশ ও বাণী বিতরণ করেছেন। রাষ্ট্রনায়কদের বারে বারে কঠোর শাসন প্রয়োগ করতে হয়েছে। বহুযুগের চেষ্টায় গঠিত এই সভ্য যুগ। একে পুনরায় আদি বর্বর যুগে আনবেন না। একটি সুসভ্য [সমগ্র] জাতিকে স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতিতে পরিণত করা মহাপাপ।

কিশোরদের বাস্তব জ্ঞান প্রদান [কৈশোরোত্তর শিক্ষা] সম্বন্ধে পূর্বে প্রশ্নোত্তর দ্বারা সমাধা করতে বলেছি। ঐ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রবলেমগুলি তাদের জন্য ব্যবহার করা যায়। উহা দ্বারা তারা ন্যায় ও অন্যায়ের সম্ভাব্য হার বুঝবে। এদের উত্তর অসামাজিক হলে তা ব্যাখ্যা সহ শুধরাতে হবে।

(১) দাঁতের ডাক্তার বলল দাঁত তুলতে কষ্ট হবে না। দোকানী বলল সে কেনা দরে বা স্বল্প দরে দ্রব্য বেচে। ভাল না বেসেও [অশান্তি এড়াতে] স্বামী স্ত্রীকে বলল—'আমি তোমাকে বড্ড ভালবাসি।' যেখানে প্রেম করবে সেখানে বিয়ে করবে না। সভাপতি বললেন যে উনি যোগ্যতর ব্যক্তি নন। সুন্দরী মেয়ে চায় না যে কেউ তার দিকে তাকায়। যেখানে বিয়ে করবে সেখানে প্রেম করবে না। ঐ সকল উক্তি উচিত কিনা তাই বল।

(২) ব্যবসায়ী নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করে দিবা রাত্র পরিশ্রমে বৎসরে এক লক্ষ টাকা উপায় করে দেখল তাকে তা থেকে পঁচাশী [৮৫] হাজার টাকা আয় কর দিতে হয়। ববং চল্লিশ হাজার টাকা বৎসরে উপায় করলে [স্ল্যাব কমাতে] তার কিছু থাকে। উপরন্তু কোনও অসাধু আয়কর কর্মীর পাল্লায় আরও হয়রানি। কম আয় করলেও তাদের উপর অন্যায় হামলাতে সময় নষ্ট হয়। এদের মধ্যে কেউ আয়কর কর্মীকে উৎকোচ দ্বারা কায়দা করল। ওদের কেউ বাড়ীর ব্যবহার্য গাড়ীকে কোম্পানীর গাড়ি বলে এবং বাড়ির ভৃত্য ও দ্বারবানকে কোম্পানীর লোক বলে এবং কোম্পানীর কাজে টুরে গেলুম বলে দেশ বিদেশ ভ্রমণে, দায়গ্রস্ত আত্মীয়দের ও পুত্রদের চাকুরী দিয়ে নিজেদের জন্য বাগান বাড়ি করে ও স্বাস্থ্যাবাসে বাড়ি করে ওগুলিকে কোম্পানীর গেষ্ট হাউস ও রেষ্ট হাউস বলে চালিয়ে স্ল্যাব কমিয়ে কিছু সাশ্রয় করল। এরূপ ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি কতটা ন্যায় কতটা অন্যায় করল? এছাড়া সে অন্য আর কি কি করতে পারত?

(৩) ফ্যাক্টরী মালিককে ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টার এক্সাইজ অফিসার পুলিশ প্রভৃতিকে নিয়মিত অর্থ দিতে হয়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অফিসে এলে দোষ ধরতে সক্ষম। টিপটপ সব কিছু ঠিক রাখা সম্ভব নয়। ছুতায় নাতায় সকলেই সকলের ক্ষতি করতে পারে। এদের সন্তুষ্ট না করলে যারা তা করে প্রতিযোগিতায় তারাই টিকবে। উৎকোচ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললে সময় ও শক্তি ও অর্থের বহু অপচয়। এক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে তুমি গবর্ণমেণ্টে বা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে কি করবে? কিংবা তুমি ঐ অতিরিক্ত ব্যয় ওদের সাহায্যে ব্ল্যাক মার্কেট করে তুলে নেবে?

(৪) জনৈক ব্যবসায়ীর মাল বোঝাই লরী হাওড়ার পুলে অন্যায় ভাবে জনৈক পুলিশ আটকালো। সেই দিনই ডেলিভারী না দিলে চুক্তি ভঙ্গ হবে। এতে সেই ব্যক্তির বহু অর্থ ক্ষতি হবে। এদিকে ঐ পুলিশের বিরুদ্ধে উর্ধ্বতনদের নিকট অভিযোগ করে তাকে সায়েস্তা করা যায়। কিন্তু তা সময় সাপেক্ষ। কিছুটা অনিশ্চিতও বটে। ইতিমধ্যে দিন দুই মাল বোঝাই লরী থানায় আটকা থাকবে। কিন্তু ঐ পুলিশকে দুশ টাকা দিয়ে মুক্তি কিনলে তোমার দু' হাজার টাকা বাঁচে। এক্ষেত্রে তোমার কি করা উচিত। ওদের মাসহারা দিয়ে দৈনিক উৎপাত বন্ধ করবে। কিংবা ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে প্রতিকারার্থে মন্ত্রী হবার চেষ্টা করবে?

[উপরোক্ত চারটি ঘটনাই হাইপথিটিক্যাল ঘটনা। ঐ সব এদেশে কদাচ ঘটে না। কারণ এখানে অফিসরগণ অত্যন্ত সৎ ও কর্তব্য পরায়ণ। এখানে প্রত্যেকটিতে একটি করে 'যদি' শব্দ আছে]

জনৈক ব্যক্তি তখনও বেকার। স্ত্রীপুত্র অনাহারে মরেছে। কোথাও কিছু টাকা পেল না। ধাপ্পা দিয়ে ঠকিয়ে কিছু টাকা নিল। কিংবা এক বন্ধুর আংটি চুরি করল। এক যুবক পারিবারিক বন্ধু। পিতাকে রেশনের টাকা দেয় নচেৎ সকলের অনাহার। ভ্রাতার একটি চাকুরী সে যোগাড় করল। বাড়ির কন্যার সে কিছু দৈহিক সুবিধা নিল। কন্যাটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে বাধা দিল না।

উভয় ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুইজনের কতটুকু অন্যায় হল। অন্য আর কি তারা কি করতে পারত।

পাওনা টাকার দায় এড়াতে কিংবা কিছু অর্থ আদায়ার্থে এক অসৎ ব্যক্তি জনৈক মানী গুণী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করল। মুদিখানা

দোকান খোলাই আছে। অর্থ ঢাললেই সওদা পাওয়া যায়। দুই টাকা কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প ও কিছু উকিলের খরচ তাহলেই একটা শমন পাওয়া যায়। অসুবিধাতে ফরিয়াদীকে যে পাত্তা করে দিলেই হল। সত্য মিথ্যা যাচাই সকল হাকিম করবেন না। জুডিসিয়াল এনকোয়ারীতে বাদী পক্ষের বক্তব্য রাখা বে-আইনী। বন্ধুদের মধ্য হতে কিংবা অর্থ ব্যয়ে মিথ্যা [সুশিক্ষিত] সাক্ষী প্রস্তুত। ঘটনার স্থান ও কাল এমন ভাবে [বুদ্ধি করে] নির্ধারিত যে সেখানে ডিফেন্স সাক্ষী থাকার সম্ভাবনা [বিশ্বাসযোগ্য ভাবে] নেই।

এখানে মান রাখতে হয়রানি এড়াতে ঐ নির্দোষ ব্যক্তি ঐ অসৎ ব্যক্তির বিরুদ্ধে দূর স্থানে অন্যের দ্বারা মিথ্যা মামলা কিংবা কয়েকটি কাউন্টার কেস দায়ের করল। ফলে,—বিপদ বুঝে সেই অসৎ ব্যক্তি প্রতিটি মামলা [উভয় পক্ষের] মিটিয়ে নিল। অন্যথায় ঐগুলি কখনও সে আদালত হতে কিছু অর্থ না পেলে তুলে নিত না। কোর্টে হার জিত সত্য মিথ্যা সাক্ষীর উপর নির্ভর করে। সত্য সাক্ষীরা [অনভ্যাসে] প্রায়ই জেরায় বিভ্রান্ত হয় ও টেঁকে না। তারা ঘাবড়ে গিয়ে মামলা বরবাদ করে দেয়। এ ক্ষেত্রে ঐ ভদ্র মানী ব্যক্তি কতটুকু অন্যায় করেছে। আত্মরক্ষার্থে সে অন্য আর কি করতে পারত?

উত্তর দান কালে কিশোরদের বিস্ময় [অজ্ঞতার কারণে] ক্রোধ, উত্তেজনা উৎসাহ আগ্রহ বা নির্লিপ্ততা, ভাবুকতা, প্রতিকার-স্পৃহা, ঘৃণা, লোভ ইত্যাদি লক্ষ্য করতে হবে। পরে ওদের পারিবারিক বিষয় ও তার শৈশবজীবনের সংবাদ নিতে হবে।

[অর্থ বা চাঁদার জন্যে কাউকে বাড়ীতে পথে বা টেলিফোনে ভীতি প্রদর্শন করলে উহা ক্রীমিন্যাল ইন্টিমেডেশন অপরাধ। টেলিফোনে কোনও কন্যাকে অশ্লীল বাক্য বললে শ্লীলতা হানি অপরাধ হবে।]

টেলিফোন যথাস্থানে না নামিয়ে রেখে নিকটের অন্য ফোন নম্বর এক্সচেঞ্জে জানালে দুষ্ট ব্যক্তির ফোন নম্বর জানা যায়। কিংবা তাকে কৌশলে কথা-বার্তায় [ওকে ডাকছি—বলে] ব্যস্ত রেখেও ঐরূপ করা যায়। পুলিশের সঙ্গে পূর্ব ব্যবস্থা মত দোষী তরুণদের মেয়েলী ঢঙে পত্র পাঠিয়ে স্ব-গৃহে এনে তাকে গ্রেপ্তার করান যায়। ওদের বাড়তে দিলে উহাতে ওরা আরও বে-পরোয়া হবে। তবে—সম্ভব মত উপেক্ষা করাই উচিত হবে।

বালকদের চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু বলেছি। [পৃঃ ৩৪] কিন্তু—এখানে ঐ সম্পর্কে আরও কিছু বলব। মানুষের বহু মনের রোগ দৈহিক রোগ

রূপে চালু। ফলে, ভুল চিকিৎসায় তাদের রোগ সারে নি। বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু বিশ্লেষণ ও কিছু তীক্ষ্ণ বাক্ প্রয়োগে অচিরে তাদের রোগ সারে। দশ বা বিশ বৎসরের পুরান রোগও মাত্র দশ মিনিটে সারে। তাকে কেউ উন্মাদ বা বালখিল্য [Childish] ভাববে। কাউকে উহা না বলার উহাই কারণ। কিন্তু বললে আলোচনার মধ্যে ঔষধের সন্ধান মিলে। হিস্ট্রিয়া রোগিণীদের ক্ষেত্রে উহা দেখা গিয়েছে। আমি নিম্নে ঐ সম্পর্কে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

[কিন্তু—তদপূর্বে দৈহিক চিকিৎসার দ্বারা তাদের স্নায়ুকে সুস্থ করা দরকার। নচেৎ বাকপ্রয়োগ তার নিকট গ্রাহ্য হবে না।]

(১) জনৈক ধার্মিক জৈন ভদ্রলোককে কেউ বলেছিল 'পূর্ব জন্মের কাহিনী অলীক।' পূর্বে পৃথিবীতে ৪০ কোটি মাত্র মানুষ ছিল। এক্ষণে পৃথিবীতে ৬০০ কোটি মানুষ। এক জন মানুষ মরে ফের সেই জন্মাবে। অর্থাৎ একটি মানুষের স্থলে একটি মানুষ। অত মানুষ তাহলে জন্মাত না। ব্যাস। ভদ্রলোক লো ব্লাড প্রেসারের রোগী। স্নায়ু দুর্বল। ডিপ্রেসনের মধ্যে তার মাথাতে ঢুকল "অ্যা! জৈন ধর্মের পূর্ব জন্ম কি তাহলে মিথ্যা।" তার আবাল্য বিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত লাগল।

ঐ একটি চিন্তা সকল চিন্তার উর্ধ্বে উঠে তাকে কষ্ট দিতে লাগল। সারা রাত সে ঘুমতে পারে না। মনেতে তার অসহ্য যন্ত্রণা! কিছুতেই ওটা সে ভুলে না। চিন্তা তেড়ে তার মনেতে আসে। কি ও কেন? সেই একই প্রশ্ন তার মনে জেঁকে বসে 'কেন'? কিন্তু কোনও সদুত্তর কোথাও নেই। দুবার আত্মহত্যারও চেষ্টা হল। কিন্তু—প্রকৃত তথ্য উনি কাউকে জানান না। ঐ নগণ্য বিষয় জানালে কেউ তা বিশ্বাসও করত না।

আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, কে বললে জৈন ধর্ম মিথ্যে? পৃথিবী বিশ্বে একটি মাত্র গ্রহ নয়। অন্য গ্রহের মানুষ মরে এই গ্রহে আসছে। পৃথিবীর বহু জীব জন্তু আজ লুপ্ত। ওরা মরে মানুষ হয়েছে। তাই পৃথিবীতে লোক সংখ্যা এত বেড়েছে।

লোকের বিশ্বাস ও কালচার অনুযায়ী অনুকূল সাজেসসন দিতে হবে। ওঁর পক্ষে যা প্রযোজ্য তা কোনও বিজ্ঞানীর পক্ষে প্রযোজ্য নয়।

ভদ্রলোক এবার তাঁর 'লেড়কাপনা'র জন্য লজ্জিত হয়ে হেসে ফেললেন। বলা বাহুল্য, উনি সম্পূর্ণ রূপে নিরাময় হলেন। ওই রোগের 'রিল্যাপ্স' বন্ধ করতে তাঁকে প্রোটিন ফুড [ছানা] ও ডাল খেতে বললাম।

(২) জনৈক ডাক্তারের মাথায় ঐরূপ একটি অবান্তর চিন্তা ঢুকল। অপারেশন করার কালে ছুরিটা ধরবার সময় তাঁর চিন্তা অন্তর্হিত হত। কিন্তু ছুরিটি নামান মাত্র চিন্তা রোগ ছুটে এসে তাঁকে ত্যক্ত করত।

আমি তাঁকে হরমন ইনজেকসন নিতে বলি। ভাইটামিনও খেতে বলি। তাঁকে প্রতিদিন মাংস খেতে বলি। এই ভাবে তাঁর স্নায়ু সবল হলে বিষয় বস্তুর কারণ নির্দেশ ও তীক্ষ্ণ বাক-প্রয়োগ দ্বারা তাঁকে নিরাময় করি।

(৩) জনৈক শিক্ষিতা ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ কন্যা এক নিরক্ষর ধীবরের জন্য উন্মাদিনী। তার সঙ্গে সে বাজারে মাছ বিক্রী করবে। একে ঘুমের ঔষধ দ্বারা ২৮ ঘন্টা ঘুম পাড়ালাম। পরে তাকে বোঝালাম—চার হাজার বৎসর যাবৎ সযত্নে রক্ষিত রক্তধারা ক্ষুণ্ণ করা অনুচিত। তার বিবাহিতা ভগ্নী ও আত্মীয়দের বাড়ীতে তাদের উন্নত জীবন তাকে দেখানো হল। এর পর কিছু দিন স্থান পরিবর্তনের পর সে নিরাময় হল।

(৪) এক তরুণকে কেউ বলেছিল যে, সে শীঘ্র পাগল হয়ে যাবে। দুর্বল মুহূর্তে উহা তার মনে ঢুকে তাকে আতঙ্কিত করে। কিছুতেই সে শান্তি পায় না। দিন রাত ঐ এক চিন্তা। রাতে তার ঘুম নেই। শেষে তার প্রফেসরকে সে সব খুলে বললে। উনি তাকে বোঝালেও সে বুঝে না। ওঁর নির্দেশে সে আমার কাছে এল।

আমি তাকে বললাম যে 'পাগল হবে বুঝে সে পাগল হয় না। পরে তার পালস্ ও দৃষ্টি পরীক্ষা করে বললাম। সব বাজে—বুঝছো। কিছুতেই তুমি পাগল হবে না। কয়েকটি বিশেষজ্ঞোচিত তথ্য তাকে বলা হল। এর পর মাত্র কয়েকটি তীক্ষ্ণ বাকপ্রয়োগের পর নিমিষে সে রোগ মুক্ত হল। [তার মন আউট অফ গিয়ার হয়ে গিয়েছিল।]

তার ওই প্রফেসর সব শুনে বলল, আমিও তো তাই বলেছিলাম। উত্তরে সে বলেছিল, ওঁর মত আপনি অমন ভাবে বোঝান নি।

(৫) এক নারীকে বহু বৎসর প্রেম করার পর এক ব্যক্তি অন্যত্র বিবাহ করল। ঐ নারীর তখন একটি মাত্রই চিন্তা। কি করে এটি সম্ভব হল। কেন সে তাকে বুঝতে পারে নি। কিছুতেই সে মনে শান্তি পায় না। দুই বার সে বিষ পানও করল।

আমি তাকে বললাম। মানুষের মধ্যে দ্বৈত ব্যক্তিত্ব ও বহু ব্যক্তিত্ব আছে। ওর যে ব্যক্তিত্ব আপনাকে ভালোবাসত সেই ব্যক্তিত্ব এখনও আপনাকে ভালোবাসে। কিন্তু—উহা প্রদমিত হয়ে সেই স্থলে অন্য ব্যক্তি

উদিত। এই ব্যক্তিত্ব আপনাকে চেনে না। দুইটি ব্যক্তিত্বই কিন্তু একটি দেহে আছে। ঐ দেহটিকে নষ্ট করবেন না। পূর্ব ব্যক্তিত্বটিকে জাগাবারও প্রয়োজন নেই। আপনি অন্য ভাবে প্রতিশোধ নিন। ও যেমন অন্যত্র বিয়ে করেছে তেমনি আপনিও অন্যত্র বিয়ে করুন।

কোনও এক ব্যক্তির মাথাতে ঢুকল—নৌকোর অত মাল ওরা রাখবে কোথায়? তাকে বলা হল—ওতো একটু পরেই ডুবে গেল। কোনও এক নারীর ধারণা তার বড় অসুখ। কিন্তু কোনও অসুখই তার নেই। তাকে মধু ও চিনির রস ওষুধ বলে খাইয়ে নিরাময় করা হয়। সে বিশ্বাস করে যে ঐ মহা ঔষধ এক জর্মন বিজ্ঞানীর তৈরী। প্রথমে ভণিতা এবং পরে টালবাহানা ও দেরী করা। তাকে উতলা ও ব্যস্ত করুন। তাগিদ এলে ঔষধ আনুন।

শুড়হীষার আধিক্যে ও হের ফেরে অপরাধ-রোগী সৃষ্ট হয়। ক্লীপটো-ম্যানিয়া ঐরূপ একটি রোগ। এরা চুরি না করতে পারলে অস্বস্তি অনুভব করে। এরা লাভের জন্য চুরি করে না। প্রতিরোধ শক্তি [বীজাণু বা অন্য কিছুতে] ও তৎ-সম্পর্কিত স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলে অপস্পৃহা প্রবল হয়। এরা এতদ্বারা অপস্পৃহার উপশম ঘটায় মাত্র।

একদিন চুরি করে অন্য দিন এরা তা ফেরৎ দেয়। কিংবা উহার মূল্য পাঠায়। ব্যবহার না করে উহা নষ্ট করে। এরা প্রায়ই ধনী ও শিক্ষিত হয়। অভাব ও দারিদ্র্য অপরাধী সৃষ্টির একমাত্র কারণ নয়।

ক্লীপটোম্যানিয়ার মত নিমফোম্যানিয়া রোগও আছে। এই রোগে নারীরা অত্যন্ত পুরুষ সঙ্গ কামনা করে। প্রথমোক্ত রোগের মত [প্রতিরোধ-শক্তির অভাবে] ইহাও দুর্দমনীয় হয়ে উঠে। ভেজাল খাদ্যতে পুষ্টির অভাবে উহা হয়। এই উভয় রোগই দৈহিক ও মানসিক চিকিৎসার দ্বারা নিরাময় হয়। [প্রতিরোধ সম্পর্কিত স্নায়ুর ক্ষতিই উহার কারণ]

[কোনও এক যুবকের ছাদ থেকে নীচে লাফানোর দারুণ ইচ্ছা হয়। শেষে সে ত্রিতলের ঘরে ঢুকে দুধারে ভিতর থেকে তালা বন্ধ করে চাবিটা নীচে ফেলে দিল। কোনও এক ব্যক্তি তার শিশু পুত্রকে ত্রিতল হতে নীচে ফেলে দিল। তার শিশুপুত্রকে ত্রিতল হতে নীচে ছোঁড়ারও দুর্দমনীয় ইচ্ছা হয়ে ছিল। জলের ধারে বসে কিছুক্ষণ চিন্তা করলে ঐ জল যেন ডাক দেয়। এইসব রোগও সহজে নিরাময় করা গিয়েছে।

ডাক্তার প্যাটেলের তরুণ কম্পাউণ্ডার তার মনিবের তিন বৎসরের শিশু পুত্রকে ঠাকুর দেখানোর অছিলায় বার করে যথাক্রমে রিকসা ও ট্যাক্সিযোগে বারাকপুরে আসে। খোকাকে সে এতাবৎ পুত্রবৎ স্নেহ করেছে। ক্রন্দনরত শিশুকে সে শান্ত করতে ষ্টেশনের দোকানে দুগ্ধ পান করায়। এর পর ট্রেনযোগে কাঁচরাপাড়ায় এসে এক মনিহারির দোকান থেকে ছুরি কেনে। পরে এক কুলীর সাহায্যে টিকিট কিনে পুনরায় সন্ধ্যায় বারাকপুরের লাটবাগানে আসে। খোকাকে সে ভালবাসতো বলে তার দিকে তাকায় নি। পিছনে মুখ করে ছুরিকা তার গলদেশে বিদ্ধ করে সে চলে আসে। মৃতদেহ একটি বৃক্ষতলে পড়ে থাকে। ঐ খুনী তরুণ কলকাতাতে ফিরে থানাতে আত্মসমর্পণ করে।

আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ পাই নি। কিন্তু ঐ শিশুর রক্তরঞ্জিত বস্ত্রাদি সেখানে পাই। বোতাম না খুলে কি ভাবে দেহটি জামা হতে বার করা হলো উহা আমাদের একটুকুও বোধগম্য হয় নি।

তদন্তে জানা যায় যে সে একদিন চুপে চুপে মিসেস প্যাটেল নামাঙ্কিত কয়েকটি জার্মান সিলভারের কাপ ডিস মনিব প্যাটেল গিন্নীর বাক্সতে রাখে। তার অদ্ভুত আচরণের কারণ কেউ বুঝতে পারে নি। সে বিপথগামী বন্ধুদের সঙ্গে রূপাজীবাদের গৃহে গেলেও নিজে সর্বদা নারী মাত্রকেই বহিন বলে সম্বোধন করত।

এদিকে রক্ত পরীক্ষকের প্রতিবেদন হতে জানা যায় যে শিশুর পরিধেয়তে মনুষ্য রক্তের সহিত ছাগ রক্তের মিশ্রণ রয়েছে। সন্দেহ হওয়াতে আমরা অপরাধীর দেহের রক্তের সহিত ঐ বস্ত্রাদিতে প্রাপ্ত রক্তের ব্লাড গ্রুপীং করাই। দেখা যায় যে উভয় রক্তই একই গ্রুপের রক্ত।

আসামী তখন বলে যে ডাক্তার প্যাটেল তাকে পূর্বে ভালবাসত। কিন্তু— এখন উনি তার নিজের স্ত্রীকেই বেশী প্রেম করেন। তাই সে ঐ শিশুপুত্রকে অন্যত্র লুকিয়েছে। দশ মাস দশ দিনের পূর্বে সে তাকে বার করবে না। সে ছাগ রক্তের সঙ্গে নিজের রক্ত মিশিয়ে শিশুর জামাতে লেপন করেছে।

একে আমি ডাঃ গিরীন্দ্র শেখর বসুর নিকট নিয়ে যাই। সায়েন্স কলেজে তিনি তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিম্নোক্ত রূপ অভিমত প্রকাশ করেন।

"ইনি একটি বিশেষ ধরণের মনোরোগে ভুগছেন। ইনি নিজেকে

ডাক্তারবাবুর দ্বিতীয় স্ত্রীরূপে কল্পনা করছেন। এমতাবস্থাতে হিংসার উদ্রেকে মিসেস প্যাটেলকে উনি হত্যা করতেন। কিন্তু—সৌভাগ্যক্রমে ওঁর বিকার অন্য পথে প্রবাহিত হয়। উনি এখানে মা হতে চান মাত্র। কিন্তু পুরুষ হওয়াতে ওর সন্তান সম্ভবা হওয়া সম্ভব নয়। তাই উনি মনিবের শিশুটিকে লুকিয়ে রেখে গর্ভবতী হলেন। দশ মাস দশদিন পর উনি শিশুকে ফেরত দিয়ে তাকে প্রসব করবেন। এর মধ্যে ওর জিহ্বা উপড়ালেও সে কোনও বিবৃতি দেবে না।"

হত্যা প্রমাণ হয় নি। হত্যার্থে অপহরণ প্রমাণ হয়। হাইকোর্টে তাকে দশ বছর মেয়াদ দেন। দশ মাস পরে জেল হতে আমাকে পত্র পাঠায়। সে তখন অসহ্য বেদনা পাচ্ছে। এখুনি সে শিশুটাকে ফেরত দেবে। [অর্থাৎ—প্রসব করবে।]

সাইকেলের চাকার দুটো স্পোক নষ্ট হলে খট খট আওয়াজ হয়। কিন্তু অসুবিধাতেও সাইকেল ঠিক চলে। ঐরূপ মনোরোগীরা কষ্ট পেয়েও স্বাভাবিক কর্মাদি করে। তাই বাইরে হতে [উহা উগ্র না হলে] সব বোঝা যায় না।

অপরাধ

অপরাধ-রোগ | নীরোগ অপরাধী

প্রাথমিক

প্রকৃত-অপরাধী

অপরাধী রোগীদের ও নীরোগ অপরাধীদের চিকিৎসা ভিন্ন রূপ। নিরোগ অপরাধীদের প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন নেই। তাই ভীতি সঞ্চার ধর্মোপদেশ ও অভাব দূরীকরণে তারা নিরাময় হয়। কিন্তু উহাদের শেষ পর্যায়ে প্রকৃত অপরাধীদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু ওরা আদিমমানুষের মত হয়। ওদের মধ্যে দৃষ্ট প্রতিটি সিমটমের পৃথক চিকিৎসার প্রয়োজন। সামগ্রিক চিকিৎসা এদের উপর কার্যকরী হয় না। নিম্নে উহার কিছু ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(ক) এদের মধ্যে কষ্ট বোধ ও উষ্ণ বোধ কম থাকে [ঠিক স্বাভাবিক মানুষের উল্টো] এবং স্পর্শবোধ ও শৈত্যবোধ বেশী থাকে। কষ্টবোধের জন্য আমরা রোগ হয়েছে বুঝে ডাক্তারের কাছে নিরাময়ের জন্য যাই। কিন্তু এরা তা না বোঝায় হঠাৎ একদিন পড়ে ও মরে। গুরুতর আহত হলেও বহু

দূর ওরা দৌড়তে পারে। তজ্জন্য নিদারুণ প্রহারেও এরা কাবু হয়ে দোষ কবুল করে নি। স্পর্শ বোধের জন্য পিকপকেটরা অপকর্মে সুবিধাভোগী হয়। বহু বিষয়ে আনুষঙ্গিক আদি—মানুষ ও পশুসুলভ অতীন্দ্রিয়তা এরা লাভ করে। মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে প্রদমীত আদি মনোবৃত্তি উপরে ওঠে।

এদের সুস্থ করতে পর্যায় ক্রমে ঠাণ্ডা ও গরম জলে স্নান ও চর্মকোষ সতেজ করতে বেসম সর ও বাদাম বাটা গাত্রে লেপন প্রয়োজন। মানুষ মুখের মত চর্ম দ্বারাও আহারে সক্ষম। এই ভাবে ওদের মধ্যে পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

(খ) উক্ত দৈহিক অসাড়তার মত ওদের নৈতিক অসাড়তাও আছে। এদের লজ্জা-সরম ও অনুতাপ বোধ নেই। এরা যথাক্রমে নিষ্ঠুর, দাম্ভিক ভাবপ্রবণ ও অলস হয়। অন্যের ক্ষতি করার মধ্যে ঐ নিষ্ঠুরতা থাকে।

ধর্মোপদেশ এদের উপর কার্যকরী হয় না। কারণ এদের সূক্ষ্মবৃত্তি দুর্বল ও স্থূল বৃত্তি প্রবল। পরোক্ষ ভাবে এদের সূক্ষ্মবৃত্তি প্রবল করতে হবে। তাহলে উহার উল্টাবৃত্তি স্থূলবৃত্তি আপনা হতে দুর্বল হবে। সঙ্গীত ও কলাচিত্র তারা শুনতে বা দেখতে না চাইলেও তা তাদের কানে আসে ও চোখে পড়ে। ধীরে ধীরে ক্রমিক উন্নত পরিবেশে এনে ওদের সূক্ষ্মবৃত্তি-জাত সঙ্গীত বা কলার প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। তাহলে স্থূল বৃত্তি প্রসূত কোনও কার্যে তাদের মতি আসবে না। কিন্তু তৎপূর্বে ঔষধাদির দ্বারা তাদের সূক্ষ্মস্নায়ুকে সুস্থ করতে হবে। এজন্য এদের যথেষ্ট প্রোটিন ফুডও দেওয়া চাই।

(গ) এদের যা কিছু এনার্জি তা তুবড়ীর ফোয়ারার মত ক্ষণস্থায়ী। কাঠুরে ও ছুতোরদের মত দীর্ঘস্থায়ী কর্ম করতে এরা অক্ষম। স্বল্পক্ষণে অপকর্ম শেষ করতে অক্ষম হলে এরা অলস হয়। তাই অলসতা রোগ আসার পূর্বেই তারা স্থান ত্যাগ করে। কর্মালসতা দূর করে কর্ম-তৎপরতা এদের মধ্যে আনা মাত্র এরা নিরাময় হয়।

স্থূল বৃত্তি প্রসূত রাজনৈতিক মারপিট ও ট্রাম পোড়ানো কখনও তিনদিনের বেশী স্থায়ী হয় না। তিনদিন পরে ঐ আন্দোলনকারীদের খুঁজে পাওয়া যায় না। সূক্ষ্মবৃত্তিবাহী সৎ প্রেরণা জাত বিপ্লবই মাত্র দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে।

এদের প্রথম সপ্তাহে দৈনিক দশ মিনিট দ্বিতীয় সপ্তাহে দৈনিক কুড়ি

মিনিট ও পরে সইয়ে সইয়ে ওদের দৈনিক আট ঘন্টা কাজে অভ্যস্ত করা যায়। কিন্তু—এজন্য সদব্যবহারের সহিত যথেষ্ট পারিশ্রমিকও দিতে হবে। তাতে এদের আত্মসম্মান-বোধ ফিরে আসবে। ঐ সঙ্গে এদের যন্ত্রদ্বারা অভ্যাস করে প্রতিক্রিয়া-কালও বৃদ্ধির প্রয়োজন। [অপরাধ চিকিৎসা। অপরাধ বিজ্ঞান দ্রঃ]

(ঘ) হিষ্টিরিয়া রোগীদের মত বন্দীকৃত প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে নিষ্ঠুরতা অলসতা দাম্ভিকতা ও ভাবপ্রবণতা যথাক্রমে ওঠা নামা করে। নিষ্ঠুর অবস্থায় এরা গাল দেয়। মাথা খুঁড়ে পালায় ও মিথ্যা অভিযোগ করে। মুক্ত অবস্থায় এরা অপকর্ম করতো। অপস্পৃহা প্রতিরুদ্ধ হলে চিত্তবিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। দাম্ভিক অবস্থায় এরা দম্ভোক্তি এবং অলস অবস্থায় নিশ্চেষ্ট থাকে। কিন্তু—ভাবপ্রবণ অবস্থায় এরা কাঁদে ও অপকর্ম স্বীকার করে। এজন্য ভাবপ্রবণ কালে এদের জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত।

[পৃথিবীতে শূন্যের স্থান নেই। পুলিশ না থাকলে প্রাইভেট পুলিশ আসে। ওই জন্য বেশ্যারা ও সিনেমা মালিকরা আত্মরক্ষার্থে বেতনভুক গুণ্ডা রাখে। ফ্যাক্টরীতে সিকিউরিটি গার্ড তৈরী হয়। প্রাইভেট গোয়েন্দার ওই জন্য সৃষ্টি হয়।

পঙ্কিল বস্তীতে [slum] পুরানো চোরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু উহার স্বরূপ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয় নি।

"ধরুন নীচু ছাউনীওলা পরস্পর সংলগ্ন খোলার ঘর। মধ্যের শীর্ণ পথে দুইজন পাশাপাশি যেতে পারে না। ঐ পথ নালা রূপেও ব্যবহৃত হয়, জল ও ফেন ঐ পথে একত্রে গড়ায়। তাই মধ্যে মধ্যে পথ চলার জন্য ইঁট পাতা। দিনেব আলোতেও অন্ধকার। সেখানে হিজড়া পুরানো পাপী নিম্ন শ্রেণীর বেশ্যা ও দরিদ্র গৃহস্থ একত্রে থাকে।

ওই বস্তি-গ্রামেবই একটি কক্ষে গভীর রাত্রে পুরানো পাপীদের হুল্লোড় হয়। বর্ষিয়সী মাতার সঙ্গে তরুণী কন্যাও সেখানে আসে। মদ্যপ অর্ধনগ্ন নরনারীর ও পাপীদের গড়াগড়ি কামড়া-কামড়ি ও খিমচাখিমচির বর্ণনা সৎ সাহিত্যে সম্ভব নয়।

এইরূপ টিপিক্যাল পঙ্কিল বস্তীতে জাত্-কিশোর-অপরাধীদের সৃষ্টি হয়।

এই বস্তীতে কোনও সাইড স্পেস নেই। গৃহ-নির্মাণার্থে করপোরেশন

প্ল্যান সাঙসনে অক্ষম। কোঠা বা দেওয়াল তৈরী সেখানে হয় না। ঐ বস্তীর উন্নয়ন সম্ভব নয়। উহাকে উচ্ছেদ করে অপরাধীদের সংখ্যা কমান। অপরাধী-দের সংখ্যা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট [বস্তী ভেঙে] কমিয়েছে। পুলিশের এতে একটুও কৃতিত্ব নেই। ওদের বাসা ও জড নির্মূল করতে হবে।

অপস্পৃহাকে প্রারম্ভেই দমন করতে হবে। বাড়তে দিলে উহা আয়ত্তের বাইরে যাবে। এজন্যে নির্মম ও নিষ্ঠুর হওয়া ভাল। কিন্তু—দুর্বল হওয়া কদাচ নয়। বাঘ ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে ব্যাঘ্র বংশ রক্ষার প্রশ্ন নেই। ভোটের জন্য নিরস্ত হলে ডেমক্রেসি অচল বুঝতে হবে।

কনট্রোল প্রভৃতি আইন শাসকদের অক্ষমতার পরিচায়ক। উহার দ্বারা এক শ্রেণীর নূতন অপরাধীর ও উৎকোচ গ্রাহকের সৃষ্টি হয়। নিয়ন্ত্রণের বদলে উৎপাদন বাড়ান শ্রেয়। আরোপন সম্ভব নয়—এমন আইন না হওয়াই ভাল। ভেজাল হয়, এমন দ্রব্য যথা—তৈল, আটা, ঔষধের বিক্রয় ব্যবস্থা রাষ্ট্র করুক। আইন আরোপনের পরিধি কমাতে হবে। দেরীতে আইন আরোপন পুনর্বাসনের প্রশ্ন আনে। কিশোর-হকারদের ফুটপাতে বসার বহু পূর্বে পুলিশ আসুক ও বাধা দিক। এতে জন-বিক্ষোভ হয় না। তাতে তারা বিকল্প জীবিকার সন্ধান করবে। কিছুকাল বিনা বাধায় হকার বসলো ও তাদেব জীবনের কিছু সময় তাতে ব্যয়িত হল। তার পর তাদের ওঠাতে হলে বিকল্প ব্যবস্থা আবশ্যক।

কিছু প্রাচীন নির্দেশ আজও বলবৎ আছে। যথা—সুট টু কিল। তিতুমিয়ার বাঁশেব কেল্লা দখলে ফাঁকা আওয়াজ করা হয়। তার শিষ্যরা রটায়—তিতুমিয়া গুলি খালিয়া। পরে কামান দাগাতে বহু লোক মরে। সেই সময় ওই মন্তব্য লেখা হয়ে ছিল। আজও ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করলে নেতারা বোঝান যে পুলিশ তাঁদের পক্ষে। তাই ওরা শূন্যে গুলি ছুঁড়ল। তবুও ওই প্রাচীন নির্দেশ বদলানো উচিত।

[বিঃ দ্রঃ—এই পুস্তকে উকিল, সাক্ষী, হাকিম, থানা, পুলিশ, ছাত্র, শিক্ষক ও কিশোর ও অন্যান্যদের সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে। এদেশে প্রায় ওঁদের সকলেই সাধু ও সচ্চরিত্র সৎ সুদক্ষ আইনানুরাগী ও কর্তব্যপরায়ন। এখানে মাত্র কতিপয় অপরাধীদের সম্বন্ধে ওই মন্তব্য প্রযোজ্য। ওই সম্পর্কিত প্রতিটি পঙক্তির পূর্বে 'কিছু' আছে। পুলিশ থানা সম্পর্কে উক্তি এ যুগের ও এদেশের [স্বাধীন ভারত] সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। পরবর্তী সংস্করণে উহা

সংশোধিত হবে। দেশী ও বিদেশী রেফারেন্স পুস্তকগুলির নাম পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত হবে।]

পৃঃ ২৩ দ্বিতীয় প্যারায় প্রতিটি বিষয়ে 'কিছু' শব্দটি বসবে। যথা—কিছু সাক্ষী সাবুদ। কিছু প্রাইভেট মামলা। 'মানেই' শব্দ ডিলিটেড। পৃঃ ৩৯, শেষ পঙক্তি হতে স্থলে 'উহা হতে'। পৃঃ ৩৩, বিকল্প-পন্থী সম্পর্কে —'সফল নয়' স্থলে 'সফল হয়' পড়ুন। ৬২ পৃঃ ২য় প্যারা—'মামলা করে' স্থলে 'মামলা না করে' হবে।